শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি-

ভগবৎ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিত-

ব্রহ্মসূত্রম্

বা

বেদান্তদর্শনম্

—·—০:*:০—·—

শাঙ্করভাষ্য-ভামতী-কল্পতরু-ভামতীপ্রভা-সমেতম্

——:*:——

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

বেদান্ত-তর্ক-স্মৃতিতীর্থোপাধিক

পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত ভামতীপ্রভাখ্য টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত

আচার্য্যশঙ্কর-ও-রামানুজ ও ন্যায়সাহস্রী প্রণেতা, ব্যাপ্তিপঞ্চক তর্কসংগ্রহ-তর্কামৃত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক এবং অদ্বৈতসিদ্ধি ও বেদান্তদর্শনপ্রভৃতি বিবিধগ্রন্থের

সম্পাদক বেদান্তভূষণোপাধিক

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত।

ন্যায়বেদান্তাদিবিবিধগ্রন্থের প্রকাশক

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত

৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা

সন ১৩৪২, শকাব্দ ১৮৫৭, খৃষ্টাব্দ ১৯৬৫

নিবেদন

ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয়পাদে আমাদের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই পাদে পরমতখণ্ডন থাকায় এবং সেই সকল মতের গ্রন্থাদি সুলভ নহে বলিয়া অনুবাদে এবং টীকারচনায় অত্যধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তক আজকাল সকলেরই অবলম্বন, কিন্তু তাহাতেও দুরূহস্থলের সকল পাঠ সঙ্গত হয় না। এজন্য অনেক স্থলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির সাহায্য লইয়া পাঠ সঙ্গত করা হইয়াছে, এবং প্রায় সকলক্ষেত্রেই পাঠান্তরও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অনুবাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় এজন্য বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ভামতীপ্রভা টীকাটী এবার অতি দীর্ঘ হইয়াছে, এজন্য তাহা পৃথক্‌খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। এই খণ্ডে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় শোধনাদিব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিয়াছেন।

রথযাত্রা
১৭ই আষাঢ়
১৩৪২ সাল

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
৬নং পাশিবাগন লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

ভগবদিচ্ছায় এই দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শাঙ্করভাষ্য, ভাষ্যটীকা ভামতী, এবং ভামতীটীকা কল্পতরু ও ভামতীপ্রভা এবং ভাষ্যভামতীর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয়-পাদে মহর্ষি বেদব্যাস যুক্তিদ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার বিবৃতি করিয়াছেন। এজন্য দার্শনিক বিচার ও চিন্তার পক্ষে এই পাদটী বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে অর্থাৎ আমাদের প্রথমখণ্ডে, বিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু পরমত খণ্ডন না করিলে স্বপক্ষস্থাপন সম্পূর্ণ হয় না, এজন্য এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া সেই স্বপক্ষস্থাপনের পূর্ণতা সাধন করা হইয়াছে। অবশ্য এই স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনের উদ্দেশ্য শ্রুতিমূলক মতসমূহের সহিত বেদান্তমতের অবিরোধপ্রদর্শন। কারণ, প্রথম অধ্যায়ে শ্রুত্যর্থের সমন্বয় দ্বারা বেদান্তমত প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু সেই সমন্বয়ের সহিত শ্রুতিমূলক অপর মতগুলির যদি অবিরোধ প্রদর্শন না করা যায়, তাহা হইলে সেই সমন্বয় সুসিদ্ধ হয় না, এই জন্যই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ের সহিত যে শ্রুতিমূলক অপরমতের বিরোধ নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইল। আর সেই অবিরোধপ্রদর্শনার্থ তাহারই অন্তর্গত প্রথমপাদে স্বপক্ষস্থাপনের পর দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষখণ্ডন করা হইল।

এজন্য যে সব মত একেবারে শ্রুতিবিরুদ্ধ, অর্থাৎ শ্রুতির নিন্দাসহকারে প্রবৃত্ত, যথা—চার্ব্বাকাদির মত, সেই সব মতের খণ্ডন এস্থলে আর আবশ্যক হইল না। বস্তুতঃ চার্ব্বাকাদি যে বেদনিন্দায় প্রসিদ্ধ, তাহা তাহাদের এই জাতীয় বাক্যাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। যথা—

> **ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।**
> **জর্ভরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥**

অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর—এই তিন জন বেদের কর্ত্তা। কারণ, জর্ভরী তুর্ফরী (ঋক্ সং ১০।১০৬।৬) ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধ বচন পণ্ডিতগণের স্মরণ করা হয়। এজন্য বেদনিন্দাকারী চার্ব্বাকাদির মত এই দ্বিতীয়পাদে আর খণ্ডিত হয় নাই। এজন্য এস্থলে যে সব মতবাদ খণ্ডিত হইল, তাহারা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর এবং ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতবাদ। কোথায় বা তাহাদের অংশমাত্র। আর এই সব মত খণ্ডন করায় এই সকল মতই শ্রুতিমূলক মত, অর্থাৎ ইহারা বেদনিন্দাসহকারে প্রবৃত্ত নহে, বুঝিতে হইবে।

অবশ্য আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সকলপ্রকার মতবাদই বেদ হইতে আবির্ভূত, এজন্য উক্ত সাংখ্যাদির মতের ন্যায় সাধারণ অজ্ঞলোকের মত এবং উক্ত চার্ব্বাকমতও বেদমূলক মত বলিতে হইবে, যেহেতু বেদান্তসার গ্রন্থে বেদবাক্যদ্বারাই তাহাদের মতের মূল প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—

"অতি প্রাকৃতস্তু 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ… ……পুত্র আত্মা বদতি"।

"চার্ব্বাকস্তু 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' (তৈঃ ২।১।১) **ইত্যাদি শ্রুতেঃ………স্থূল-শরীরম্ আত্মা ইতি বদতি" ইত্যাদি।**

বস্তুতঃ বর্ণাত্মক ভাষা এবং ব্যবহার সবই আমাদের বেদমূলক। আমরা সেই সর্ব্বজ্ঞ আদিপুরুষ ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদলাভ না করিতে পারিলে আমাদের মানবোচিত ভাষা বা ব্যবহার কিছুই আবির্ভূত হইত না। বস্তুতঃ নানারূপ পরীক্ষার দ্বারাও জানা গিয়াছে, মানবের এই বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা, কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ইহা না শিখাইলে ইহা মানবের অধিগত হইত না। আর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নূতন রচনা বলিলে সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হয় বলিয়া এই সর্ব্বজ্ঞ-উপদিষ্ট ভাষা অনাদি ভাষা। এই ভাষাই বেদের ভাষা বলিয়া বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাভারত, মনু, ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই কথাই আছে—

> **অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।**
> **আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥**
> **নামরূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্।**
> **বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥**
> **সর্ব্বেষাং চৈব নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।**
> **বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥**

কিন্তু কালের প্রভাবে এই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত চার্ব্বাকাদি কতিপয় মতবাদীর শিষ্যসম্প্রদায় বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া তাঁহারাই বেদবাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, আর তজ্জন্য এই পরমত খণ্ডন প্রসঙ্গে তাঁহারা স্থান পান নাই। আর এজন্য এই গ্রন্থে যে বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত বৌদ্ধ ও জৈনমত, তাহা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর বৌদ্ধ ও জৈনমত নহে। যেহেতু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনমত বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধাদি মত বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হয় নাই—প্রত্যুত তাঁহারা স্বমতস্থাপনে বেদের প্রমাণও গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা উপবর্ষাচার্য্যের মীমাংসাবৃত্তি ও বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়।

এজন্য যাঁহারা এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন মতের খণ্ডন দেখিয়া এই ব্রহ্মসূত্রকে গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মত গ্রহণীয় নহে। এই গ্রন্থের মধ্যে পাদটীকায় স্থলে স্থলে এ বিষয়টী কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদনিন্দাকারী চার্ব্বাকাদির বা গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত এই গ্রন্থে স্থান না পাইলেও এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মত খণ্ডিত না হইলেও যে, তাঁহাদের মত অখণ্ডিত রহিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, যে সকল যুক্তিসাহায্যে সাংখ্যাদি বেদমূলক মতগুলির খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির দ্বারাই বেদনিন্দক পরবর্ত্তী বৌদ্ধ জৈন, চার্ব্বাকাদিরও মত যে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভাষ্যকার অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে চার্ব্বাকাদির মত যে অখণ্ডিত রাখিয়াছেন, তাহাও নহে। আর তদ্ব্যতীত সাংখ্য ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি মনীষিবর্গ সেই সব চার্ব্বাকাদির মত সম্পূর্ণরূপেই খণ্ডন করিয়াছেন। এই সব কারণে শ্রুতিমীমাংসাস্বরূপ এই বেদান্তগ্রন্থে চার্ব্বাকাদির মত স্থান পায় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ জৈনমতের স্থান হইয়াছে।

এখন মনে হইতে পারে—পরমত খণ্ডন করিলে, পরমতের সহিত অবিরোধ প্রদর্শনকার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে? অবিরোধ প্রদর্শন করিতে হইলে ত আর সে মতের খণ্ডন করা চলে না? তাহাকে রক্ষা করিয়া তাহার অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে হয়? অতএব এই পাদে পরমত খণ্ডন করায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবিরোধপ্রদর্শনের প্রকৃতি সংরক্ষিত হয় কি করিয়া? বস্তুতঃ এই সংশয় এস্থলে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার উত্তরও খুবই সহজ। যথা—শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয়কার্য্য প্রথমাধ্যায়ে করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই শ্রুতিমূলক মতসমূহের মধ্যে যদি যুক্তিসাহায্যে অশ্রৌতাংশের খণ্ডন করা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ অবিরোধ-প্রদর্শনকার্য্য সমাধা করা হয়। কারণ, উক্ত মতগুলির শ্রুতিকে অনুসরণ করাই অভিপ্রায়, কিন্তু যুক্তির প্রবাহে পড়িয়া তাহারা শ্রুতিবহির্ভূত মতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যুক্তিসাহায্যে তাহাদের মতের খণ্ডন করিয়া তাহাদের মতমধ্যে বেদবিরোধ প্রদর্শন করাই তাহাদের সহিত যথার্থ অবিরোধপ্রদর্শন। ইহাই ভাষ্যকার—৪র্থ অধিকরণের প্রারম্ভে বৈশেষিকের খণ্ডনপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যথা—(৮৪ পৃষ্ঠা)

"বৈশেষিকরাদ্ধান্তো দুর্যুক্তিযোগাৎ বেদবিরোধাৎ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যম্ ইতি উক্তম্" ইত্যাদি। সূত্রকারও বলিয়াছেন—

"অপরিগ্রহাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষা"। (২।২।১৭)

বস্তুতঃ বেদবাক্যের যে অর্থ করিবার পদ্ধতি জৈমিনি মুনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা লৌকিক যুক্তিরই অনুসরণ করিয়া করিয়াছেন। বেদের তত্ত্ব অলৌকিক হইলেও তাহার বাক্যার্থনির্ণয়কৌশল অলৌকিক নহে। এই জন্যই যুক্তি সাহায্যেও বেদমূলক অথচ বেদবিরোধী মতগুলির যুক্তিদোষ এবং বেদবিরোধিতাপ্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। আর সেই ভাবেই পরমতখণ্ডন এই দ্বিতীয়পাদে করা হইয়াছে, কিন্তু পরমতের দোষ উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে নহে।

এখন এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার যদি সূত্রার্থই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি এবং ভামতীকার বৌদ্ধ ও জৈনমত পরিষ্কার করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তি দিঙ্নাগ এবং জৈন সমন্তভদ্রপ্রভৃতি পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সূত্রার্থ নির্দ্দেশ করেন কেন? ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের আধুনিকতাই প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, এই সব বৌদ্ধ ও জৈনপণ্ডিতগণ সেই প্রাচীন মতেরই পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহাদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা এবং বৈদিক সম্প্রদায় সকলেই স্বীকার করেন যে, গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর পূর্ব্বেও বৌদ্ধ ও জৈনমত ছিল। ব্যাসদেবের সময় ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ ছিলেন। (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির বাক্য উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্য—ইহারাই তত্তৎমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া নহে, কিন্তু তৎতৎমতের পরিপোষক বলিয়া। আর প্রাচীন বৌদ্ধাদিমতের সহিত

যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধাদি মতের সর্ব্বাংশে ঐক্য আছে তাহাও নহে। এজন্য ২৪ সূত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাদি মতকে এই বেদান্তমতেরই ছায়া অবলম্বনে উন্নত ও পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। বৈদিকদর্শনে ঋষিগণ মীমাংসা ও ন্যায়াদিশাস্ত্রমধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতের যে সব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধ ও পরবর্ত্তী বৌদ্ধ জৈনগণ সেই সব দোষ পরিহার করিয়া নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। এই কারণে, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকারপ্রভৃতি সূত্রার্থ স্পষ্ট করায় এই ব্রহ্মসূত্রের আধুনিকতা প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু তথাপি অদ্বৈতবাদকে বৌদ্ধমতের ছায়া বলিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রাদির আধুনিকতা প্রমাণ করিতে কতকগুলি ব্যক্তির আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এক গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকা ভিন্ন আর অদ্বৈতমতের কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ অদ্বয়বাদের গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাহার পর গৌড়পাদের কারিকার সহিত লঙ্কাবতারসূত্রপ্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের ভাব ও ভাষাগত ঐক্য আছে। আর গৌড়পাদকে শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু বলা হয়, এবং গৌড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎকারের প্রবাদও প্রচলিত আছে। তদ্ব্যতীত গৌড়পাদের কারিকায় অদ্বৈতমতের সহিত বৌদ্ধমতের প্রভেদপ্রদর্শনও আছে; অতএব শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধমতেরই ছায়াবিশেষ। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতকে বেদপ্রমাণের দ্বারা পুষ্ট করিয়া বেদান্তমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন মাত্র, ইত্যাদি।

কিন্তু এই কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অদ্বৈতবাদ বুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বেদমূলক মতবাদ। অভিসন্ধিশূন্য হইয়া সহজভাবে উপনিষৎ পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদই হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহার অন্যথাসাধন অসম্ভব। তাহার পর অদ্বৈতমতে সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মবস্তুই সকলের অধিষ্ঠান, এবং জগৎ তাহাতে কল্পিত বলা হয়। বৌদ্ধমতে তাদৃশ সদ্বস্তুকে অধিষ্ঠান বলা হয় না। পরন্তু নিরুপাখ্য শূন্য তাঁহাদের মতে পরমার্থ সত্তা; অথবা অন্য বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানই মূল বস্তু ও তাহা ক্ষণিক; কিন্তু বেদান্তমতে তাহা এক স্থির ও নিত্য। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শান্তরক্ষিতের গ্রন্থে (৩৫১১—৩৫১৫ শ্লোক) দেখা যায়, বেদমধ্যে নিমিত্তনামক শাখায় বুদ্ধের কথা আছে বলিয়া বুদ্ধকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য বৈদিকগণকে বলা হইতেছে। মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যে অনেকেরই মতে গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির গুরু উপবর্ষাচার্য্যের বৌদ্ধমতখণ্ডন-প্রসঙ্গে দেখা যায়, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের সম্মত ক্ষণিকবিজ্ঞান সিদ্ধ করিবার জন্য উপনিষৎ প্রমাণ (বৃঃ ২।৪।১২। ৪।৫।১৪) দিতেছেন এবং উপবর্ষাচার্য্য ঠিক তাহার পরবর্ত্তী উপনিষৎ বাক্যদ্বারা বৌদ্ধের প্রদত্ত উপনিষৎ প্রমাণকে খণ্ডন (মীমাংসা দঃ ১।১।৫) করিতেছেন। এখন বেদপ্রমাণদ্বারা যাঁহারা বুদ্ধকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মান্য করিবেন, অথবা বৌদ্ধপ্রদর্শিত বেদবাক্যদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করিবেন, তাহারা আর বেদকে অপ্রমাণ বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহারা একদল বৈদিক বৌদ্ধই হইতেছেন। এজন্য বৌদ্ধকর্ত্তৃক বেদপ্রমাণপ্রদর্শনকে অভ্যুপগমবাদ বলিয়া বৌদ্ধমতের বেদমূলকতা আর অপলাপ করা যায় না। এই বেদমূলক বৌদ্ধমতই ব্যাসাদি ঋষিগণ খণ্ডন করেন এবং তৎপরে গৌড়পাদ তাহাদের প্রদর্শন করেন। এই গৌড়পাদ ব্যাসপুত্র শুকের শিষ্য ও পুত্র; এ বিষয়ে পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি বিস্তর প্রমাণই আছে। প্রবর্ত্তক (১৯।২।৪) ভারতের সাধনা (৬।৪) দ্রষ্টব্য। মহাভারতেও বুদ্ধমতের কথা আছে, কিন্তু গৌতমবুদ্ধের কথা নাই। শুক শিষ্য গৌড়পাদের পর গৌতমবুদ্ধ এই বৈদিক অদ্বৈতবাদকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া বৌদ্ধমত বলিয়া প্রকাশ করায় এই মতদ্বয়ের ভেদ, সাধারণ ব্যক্তির নিকট বা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট আবার অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময় শঙ্করাচার্য্য আবার সেই প্রভেদ প্রদর্শন করেন। শঙ্করপ্রশিষ্যকর্ত্তৃক রচিত বিদ্যার্ণব তন্ত্রমধ্যে শঙ্কর ও গৌড়পাদের মধ্যে প্রায় ৫৩ পুরুষের ব্যবধান দেখা যায়। তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাদি বৌদ্ধগণই সম্ভবতঃ বিনষ্ট করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা যে বৈদিক গ্রন্থ নানা কৌশলে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তিব্বতী তারানাথ বর্ণনা করিয়াছেন; ভোজরাজ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কামধেনু গ্রন্থ হইতে জানা যায়। উপবর্ষের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তির কথা ভাষ্যকার প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার লোপের কারণ বৌদ্ধগণ কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। আর গৌড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ—ইহা সাম্প্রদায়িক কথা। ইহা যদি বিশ্বাস করা হয়, তবে গৌড়পাদ সিদ্ধযোগী, সূক্ষ্মশরীরে শঙ্করের সম্মুখে ব্যাসের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সাম্প্রদায়িক কথাও বিশ্বাস করিতে হয়। নচেৎ সম্প্রদায়ের কথার এক অংশ বিশ্বাস করিয়া বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। তাহার পর লঙ্কাবতারসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ, যেরূপ বিস্তৃত ও বিচারবহুল এবং গৌড়পাদের কারিকা যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ, তাহাতে গৌড়পাদের কারিকায়ই

প্রাচীনত্ব সম্ভব, লঙ্কাবতারের নহে। পরিশেষে বৌদ্ধগণ যখন বেদবিরোধী হইলেন এবং বৈদিকগণ যখন বৌদ্ধগণকে বেদবাহ্য বলিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন, তখন বৈদিকগণ প্রাচীন বেদ থাকিতে বৌদ্ধগণের যুক্তিতর্কের সাহায্য কেন গ্রহণ করিবেন? কুমারিল ভট্ট যে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নিজ শিষ্য ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধ হইলে তাহার সহিত বাদে পরাজিত হইয়া, শ্রদ্ধাবশতঃ নহে; কারণ, পরে সেই কুমারিলই নিজ বৌদ্ধগুরু ও ধর্ম্মকীর্ত্তিকে বাদে পরাজিত করেন, এবং বেদমার্গ স্থাপন করেন। অতএব তিনিও বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন না। তাহার পর বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সকলেই প্রথম জীবনে বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন; বুদ্ধদেবই সংখ্যাচার্য্য আগড় কালমের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই বৈদিক যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইবেন। আর শঙ্করপ্রভৃতির জীবনে পূর্ব্বে বৌদ্ধভাব, পরে বৈদিকভাব গ্রহণের কথা নাই, সুতরাং তাঁহাদের বৌদ্ধসংস্কারলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সব কারণে বৌদ্ধমতই বেদের ছায়া, কিন্তু বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধমতের ছায়া নহে। আর তজ্জন্য এই ব্রহ্মসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ বুদ্ধের পরবর্ত্তীও নহে।

তাহার পর এই ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আজকাল আর একটি আপত্তি শ্রুতিগোচর হয়। সেই আপত্তি এই যে, যখন একই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রত্যেক সম্প্রদায় বিভিন্নপ্রকার করিয়াছেন, তখন ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার উপায় নাই। অতএব ইহা প্রমাণ হইলেও ইহার প্রামাণ্যের উপকারিতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্য সিদ্ধ বা অবতার পুরুষের শরণগ্রহণ প্রয়োজন, তাঁহাদের মতই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ইত্যাদি। বাস্তবিক কথাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সঙ্গতই বলিয়া বোধ হয়; কারণ, আমরা ১২খানি ভাষ্যের পাঠ মিলাইয়া দেখিতেছি, মতানৈক্য অত্যন্ত অধিক। এজন্য নিম্নে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, যথা—

অধ্যায়	পাদ	শঙ্কর		ভাস্কর		রামানুজ		শ্রীকর		নিম্বার্ক		শ্রীকণ্ঠ		মধ্ব		বল্লভ		বিজ্ঞান ভিক্ষু		বলদেব		আনন্দ		বৈখানস	
		অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র
১	১	১১	৩১	১১	৩১	১১	৩২	১১	৩২	১০	৩২	১২	৩২	১২	৩১	১০	৩০	?	৩১	?	৩১	১১	৩২	১১	৩২
	২	৭	৩২	৭	৩২	৬	৩৩	৭	৩২	৭	৩৩	৯	৩৩	৭	৩২	৮	৩২		৩২		৩৩	৭	৩৩	৬	৩১
	৩	১৩	৪৩	১৩	৪৩	১০	৪৪	১৩	৪৩	১০	৪৪	১১	৪৪	১৪	৪৩	১৩	৪৩		৪৩		৪৩	১৩	৪৩	১০	৪৪
	৪	৮	২৮	৮	২৭	৮	২৯	৮	২৮	৫	২৮	৭	২৯	৭	২৯	৮	২৮		২৮		২৮	৮	২৯	৮	৩০
২	১	১৩	৩৭	১৩	৩৭	১০	৩৬	১১	৩৬	১০	৩৫	১১	৩৬	১১	৩৮	১২	৩৭	?	৩৭	?	৩৭	১০	৩৬	১০	৩৬
	২	৮	৪৫	৮	৪০	৮	৪২	৮	৪৫	৬	৪৫	৯	৪২	১২	৪৫	৮	৪৫		৪৫		৪৫	৮	৪৫	৮	৪২
	৩	১৭	৫৩	১৭	৫৩	৭	৫২	১৩	৫০	৬	৫২	১২	৫২	১৯	[illegible]	১৬	৫৩		৫৩		৫১	৯	৫৩	৭	৫২
	৪	৯	২২	৯	২২	৮	১৯	৭	১৮	৬	২১	৮	১৯	১৩	২৩	১০	২২		২২		২২	৯	২১	৮	১৯
৩	১	৬	২৭	৬	২৬	৬	২৭	৮	২৭	৪	২৭	৬	২৭	২০	২৯	৮	২৭	?	২৭	?	২৮	৬	২৭	৬	২৭
	২	৮	৪১	৮	৪১	৮	৪০	৯	৪০	৫	৪১	৯	৪০	২০	৪২	১১	৪১		৪১		৪২	৮	৪১	৮	৪০
	৩	৩৬	৬৬	৩৬	৬৫	২৬	৬৪	২৮	৬৪	২৫	৬৪	৩৬	৬৪	৪২	৬৮	২৫	৬৬		৬৬		৬৮	২৫	৬৪	২৬	৬৪
	৪	১৭	৫২	১৭	৪৯	১৫	৫১	১৭	৫২	১২	৫২	১৭	৫১	১১	৫১	৯	৫১		৫২		৫২	১৫	৫১	১৫	৫১
৪	১	১৪	১৯	১৩	১৮	১১	১৯	১০	১৯	৯	১৯	১৩	১৯	৮	১৯	৭	১৯	?	১৯	?	১৯	১১	১৯	১১	১৯
	২	১১	২১	৯	২০	১১	২০	১১	২০	৫	২১	৯	২০	১০	২২	৭	২১		২১		২১	১০	২০	১১	২০
	৩	৬	১৬	৫	১৫	৫	১৫	৫	১৬	৫	১৬	৫	১৫	৬	১৬	৫	১৭		১৬		১৬	৫	১৫	৫	১৫
	৪	৭	২২	৭	২২	৬	২২	৬	২২	৬	২২	৮	২২	১১	২৩	৫	২২		২২		২২	৬	২২	৬	২২
সমষ্টি	১৬	১৯১	৫৫৫	১৮৭	৫৪১	১৭২	৫৪৫	১৭২	৫৪৪	১৩১	৫৫০	১৮২	৫৪৫	২২৩	৫৬৪	১৬২	৫৫৪	?	৫৫৫	?	৫৫৮	১৬১	৫৫১	১৫৬	৫৪৬

এই সকল আচার্য্যগণের নাম পারম্পর্য্য অনুসারেই গৃহীত হইয়াছে। তথাপি সকলের সময় ঠিক্ জানিতে পারা যায় নাই। তবে শঙ্করাচার্য্যের সময় ৬৮৬-৭২০ খৃষ্টাব্দ, রামানুজাচার্য্যের সময় ১০১৭—১১৩৭ খৃষ্টাব্দ, মধ্বাচার্য্যের সময় ১১৯৯—১৩০৪ খৃষ্টাব্দ। এই গুলি প্রায় ঠিক্। ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য এবং বলদেবভাষ্যের অধিকরণ, নির্দ্দেশসহকারে মুদ্রিত না হওয়ায় উপরে প্রদত্ত হইল না। উহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

এই অধিকরণ অর্থ—বিচার বা বিচার্য্য বিষয়। এক বা একাধিক সূত্রে এক একটী অধিকরণ বা বিচার্য্য বিষয় হয়। এই সকল সূত্রের মধ্যে কোথায় কেবল পূর্ব্বপক্ষসূত্র, কোথায় বা কেবল সিদ্ধান্তসূত্র, কোথায় বা উভয়মিশ্রিত সূত্র থাকে। এখন কেবল পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা কোন অধিকরণ হয় না। উপরি উক্ত আচার্য্য-গণের মধ্যে যে কেবল সূত্রের পাঠসম্বন্ধে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু কোথায় সূত্রবর্জ্জন, কোথায় নূতন সূত্রগ্রহণ, কোথায় দুইটী সূত্রকে একটী সূত্রে পরিণতি, কোথায় একটী সূত্রকে দুইটীতে পরিণতি, কোথায় বা নঞ্‌দ্বারা হাঁ কে না, এবং না কে হাঁ করাও হইয়াছে। কোথাও পূর্ব্বপক্ষসূত্রকে সিদ্ধান্তসূত্র এবং সিদ্ধান্তসূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্রও করা হইয়াছে। আর এইরূপ সূত্রের দ্বারা যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে আরও ভীষণ মতভেদ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ১৩১ হইতে ২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ সংখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, এইরূপ মতভেদ দেখিলে ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রায় যে কি, তাহাতে, কোন এক মতে আগ্রহ না থাকিলে কাহারও কোন অর্থে নিশ্চয়তা হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সিদ্ধ বা অবতার পুরুষের ব্যাখ্যাকে ব্যাসাভিপ্রায় বলিতে ইচ্ছা কাহারও হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ব্যাসদেবই তাঁহার পরিপন্থী হইবেন; কারণ, তিনি ২।১।১ সূত্রে মনুপ্রভৃতির সহিত বিরোধনিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞ কপিলমতের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আপত্তি করিয়াছেন। আর এজন্য তিনি তাঁহার নিজমতের উপরও অন্ধবিশ্বাস করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ এই আপত্তিই কুমারিলভট্ট তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধগুরু এবং তাঁহার বৌদ্ধমত গ্রহণকালে তাঁহার নিজেরও গুরু ধর্ম্মপালের নিকট প্রকারান্তরে প্রয়োগ করিয়া বৌদ্ধমতের পরাজয়সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা নানা আচার্য্য নানারূপ করিয়াছেন বলিয়া যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্যের উপকারিতালাভ অসম্ভব, আর তজ্জন্য শাস্ত্রবিচার বর্জ্জন করিয়া কোন সিদ্ধ মহাত্মার শরণগ্রহণই কর্ত্তব্য—এতাদৃশ মতবাদ অনুমোদনীয় হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ব্যাখ্যাটী গ্রাহ্য, তাহার ত নির্ণয় হইল না। ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ের উপায় কি? এজন্য আমাদের বোধ হয়—আমাদের নিকট প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ তিনটীপথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রথম পথে যাইতে হইলে বেদাদি শাস্ত্র যথাবিধি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া মীমাংসা ও ন্যায়প্রভৃতি শাস্ত্র-সম্মত পথে সকল আচার্য্যের ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া একটী অর্থ স্থির করা আবশ্যক; কারণ, ব্যাসদেব এই ব্রহ্মসূত্রে নিজমতপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু উপনিষদের কোন্ বিষয়ে তাৎপর্য্য, তাহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসার কৌশলদ্বারা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এইভাবে ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবে, তাহাই ব্যাসাভিপ্রায় হইবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পথে প্রাচীনত্ব এবং ব্যাসসম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক যথাসাধ্য যুক্তি বিচার করিয়া কোন একটী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তৃতীয়পথে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে নিজ নিজ আচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী বিচার করিয়া একটী অর্থ গ্রহণই প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রার্থবিচার বর্জ্জন করিয়া কেবল সিদ্ধ পুরুষাদির বাক্য অবলম্বনে সন্তুষ্ট থাকা তত্ত্ববুভুৎসু গণের পক্ষে শোভনমার্গ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতএব প্রথমপথে কোন ব্যাখ্যাই নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক, দ্বিতীয়পথে শাঙ্কর ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়; কারণ, বর্ত্তমানে এই ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন কোন ভাষ্য আর পাওয়া যায় না, প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের কথা যত প্রমাণ, এত আর অন্যের কথা হয় না, এবং শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সকল প্রকার আক্রমণের উত্তরই শাঙ্কর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ দিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাসের সঙ্গে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। আর তৃতীয়পথেও কোন ব্যাখ্যারই নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয় না। যেহেতু গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাই সকল ত্রুটী সংশোধন করিয়া যথাকালে প্রকৃত পথে সাধককে আনিয়া দেয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সূত্রপাঠ ও অধিকরণ রচনার দোষগুণ বিচারপ্রভৃতি, সময় ও স্থান সাপেক্ষ, এজন্য এস্থলে আর সে চেষ্টা করা হইল না।

৬নং পার্শিবাগান লেন,
কলিকাতা।

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ

সূচীপত্র

সামান্য সূচী

মূলগ্রন্থ ভাষ্য ভামতী ও অনুবাদ ১—২০০
টীকা ভামতীপ্রভা ২০০—শেষ।

বিশেষ সূচী

১। **রচনানুপপত্ত্যধিকরণ**	(১ম—১০ম সূত্র)	
সাংখ্যমত যুক্তিসঙ্গত নহে	১—৪০ পৃষ্ঠা	
২। **মহদ্দীর্ঘাধিকরণ**	(১১শ সূত্র)	
বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর	৪১—৫০ পৃষ্ঠা	
৩। **পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ**	(১২শ-১৭শসূত্র)	
বৈশেষিকমতখণ্ডনম্	৫১—৮৪ পৃষ্ঠা	
৪। **সমুদায়াধিকরণ**	(১৮শ-২৭শ সূত্র)	
সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডন	৮৪—১৩১ পৃষ্ঠা	
৫। **অভাবাধিকরণ**	(২৮শ—৩২শ সূত্র)	
বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডন	১৩১—১৬৭ পৃষ্ঠা	
৬। **একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ**	(৩৩শ—৩৬শ সূত্র)	
জৈনমতখণ্ডন	১৬৭—১৮১ পৃষ্ঠা	
৭। **পত্যধিকরণ**	(৩৭শ—৪১শ সূত্র)	
পাশুপতমতখণ্ডন	১৮১শ—১৯৩শ পৃষ্ঠা	
৮। **উৎপত্ত্যধিকরণ**	(৪২শ—৪৫শ সূত্র)	
পাঞ্চরাত্র বা ভগবতমতখণ্ডন	১৯৩শ—২০২শ পৃষ্ঠা	

সূত্রানুযায়ী সূচী।

সাংখ্যমতখণ্ডন (রচনানুপপত্ত্যধিকরণ) — পত্রাঙ্ক

১	রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ২।২।১	(সিদ্ধান্তসূত্র)	১
২	প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২	„	১১
৩	পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ২।২।৩	„	১৭
৪	ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪	„	১৯
৫	অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২।২।৫	„	২১
৬	অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ২।২।৬	„	২২
৭	পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ২।২।৭	„	২৬
৮	অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ২।২।৮	„	২৭
৯	অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ২।২।৯	„	২৯
১০	বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ২।২।১০	„	৩০

২। **সাংখ্যের আক্ষেপখণ্ডন** (মহদ্দীর্ঘাধিকরণ)

১।	মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১১	„	৪১

৩। **বৈশেষিকমতখণ্ডন** (পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ)

১।	উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ২।২।১২	„	৫১
২।	সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ২।২।১৩	„	৫৭
৩।	নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪	„	৬০
৪।	রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫	„	৬১
৫।	উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।১৬	„	৬৭
৬।	অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ২।২।১৭	„	৭০

			পত্রাঙ্ক
৪। সর্ব্বাস্তিত্ববৌদ্ধবাদখণ্ডন (সমুদায়াধিকরণ)			
	সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ নিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৮ (সিদ্ধান্তসূত্র)		৮৪
২	ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৯	"	৯১
৩	উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ২।২।২০	"	১০৩
৪	অসতি প্রতিজ্ঞাপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ২।২।২১	"	১০৭
৫	প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ২।২।২২	"	১০৮
৬	উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।২৩	"	১১২
৭	আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪	"	১১৩
৮	অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।২৫	"	১১৬
৯	নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬	"	১২৩
১০	উদাসীনানামপি চৈবংসিদ্ধিঃ ২।২।২৭	"	১২৮
৫। বিজ্ঞান ও শূন্যবাদখণ্ডন (অভাবাধিকরণ)			
১।	নাভাব উপলব্ধেঃ ২।২।২৮	"	১৩১
২।	বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯	"	১৫৫
৩।	ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ২।২।৩০	"	১৫৮
৪।	ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১	"	১৫৯
৫।	সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ২।২।৩২	"	১৬২
৬। জৈনমতখণ্ডন (একস্মিন্নভাবাধিকরণ)			
১।	নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ২।২।৩৩	"	১৬৭
২।	এবং চাত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্ ২।২।৩৪	"	১৭৪
৩।	ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ২।২।৩৫	"	১৭৬
৪।	অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ২।২।৩৬	"	১৭৮
৭। পাশুপত ও নৈয়ায়িকমতখণ্ডন (পত্যধিকরণ)			
১।	পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ২।২।৩৭	"	১৮১
২।	সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮	"	১৮৭
৩।	অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৯	"	১৮৯
৪।	করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ২।২।৪০	"	"
৫।	অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১	"	১৯১
৮। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডন (উৎপত্ত্যধিকরণ)			
১।	উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ২।২।৪২	"	১৯৪
২।	ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ২।২।৪৩	"	১৯৬
৩।	বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ২।২।৪৪	"	১৯৭
৪।	বিপ্রতিষেধাচ্চ ২।২।৪৫	"	১৯৯

ওঁ তৎসৎব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

—০:*:০—

অথ অবিরোধো নাম

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০:*:০—

পরপক্ষখণ্ডনং নাম দ্বিতীয়পাদঃ

—:*:—

সাংখ্যমতখণ্ডনরূপরচনানুপপত্তির্নাম

প্রথমম্ অধিকরণম।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।২।২।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্যপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্ ঐদম্পর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং, ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভিঃ যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তম্, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্‌দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানি ইতি, তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্‌দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং, তৎ হি অভ্যর্হিতং, পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাৎ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—"অনুমানম্" অর্থাৎ অনুমানসিদ্ধ প্রধান **"ন"** অর্থাৎ জগৎকারণ নয়, কারণ, **"রচনানুপপত্তেঃ"** অর্থাৎ রচনায় অনুপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ যেহেতু চেতন ব্রহ্মের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকর্ত্তৃক বিচিত্র ও সুবিন্যস্ত জগতের রচনা করা সম্ভব হয় না, অতএব স্বতন্ত্র প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন— এরূপ অনুমান অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—যদিও বেদান্তবাক্যসমূহের ঐদম্পর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মপরত্ব নিরূপণ করিবার জন্য এই শাস্ত্র প্রবৃত্ত অর্থাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে; তর্কশাস্ত্রের মত কেবল যুক্তিদ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সাধন করিবার জন্য অথবা কোন সিদ্ধান্তে দোষ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা হইলেও **"বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ"** অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলকে যিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন, পরম পূজনীয় সেই সূত্রকারকর্ত্তৃক সম্যগ্‌দর্শনের প্রতিপক্ষভূত সাংখ্যাদি দর্শনসকল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী সাংখ্যাদি দর্শনসকল নিরাকরণীয় অর্থাৎ নিরাস করা উচিত।

* এই সূত্র হইতে দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বপাদের প্রথম ও শেষ সূত্রের 'স্মৃতি' 'ধর্ম্ম' ও 'উপপত্তি' শব্দদ্বারা তাহা 'স্বপক্ষস্থাপন পাদ' বলিয়া সিদ্ধ হয়। তাহার পর এই সূত্রের 'অনুপপত্তি' ও 'অনুমান'শব্দদ্বারা ইহা যে তর্কবহুল এবং খণ্ডনবহুল পাদ, তাহাও বুঝা যায়। আর ইহাতে প্রায় সমুদায় অধিকরণে নকারাদি নিষেধবাচক শব্দ থাকায় ইহা যে খণ্ডনপরবাদ, তাহাও স্পষ্ট। তাহার পর "ন অনুমানম্" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এই সূত্র হইতে যে অধিকরণ আরম্ভ, তাহাও বুঝা গেল। এতদ্ব্যতীত স্বরদ্বারা পাদশেষের ইঙ্গিত থাকে। ইহা গুরুবক্তৃগম্য। এজন্য এই সূত্রগ্রন্থের অর্থ সম্প্রদায়লভ্যও বুঝিতে হইবে। সূত্ররচনার নিয়ম ও সম্প্রদায়লব্ধ অর্থ হইতেই সূত্রকারের অভিপ্রেত অর্থ লাভ হয়। এই সূত্র হইতে ১০টী সূত্রদ্বারা এই অধিকরণটী রচিত।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভাষ্যানুবাদ।

সেইজন্য পরপাদ অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা হইতেছে। আর সম্যগ্‌দর্শনার্থ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বেদান্তার্থের নির্ণয় করা হয় বলিয়া সেই বেদান্তার্থনির্ণয়দ্বারা প্রথমে স্বপক্ষস্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু তাহা পরপক্ষপ্রত্যাখ্যান হইতে অথাৎ পরমতখণ্ডন অপেক্ষা অভ্যর্হিত অর্থাৎ অন্তরঙ্গ।

ভামতী।

স্যাদেতৎ, ইহ হি পাদে স্বতন্ত্রা বেদনিরপেক্ষাঃ প্রধানাদিসিদ্ধিবিষয়াঃ সাংখ্যাদিযুক্তয়ঃ নিরাকরিষ্যন্তে। তৎ অযুক্তম্, অশাস্ত্রাঙ্গত্বাৎ। নহি ইদং শাস্ত্রম্ উচ্ছৃঙ্খলতর্কশাস্ত্রবৎ প্রবৃত্তম্, অপি তু বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্মপরাণি ইতি পূর্ব্বপক্ষোত্তরপক্ষাভ্যাং বিনিশ্চেতুম্। তত্র কঃ প্রসঙ্গঃ শুষ্কতর্কাণাং স্বতন্ত্রযুক্তিনিরাকরণস্য, ইত্যত আহ—"যদ্যপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্" ইতি। ন হি বেদান্তবাক্যানি নির্ণেতব্যানি ইতি নির্ণীয়ন্তে, কিন্তু মোক্ষমাণানাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনায়। যথা চ বেদান্তবাক্যেভ্যঃ জগদুপাদানং ব্রহ্ম অবগম্যতে, এবং সাংখ্যাদ্যনুমানেভ্যঃ প্রধানাদ্যচেতনং জগদুপাদানম্ অবগম্যতে। ন চ এতদেব চেতনোপাদানম্ অচেতনোপাদানং চ ইতি সমুচ্চেতুং শক্যং, বিরোধাৎ। ন চ ব্যবস্থিতে বস্তুনি বিকল্পো যুজ্যতে। ন চ আগমবাধিতবিষয়তয়া অনুমানমেব ন উদীয়তে ইতি সাম্প্রতম্। সর্ব্বজ্ঞপ্রণীততয়া সাংখ্যাদ্যাগমস্য বেদাগমতুল্যত্বাৎ, তদ্‌ভাষিতস্য অনুমানস্য প্রতিকৃতিসিংহতুল্যতয়া অবাধ্যত্বাৎ। তস্মাৎ তদ্‌বিরোধাৎ ন ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ বেদান্তানাং সিধ্যতি ইতি ন ততঃ তত্ত্বজ্ঞানং সেদ্ধুম্ অর্হতি। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাৎ ঋতে মোক্ষ ইতি স্বতন্ত্রাণাম্ অপি অনুমানানাম্ আভাসীকরণম্ ইহ শাস্ত্রে সঙ্গতমেব ইতি। যদ্যেবং ততঃ পরকীয়ানুমাননিরাস এব কস্মাৎ প্রথমং ন কৃতঃ, ইত্যত আহ—"বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

উদ্দণ্ডৈর্বাহুদণ্ডৈঃ পৃথুতরপরিঘপ্রাংশুভির্ভিন্নগাত্রাঃ, কেচিৎ কেচিচ্চ বজ্রপ্রতিমনখমুখৈর্দীর্ণদেহোপদেহাঃ।
আকর্ণ্যৈকে চ যস্য প্রলয়ঘনঘনধ্বানগম্ভীরনাদং, বিধ্বস্তা দৈত্যমুখ্যাস্তমহমতিবলং শ্রীনৃসিংহং প্রপদ্যে॥
স্ববোধদলিতাবোধতদ্ভূতজগদ্‌ভ্রমম। সদানন্দঘনাদ্বৈতং পরং ব্রহ্মাস্মি নির্ম্মলম্॥

"স্বতন্ত্রা" ইত্যস্য ব্যাখ্যানং বেদনিরপেক্ষা ইতি। বিলক্ষণত্বাদয়ো হি প্রধানাদিপরত্বেন বেদান্তব্যাখ্যায়াম অনুগ্রাহিকাঃ, ইমাস্তু যুক্তয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রধানাদিসাধিকা ইতি। অনেন আক্ষেপাবসরে এব পাদার্থঃ বিবেচিতঃ। "মোক্ষমাণানাং" মোক্ষম্ ইচ্ছতাম্। মুচেঃ সনন্তস্য লুপ্তাভ্যাসস্য রূপম্। বেদান্তৈরেব জ্ঞানজননাৎ কিং পরপক্ষাক্ষেপেণ? তত্রাহ "যথা চ" ইতি। ননু প্রমাণাবগতানি উপাদানানি জগতি সমুচ্চীয়ন্তাং, তন্তব ইব পটে অত আহ—"ন চ এতদেব" ইতি। চেতনম্ উপাদানম্ অস্য ইতি তথা উক্তম্। বেদো হি ব্রহ্মপ্রণীতঃ, ইতি সাংখ্যাদ্যাগমস্য তত্তুল্যতা। তথাচ কপিলাদ্যাগমো বেদেন ন বাধ্যতে, সিংহ ইব সমবলসিংহান্তরেণ। এবং কপিলাদ্যাগমং দৃষ্ট্বা কৃতম্ অনুমানম্ অপি ন বাধ্যতে, যথা সিংহং দৃষ্ট্বা কৃতে দার্ব্বাদিময়ে প্রতিকৃতিসিংহে দৃশ্যমানায়াঃ ঈদৃশঃ সিংহ ইতি সিংহাকারপ্রতীতেঃ অবাধঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যাউক, এই পাদ "স্বতন্ত্র" অর্থাৎ বেদনিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদের অপেক্ষা না করিয়া প্রধানাদি-সিদ্ধিবিষয়ক, অর্থাৎ যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানাদির সিদ্ধি হয়, সাংখ্যাদিশাস্ত্রের সেই সকল যুক্তি নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইবে। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহা অশাস্ত্রাঙ্গ অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের অঙ্গ নহে। কারণ, এই শাস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত তর্কশাস্ত্রের মত প্রবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু বেদান্তবাক্য-সকলের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য—ইহা পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষদ্বারা বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত। অতএব সেস্থলে শুষ্কতর্কের মত (সাংখ্যাদিশাস্ত্রের) স্বতন্ত্রযুক্তি খণ্ডন করিবার প্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ কি? এইজন্য বলিতেছেন—**"যদ্যপি ইদম্"** ইত্যাদি। কারণ, বেদান্তবাক্যসকল নির্ণয় অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে—এইজন্যই বিচার করা হইতেছে না, কিন্তু যাঁহারা মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার জন্য। আর যেমন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ—ইহা বেদান্তবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, এইরূপ সাংখ্যাদিশাস্ত্রের অনুমান হইতে জানা যাইতেছে যে, অচেতনপ্রধানাদি জগতের উপাদানকারণ। আর এই জগৎই চেতনোপাদান এবং অচেতনোপাদান, অর্থাৎ ইহার উপাদানকারণ চেতন ব্রহ্মও বটেন, আবার অচেতন-প্রধানও বটেন, এইরূপ সমুচ্চয় করিতে পারা যায় না; কারণ, চেতন ও অচেতন বিরুদ্ধ বস্তু। আর ব্যবস্থিত অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না। আর আগমদ্বারা বাধিতবিষয় হয় বলিয়া অনুমানই উদয় হয়

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ।

না—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, সাংখ্যাদিশাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলপ্রভৃতির নির্ম্মিত বলিয়া বেদরূপ আগমের সমান, অতএব সাংখ্যাদিশাস্ত্র যে অনুমান বলিয়াছেন, তাহা সিংহের প্রতিমার তুল্য বলিয়া অর্থাৎ সিংহ দেখিয়া তাহার মত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে প্রকৃত সিংহ ইহার মত এইরূপ প্রতীতির যেমন বাধ হয় না, সেইরূপ বাধিত হইবার যোগ্য নহে। অতএব সেই সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বেদান্তসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয় না, এই হেতু তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত মোক্ষ হয় না, অতএব সাংখ্যাদিশাস্ত্রের স্বতন্ত্র অনুমানসকলকেও দোষযুক্ত করা এই শাস্ত্রে নিশ্চয়ই সঙ্গত হইয়াছে। যদি ইহাই হয়, তবে পরকীয় অনুমানখণ্ডনই প্রথমে করেন নাই কেন? এইজন্য বলিতেছেন—**"বেদান্তার্থ-নির্ণয়স্য চ"** ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নমু মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্‌দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তম্, কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরদ্বেষকরেণ? বাঢ়মেবম্, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্‌দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তানি উপলভ্য ভবেৎ কেষাঞ্চিৎ মন্দমতীনাম্ এতান্যপি সম্যগ্‌দর্শনায় উপাদেয়ানি ইতি অপেক্ষা। তথা যুক্তিগাঢ়ত্ব-সম্ভবেন, সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষু. ইত্যতঃ তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে।

নমু "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) **"কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা"** (ব্রঃ ১।১।১৮)

"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (ব্রঃ ১।৪।২৮) **ইতি চ**—

পূর্ব্বত্রাপি সাংখ্যাদিপক্ষপ্রতিক্ষেপঃ কৃতঃ, কিং পুনঃ কৃতকরণেন ইতি? তদুচ্যতে— সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপি উদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তঃ ব্যাচক্ষতে, তেষাং যদ্ ব্যাখ্যানং তদ্ ব্যাখ্যানাভাসং, ন সম্যক্ ব্যাখ্যানম্ ইতি এতাবৎ পূর্ব্বং কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রঃ তদ্‌যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে ইতি এষ বিশেষঃ।

তত্র সাংখ্যাঃ মন্যন্তে, যথা ঘটশরাবাদয়ঃ ভেদাঃ মৃদাত্মনা অন্বীয়মানাঃ মৃদাত্মক-সামান্যপূর্ব্বকা লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্বে এব বাহ্যাধ্যাত্মিকাঃ ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়া অন্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা ভবিতুম্ অর্হন্তি। যৎ তৎ সুখদুঃখ-মোহাত্মকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বৎ অচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং স্বভাবেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা বিবর্ত্ততে ইতি। তথা পরিণামাদিভিরপি লিঙ্গৈঃ তদেব প্রধানম্ অনুমিমতে।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল—মুমুক্ষুগণের মোক্ষের সাধন বলিয়া সম্যগ্‌দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ করিবার জন্য নিজমত স্থাপন করাই কেবল উচিত, পরবিদ্বেষকর পরপক্ষনিরাকরণ করিয়া কি হইবে? হাঁ, ইহা সত্য বটে। তাহা হইলেও মহাজনপরিগৃহীত অর্থাৎ মহাত্মগণ যাহাকে আদর করেন, এইরূপ মহৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রসকল সম্যগ্‌দর্শনের উপদেশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে মনে করিয়া, এই সকল শাস্ত্রও সম্যগ্‌দর্শনের জন্য উপাদেয়, অর্থাৎ আদরণীয় বলিয়া কোন কোন মন্দমতি অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ইহাতে অপেক্ষা অর্থাৎ প্রয়োজনবোধ হইতে পারে। আর যুক্তিগাঢ়ত্ব সম্ভব বলিয়া অর্থাৎ প্রচুরযুক্তিপূর্ণ বলিয়া এবং সর্ব্বজ্ঞভাসিত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ কপিলপ্রভৃতি মুনিগণ বলিয়াছেন বলিয়া, সেই সকল শাস্ত্রে শ্রদ্ধাও হইতে পারে, এইজন্য তাহাদের অসারতা উপপাদনের জন্য অর্থাৎ তাহাতে কোন উৎকৃষ্ট বিষয় নাই বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে।

যদি বল—**"ঈক্ষতের্নাশব্দম্"** (১।১।৫) **"কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা"** (১।১।১৮)

"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (১।৪।২৮) ইত্যাদি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রেও সাংখ্যাদিপক্ষের প্রতিক্ষেপ অর্থাৎ সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন করা হইয়াছে, কৃতকরণ করিয়া আর কি হইবে? অর্থাৎ যাহা করা হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার করিয়া কি হইবে? তাহা হইলে বলিতেছি—

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভাষ্যানুবাদ।

সাংখ্যাদি আচার্য্যগণ স্বপক্ষস্থাপনের জন্য বেদান্তবাক্যসকলও উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের আনুগুণ্যে অর্থাৎ নিজমতের অনুকূলেই যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা, তাহা ব্যাখ্যানাভাস অর্থাৎ দোষযুক্ত ব্যাখ্যা, নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা নহে, এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে; কিন্তু এখানে বাক্যনিরপেক্ষ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের (স্বাধীনবুদ্ধিদ্বারা কল্পিত) যুক্তি সকলের প্রতিষেধ অর্থাৎ নিরাস করা হইতেছে—ইহাই বিশেষ।

তাঁহাদের মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যগণ মনে করেন—যেমন ঘটশরাবাদি ভেদসকল, অর্থাৎ বিভিন্ন বিকারসকল মৃত্তিকারূপে অন্বীয়মান হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে অনুগত হইয়া মৃত্তিকারূপ সামান্যপূর্ব্বক হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকারূপ সাধারণ কারণসমুৎপন্ন বলিয়া লোকমধ্যে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমুদায় বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদসকল অর্থাৎ বিভিন্নবস্তু-সকল, সুখদুঃখমোহরূপে অন্বীয়মান হইয়া অর্থাৎ অনুগত হইয়া, সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বক হওয়াই উচিত, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহরূপ একটী সাধারণ কারণসমুৎপন্ন হওয়াই উচিত। সেই যে সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ সাধারণবস্তু, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান, আর তাহা মৃত্তিকার মত অচেতন, তাহা চেতন পুরুষের অর্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য স্বভাবতঃই অর্থাৎ কোনরূপ চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া নানাবিধ মহদহঙ্কারাদি বিকাররূপে বিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ পরিণত হয়। আর পরিমাণাদি হেতুদ্বারাও তাঁহারা সেই প্রধানেরই অনুমান করেন।

ভামতী।

নন্নু বীতরাগকথায়াং তত্ত্বনির্ণয়মাত্রম্ উপযুজ্যতে, ন পুনঃ পরপক্ষাধিক্ষেপঃ। স হি সরাগতাম্ আবহতি, ইতি চোদয়তি—"নন্নু মুমুক্ষূণাম্" ইতি। পরিহরতি—"বাঢ়মেবম্, তথাপি" ইতি। তত্ত্বনির্ণয়াবসানা "বীতরাগকথা"। ন চ পরপক্ষদূষণম্ অন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্ত্তুম্ ইতি তত্ত্বনির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষঃ দূষ্যতে, ন তু পরপক্ষতয়া, ইতি ন বীতরাগকথাত্বব্যাহতিঃ ইত্যর্থঃ।

পুনরুক্ততাং পরিচোদ্য সমাধত্তে—'নন্নু ঈক্ষতেঃ" ইতি। "তত্র সাংখ্যা" ইতি। যানি হি যেন রূপেণ আ স্থৌল্যাৎ আ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ সমন্বীয়ন্তে, তানি তৎকারণানি দৃষ্টানি, যথা ঘটাদয়ঃ রুচকাদয়শ্চ আ স্থৌল্যাৎ আ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ মৃৎসুবর্ণান্বিতাঃ তৎকারণাঃ, তথাচ ইদং বাহ্যম্ আধ্যাত্মিকং চ ভাবজাতং সুখদুঃখমোহাত্মনা অন্বিতম্ উপলভ্যতে, তস্মাৎ তৎ অপি সুখদুঃখ-মোহাত্মসামান্যকারণকং ভবিতুম্ অর্হতি। তত্র জগৎকারণস্য যা ইয়ং সুখাত্মতা, তৎ সত্ত্বং, যা দুঃখাত্মতা তৎ রজঃ, যা চ মোহাত্মতা তৎ তমঃ, ইতি ত্রৈগুণ্যকারণসিদ্ধিঃ।

তথাহি প্রত্যেকং ভাবাঃ ত্রৈগুণ্যবন্তঃ অনুভূয়ন্তে। যথা মৈত্রদারেষু পদ্মাবত্যাং মৈত্রস্য সুখম্, তৎ কস্য হেতোঃ? তং প্রতি সত্ত্বগুণসমুদ্ভবাৎ। তৎসপত্নীনাং চ দুঃখং, তৎ কস্য হেতোঃ? তাঃ প্রতি অস্যা রজোগুণসমুদ্ভবাৎ। চৈত্রস্য তু স্ত্রৈণস্য তাম্ অবিন্দতঃ মোহঃ বিষাদঃ, তৎ কস্য হেতোঃ, তং প্রতি অস্যাঃ তমোগুণসমুদ্ভবাৎ। পদ্মাবত্যা চ ভাবাঃ ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং সুখদুঃখমোহান্বিতং জগৎ তৎকারণং গম্যতে। তচ্চ ত্রিগুণং প্রধানম্। প্রধীয়তে ক্রিয়তে অনেন জগৎ ইতি, প্রধীয়তে নিধীয়তে অস্মিন্ প্রলয়সময়ে জগৎ ইতি বা প্রধানম্। তচ্চ মৃৎসুবর্ণবৎ অচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অর্থং সাধয়িতুং স্বভাবত এব প্রবর্ত্ততে, ন তু কেনচিৎ প্রবর্ত্ত্যতে। তথাচ আহুঃ—

"পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্" (সাংখ্য কাঃ ৩১) ইতি

"পরিমাণাদিভিঃ" ইত্যাদিগ্রহণেন

* * * "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।

কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য" ॥ ইতি (সাংখ্যকাঃ ১৫)

অব্যক্তসিদ্ধিহেতবঃ গৃহ্যন্তে। এতাংশ্চ উপরিষ্টাৎ ব্যাখ্যায় নিরাকরিষ্যতে ইতি।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

চেতনপ্রকৃতিকং জগৎ ইতি প্রতিপাদকস্য বেদস্য প্রতিরোধকম্ অনুমানম্ আহ—"যানি হি" ইতি। সংযোগাদৌ ব্যভিচারবারণার্থম্ "আ স্থৌল্যাৎ" ইতি উক্তম্। সংযোগাদয়ো হি ন স্থূলপিণ্ডাৎ আরভ্য কণপর্যান্তম্ অনুযন্তি। কুম্ভোপাদানত্বং সত্ত্বাদিগুণাশ্রিতং মৃদ্জাতত্বাৎ সত্ত্বাবৎ ইতি চ বক্রীভ্য অনুমানম্। নন্বু "সুখং ঘটঃ" ইত্যাদ্যনুপলম্ভাৎ কথং তদাত্মনেন অনুগতিঃ, অতঃ আহ—"উপলভ্যতে" ইতি। ঘটবিষয়া হি বুদ্ধিঃ তম্ অনুকূলং প্রতিকূলং বা গোচরয়তি ইতি অস্তি এব অনুগতিঃ ইত্যর্থঃ। অন্বিতত্বাৎ এব সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যম্। সুখদুঃখাদ্যারব্ধত্বেঽপি জগতঃ কথং সত্ত্বাদ্যাত্মকপ্রধানারভ্যত্বম্ অত আহ—"তত্র" ইতি; যা ইয়ং জগৎকারণস্য কার্যাবশোন্নীতা সুখাদ্যাত্মতা সা সত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকপ্রয়োগঃ। "উপলভ্যতে" ইতি যৎ উক্তং তৎ ব্যক্তীকরোতি—"তথাহি" ইতি। নিরন্তরতরুষু অধ্যাস্তবনে অনেকান্তবারণায় "প্রত্যেকম্" ইতি উক্তম্। নন্বু চেতনোপকারকত্বেন তং প্রতি গুণীভূতগুণত্রয়স্য কথং প্রধানত্বম্ অত আহ—"তচ্চ ত্রিগুণম্" ইতি। চেতনং প্রতি গুণভূতস্যাপি গুণত্রয়স্য সিদ্ধান্তসিদ্ধমায়য়া বৈলক্ষণ্যম্ আহ— "ন তু কেনচিৎ" ইতি। করণম্ ইন্দ্রিয়ম্ কেনচিৎ চেতনেন ন কাম্যতে ন প্রেৰ্যতে, কিন্তু করণানাং প্রবৃত্তৌ অনাগতাবস্থোপভোগাপবর্গরূপঃ পুরুষার্থ এব হেতুঃ, স চ ন্যায়ঃ গুণানাম্ অপি তুল্যঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল, বীতরাগকথায় অর্থাৎ যাঁহাদের রাগ অর্থাৎ আসক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগের বাদবিচারে কেবল তত্ত্বনির্ণয়ই উপযোগী হয়, কিন্তু পরপক্ষের অধিক্ষেপ অর্থাৎ নিন্দা উপযোগী হয় না; কারণ, তাহা অর্থাৎ সেই অধিক্ষেপ সরাগতা অর্থাৎ বিষয়াসক্তি আনিয়া দেয়—ইহাই **"নন্বু মুমুক্ষূণাং"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **"বাঢ়মেবং, তথাপি"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এস্থলে পরপক্ষদূষণ দোষাবহ নহে। বীতরাগকথা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বাদবিচার তত্ত্বনির্ণয় করিয়া অবসানপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর নিশ্চয় করিয়া দিয়া শেষ হইয়া যায়। আর পরমতখণ্ডন ব্যতীত তত্ত্বনিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিবার জন্য বীতরাগকর্তৃক পরমতে দোষ দিতে হয়। কিন্তু পরমত বলিয়া নহে, অর্থাৎ পরমত বলিয়াই পরমতে দোষ দেওয়া হয় না। এইজন্য ইহার অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের বীতরাগকথাত্বের কোন ব্যাঘাত হইল না, অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডন তত্ত্বনির্ণয়ের উপযোগী বলিয়া বীতরাগ কথা হইতে পারিল।

"নন্বু ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ইহা পুনরুক্ত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন। **"তত্র সাংখ্যা"** ইত্যাদি ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বস্তু যে রূপের সহিত অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমন্বিত হয়, অর্থাৎ রীতিমতভাবে অনুগত হয়, সে সকল বস্তু তৎকারণ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঘট ও রুচকাদি-অর্থাৎ ঘট ও কণ্ঠহার প্রভৃতি বস্তুসকল স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত যথাক্রমে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ অনুগত হয়, অতএব তাহারা তৎকারণ হয়, অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভাবজাত অর্থাৎ বস্তুসমূহ, সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ বস্তুর দ্বারা অনুগত—ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, অতএব তাহাও সুখদুঃখমোহরূপ সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন—এইরূপ হওয়াই উচিত। তন্মধ্যে জগৎকারণের যে সুখস্বরূপতা, তাহা সত্ত্বগুণ; যাহা দুঃখস্বরূপতা, তাহা রজোগুণ এবং যাহা মোহস্বরূপতা, তাহা তমোগুণ—এই প্রকারে ত্রৈগুণ্যের কারণতা সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ যে জগৎ-কারণ তাহা সিদ্ধ হইল।

যথা—প্রত্যেক ভাবসকল অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ত্রৈগুণ্যবন্ত অর্থাৎ তিন গুণযুক্ত বলিয়া অনুভব হয়, যেমন মৈত্রের পত্নীসকলের মধ্যে পদ্মাবতীতে মৈত্রের সুখ হয়। কেন তাহা হয়? কারণ, তাহার প্রতি সত্ত্বগুণের সমুদ্ভব হয়, অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। আর তাহার সপত্নীগণের দুঃখ হয়। কেন তাহা হয়? তাহার কারণ, তাহাদের প্রতি ইহার রজোগুণের সমুদ্ভব হয়; এবং সেই পদ্মাবতীকে না পাইয়া চৈত্রের মোহ অর্থাৎ বিষাদ হয়। কেন তাহা হয়? তাহার কারণ, চৈত্রের প্রতি পদ্মাবতীর তমোগুণের সমুদ্ভব হয়। পদ্মাবতীর দৃষ্টান্তদ্বারা সকল বস্তুর কথাই বলা হইল। অতএব সুখ দুঃখ ও মোহযুক্ত সমস্ত জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বুঝা যাইতেছে। আর সেই কারণটী সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান বস্তু। প্রধান অর্থ—প্রধীয়তে অর্থাৎ ইহা কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হয় এইজন্য ইহাকে প্রধান বলা হয়, অথবা প্রলয়কালে ইহাতে জগৎ সূক্ষ্মভাবে প্রধীয়তে অর্থাৎ থাকে, এইজন্য ইহাকে প্রধান বলে। আর তাহা মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির মত অচেতন, চেতন পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য স্বভাববশতঃই প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকর্তৃক প্রবর্তিত হয় না। যথা—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ।

[স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।]

পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্ ॥৩১ (সাং কাঃ ৩১)

পুরুষার্থই অর্থাৎ অনাগতাবস্থ ভোগ ও অপবর্গই করণ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি হেতু, করণকে কেহই প্রবৃত্ত করে না। "পরিণামাদিভিঃ" এই আদিপদ উল্লেখদ্বারা—

["ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ] শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"।

"কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য" ॥ (সাং কাঃ ১৫)

ইত্যাদি অব্যক্তসিদ্ধির হেতুসমূহ গ্রহণ করা হইতেছে। এ গুলিকেও পরে ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিব।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র বদামঃ—যদি দৃষ্টান্তবলেনৈব এতন্নিরূপ্যেত, ন অচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদ-শয়নাসনবিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভিঃ যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তি-পরিহারযোগ্যাঃ রচিতাঃ দৃশ্যন্তে। তথা ইদং জগৎ অখিলং পৃথিব্যাদি নানাকর্ম্ম-ফলোপভোগযোগ্যং বাহ্যম্, আধ্যাত্মিকং চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ব-বিন্যাসম্ অনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভিঃ মনসাঽপি আলোচয়িতুম্ অশক্যং সৎ, কথম্ অচেতনং প্রধানং রচয়েৎ? লোষ্ট-পাষাণাদিষু অদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষু অপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ।

ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণম্ অবধারণীয়ং, ন বাহ্য-কুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণ, ইতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকম্, অস্তি। ন চ এবং সতি কিঞ্চিৎ বিরুধ্যতে, প্রত্যুত শ্রুতিঃ অনুগৃহ্যতে; চেতনকারণসমর্পণাৎ। অতঃ রচনানুপপত্তেশ্চ হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যম্ ভবতি। অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ ইতি। চ-শব্দেন হেতোঃ অসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া অন্বয় উপপদ্যতে, সুখাদীনাং চ আন্তরত্বপ্রতীতেঃ, শব্দাদীনাং চ অতদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ, তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ। শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গপূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বম্ অনুমিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ব্বকত্ব-প্রসঙ্গঃ, পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্যকারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বকনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট, ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাম্ অচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ।১

ভাষ্যানুবাদ।

সাংখ্যের এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে আমরা বলি—আপনারা যদি কেবল দৃষ্টান্তবলেই ইহা নিরূপণ করেন, অর্থাৎ প্রধানকে জগতের মূলকারণ বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া কোনও অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্ত্তনসমর্থ বিকারসমূহ, অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় এরূপ কোন কার্য্যসমূহ বিরচিত করে, ইহা লোকে দেখা যায় না। কারণ, জগতে দেখা যায় যে, গৃহ প্রাসাদ অর্থাৎ অট্টালিকা, শয়ন অর্থাৎ খাট, আসন ও বিহারভূমি অর্থাৎ উদ্যান ভবন প্রভৃতি, প্রজ্ঞাবানকর্ত্তৃক অর্থাৎ বিশেষবিবেচনাসম্পন্ন শিল্পিগণকর্ত্তৃক যথাকালে সুখপ্রাপ্তির ও

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।২।২।১]

ভাষ্যানুবাদ।

দুঃখপরিহারের যোগ্যরূপে অর্থাৎ উপযুক্ত করিয়া রচিত হয়; সেইরূপ এই অখিল জগৎ, পুণ্যপাপাদি নানাবিধ কর্ম্ম এবং সুখদুঃখরূপ ফলভোগের যোগ্য বাহ্যিক পৃথিবী ইত্যাদি, এবং মনুষ্যত্বাদি নানাবিধ জাতিযুক্ত প্রতিনিয়ত অর্থাৎ হস্তপদাদি বিভিন্ন অবয়বযুক্ত, এবং অনেক কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগের আশ্রয়রূপে দৃশ্যমান—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে শরীরাদি, যাহা প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ অতি বিচক্ষণ, এবং সম্ভাবিততম অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শিল্পিগণ মনে মনেও আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে অচেতন প্রকৃতি কি করিয়া নির্ম্মাণ করিবে? কারণ, ইষ্টক বা পাষাণ ইত্যাদিতে তাহা দেখা যায় না। কুম্ভকারাদি পরিচালিত মৃত্তিকাপ্রভৃতিতে ঘট শরাব ইত্যাদি বিশেষ আকারযুক্ত রচনা যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ অচেতন-প্রধানেরও কোন চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত।

আর মৃত্তিকাদি যে উপাদানস্বরূপ অর্থাৎ উপাদানকারণ, তাহার আশ্রিত অর্থাৎ স্বাভাবিক যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ অচেতনত্ব, অর্থাৎ তাহার দ্বারা মূলকারণ অর্থাৎ প্রকৃতিকে অনুমান করিতে হইবে। (কিন্তু) বাহ্যিক অর্থাৎ তদ্ভিন্ন কুম্ভকারাদি সাপেক্ষ অর্থাৎ ঔপাধিক চেতনাধিষ্ঠিতত্বধর্ম্মদ্বারা অনুমান করা হইবে না—এরূপ কোন নিয়ামক নাই।

আর এরূপ হইলে কোন কিছু বিরুদ্ধও হয় না, বরং শ্রুতিই অনুগৃহীত হন, অর্থাৎ শ্রুতির অনুসরণ করা হয়, কারণ, শ্রুতি চেতনকে জগৎকারণ বলিয়া সমর্পণ অর্থাৎ উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব রচনার অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃ অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করা উচিত হয় না। জগতে সুখদুঃখাদির অন্বয় অসঙ্গত বলিয়া সূত্রোক্ত "চ" শব্দদ্বারা "সমন্বয়" হেতুর অসিদ্ধিকে সমুচ্চয় করিতেছেন অর্থাৎ সমন্বয়ত্ব হেতুটী জগদ্রূপ পক্ষে নাই—ইহাই বলিতেছেন। কারণ, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদ সকলের অর্থাৎ বিকার সকলের সুখ দুঃখ ও মোহরূপে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ হওয়া সঙ্গত হয় না, যেহেতু সুখাদি আন্তর অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়; আর শব্দাদির অতদ্রূপত্ব প্রতীত হয়, অর্থাৎ শব্দাদি সুখদুঃখাদিস্বরূপ নয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তত্ব অর্থাৎ তাহাদিগকে সুখদুঃখাদির কারণ বলিয়াই বোধ হয়।

আর শব্দাদির কোন বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য না থাকিলেও বিশেষ ভাবনা অর্থাৎ সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন সুখদুঃখাদির জ্ঞান হয়। সেইরূপ মূল ও অঙ্কুরাদি পরিমিত বিকার সকল সম্বন্ধপূর্ব্বক অর্থাৎ অনেকের মিলনজন্য হয় দেখিয়া বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকার সকল পরিমিত বলিয়া তাহারাও সম্বন্ধপূর্ব্বক, অর্থাৎ অনেকের মিলনবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যিনি অনুমান করেন, তাঁহার মতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণেরও সম্বন্ধপূর্ব্বকত্ব হইয়া পড়ে। কারণ, তাহারাও পরিমিত। কার্য্যকারণভাব কিন্তু, পুরুষের বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ম্মিত হয় যে খাট ও আসন প্রভৃতি বস্তুসকল, তাহাদেরই দেখা যায়। অতএব কার্য্যকারণরূপ হেতুবশতঃ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকার সকল যে অচেতনপূর্ব্বক অর্থাৎ অচেতনপ্রধান হইতে উৎপন্ন, তাহা অনুমান করিতে পার না।১

ভামতী।

তদেতৎ প্রধানানুমানং দূষয়তি—"তত্র বদাম" ইতি। যদি তাবৎ অচেতনং প্রধানম্ অনধিষ্ঠিতং চেতনেন প্রবর্ত্ততে, স্বভাবত এব ইতি সাধ্যতে, তৎ অযুক্তং, সমন্বয়াদেঃ হেতোঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিরুদ্ধচেতনাধিষ্ঠিতত্বেন মৃৎসুবর্ণাদৌ দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি ব্যাপ্তেঃ উপলব্ধেঃ বিরুদ্ধত্বাৎ। নহি মৃৎসুবর্ণদার্ব্বাদয়ঃ কুলালহেমকাররথকারাদিভিঃ অনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভরুচকরথাদি উপাদদতে। তস্মাৎ কৃতকত্বমিব নিত্যত্বসাধনায় প্রযুক্তং, সাধ্যবিরুদ্ধেন ব্যাপ্তং বিরুদ্ধম্, এবং সমন্বয়াদি চেতনানধিষ্ঠিতত্বে সাধ্যে, ইতি রচনানুপপত্তেঃ ইতি দর্শিতম্।

যদি উচ্যেত দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি অচেতনং তাবৎ উপাদানং দৃষ্টং, তত্র যদ্যপি তৎ চেতনপ্রযুক্তমপি দৃশ্যতে, তথাপি তৎপ্রযুক্তত্বং হেতোঃ অপ্রযোজকং বহিরঙ্গত্বাৎ, অন্তরঙ্গং তু অচৈতন্যমাত্রম্ উপাদানানুগতং হেতোঃ প্রযোজকম্। যথাহুঃ—

"ব্যাপ্তেশ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ", ইতি।

তত্রাহ—"ন চ মৃদাদি" ইতি। স্বভাবপ্রতিবদ্ধং হি ব্যাপ্যং ব্যাপকম্ অবগময়তি। স চ স্বভাবপ্রতিবন্ধঃ শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাসে সতি নিশ্চীয়তে। তন্নিশ্চয়শ্চ অন্বয়ব্যতি-

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতী।

রেকয়োঃ আযততে। তৌ চ অন্বয়ব্যতিরেকৌ ন তথা উপাদানাচৈতন্যে যথা চেতনপ্রযুক্তত্বে অতিপরিস্ফুটৌ। তৎ অলম্ অত্র অন্তরঙ্গত্বেন, ইতি ভাবঃ। এবমপি চেতনপ্রযুক্তত্বং ন অভ্যুপেয়েত, যদি প্রমাণান্তরবিরোধো ভবেৎ, প্রত্যুত শ্রুতিঃ অনুগুণতরা অত্র ইতি আহ—“ন চ এবং সতি” ইতি। চ-কারেণ সুখদুঃখাদিসমন্বয়লক্ষণস্য হেতোঃ অসিদ্ধত্বং সমুচ্চিনোতি ইতি আহ—“অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ” ইতি। আন্তরাঃ খলু অমী সুখদুঃখমোহবিষাদাঃ বাহ্যেভ্যঃ চন্দনাদিভ্যঃ অতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়প্রবেদনীয়েভ্যঃ ব্যতিরিক্তাঃ অধ্যক্ষম্ ঈক্ষ্যন্তে। যদি পুনঃ এতে এব সুখদুঃখাদিস্বভাবাঃ ভবেয়ুঃ ততঃ স্বরূপত্বাৎ হেমন্তেঽপি চন্দনঃ সুখঃ স্যাৎ। ন হি চন্দনঃ কদাচিৎ অচন্দনঃ। তথা নিদাঘেষু অপি কুঙ্কুমপঙ্কঃ সুখঃ ভবেৎ। ন হি অসৌ কদাচিৎ অকুঙ্কুমপঙ্কঃ ইতি। এবং কণ্টকঃ ক্রমেলকস্য সুখ ইতি মনুষ্যাদীনামপি প্রাণভৃতাং সুখঃ স্যাৎ। ন হি অসৌ কাংশ্চিৎ প্রতি এব কণ্টকঃ ইতি। তস্মাৎ অসুখাদিস্বভাবাঃ অপি চন্দনকুঙ্কুমাদয়ঃ জাতি-কালাবস্থাদ্যপেক্ষয়া সুখদুঃখাদিহেতবঃ, ন তু স্বয়ং সুখাদিস্বভাবা ইতি রমণীয়ম্। তস্মাৎ সুখাদি-রূপসমন্বয়ঃ ভাবানাম্ অসিদ্ধ ইতি ন অনেন তদ্রূপং কারণম্ অব্যক্তম্ উন্নীয়তে ইতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—“শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ” ইতি। ভাবনা বাসনা সংস্কারঃ তদ্বিশেষাৎ। করভজন্মসম্বর্ত্তকং হি কর্ম্ম করভোচিতাম্ এব ভাবনাম্ অভিব্যনক্তি, যথা অস্মৈ কণ্টকাঃ এব রোচন্তে। এবম্ অন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। পরিণামাৎ ইতি সাংখ্যীয়ং হেতুম্ উপন্যস্যতি—“তথা পরিমিতানাং ভেদানাম্” ইতি। সংসর্গপূর্ব্বকত্বে হি সংসর্গস্য একস্মিন্ অদ্বয়ে অসম্ভবাৎ নানাত্বৈকার্থসমবেতত্বস্য নানাকারণানি সংসৃষ্টানি কল্পনীয়ানি, তানি চ সত্ত্বরজস্তমাংসি এব ইতি ভাবঃ। তৎ এতৎ পরিমিতত্বং সাংখ্যীয়রাদ্ধান্তালোচনেন অনৈকান্তিকম্ ইতি দূষয়তি—“সত্ত্বরজ-স্তমসাম্” ইতি। যদি তাবৎ পরিমিতত্বম্ ইয়ত্তা, সা নভসোঽপি নাস্তি ইতি অব্যাপকঃ হেতুঃ পরিমাণাৎ ইতি। অথ ন যোজনাদিমিতত্বং পরিমাণম্ ইয়ত্তাং নভসঃ ক্রমঃ, কিন্তু অব্যাপিতাম্। অব্যাপি চ নভঃ তন্মাত্রাদেঃ। নহি কার্য্যং কারণব্যাপি, কিন্তু কারণং কার্য্যব্যাপি ইতি পরিমিতং নভঃ তন্মাত্রাদ্যব্যাপিত্বাৎ। হন্ত সত্ত্বরজঃস্তমাংসি অপি ন পরস্পরং ব্যাপ্নুবন্তি, ন চ তত্ত্বান্তর-পূর্ব্বকত্বম্ এতেষাম্ ইতি ব্যভিচারঃ। ন হি যথা তৈঃ কার্য্যজাতম্ আবিষ্টম্ এবং তানি পরস্পরং বিশন্তি, মিথঃ কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ। পরস্পরসংসর্গস্তু আবেশঃ চিতিশক্তৌ নাস্তি। ন হি চিতিশক্তিঃ কূটস্থনিত্যা তৈঃ সংসৃজ্যতে, ততশ্চ তদব্যাপকাঃ গুণা ইতি পরিমিতাঃ। এবং চিতি-শক্তিরপি গুণৈঃ অসংসৃষ্টা ইতি সাপি পরিমিতা ইতি অনৈকান্তিকত্বং পরিমিতত্বস্য হেতোঃ ইতি। তথা কার্য্যকারণবিভাগোঽপি সমন্বয়বৎ বিরুদ্ধঃ ইতি আহ—“কার্য্যকারণভাবস্তু” ইতি।১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নমু অনুমানাৎ অচেতনোপাদানত্বে জগতঃ সিদ্ধে জগদুপাদানস্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বাপত্ত্যা কিং দূষণম্ উক্তং ভবতি? সাধ্যসিদ্ধিম্ অঙ্গীকৃত্য দৃষ্টান্তদৃষ্টধর্ম্মান্তরসঞ্চারো হি উৎকর্ষসমাজাতিঃ স্যাৎ, যথা—যদি কৃতকত্বেন ঘটবৎ অনিত্যঃ শব্দঃ, তর্হি তদ্বৎ মূর্ত্তঃ স্যাৎ ইতি, তত্রাহ—“যদি তাবৎ” ইতি। অয়ম্ অত্র দূষণাভিপ্রায়ঃ কিং গুণত্রয়ং চেতনানধিষ্ঠিতম্ উপাদানং সাধ্যতে, উত তস্য উপাদানত্বমাত্রম্। আদ্যে বিরুদ্ধত্বং, দ্বিতীয়ে সিদ্ধসাধনং, ত্রিগুণমায়ায়া ঈশ্বরাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতিত্বেষ্টেঃ ইতি। মূর্ত্তত্বাপাদনাৎ বৈষম্যম্ আহ “ব্যাপ্তেঃ” ইতি। কৃতকত্বং হি ন ব্যাপ্তম্ ইত্যর্থঃ। “উপাদদতে” উৎপাদয়ন্তি কৃতকত্বমিব বিরুদ্ধম্ ইতি অন্বয়ঃ। ইব শব্দঃ যথা - শব্দসমানার্থঃ উপমামাত্রপরঃ ন তু উপমীয়মানপরঃ, এবং শব্দস্য পৃথক্ প্রয়োগাৎ। যদি সত্ত্বাদ্যন্বিতত্বাৎ জগৎ তৎপ্রকৃতিকং মৃদন্বিতকুম্ভবৎ, তর্হি তৎ চেতনাধিষ্ঠিতং তৎপ্রকৃতিকং স্যাৎ তত এব তদ্বৎ এব ইতি উক্তম্। তত্র উপাধিম্ আশঙ্কতে—“যদি উচ্যেত” ইতি। যথা একস্মিন্ সাধ্যে সাধনদ্বয়-সন্নিপাতে সতি একতরসাধনপ্রযুক্তা ব্যাপ্তিঃ ইতরত্র আরোপ্যতে ইতি সোপাধিকতা, তৎ যথা নিষিদ্ধত্বপ্রযুক্তা ব্যাপ্তিঃ অধর্ম্মত্বস্য হিংসাত্বে সমারোপ্যতে, এবম্ একস্মিন্ সাধনে সমন্বয়াদৌ প্রকৃতিগতাচেতনত্বচেতনাধিষ্ঠিতত্বরূপসাধ্যদ্বয়বত্যান্তরঙ্গা চেতনত্বপ্রযুক্তা হেতু-সাধ্যয়োঃ ব্যাপ্তিঃ বহিরঙ্গচেতনাধিষ্ঠিতত্বে সমারোপ্যতে ইতি ভবতি সাধ্যম্ অপি সোপাধিকম্ ইত্যর্থঃ। কশ্চিৎ ধর্ম্ম অন্তরঙ্গত্বাদিঃ। ন অন্তরঙ্গবহিরঙ্গত্বকৃতে ব্যাপকত্বে, কিন্তু অব্যভিচারকৃতে, অন্তরঙ্গস্যাপি মহানসাদিস্বরূপস্য ব্যভিচারাৎ ধূমবত্ত্বং প্রতি অব্যাপকত্বাৎ বহিরঙ্গস্যাপি বহ্নিসংযোগস্য অব্যভিচারেণ ব্যাপকত্বাৎ ইতি মত্বা পরিহরতি—“স্বভাবে”তি। স্বভাবপ্রতিবদ্ধাম্ অনৌপাধিকত্বেন সম্বদ্ধম্। নমু স্বভাবসম্বন্ধোঽপি অন্তরঙ্গত্বাৎ জ্ঞেয়ঃ তত্রাহ—“স চ” ইতি। সাধনাব্যাপকঃ উপাধিঃ যথা প্রপঞ্চঃ সত্যঃ প্রতিভাসমানত্বাৎ ইত্যত্র

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্রহ্মবৎ ইত্যত্র চেতনত্বম্ উপাধিঃ। অয়ং হি সাধ্যব্যাপকঃ সত্যব্রহ্মব্যাপনাৎ। ন চ সাধনব্যাপকঃ পক্ষে সাধনবতি অপি অপ্রবৃত্তেঃ। সাধ্যব্যাপকঃ ইতি উক্তে শৈলে অনলস্য অনুমায়াম্ ইন্ধনবত্ত্বস্যাপি উপাধিতা স্যাৎ, তদ্ বারণায় সাধনাব্যাপক ইতি উক্তম্। এতাবতি উক্তে কারীষবহ্নিমত্ত্বাদেরপি উপাধিত্বং ভবেৎ তৎ মাভূৎ ইতি সাধ্যব্যাপক ইতি অভিহিতম্।

নমু এবং পক্ষেতরত্বস্যাপি উপাধিতা স্যাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ ইতি বিশেষণীয়ম্ ইতি তন্ন। যতঃ—

"সাধ্যাভাবেন সাকং স্বাভাববাপ্তেরনিশ্চয়াৎ। কুতঃ পক্ষেতরত্বস্য সাধ্যব্যাপকতা মতা"॥

যদি হি যত্র পক্ষান্যত্বং নাস্তি, নাস্তি তত্র সাধ্যম্ ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ অবধার্য্যতে অবধার্য্যেত তদা যত্র সাধ্যং তত্র পক্ষান্যত্বম্ ইতি অন্বয়ঃ। অন্যথা পক্ষেতরত্বং তাবৎ্যপি সাধ্যসত্ত্বে কুতঃ তস্য তদ্ব্যাপকতা? ন চ অবধারয়িতুং শক্যতে, যত্র পক্ষান্যত্বং নাস্তি পক্ষে, তত্র সাধ্যাভাবস্য সন্দিগ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ সাধ্যব্যাপকত্বেন এব পক্ষেতরত্বস্য ব্যাবৃত্তেঃ সমপদং মুধা ইতি। দ্বিধা চ উপাধিঃ, শঙ্কিতঃ নিশ্চিতশ্চেতি। তত্র শঙ্কিতঃ অনুকূলতর্কাভাবাদিনা অবগম্যতে, নিশ্চিতস্তু যথাযোগং প্রমাণৈঃ অবধার্য্যতে। সদনুমানে তু সমারোপিত উপাধিঃ সাধনব্যাপ্ত্যাদিভিঃ উদ্ধ্রিয়তে, শঙ্কিতস্তু অনুকূলতর্কৈঃ। শঙ্ক্যমানশ্চ সাধ্যব্যাপকঃ সাধনাব্যাপকশ্চ বাচ্যঃ, তত্র সাধ্যব্যাপকত্বে সাধনব্যাপকত্বং সাধ্যং ব্যাপকং প্রতি ব্যাপকস্য ব্যাপ্যং প্রতি ব্যাপকতায়াঃ অবশ্যম্ভাবাৎ সাধনাব্যাপকত্বে চ সাধ্যাব্যাপকত্বং ভবেৎ ব্যাপ্যং প্রতি অব্যাপকস্য তদ্ব্যাপকং প্রতি অব্যাপকত্ব-নিয়মাৎ ইত্যাদিভিশ্চ তদুদ্ধারঃ ইতি।

নমু এবম্ উপাধিসিদ্ধৌ নিরুপাধিকসম্বন্ধরূপব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ চ সাধনাব্যাপকত্বাদিরূপলক্ষণসিদ্ধিঃ, সিদ্ধে চ লক্ষণে উপাধিসিদ্ধিরিতি চক্রকং স্যাৎ। "ন" ইতি নবীনাঃ—সাধ্যবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বরূপত্বাৎ সাধ্যব্যাপকত্বস্য, সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বাত্মকত্বাচ্চ সাধনাব্যাপকত্বস্য ইতি। নবীনতরাস্তু ন সাধ্যত্বং সপক্ষে যত্র উপাধ্যবধারণম্। অথ সাধ্যত্বেন সম্ভাব্যমানত্বং, তদেব কুতঃ? যদি ব্যাপকত্বাদিতি মন্বীরন্, তদেব তর্হি চক্রকম্ আপতিতম ইতি ঘট্টকুট্যাং প্রভাতম ইতি। অস্মাকং তু অনির্ব্বচনীয়-বাদিনাম্ অত্র অনাস্থা ইতি।

অস্তু তর্হি অনৌপাধিকসম্বন্ধনিশ্চয়ঃ অন্তরঙ্গত্বেন এব, ন ইতি আহ—"তন্নিশ্চয়শ্চ অন্বয়ে"তি। সাধ্যব্যাপকত্বাৎ ইত্যুক্তধর্ম্মান্তরস্য অনুপলব্ধৌ সত্যাং সতোশ্চ অন্বয়ব্যতিরেকয়োঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয় ভবতীতে সিদ্ধ্যতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। অচেতনস্য চেতনাপ্রেরিতস্য কার্য্যজনকত্বাভাবাচ্চ চেতনপ্রযুক্তান্বয়ব্যতিরেকয়োঃ অতিস্ফুটত্বম। অন্বয়ব্যতিরেকবন্মাত্রানুমানে এতৎপর্ব্বতেরত্বাদেরপি অনুমানং স্যাৎ, অত আহ "এবমপি" ইতি। আন্তরাঃ প্রমাতৃবুদ্ধ্যোকাধ্যস্তচৈতন্যধর্ম্মাঃ, এতদ্বৈপরীত্যং বাহ্যত্বম। এতস্য চ ব্যাখ্যানং— "বিচ্ছিন্নে"তি। চন্দনাদ্যন্বয়েঽপি সুখাদিব্যভিচারাচ্চ ন ঐকাম্ ইতি আহ -"যদি পুন"রিতি। সুখয়তি ইতি "সুখঃ"। "ক্রমেলকঃ" উষ্ট্রঃ। প্রধানে হেতোঃ অপর্য্যবসানাৎ অর্থান্তরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—"সংসর্গপূর্ব্বকত্বে চ" ইতি। নানাত্বেন সহ একস্মিন অর্থে সমবেতঃ সংসর্গঃ স তথোক্তঃ। পরিমিতত্বং কিং যোজনাদিমিতত্বম্, উত স্বসত্তাম অতিক্রম্য বর্ত্তমানেন বস্তুনা সহ বর্ত্তমানত্বম, অথবা স্বাসংসৃষ্টবস্তুমত্ত্বম্। নাদ্যঃ ইত্যাহ—"যদি তাবৎ" ইতি। দ্বিতীয়ম্ আশঙ্কতে—"অথ" ইত্যাদিনা। কারণং হি কার্য্যান্তরম্ অপি ব্যাপ্নোতি ন কার্য্যম্, অতঃ যাবৎ কারণং শব্দতন্মাত্রং তাবৎ ন ব্যাপ্নোতি নভঃ, গন্ধাদ্যব্যাপ্তিঃ তস্য প্রসিদ্ধৈব ইতি। পরিহরতি "হন্ত" ইতি। ন তৃতীয়ঃ ইত্যাহ—"পরস্পরসংসর্গস্তু" ইতি। সত্ত্বাদীনাং চিতিশক্ত্যা আত্মনা পরস্পরং চ সংসর্গঃ নাস্তি ইত্যর্থঃ।১

ভামতীর অনুবাদ।

"তত্র বদামঃ" এই গ্রন্থদ্বারা এই প্রধানসাধক অর্থাৎ প্রকৃতিসাধক অনুমানে দোষ দিতেছেন। যদি কোন চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি করে, ইহা সাধন করা হয়, তাহা হইলে তাহা অসঙ্গত হইবে—কারণ, চেতনানধিষ্ঠিতত্বের অর্থাৎ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হওয়ার বিরুদ্ধ চেতনাধিষ্ঠিতত্বের সহিত অর্থাৎ চেতনকর্তৃক পরিচালিত হওয়ার সহিত দৃষ্টান্তধর্ম্মী মৃৎসুবর্ণাদিতে অর্থাৎ দৃষ্টান্তের আশ্রয় মৃত্তিকা বা সুবর্ণাদিতে সমন্বয়াদি হেতুর ব্যাপ্তির উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হয় বলিয়া উক্ত সমন্বয়াদিহেতুর বিরুদ্ধত্ব হয়, অর্থাৎ উক্ত সমন্বয়াদিহেতু বিরোধনামক দোসগ্রস্ত হয় অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয়। যেহেতু মৃৎসুবর্ণদার্ব্বাদি অর্থাৎ মৃত্তিকা সুবর্ণ ও কাষ্ঠপ্রভৃতি বস্তুসকল কুলালহেমকাররথকারাদিকর্তৃক অর্থাৎ কুম্ভকার স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারকর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া কুম্ভরুচকরথাদি অর্থাৎ কলস কণ্ঠহার ও রথাদি উপাদান করে না, অর্থাৎ কলশাদিরূপে পরিণত হয় না। অতএব নিত্যত্বসাধনের জন্য প্রযুক্ত কৃতকত্বহেতুর ন্যায় সাধ্যবিরুদ্ধকর্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ যেমন **"শব্দঃ নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ"** এইস্থলে সাধ্য—নিত্যত্বের বিরুদ্ধ অনিত্যত্বকর্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া কৃতকত্ব হেতুটী বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হয়, এইরূপ প্রধানে চেতনানধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য করিলে অর্থাৎ জগতে চেতনানধিষ্ঠিতাচেতনপ্রকৃতিকত্ব সাধ্য করিলে সমন্বয়াদি হেতু বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্য হয়—ইহাই **"রচনানুপপত্তেঃ"** এই সূত্রদ্বারা দেখান হইয়াছে।

যদি বল, দৃষ্টান্তধর্ম্মীতে অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণাদিতে অচেতনকে উপাদানরূপে দেখা যায়, সেখানে যদিও তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্তধর্ম্মী মৃৎসুবর্ণাদিকে সেই চেতনপ্রযুক্তও দেখা যায়, অর্থাৎ চেতনপুরুষকর্তৃক পরিচালিত দেখা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রযুক্তত্ব অর্থাৎ চেতনপুরুষপরিচালিতত্বটী হেতুর অপ্রযোজক, অর্থাৎ মুখ্যভাবে হেতুর

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ।

হেতুতাসাধক নহে; কারণ, তাহা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কিন্তু অচৈতন্যমাত্র, আর তাহাই উপাদানকারণে অনুগত হয়। অতএব উপাদানে অনুগত অচৈতন্যমাত্রই হেতুর প্রযোজক।* যেমন আচার্য্যগণ বলেন—

"ব্যাপ্তেশ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ। যস্মিন্ সত্যমুনাভাব্যমিতি শক্ত্যা নিরূপ্যতে"॥
অর্থাৎ যেখানে একটী সাধ্যের সহিত অনেক ধর্ম্মের আপাততঃ ব্যাপ্তি দেখা যায়, সেখানে সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটী ধর্ম্মই প্রয়োজক বলিয়া নিরূপিত হয়—যে ধর্ম্মের সহিত সেই সাধ্যের অন্বয়ব্যতিরেকরূপ শক্তি থাকে।

এতদুত্তরে বলিতেছেন—**"ন চ মৃদাদি"**। যেহেতু স্বভাবপ্রতিবদ্ধ, অর্থাৎ স্বাভাবিকসম্বন্ধযুক্ত ব্যাপ্যই ব্যাপকের বোধ জন্মাইয়া দেয়। আর সেই স্বভাবপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি, শঙ্কিত অথবা সমরারোপিত উপাধির নিরাস হইলে নিশ্চিত হয়, অর্থাৎ উপাধির সন্দেহের অথবা সমারোপের অর্থাৎ ভ্রমনিশ্চয়ের নিরাস হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়।+

আর সেই নিশ্চয় অন্বয়ব্যতিরেক থাকিলে আয়ত অর্থাৎ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ বহ্নি থাকিলেই তবে ধূম থাকে—এইরূপ অন্বয়, এবং বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না—এইরূপ ব্যতিরেক—এই উভয় থাকিলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। (অর্থাৎ উপাধির অভাববশতঃ ব্যভিচারগ্রহাভাব ও অন্বয়ব্যতিরেকবশতঃ সহচারজ্ঞান এই দুইটী ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু, ইহা স্থির হইল।) আর সেই অন্বয় ও ব্যতিরেক যেমন চেতনপ্রযুক্তত্বের উপর অতি পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তেমন উপাদানাচৈতন্যে অর্থাৎ উপাদানের অচেতনত্বের উপর পরিস্ফুট নহে, অর্থাৎ চেতনপুরুষাদি থাকিলেই মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, না থাকিলে হয় না। অতএব উপাদানাচেতনত্ব হেতুর অন্তরঙ্গ নহে; অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণাদিস্থানীয় প্রধানের অচেতনত্বই উপাদানে অনুগত বলিয়া সমন্বয়হেতুর অন্তরঙ্গ হইয়া তাহার প্রয়োজক হইতে পারিল না।

এরূপ হইলেও অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা প্রধানের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইলেও প্রধানের চেতনপ্রযুক্তত্ব অভ্যুপায় করিতাম না, অর্থাৎ স্বীকার করিতাম না—যদি অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হইত, বরং ইহাতে শ্রুতি অনুগুণতরা হয়, অর্থাৎ অতিশয় অনুকূল হয়, ইহাই **"ন চৈবং সতি"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

সূত্রস্থ "চ"কার দ্বারা সুখদুঃখাদির সমন্বয়রূপ হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের সমুচ্চয় করিতেছেন। **"অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। ঐ সকল সুখ দুঃখ মোহ ও বিষাদ নিশ্চিতই আন্তরধর্ম্ম, অর্থাৎ মনোধর্ম্ম, এবং ইহারা অতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়প্রবেদনীয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিলক্ষণজ্ঞানদ্বারা বেদ্য বাহ্যিক চন্দনাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক্, ইহা অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঈক্ষণ করা যায় অর্থাৎ দেখা যায়। আর যদি ইহারাই সুখদুঃখাদিস্বভাব হইত, তাহা হইলে স্বরূপত্ব-প্রযুক্ত অর্থাৎ স্বভাববশতঃ হেমন্তেও অর্থাৎ শীতকালেও চন্দন সুখকর হইত; কারণ, চন্দন ত কখনও অচন্দন হয় না, অর্থাৎ চন্দনভিন্ন নহে। সেইরূপ নিদাঘেও অর্থাৎ গ্রীষ্মকালেও কুঙ্কুমপঙ্ক অর্থাৎ কুঙ্কুমপ্রলেপ সুখকর হইত। কারণ, সেই কুঙ্কুমপঙ্ক কখনও অকুঙ্কুমপঙ্ক হয় না, অর্থাৎ কুঙ্কুমভিন্ন নহে। এইরূপ কণ্টক ক্রমেলক অর্থাৎ উষ্ট্রের সুখকর হয়, এইজন্য মনুষ্যাদি প্রাণীরও তাহা সুখকর হউক; কারণ, তাহা কেবল কোন কোন প্রাণীর পক্ষেই যে কণ্টক তাহা ত নয়। অতএব চন্দন কুঙ্কুমাদি বস্তু সকল অসুখাদিস্বভাব অর্থাৎ সুখদুঃখাদিস্বরূপ না হইয়াও জাতি কাল ও অবস্থাদি অপেক্ষায় অর্থাৎ কোন কোন জাতি, কাল ও অবস্থা অনুসারে সুখদুঃখাদির হেতু হয়, কিন্তু তাহারা নিজে সুখদুঃখাদিস্বরূপ নহে—ইহাই রমণীয় অর্থাৎ বেশ ভাল বোধ হয়। অতএব ভাবসকলের অর্থাৎ বস্তুসকলের সুখাদিরূপসমন্বয় অর্থাৎ সুখাদিস্বরূপের সহিত সম্যক্রূপে

---

* মৃৎসুবর্ণাদি হইতে যে ঘটকুণ্ডলাদি জন্মে, তাহার প্রতি মৃৎসুবর্ণাদি উপাদানকারণ, আর কুম্ভকার ও স্বর্ণকার নিমিত্তকারণ। কার্য্যমাত্রের প্রতি উপাদানকারণ যত প্রয়োজন, নিমিত্তকারণ তত প্রয়োজন নহে। এজন্য উপাদানকারণ অন্তরঙ্গকারণ, আর কুম্ভকারাদিকে বহিরঙ্গকারণ বলে। অন্তরঙ্গকারণতাই এস্থলে প্রযোজক বলা হইল। যেহেতু মৃত্তিকা না থাকিলে কুম্ভকারের ইচ্ছাসত্ত্বেও ঘট হয় হয় না, আর মৃত্তিকা থাকিলেই তাহা হয়।

+ যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। যথা "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এস্থলে "আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী" উপাধি হয়; কারণ, তাহা রন্ধনশালার অগ্নিতে সাধ্য—ধূমের ব্যাপক হইয়াছে, অথচ অয়োগোলকে হেতু বহ্নির ব্যাপক হয় নাই। অর্থাৎ রন্ধনশালাপ্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে, কিন্তু অয়োগোলকপ্রভৃতি যেখানে বহ্নি থাকে, সেখানে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ থাকে না। এইরূপে হেতুতে উপাধিব্যভিচার হইতে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমান হয়। অতএব উপাধিনিরাস না হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

প্রবৃত্তেশ্চ ।২ *

ভামতীর অনুবাদ।

অনুগত হওয়াটী সিদ্ধ হয় না, এই জন্য এই সমন্বয় হেতুদ্বারা সুখদুঃখাদিস্বরূপ কারণ—অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিকে উন্নয়ন করা যায় না, অর্থাৎ অনুমান করা হয় না। এইজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—**"শব্দাত্তবিশেষেহপি চ ভাবনাবিশেষাৎ"** ইত্যাদি। ভাবনা অর্থাৎ বাসনা, অর্থাৎ সংস্কার, তাহার বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বিশেষ সংস্কারবশতঃ। করভজন্মসম্বর্ত্তক কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্মবশতঃ উষ্ট্র হইয়া জন্ম হয়, সেই কর্ম্মই করভোচিত ভাবনাকে অভিব্যক্ত করে অর্থাৎ উষ্ট্র জন্মের উপযুক্ত বাসনাই প্রকাশ করে, যাহাতে তাহার কাঁটা খাইতেই রুচি হয়। এইরূপ অন্যান্যস্থলেও দেখিয়া লইতে হইবে।

"পরিমাণাৎ" অর্থাৎ **"ভেদানাং পরিমাণাৎ"** (সাং কাঃ ১৫)

এই সাংখ্যীয় হেতুর উপন্যাস করিবার জন্য ভাষ্যকার **"তথা পরিমিতানাং ভেদানাং"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যসকলের সংসর্গপূর্ব্বকত্ব হইলে, অর্থাৎ অনেক কারণের মিলনের ফলে বিকার সকল উৎপন্ন হইলে নানাত্বৈকার্থসমবেত সংসর্গের অর্থাৎ অনেকত্বের সহিত একবস্তুতে সমবেত সংসর্গের এক অদ্বয়ে অর্থাৎ অদ্বিতীয় একমাত্র ব্রহ্মে, থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, সংসর্গযুক্ত নানাকারণ কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহারাই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সেই এই পরিমিতত্ব হেতুটি সাংখ্যীয় রাদ্ধান্তের অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্তের আলোচনাদ্বারা অনৈকান্তিক হয়, অর্থাৎ ব্যভিচারী হয়। **"সত্ত্বরজস্তমসাম্"** এই গ্রন্থদ্বারা এই দোষ দিতেছেন। যদি পরিমিতত্ব শব্দের অর্থ ইয়ত্তা হয়, তাহা হইলে তাহা আকাশেরও নাই, অতএব **"পরিমাণাৎ"** ঐই হেতুটী অব্যাপক হইল অর্থাৎ সকল পক্ষে না থাকায় ভাগাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস দ্বারা দুষ্ট হইল।

আর যদি বল—যোজনাদিমিতত্ব অর্থাৎ যোজন বা ক্রোশ ইত্যাদি দ্বারা পরিমিত হওয়ারূপ পরিমাণকে আকাশের ইয়ত্তা বলি না, কিন্তু অব্যাপিতাকে অর্থাৎ ব্যাপক না হওয়াকে আকাশের ইয়ত্তা বলি, এবং আকাশ তন্মাত্রাদির ব্যাপক হয় না; কারণ, কার্য্য কারণের ব্যাপক হয় না, কিন্তু কারণই কার্য্যের ব্যাপক হয়, অতএব আকাশ পরিমিত, যেহেতু তাহা তন্মাত্রাদির ব্যাপক নহে। **হন্ত** অর্থাৎ হায় হায়! সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—ইহারাও পরস্পরের ব্যাপক নহে, অতএব পরিমিত বলিতে হইবে। আর ইহাদের তত্ত্বান্তরপূর্ব্বকত্ব নাই অর্থাৎ অন্য কারণের মিলনবশতঃ ইহারা উৎপন্ন হয় নাই, (কারণ তোমার মতে তাহারা নিত্য), অতএব তোমার নিয়মে ব্যভিচার হইল। কারণ, তাহারা যেমন কার্য্যসমূহে আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তাহারা পরস্পর আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না; কারণ, তাহাদের পরস্পরের কার্য্যকারণভাব নাই, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যও নহে, কারণও নহে।

আর পরস্পর সংসর্গরূপ আবেশ, চিতিশক্তিতে নাই। কারণ, চিতিশক্তি কূটস্থনিত্যা অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য; তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকর্তৃক সংসৃষ্ট হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না সেইজন্য গুণসকল চিতিশক্তির অব্যাপক, অতএব পরিমিত। এইরূপ চিতিশক্তিও গুণগণকর্তৃক অসংসৃষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত নহে, অতএব তাহাও পরিমিত; অতএব পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিমাণরূপ হেতুর অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচার হইল। সেইরূপ কার্য্যকারণবিভাগরূপ হেতুও সমন্বয়ের মত বিরুদ্ধ হয়। ইহাই বলিতেছেন—**"কার্য্যকারণভাবস্তু"** ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রবৃত্তেশ্চ ।২

আস্তাং তাবদিয়ং রচনা। তৎসিদ্ধ্যর্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ সত্ত্বরজস্তমসাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তিঃ বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাহপি ন অচেতনস্য প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য উপপদ্যতে, মৃদাদিষু অদর্শনাৎ রথাদিষু চ। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা

---

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় এবং 'প্রবৃত্তেঃ' এই পঞ্চম্যন্তপদের পর "চ"কার থাকায় ইহা আরব্ধ অধিকরণেরই অন্তর্গত সূত্রবিশেষ হইল। "চ"কার দ্বারা পূর্ব্ব সূত্রের অনুপপত্তেঃ পদের অনুবৃত্তি বুঝাইতেছে। ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র। রামানুজভাষ্য মধ্যে ইহা প্রথম সূত্রের অংশবিশেষ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্কর নিম্বার্ক মধ্ববল্লভভাষ্যে ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র বলা হইয়াছে। এক বিষয়ে দুইটী পৃথক্ এক আকারের হেতু হওয়ায় পৃথক্ সূত্র হওয়াই সঙ্গতবোধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে রামানুজভাষ্যে বোধায়নের প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক; কিন্তু তাহা নাই।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বয়ম্ অচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিঃ অশ্বাদিভির্বা অনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখ-প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যং ভবতি।

নন্নু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিঃ কেবলস্য ন দৃষ্টা? সত্যমেতৎ। তথাপি চেতনসংযুক্তস্য রথাদেঃ অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা, ন তু অচেতনসংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তম্। যস্মিন্ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা তস্য সা, উত যৎসংপ্রযুক্তস্য দৃষ্টা তস্য সা ইতি।

নন্নু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিঃ তস্যৈব সা ইতি যুক্তম্, উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ, প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি দর্শনাৎ, অসতি চ অদর্শনাৎ, দেহস্যৈব চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাৎ অচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—"চ" অর্থ 'এবং' **"প্রবৃত্তেঃ"** অর্থ 'প্রবৃত্তিহেতু'। অর্থাৎ অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ বৈসম্যও হইতে পারে না; কারণ, জগতে চেতনের সহায়তা ব্যতীত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। চকারদ্বারা পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুপপত্তিপদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্যার্থ—এই বিশ্বরচনা দূরে থাকুক, তৎসিদ্ধ্যর্থা অর্থাৎ সেই বিশ্বরচনা নির্ব্বাহের জন্য, যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থান হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তি অর্থাৎ কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান এইরূপে পরিণত হওয়া, এবং তাহা হইলে বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য উদ্‌যোগী হওয়া ইত্যাদি, তাহাও স্বতন্ত্র অর্থাৎ চেতন-নিরপেক্ষ অচেতন প্রধানের উপপন্ন হয় না। কারণ, তাহা অর্থাৎ চেতননিরপেক্ষতা, মৃত্তিকাতে দেখা যায় না এবং রথপ্রভৃতিতেও দেখা যায় না। মৃত্তিকাদি কিংবা রথপ্রভৃতি বস্তুসকল নিজে অচেতন হইয়া চেতন কুলাল অর্থাৎ কুম্ভকার ও অশ্বপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিযুক্ত দেখা যায় না, অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য উদ্‌যোগী হয়—ইহা দেখা যায় না। আর দৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, তাহা হইতেই অর্থাৎ দৃষ্টান্তবশতঃই অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না, তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হয়। অতএব উক্তপ্রবৃত্তির অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃও অচেতনকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করা উচিত হয় না।

যদি বল, কেবল-চেতনেরও প্রবৃত্তি ত দেখা যায় না? হাঁ, ইহা সত্য বটে। তাহা হইলেও চেতনযুক্ত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। (যেমন কোন শয়িত চেতন ব্যক্তির অঙ্গে বস্ত্রাদি অচেতন বস্তুর সংযোগ হইলে সেই শয়িত চেতন পুরুষ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করে না।) অতএব এস্থলে কি যুক্ত? অর্থাৎ কি বলা উচিত? যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার কি সেই প্রবৃত্তি, উত অর্থাৎ কিম্বা যাহার সহিত সংপ্রযুক্ত হওয়ায় অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার সেই প্রবৃত্তি? (অর্থাৎ রথের সহিত অশ্বের যোগে যে রথের প্রবৃত্তি হয়, তাহা রথের না অশ্বের?)।

যদি বল যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারই তাহা হওয়া উচিত। (যেমন রথের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া তাহা রথেরই হওয়া উচিত, রথের প্রবৃত্তি অশ্বের প্রবৃত্তি নহে।) কারণ, উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও তাহার আশ্রয় এতদুভয়ের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে রথাদির মত কেবল কোন চেতন ত প্রত্যক্ষ হয় না। জীবদ্দেহের অর্থাৎ জীবনবিশিষ্ট দেহের কেবল অচেতন রথাদি হইতে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ প্রাণসত্তারূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রবৃত্তির আশ্রয় দেহাদিসংযুক্ত চেতনের অর্থাৎ আত্মার সদ্‌ভাব অর্থাৎ অস্তিত্বমাত্রই সিদ্ধি হয়। এই জন্যই দেহ প্রত্যক্ষ হইলে চৈতন্য দেখা যায়, দেহ প্রত্যক্ষ

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ।২]

ভাষ্যানুবাদ।

না হইলে চৈতন্য দেখা যায় না বলিয়া দেহেরই চৈতন্য, ইহা লোকায়তিকগণ অর্থাৎ নাস্তিক চার্ব্বকগণ স্বীকার করেন। এই হেতু অচেতনেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্থির হইল। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ)

ভামতী।

ন কেবলং রচনাভেদা ন চেতনাধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ ভবন্তি, অপি তু সাম্যাবস্থায়াঃ প্রচ্যুতিঃ বৈষম্যম্, তথাচ যৎ উদ্ভূতং বলীয়ঃ তৎ অঙ্গি, অভিভূতং চ তদনুগুণতয়া স্থিতম্ অঙ্গম্। এবং হি গুণপ্রধানভাবে সতি অস্য মহদাদৌ কার্য্যে যা প্রবৃত্তিঃ, সাঽপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি। ন হি চেতনাধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ মৃৎপিণ্ডে প্রধানে অঙ্গভাবেন চক্রদণ্ডসলিলসূত্রাদয়ঃ অবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রবৃত্তেরপি চেতনাধিষ্ঠানসিদ্ধিরিতি, "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ" ইতি অয়মপি হেতুঃ সাংখ্যীয়ো বিরুদ্ধ এব ইত্যুক্তং বক্রোক্ত্যা।

অত্র সাংখ্যঃ চোদয়তি—"নন্বু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরি"তি। অয়মভিপ্রায়ঃ—ত্বয়া কিল ঔপনিষদেন অস্মদ্ধেতূন্ দূষয়িত্বা কেবলস্য চেতনস্যৈব অন্যনিরপেক্ষস্য জগদুপাদানত্বং নিমিত্তত্বং চ সমর্থনীয়ম্। তৎ অযুক্তম্। কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তেঃ দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি অনুপলব্ধেরিতি।

ঔপনিষদস্তু চেতনহেতুকাং তাবদেষ সাংখ্যঃ প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছতু, পশ্চাৎ স্বপক্ষম্ অতএব সমাধাস্যামি ইত্যভিসন্ধিমান্ আহ—"সত্যমেতৎ"—"ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা" ইতি।

সাংখ্য আহ—"ন তু অচেতনসংযুক্তস্যে"তি। "তু"শব্দঃ ঔপনিষদপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। অচেতনাশ্রয়ৈব সর্ব্বা প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, ন তু চেতনাশ্রয়া কাচিদপি। তস্মাৎ ন চেতনস্য জগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ।

অত্র ঔপনিষদো গূঢ়াভিসন্ধিঃ প্রশ্নপূর্ব্বকং বিমৃশতি—"কিং পুনরত্রে"তি। অত্রান্তরে সাংখ্যো ব্রূতে—"নন্বু যস্মিন্" ইতি। ন তাবৎ চেতনঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তয়া তৎপ্রয়োজকতয়া বা প্রত্যক্ষম্ ঈক্ষ্যতে, কেবলং প্রবৃত্তিঃ তদাশ্রয়শ্চ অচেতনো দেহরথাদিঃ প্রত্যক্ষেণ প্রতীয়তে। তত্র অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ তন্নিমিত্তৈব, ন তু চেতননিমিত্তা। সদ্‌ভাবমাত্রং তু তত্র চেতনস্য গম্যতে, রথাদিবৈলক্ষণ্যাৎ জীবদ্দেহস্য। ন চ সদ্‌ভাবমাত্রেণ কারণত্বসিদ্ধিঃ। মা ভূৎ আকাশঃ উৎপত্তিমতাং ঘটাদীনাং নিমিত্তকারণম্ অস্তি হি সর্ব্বত্র ইতি। তদনেন দেহাতিরিক্তে সত্যপি চেতনে তস্য ন প্রবৃত্তিং প্রতি নিমিত্তভাবঃ অস্তি ইত্যুক্তম্। যতশ্চ অস্য ন প্রবৃত্তি-হেতুভাবোঽস্তি অতএব প্রত্যক্ষে দেহে সতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অসতি চ অদর্শনাৎ দেহস্যৈব চৈতন্যম্ ইতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ, তথাচ ন চিদাত্মনিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ ন রচনায়াঃ প্রবৃত্তের্বা চিদাত্মকারণত্বসিদ্ধিঃ জগত ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

রচনায়াঃ প্রবৃত্তেঃ সকাশাৎ ভেদমাহ—"রচনাভেদা" ইতি, কার্য্যগতবিন্যাসবিশেষা ইত্যর্থঃ। অপি তু ইত্যস্য যা প্রবৃত্তিঃ সাপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি ইতি বক্ষ্যমাণেন অন্বয়ঃ। প্রবৃত্তেঃ হেতুমাহ "সাম্যেতি"। বৈষম্যং ভবতি ইতি শেষঃ। বৈষম্যে সতি অঙ্গাঙ্গিত্বং ভবতি ইত্যাহ —"তথাচে"তি। অঙ্গাঙ্গিত্বাৎ কার্য্যোৎপাদনরূপা প্রবৃত্তিঃ ভবতি ইত্যাহ—"এবং হি" ইতি। "এবং অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ" ইত্যস্য সূত্রস্য প্রবৃত্তেশ্চ ইত্যনেন পৌনরুক্ত্যং অর্থাৎ নিরস্তম। চেতনানধিষ্ঠিতপ্রধানসাধকত্বেন পরোক্তস্য প্রবৃত্তেরিতি হেতোরেব চেতনাধিষ্ঠিতাচেতনসিদ্ধৌ হেতুত্বেন অভিধানাৎ সাধ্যবিরুদ্ধোক্তিঃ বক্রোক্তিঃ। ঔপনিষদেন ন দৃষ্টান্তানুসারেণ ব্রহ্মকারণত্বং সমর্থ্যতে, অতঃ কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তি র্ন দৃষ্টা ইতি অচোদ্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ "ত্বয়া কিলে"তি। উপনিষদর্থসম্ভাবনায়াং অনুমানং সামান্যতো দৃষ্টং বাচ্যম ইত্যর্থঃ। "অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতেত্যাদি"ভাষ্যেণ স্বপক্ষং সমাধাস্যামি ইত্যভিসন্ধিমান ইত্যর্থঃ। ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইত্যেতৎ সত্যম ইত্যর্থঃ। অত্র চ শেষত্বেন তথাপি চেতনসংযুক্তস্য রথাদেঃ অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইতি ভাষ্যম্ অনুসন্ধেয়ম্। ইত্থং কেবলস্য প্রবৃত্ত্যভাবম্ অভ্যুপগম্য অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ চেতনাধীনা ইতি সমর্থিতে সাংখ্য আহ ইত্যর্থঃ। ন চেতনস্য প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বম্ ইত্যত্র লোকায়তিকভ্রমোঽপি লিঙ্গম্ ইত্যাহ "যতশ্চে"তি। রচনায়াঃ প্রবৃত্তে র্বা হেতোঃ চিদাত্মকারণকত্বসিদ্ধিঃ জগতো ন ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

চেতনের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সহায়তা ব্যতীত যে কেবল রচনাভেদ অর্থাৎ বিবিধ সৃষ্টি হয় না, তাহা

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[**প্রবৃত্তেশ্চ** ।২]

ভামতীর অনুবাদ।

নহে, কিন্তু সাম্যাবস্থার যে প্রচ্যুতি অর্থাৎ বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিকভাব। আর তাহা হইলে যে উদ্ভূত অর্থাৎ বলবান্ হয়, সেই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান হয় এবং সেই অঙ্গিকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া এবং তাহার অনুগুণ অর্থাৎ অনুকূল হইয়া যে থাকে, সে অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। এইরূপে গুণপ্রধানভাব হইলে অর্থাৎ কেহ গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এবং কেহ প্রধান হইলে ইহার অর্থাৎ প্রকৃতির মহদাদি কার্য্যে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিও চেতাধিষ্ঠানকেই প্রমাণিত করে, অর্থাৎ চেতন প্রকৃতির সহায় হইলে তবে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়—ইহাই বুঝাইয়া দেয়। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত মৃৎপিণ্ডরূপ প্রধান কারণে অঙ্গভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে দণ্ড চক্র সলিল সূত্র প্রভৃতি (নিমিত্তকারণ সকল) অবস্থিত হয় না। অতএব প্রবৃত্তিরূপ হেতু হইতেও চেতনরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তিরূপহেতুবশতঃও প্রধানের চেতনরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হইল, এই হেতু **"শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"** "অর্থাৎ কারণের শক্তিবশতঃ কার্য্যের প্রবৃত্তি হয়",• প্রধান সাধক সাংখ্যোক্ত এই হেতুটীও বিরুদ্ধ হইল, ইহা ভাষ্যকার বক্রোক্তিদ্বারা বলিলেন, অর্থাৎ প্রধানের চেতনানধিষ্ঠিতত্বের সাধকরূপে সাংখ্যাচার্য্য যে প্রবৃত্তিরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানের চেতনাধিষ্ঠিতত্বের সাধক হইয়া পড়িল বলিয়া বিরুদ্ধ হইল। ভাষ্যকার প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন (এইরূপে বিপক্ষের অনুকূল যুক্তিকে স্বপক্ষে আনয়ন করাই বক্র উক্তি।) ।

এস্থলে সাংখ্য **"ননু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তি"** এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। তাহার অভিপ্রায় এই—ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতবাদী তুমি আমাদের (অর্থাৎ সাংখ্যের) কল্পিত হেতুগুলিকে দোষ দিয়া অন্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ যিনি অন্যের অপেক্ষা করেন না, এইরূপ কেবল চেতনই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, ইহা সমর্থন অর্থাৎ স্বীকার করিবে, তাহা কিন্তু ঠিক্ নহে; কারণ, কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দৃষ্টান্তরূপ কোন ধর্ম্মীতে দেখা যায় না।

ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতবাদী চেতনহেতুকাপ্রবৃত্তি অর্থাৎ চেতনবশতঃ প্রবৃত্তি হয়—এই নিয়ম, অগ্রে সাংখ্য অভ্যুপগম করুন অর্থাৎ স্বীকার করুন, পরে 'অতএব' অর্থাৎ ইহা হইতেই স্বপক্ষ অর্থাৎ নিজমতের সমাধান করিব, এইরূপ অভিসন্ধিমান হইয়া অর্থাৎ এই অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন—**"সত্য মেতৎ ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইতি"** অর্থাৎ ইহা সত্য—কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

সাংখ্য **ন তু অচেতনসংযুক্তস্য** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। **তু** শব্দ ঔপনিষদ্ পক্ষের ব্যাবৃত্তি করিতেছেন, অর্থাৎ বেদান্তবাদীর মত বারণ করিতেছেন। যথা অচেতনাশ্রয়াই অর্থাৎ অচেতনেই সমস্ত প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু চেতনাশ্রয়া অর্থাৎ চেতনে কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না। অতএব জগৎসৃষ্টিতে চেতনের কোন প্রবৃত্তি নাই—ইহাই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য।

এ বিষয়ে উপনিষৎপক্ষ অর্থাৎ বেদান্তবাদী গূঢ়াভিসন্ধি হইয়া অর্থাৎ নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়া প্রশ্নপূর্ব্বক অর্থাৎ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিবেচনা করিতেছেন **"কিং পুনঃ অত্র"** ইত্যাদি। এই অবসরে **"ননু যস্মিন্"** এই গ্রন্থদ্বারা সাংখ্য বলিতেছেন। প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অথবা তাহার প্রযোজকরূপে চেতনকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, কেবল প্রবৃত্তি এবং তাহার আশ্রয় অচেতন দেহ ও রথাদি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেখানে অচেতনের প্রবৃত্তি অচেতনবশতঃই হয়, কিন্তু চেতনবশতঃ নহে। সেখানে চেতনের সদ্ভাবমাত্র অর্থাৎ কেবল বর্ত্তমান থাকাই বুঝা যাইতেছে; কারণ, জীবিতব্যক্তির দেহ, রথাদি অপেক্ষা বিলক্ষণ, অর্থাৎ জীবিতব্যক্তির দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু রথাদির প্রাণ নাই। (এ কারণ জীবিতব্যক্তির দেহ রথাদি অপেক্ষা বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্—ইহাও তথায় বুঝা যায়।) আর বস্তুর সদ্ভাববশতঃই অর্থাৎ অস্তিত্ববশতঃই কারণত্বসিদ্ধি অর্থাৎ কারণতার নিশ্চয় হয় না। যেমন আকাশ উৎপত্তিমান্ ঘটাদির নিমিত্তকারণ হয় না, অথচ তাহা সর্ব্বত্র আছে। অতএব এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলা হইল যে, দেহ ভিন্ন চেতন থাকিলেও প্রবৃত্তির প্রতি তাহার নিমিত্তভাবরূপ কারণতা নাই। আর যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি চেতনের হেতুভাব অর্থাৎ কারণতা নাই, অতএব প্রত্যক্ষ দেহ থাকিলে প্রবৃত্তি দেখা যায়, এবং দেহ না থাকিলে প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়া দেহেরই চৈতন্য—ইহা লোকায়তিক অর্থাৎ নাস্তিক বা চার্ব্বাকগণ প্রতিপত্তি করেন অর্থাৎ স্বীকার করেন। আর তাহা হইলে চিদাত্মনিমিত্তা প্রবৃত্তি নহে অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রতি চিদাত্মা কারণ নহেন—ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব জগতের রচনার বা প্রবৃত্তির চিদাত্মকারণত্ব সিদ্ধ হইল না, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তির প্রতি চেতন আত্মা কারণ—ইহা সাব্যস্ত হইল না।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৎ অভিধীয়তে—ন ব্রূমো যস্মিন্ অচেতনে প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে ন তস্য সা ইতি। ভবতু তস্যৈব সা। সা তু চেতনাৎ ভবতি ইতি ব্রূমঃ। তদ্‌ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চ অভাবাৎ যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশলক্ষণা বিক্রিয়া অনুপলভ্যমানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি, তৎসংযোগে দর্শনাৎ তদ্‌বিয়োগে চ অদর্শনাৎ তদ্বৎ। লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহঃ অচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্ত্তকো দৃষ্টঃ ইতি অবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বম্।

ননু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপি আত্মনঃ বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ অনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ? ন; অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ। যথা অয়স্কান্তো মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোঽপি অয়সঃ প্রবর্ত্তকো ভবতি, যথা বা রূপাদয়ো বিষয়াঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোঽপি ঈশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সন্ সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়েৎ ইতি উপপন্নম্। একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যাভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ? ন, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপমায়াবেশবশেন অসকৃৎপ্রত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বে, ন তু অচেতনকারণত্বে ।২

ভাষ্যানুবাদ।

এতদুত্তরে বলা হয়—আমরা এমন কথা বলি না, যে অচেতনে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেই প্রবৃত্তি তাহার নহে। তাহারই সে প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু তাহা চেতন হইতে হয়—ইহাই আমরা বলি। কারণ, চেতন থাকিলে প্রবৃত্তি হয়, আর চেতন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন দাহ ও প্রকাশরূপ বিক্রিয়া কাষ্ঠাদি আশ্রিত হইলেও এবং কেবল অগ্নিতে অর্থাৎ কাষ্ঠাদিসম্বন্ধশূন্য অগ্নিতে অনুপলভ্যমান অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া না গেলেও সেই দাহ ও প্রকাশলক্ষণ বিক্রিয়া অগ্নি হইতেই হয়; কারণ, অগ্নিসংযোগ হইলে তাহা দেখা যায় এবং অগ্নিসংযোগ না হইলে তাহা দেখা যায় না—ইহাও সেইরূপ। অর্থাৎ অগ্নি কাষ্ঠাদিতে আশ্রিতরূপে দেখা গেলেও যেমন অগ্নি কাষ্ঠের ধর্ম্ম নহে, তদ্রূপ চৈতন্য দেহের সহিত দৃষ্ট হইলেও দেহের ধর্ম্ম নহে, উহারা পৃথক্। লোকায়তিকগণের অর্থাৎ নাস্তিকগণের মতেও চেতন-দেহই অচেতন রথাদির প্রবর্ত্তক হয়—দেখা যায়। অতএব চেতন যে প্রবর্ত্তক হয়—ইহা অবিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ নহে।

যদি বল, তোমার মতে দেহাদিযুক্ত আত্মারও কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ ব্যতীত প্রবৃত্তির অভাবহেতু প্রবর্ত্তকত্ব অনুপপন্ন অর্থাৎ অসঙ্গত। না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক পাথর ও রূপাদির মত প্রবৃত্তি রহিতেরও প্রবর্ত্তকত্ব উপপন্ন হয়। যেমন অয়স্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও অয়সের অর্থাৎ লৌহের প্রবর্ত্তক হয়, অথবা যেমন রূপাদি বিষয়সকল নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক হয়। এইরূপ ঈশ্বর প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সর্ব্বব্যাপী সকলের আত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হওয়ায় সকলকে প্রবৃত্তিমান্ করিবেন—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল।

যদি বল, একত্বপ্রযুক্ত প্রবর্ত্ত্যের অভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন দ্বিতীয়বস্তু নাই বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তকত্ব অসঙ্গত, অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় তিনি কাহার প্রবর্ত্তক হইবেন? না ইহা বলিতে পার না। কারণ, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ অবিদ্যাকর্ত্তৃক কল্পিত নাম ও রূপাত্মক মায়ার সম্বন্ধবশতঃ দ্বিতীয়বস্তু হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও প্রবর্ত্তক হন—ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ হইলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, অচেতনপ্রধান জগৎকারণ হইলে তাহা হয় না ।২

ভামতী।

ঔপনিষদঃ পরিহরতি—"তদভিধীয়তে"। "ন ব্রূম" ইতি। ন তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমসিদ্ধঃ শারীরঃ বা পরমাত্মা বা অস্মাভিঃ ইদানীং সাধনীয়ঃ, কেবলম্ অস্য প্রবৃত্তিং প্রতি

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

ভামতী।

কারণত্বং বক্তব্যম্। তত্র মৃতশরীরে বা রথাদৌ বা অনধিষ্ঠিতে চেতনেন প্রবৃত্তেঃ অদর্শনাৎ তদ্‌বিপর্য্যয়ে চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চেতনহেতুকত্বং প্রবৃত্তেঃ নিশ্চীয়তে, ন তু চেতনসদ্ভাবমাত্রেণ, যেন অতিপ্রসঙ্গো ভবেৎ। ভূতচৈতনিকানামপি চেতনাধিষ্ঠানাৎ অচেতনানাং প্রবৃত্তিঃ ইত্যত্র অবিবাদ ইত্যাহ—"লোকায়তিকানামপি" ইতি।

স্যাদেতৎ। দেহঃ স্বয়ং চেতনঃ করচরণাদিমান্ স্বব্যাপারেণ প্রবর্ত্তয়তি ইতি যুক্তম্, ন তু তদতিরিক্তঃ কূটস্থনিত্যশ্চেতনঃ ব্যাপাররহিতঃ জ্ঞানৈকস্বভাবঃ প্রবৃত্ত্যভাবাৎ প্রবর্ত্তকো যুক্তঃ ইতি চোদয়তি—"নন্বু তবে"তি। পরিহরতি,—"ন, অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চে"তি। "যথাচ রূপাদয়ঃ" ইতি। সাংখ্যানাং হি স্বদেশস্থা রূপাদয়ঃ ইন্দ্রিয়ং বিকুর্ব্বতে, তেন তদিন্দ্রিয়ম্ অর্থং প্রাপ্তম্ অর্থাকারেণ পরিণমতে ইতি স্থিতিঃ। সম্প্রতি চোদকঃ স্বাভিপ্রায়ম্ আবিষ্করোতি—"একত্বাদি"তি। যেষাম্ অচেতনং চেতনং চ অস্তি তেষাম্ এতৎ যুজ্যতে বক্তুং 'চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনং প্রবর্ত্ততে' ইতি। যথা যোগিনাম্ ঈশ্বরবাদিনাম্। যেষাং তু চেতনাতিরিক্তং নাস্তি অদ্বৈতবাদিনাং, তেষাং প্রবর্ত্ত্যাভাবে কং প্রতি প্রবর্ত্তকত্বং চেতনস্য ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"ন অবিদ্যে"তি। কারণভূতয়া লয়লক্ষণয়া অবিদ্যয়া প্রাক্‌সর্গোপচিতেন চ বিক্ষেপসংস্কারেণ যৎ প্রত্যুপস্থাপিতং নামরূপং তদেব মায়া, তদাবেশেন অস্য চোদ্যস্য অসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—নেয়ং সৃষ্টিঃ বস্তুসতী যেন অদ্বৈতিনো বস্তুসতঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ অনুযুজ্যেত। কাল্পনিক্যাং তু সৃষ্টৌ অস্তি কাল্পনিকং দ্বিতীয়ং সহায়ং মায়াময়ম্। যথাহুঃ—

"সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা"। ইতি

নচৈবং ব্রহ্মোপাদানত্বব্যাঘাতঃ, ব্রহ্মণ এব মায়াবেশেন উপাদানত্বাৎ তদধিষ্ঠানত্বাৎ জগদ্‌বিভ্রমস্য, রজতবিভ্রমস্যেব শুক্তিকাধিষ্ঠানস্য শুক্তিকোপাদানত্বম্ ইতি নিরবদ্যম্ ।২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদুক্তং ন চেতনঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তয়া ইষ্যতে ইতি, তত্র কিং স্বরূপস্য অসিদ্ধিঃ অভিমতা? উত প্রবৃত্তিসম্বন্ধস্য? নাদ্য ইত্যাহ—"ন তাবদি"তি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"তত্রে"তি। আকাশস্য প্রবৃত্ত্যন্বয়মাত্রং, চেতনস্য তু ব্যতিরেকোঽপি অস্তি ইতি বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ। লোকায়তিকোঽপি চেতনতন্ত্রাম্ অচেতনপ্রবৃত্তিং মন্যতে, সাংখ্যস্তু ততোঽপি অবিবেকী ইত্যাহ—"ভূতে"তি। ভূতানাং চেতনা ইতি যেষাং মতং তে তথোক্তাঃ। এবং তাবৎ রথাদিবৎ মূলকারণস্যাপি অচেতনস্য চেতনাধীনপ্রবৃত্তিকত্বং সাধিতং, তত্র দৃষ্টান্তাসিদ্ধিম্ আশঙ্কতে -"স্যাদেতদি"তি। রথাদিপ্রবর্ত্তকো দেহ এব, স তু চেতন ইত্যবিবেকিনাং প্রসিদ্ধিঃ অনূদিতা, সাক্ষাৎ যঃ চেতনঃ সঃ অসঙ্গত্বাৎ অপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। "তবে"তি। তবাপি ইত্যর্থঃ। রূপাদীনাং সন্নিধিমাত্রেণ ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বে চেতনাধিষ্ঠিতাৎ অচেতনাৎ কাযারচনা ইতি নিয়মভঙ্গম্ আশঙ্ক্য পরসিদ্ধম্ উদাহৃতম্ ইতি পরিহরতি—"সাংখ্যানাং হি" ইতি। "অর্থাকারেণ" ইতি। অর্থবিষয়জ্ঞানাকারেণ ইত্যর্থঃ। উক্তং হি শব্দাদিষু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রম্ ইষ্যতে "বৃত্তিরি"তি ।২

ভামতীর অনুবাদ।

ঔপনিষদ "**তদভিধীয়তে**" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ বেদান্তমতের উপর সাংখ্য যে দোষ দিলেন, "**তদভিধীয়তে**" এই গ্রন্থদ্বারা বেদান্তবাদী তাহার পরিহার অর্থাৎ নিবারণ করিতেছেন। "**ন ব্রূমঃ**" এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ অবধারিত শারীর অর্থাৎ জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরকে, আমরা এক্ষণে সাধন করিব না, অর্থাৎ এখন আমাদের সাধন করিবার উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু কেবল ইহার অর্থাৎ আত্মার যে প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা আছে, তাহাই আমাদের বক্তব্য। সে বিষয়ে চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রযুক্ত মৃতশরীর অথবা রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়া এবং তাহার বিপরীতস্থানে অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিত জীবিত শরীরে অথবা রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা প্রবৃত্তির চেতনহেতুকত্ব অর্থাৎ চেতনই যে প্রবৃত্তির কারণ—ইহা নিশ্চয় করা হয়, কিন্তু কেবল চেতনের সদ্ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতাবশতঃই প্রবৃত্তির চেতনহেতুকত্ব নিশ্চয় করা হয় না; যে জন্য অতিপ্রসঙ্গ হইবে, অর্থাৎ আকাশের প্রবৃত্তিহেতুকত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। (অর্থাৎ আকাশের সহিত প্রবৃত্তির অন্বয় থাকিলেও ব্যতিরেক না থাকায় আকাশ তাহার কারণ হইবে না। ভূতচৈতনিক অর্থাৎ জড়পঞ্চভূতের চেতনা আছে, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, অর্থাৎ দেহই

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।৩ *

ভামতীর অনুবাদ।

চেতন—এই মতবাদী চার্বাকের মতেও 'চেতনের (দেহের) অধিষ্ঠানবশতঃ অচেতনের (রথাদির) প্রবৃত্তি হয়', এ বিষয়ে বিবাদ নাই, ইহাই—**"লোকায়তিকানামপি"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার বলিতেছেন।

আচ্ছা, বেশ, দেহ নিজে চেতন ও করচরণাদিযুক্ত (অতএব) নিজ ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টার দ্বারা অপরকে প্রবৃত্তিযুক্ত করে, ইহা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তদতিরিক্ত কূটস্থনিত্য ব্যাপাররহিত ও জ্ঞানৈকস্বভাব অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ চেতন (আত্মা) প্রবর্ত্তক হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহার প্রবৃত্তি নাই—ইহাই **"ননু তব"** এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **"ন অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন। **"যথা চ রূপাদয়ঃ"** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি বিষয় স্বদেশস্থ হইয়া অর্থাৎ নিজের স্থানে থাকিয়া ইন্দ্রিয়কে বিকৃত করে, অর্থাৎ আকর্ষণ করে, সেই হেতু সেই ইন্দ্রিয় অর্থকে অর্থাৎ বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাকারে অর্থাৎ অর্থবিষয়ক জ্ঞানাকারে পরিণত হয়, ইহাই সাংখ্যগণের স্থিতি, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি চোদক অর্থাৎ যিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তিনি **"একত্বাৎ"** এই গ্রন্থদ্বারা নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের মতে অচেতন ও চেতন এই দ্বিবিধ বস্তু আছে, তাঁহাদের ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় যে, চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন প্রবৃত্তিযুক্ত হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারকারী যোগমতাবলম্বিগণের মতে বলা হয়। কিন্তু যে অদ্বৈতবাদিগণের মতে চেতন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই, তাঁহাদের মতে প্রবর্ত্ত্য অর্থাৎ যাহাকে প্রবৃত্ত করা হয়, তাহার অভাবে কাহার প্রতি চেতনের প্রবর্ত্তকত্ব হইবে? **"ন অবিদ্যা"** এই গ্রন্থদ্বারা ইহার পরিহার করিতেছেন। যেহেতু কারণস্বরূপ লয়লক্ষণ অর্থাৎ লয়াত্মক অবিদ্যাদ্বারা প্রাক্‌সর্গোপচিত অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সঞ্চিত যে বিক্ষেপসংস্কার, তাহার দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ কল্পিত যে নাম ও রূপ তাহাই মায়া, তাহার আবেশ অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ (ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া) এই চোদ্য অর্থাৎ আপত্তির অসকৃৎ অর্থাৎ একাধিকার প্রত্যুক্তি অর্থাৎ নিরাস করা হইয়াছে।

ইহাই বলা হইল যে—এই সৃষ্টি বস্তুসতী নহে, অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য নহে, যে জন্য অদ্বৈতবাদীর বস্তুসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে তুমি অনুযোগ অর্থাৎ আপত্তি করিবে। কিন্তু কাল্পনিক সৃষ্টিতে মায়াময় কাল্পনিক দ্বিতীয় বস্তু সহায় আছে। যেমন লোকে বলে—

"সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা"।

অর্থাৎ যেমন বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহার সহায়ও সেইরূপ বস্তুই হইবে। আর এইরূপ হইলে ব্রহ্মোপাদানত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, ইহার কোন ব্যাঘাত হয় না; কারণ, মায়াবেশবশতঃ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধ-বশতঃ ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ হন, যেহেতু তিনি শুক্তিকাধিষ্ঠানরজতবিভ্রমের শুক্তিকোপাদনত্বের ন্যায়, জগৎরূপ বিভ্রমের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিকরণে উৎপন্ন হয় যে রৌপ্যভ্রম, তাহার উপাদানকারণ যেমন শুক্তি, ইহাও সেইরূপ। এইরূপে সমস্ত নির্দ্দোষ হইল।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।৩

স্যাদেতৎ, যথা ক্ষীরম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যতে ইতি। নৈতৎ সাধু উচ্যতে। যতঃ তত্রাপি পয়োম্বুনোঃ চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ইতি অনুমিমীমহে; উভয়বাদিপ্রসিদ্ধে রথাদৌ অচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। শাস্ত্রং চ—

"যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ যোঽপোঽন্তরো যময়তি" (বৃঃ উঃ ৩।৭।৪)

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে" ॥ (বৃঃ উঃ ৩।৮।৭)

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ থাকিলেও "চেৎ" শব্দ থাকায় এবং "তত্রাপি" পদদ্বারা তদুত্তর থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণের সূচক হইল না। যেমন "গৌণশ্চেৎ নাত্মশব্দাৎ" এই ১।১।৫ সূত্র অধিকরণারম্ভক হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ।

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ।৩]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতি এবং জাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিস্পন্দিতস্য ঈশ্বরাধিষ্ঠিততাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োম্বুবৎ ইতি অনুপন্যাসঃ, চেতনায়াশ্চ ধেন্বাঃ স্নেহেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়সঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ।

ন চ অম্বুনোঽপি অত্যন্তম্ অনপেক্ষা, নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্র উপদর্শিতম্।

"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)

ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্য্যং ভবতি ইতি এতল্লোকদৃষ্ট্যা নিদর্শিতম্। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু পুনঃ সর্ব্বত্রৈব ঈশ্বরাপেক্ষত্বম্ আপদ্যমানং ন পরাণুদ্যতে।৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**পয়ঃ** অর্থাৎ দুগ্ধ ও **অম্বুবৎ** অর্থাৎ জলবৎ **চেৎ** অর্থাৎ যদি বল, অর্থাৎ যদি বল অচেতন দুগ্ধ যেমন বৎসবৃদ্ধির জন্য স্বয়ং ক্ষরিত হয়, এবং জল যেমন স্বয়ং পতিত হয়, সেইরূপ অচেতন প্রধানও স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়, **তত্রাপি** অর্থাৎ তাহা হইলে বলিব সেখানেও ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই তাহাদের প্রবৃত্তি হয়; কারণ, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে তাহাই বুঝা যায়।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা বেশ, যেমন অচেতন দুগ্ধ স্বভাবতঃই বৎসবৃদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয় এবং যেমন অচেতন জল স্বভাবতঃই লোকের উপকারের জন্য ক্ষরিত হয়, এইরূপ অচেতন প্রধান স্বভাবতঃই পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হইবে? তাহা হইলে বলিব, ইহা ঠিক্ বলা হইতেছে না। যেহেতু সেখানেও চেতন ঈশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত দুগ্ধ ও জলেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা আমরা অনুমান করি; কারণ,উভয়বাদি-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়সম্মত কেবল অচেতন রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। আর শাস্ত্রে আছে—

"যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্ যঃ অপঃ অন্তরঃ যময়তি"। (বৃঃ ৩।৭।৪)

অর্থাৎ যিনি জলমধ্যে থাকিয়া যিনি জলের অন্তরকে সংযত করেন।

"এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যঃ অন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে"। (বৃঃ ৩।৮।৯)

অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসনে প্রাচ্য অর্থাৎ যে সকল নদী পূর্ব্বদিকে গিয়াছে সেই অন্য নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে।

এই জাতীয় শ্রুতিসকল, সমস্ত লোকপরিস্পন্দিত অর্থাৎ জগতে ক্রিয়াশীল সমস্ত বস্তুই যে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত, ইহা দেখাইতেছেন। অতএব সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ আমরা সমুদায় অচেতনের প্রবৃত্তি চেতনাধিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করিতেছি বলিয়া 'পক্ষসম' হওয়ায় দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত অনুপন্যাস হয়, অর্থাৎ উল্লেখ করা ঠিক্ নহে অর্থাৎ ইহা আমাদের অনুমানের ব্যভিচারের স্থল নহে। আর যেহেতু চেতন ধেনুর স্নেহের ইচ্ছাবশতঃ দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, ইহা উপপন্ন হইতে পারে, এবং বৎসের চোষণদ্বারা দুগ্ধের আকর্ষণ হয়, সেই হেতু পয়োম্বু দৃষ্টান্ত ঠিক্ নহে।

আর জলেরও যে একবারেই অন্যের অপেক্ষা থাকে না, তাহা নহে; কারণ, স্যন্দন অর্থাৎ পতন নিম্নভূমি ইত্যাদিকে অপেক্ষা করে। আর সর্ব্বত্রই যে চেতনের অপেক্ষা থাকে, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আর—

"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)

এই সূত্রে কিন্তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষ হইয়াও অর্থাৎ বাহ্যিক কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়াও স্বাশ্রয় কার্য্য হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা লৌকিক দৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টিতে আবার সর্ব্বত্রই ঈশ্বরাপেক্ষত্ব আপদ্যমান হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণাবশতই সর্ব্বকার্য্য হয় ইহা পাওয়া যায়, ইহাকে পরানোদন অর্থাৎ নিবারণ করা যাইতে পারে না।

ভামতী।

যথা পয়োঽম্বুনোঃ চেতনানধিষ্ঠিতয়োঃ স্বত এব প্রবৃত্তিঃ, এবং প্রধানস্যাপি ইতি শঙ্কার্থঃ। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বং সাধ্যম্। ন চ সাধ্যেন এব ব্যভিচারঃ, তথা সতি অনুমান-

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥৪ *

ভামতী।

মাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। সর্ব্বত্র অস্য সুলভত্বাৎ। † ন বা সাধ্যম্, অত্রাপি চেতনাধিষ্ঠানস্য আগমসিদ্ধত্বাৎ। ন চ সপক্ষেণ ব্যভিচারঃ, ইতি শঙ্কানিরাকরণস্য অর্থঃ। "সাধ্যপক্ষেতি" উপলক্ষণম্। সপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ ইতি অপি দ্রষ্টব্যম্।

নন্থ "উপসংহারদর্শনাৎ" ইত্যত্র অনপেক্ষস্য প্রবৃত্তিঃ দর্শিতা, ইহ তু সর্ব্বস্য চেতনাপেক্ষা প্রবৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি কুতঃ ন বিরোধঃ ইত্যত আহ—"উপসংহারদর্শনাৎ" ইতি। স্থূলদর্শিলোকাভিপ্রায়ানুরোধেন তৎ উক্তং ন তু পরমার্থতঃ ইত্যর্থঃ।৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি পয়োম্বুনোঃ সপক্ষত্বমপি, কথং তর্হি "সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ" ইতি ভাষ্যম্ অতঃ আহ "সাধ্যপক্ষেতি উপলক্ষণম্" ইতি।৩

ভামতীর অনুবাদ।

যেমন চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ও অম্বু অর্থাৎ জলের স্বতই প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ প্রধানেরও হইয়া থাকে, ইহা আশঙ্কার অর্থ। সেখানেও অর্থাৎ দুগ্ধে এবং জলেও চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য হইয়াছে। আর সাধ্যদ্বারাই ব্যভিচার হয় না; কারণ, তাহা হইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে; যেহেতু সর্ব্বত্রই তাহা সুলভ। অর্থাৎ পক্ষে যাহার সন্দেহ হয় তাহাই সাধ্য, অতএব সন্দেহ অবস্থায় পক্ষে সাধ্যাভাব থাকায় সর্ব্বত্রই ব্যভিচার সুলভ হইয়া পড়ে। (যাঁহারা সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা বলেন তাঁহাদের মত অনুসারে ইহা বলা হইল। সিসাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা বলিয়া স্বীকার করিলে সিষাধয়িষাকালীন সিদ্ধিসত্ত্বে যখন অনুমিতি হয়, তখন ব্যভিচারজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা না থাকায় অনুমান-মাত্রের উচ্ছেদ হইবেনা জানিবে।) অথবা চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য নহে, অর্থাৎ তাহাকে সাধন করিতে হইবে না; অর্থাৎ ইহা সন্দেহের বিষয় নহে। কারণ, এখানেও অর্থাৎ পয়োম্বুস্থলেও চেতনাধিষ্ঠান আগমসিদ্ধ অর্থাৎ পয়োম্বু সপক্ষ, যেহেতু এখানে সাধ্যের নিশ্চয় আছে। আর সপক্ষদ্বারা ব্যভিচার হয় না। ইহাই শঙ্কানিবারণ-গ্রন্থের অর্থ। **"সাধ্যপক্ষ"** অর্থাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্ততাপ্রযুক্ত—এই বাক্যটি সপক্ষনিক্ষিপ্ততাপ্রযুক্ত, এই বাক্যের উপলক্ষণ। সুতরাং সপক্ষনিক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, পয়োম্বুবৎ—এই দৃষ্টান্ত দেওয়া ঠিক্ হয় নাই, ইহাও বুঝিতে হইবে। যদি বল **"উপসংহারদর্শনাৎ"** এই সূত্রে অন্যনিরপেক্ষদুগ্ধাদির প্রবৃত্তি দেখান হইয়াছে, কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে যে, সর্ব্বত্রই চেতনকে অপেক্ষা করিয়া প্রবৃত্তি হয়, অতএব বিরোধ হইবে না কেন ? এইজন্য **উপসংহারদর্শনাৎ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ নির্ব্বোধ লোককে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক তাহা ঠিক্ নহে—ইহা তাৎপর্য্য।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥৪

সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেন অবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্। ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অস্তি। পুরুষস্তু উদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি, অতঃ অনপেক্ষং প্রধানম্। অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে কদাচিৎ ন পরিণমতে ইতি, এতৎ অযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে।৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ অর্থাৎ ব্যতিরেকে অবস্থিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রধান বলেন, সেই প্রধান ব্যতীত অন্য কোন সহকারিকারণ না থাকায়, **চ** এবং **অনপেক্ষত্বাৎ** অর্থাৎ অনপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষ উদাসীন বলিয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে তাহারও কোন সাহায্য প্রধান পায় না বলিয়া, সৃষ্টি বা প্রলয়ে প্রধান কারণ হইতে পারে না।

---

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গবিশেষই হইল।

† যদ্যপি মুদ্রিতগ্রন্থেষু "ন চাসাধ্যম্" ইতি পাঠো দৃশ্যতে, তথাপি তস্য অসঙ্গতত্বাৎ প্রামাণিকহস্তলিখিতগ্রন্থে চ "ন বা সাধ্যম্" ইতি দর্শনাচ্চ অয়মেব পাঠোঽস্মভিরাদৃতঃ। ব্যাখ্যানং চাস্য "প্রভা" টীকায়াং দ্রষ্টব্যং বিদ্বদ্ভিরিতি।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ।৪]

ভাষ্যানুবাদ।

ভাষ্যার্থ—সাংখ্যগণের মতে সমভাবে অবস্থিত তিনটি গুণ প্রধান পদবাচ্য। কিন্তু তদ্‌ব্যতীত প্রধানের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কোন বাহ্য অপেক্ষ্য অর্থাৎ সাহায্য পাইবার যোগ্য বস্তু অবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যমান নাই, এবং পুরুষ উদাসীন, প্রবর্ত্তকও নহে, নিবর্ত্তকও নহে, এই হেতু প্রধান অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না। আর অনপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রধান কাহাকেও অপেক্ষা করে না বলিয়া প্রধান কখনও (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে) মহদাদিরূপে পরিণত হয়, কখনও (অর্থাৎ প্রলয়কালে) পরিণত হয় না, ইহা বলা অসঙ্গত। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ও মহামায়াবী বলিয়া তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না ।৪

ভামতী।

যদ্যপি সাংখ্যানামপি বিচিত্রকর্ম্মবাসনাবাসিতং প্রধানং সাম্যাবস্থায়ামপি, তথাপি ন কর্ম্মবাসনাঃ সর্গস্য ঈশতে, কিন্তু প্রধানমেব স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তমানম্ অধর্ম্মপ্রতিবদ্ধং সৎ ন সুখময়ীং সৃষ্টিং কর্ত্তুম্ উৎসহতে, ইতি ধর্ম্মেণ অধর্ম্মপ্রতিবন্ধঃ অপনীয়তে। এবম্ অধর্ম্মেণ ধর্ম্মপ্রতিবন্ধঃ অপনীয়তে দুঃখময্যাং সৃষ্টৌ। স্বয়মেব চ প্রধানম্ অনপেক্ষ্য সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে। যথাহুঃ—

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" ইতি।

ততশ্চ প্রতিবন্ধকাপনয়সাধনে ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনে অপি সন্নিহিতে ইতি আগন্তোঃ অপেক্ষণীয়স্য অভাবাৎ সদৈব সাম্যেন পরিণমেত বৈষম্যেণ বা, ন তু অয়ং কাদাচিৎকঃ পরিণামভেদ উপপদ্যেত। ঈশ্বরস্য তু মহামায়স্য চেতনস্য লীলয়া বা যদৃচ্ছয়া বা স্বর্ভাববৈচিত্র্যাদ্ বা কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী উপপদ্যেতে এব ইতি ।৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রধানস্য সহকার্য্যভাবাসিদ্ধেঃ সূত্রভাষ্যাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—"যদ্যপি" ইতি। সর্গস্য নির্ম্মাণে কর্ম্মবাসনা ন প্রভবতি ইতি চেৎ ক তর্হি তাসাম্ উপযোগঃ তত্র আহ—"প্রধানমেব" ইতি। "নিমিত্তং" ধর্ম্মাদি। প্রকৃতীনাং মূলপ্রকৃতেঃ মহদাদিপ্রকৃতি-বিকৃতীনাং চ অপ্রযোজকং স্বকার্য্যে সর্গে, কিন্তু "বরণস্য" প্রতিবন্ধকস্য "ভেদো" ভঙ্গঃ "ততঃ" নিমিত্তাদ্ ভবতি, "ক্ষেত্রিকবৎ"—যথা হি ক্ষেত্রকারী কেদারাৎ অপাং পূর্ণাৎ কেদারান্তরং সমং নিম্নং বা পিপ্লাবয়িষুঃ অপো ন পাণিনা অপকর্ষতি, কিন্তু বরণং তাসাং ভিনত্তি, ভিন্নে তস্মিন্ স্বয়মেব আপঃ কেদারান্তরং প্লাবয়ন্তি, তদ্‌বৎ ইতি পাতঞ্জলসূত্রার্থঃ। তর্হি অপনীতে প্রতিবন্ধে সৃজতু প্রধানম্ অত আহ—"ততশ্চ" ইতি। সদাতনাৎ অপনায়কাৎ সদা অপনীতঃ প্রতিবন্ধঃ ইতি সদৈব সর্গঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ প্রাণিকর্ম্মপরিপাকাবসরাভিজ্ঞস্য লীলাদিনা কদাচিৎ স্রষ্টৃত্বং ন সর্ব্বদা ইতি আহ—"ঈশ্বরস্য তু" ইতি। "যদৃচ্ছয়া" ইতি। যথা অস্মদাদেঃ তৃণচ্ছেদাদৌ নিয়তনিমিত্তানপেক্ষা প্রবৃত্তিঃ এবম্ ইত্যর্থঃ ।৪

ভামতীর অনুবাদ।

যদিও সাংখ্যাচার্য্যগণের মতে বিচিত্রকর্ম্মবাসনাবাসিত অর্থাৎ নানাপ্রকার কর্ম্মসংস্কারযুক্ত প্রধান সাম্যাবস্থাতেও আছে, তাহা হইলেও কর্ম্মবাসনাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কার সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু প্রধানই নিজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অধর্ম্মদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুখময় সৃষ্টি করিতে পারে না, অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বাধাকে দূর করিয়া দেয়। এইরূপ দুঃখময় সৃষ্টিতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ বাধাকে দূর করে। আর প্রধান নিজেই অপরের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যেমন যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ক্ষেত্রিকবৎ" (পাঃ দঃ ৪।৩)

অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রযোজক অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে সহকারী নহে, কিন্তু ধর্ম্মাদিনিমিত্তবশতঃ অধর্ম্মাদি আবরণভেদ অর্থাৎ বাধা নষ্ট হয়, যেমন ক্ষেত্রিক অর্থাৎ কৃষক ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে হইলে জলকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু পুকুরের বাঁধ কাটিয়া দেয়, তাহাতেই জল আপনি যাইয়া ক্ষেত্রকে প্লাবন করিয়া দেয়, সেইরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতি স্বয়ংই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া থাকে, এইরূপ অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতি স্বয়ংই অপকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া দেয়, আর তাহা হইলে—

প্রতিবন্ধকাপনয়নসাধনদ্বয় অর্থাৎ বাধা নিবারণের উপায় ধর্ম্মবাসনা ও অধর্ম্মবাসনা অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারও সন্নিহিত অর্থাৎ নিকটেই থাকে, অতএব অপেক্ষণীয় অর্থাৎ অপেক্ষা করিবার যোগ্য কোন আগন্তুকের অর্থাৎ সাহায্য করিতে আসিবার কেহ না থাকায় সর্ব্বদাই সমভাবে পরিণত হইবে, অথবা বিষমভাবে পরিণত হইবে, কিন্তু কাদাচিৎক পরিণামভেদ অর্থাৎ কদাচিৎ কোন পরিণামবিশেষের উপপত্তি

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।৫

ভামতীর অনুবাদ।

হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রলয়কালে সমভাবে ও সৃষ্টিকালে বিষমভাবে পরিণাম হইতে পারে না। কিন্তু (আমাদের মতে) মহামায়াবী চেতন কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মের পরিপাকের অপেক্ষাকারী ঈশ্বরের লীলাবশতঃ অথবা যদৃচ্ছাবশতঃ অথবা বিচিত্রস্বভাববশতঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।৫

স্যাদেতৎ, যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যতে ইতি। কথং চ নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং তৃণাদি ইতি গম্যতে? নিমিত্তান্তরানুপলম্ভাৎ। যদি হি কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ উপলভেমহি, ততো যথাকামং তেন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়েমহি, ন তু সম্পাদয়ামহে। তস্মাৎ স্বাভাবিকঃ তৃণাদেঃ পরিণামঃ। তথা প্রধানস্যাপি স্যাদিতি।

অত্রোচ্যতে—ভবেৎ তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্যাপি পরিণামঃ, যদি তৃণাদেরপি স্বভাবিকঃ পরিণামঃ অভ্যুপগম্যেত, ন তু অভ্যুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ? অন্যত্র অভাবাৎ। ধেন্বা এব হি উপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি। ন প্রহীণম্ অনডুদাদ্যুপযুক্তং বা। যদি হি নির্নিমিত্তম্ এতৎ স্যাৎ, ধেনুশরীরসম্বন্ধাৎ অন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ। ন চ যথাকামং মানুষৈঃ ন শক্যং সম্পাদয়িতুম্ ইতি এতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিৎ দৈবসম্পাদ্যম্। মনুষ্যা অপি শক্নুবন্তি এব উচিতেন উপায়েন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্। প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি। ততশ্চ প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তস্মাৎ ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ।৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অন্যত্রাভাবাৎ চ অর্থাৎ আর অন্যত্র অভাব হয় বলিয়া **ন তৃণাদিবৎ** অর্থাৎ তৃণাদিবৎ নহে। অর্থাৎ যদি বল তৃণাদি অর্থাৎ ঘাস খড় প্রভৃতি যেমন অন্যনিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, প্রধানও সেইরূপ মহদাদিরূপে পরিণত হইবে, তাহা হইলে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, গাভীভিন্ন বৃষপ্রভৃতিতে তৃণাদি দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা বেশ, যেমন তৃণ পল্লব ও জল প্রভৃতি অন্য কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ প্রধানও মহদাদিরূপে পরিণত হইবে। আর যদি বল তৃণাদি যে, অন্য কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না, তাহা কি করিয়া জানা যায়? তাহা হইলে বলিব তাহার কারণ, অন্য কোন নিমিত্ত দেখা যায় না। যদি কোন নিমিত্ত উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছামত তৃণাদি লইয়া তাহার দ্বারা দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা ত পারি না। অতএব তৃণাদির পরিণাম স্বভাবসিদ্ধ। প্রধানেরও সেইরূপ হইবে?

এ বিষয়ে (সিদ্ধান্ত) বলা হয়, তৃণাদির মত প্রধানেরও স্বাভাবিক পরিণাম হইত, যদি তৃণাদিরও স্বাভাবিক পরিণাম স্বীকার করা হইত? কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা হয় না; যেহেতু, তাহার অন্য নিমিত্ত উপলব্ধি হয়। যদি বল—কি করিয়া বুঝিলে—তাহার অন্যনিমিত্ত আছে? তাহা হইলে বলিব—**অন্যত্র অভাবাৎ**; অর্থাৎ যেহেতু বৃষপ্রভৃতি অন্য প্রাণীতে তাহা হয় না। কারণ, ধেনুকর্তৃকই উপযুক্ত অর্থাৎ

* এই সূত্রে "ন তৃণাদিবৎ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু "চ" শব্দদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণের কথারই অঙ্গ হইতেছে বলিয়া এ সূত্রটীও পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল। এতদ্ব্যতীত ইহার পর সূত্রে "অপি" শব্দ থাকায় ইহাই সুদৃঢ়ীকৃত হইল। মাধ্বমত ইহাতেই দ্বিতীয়াধিকরণ হইয়াছে। তন্মতে সাংখ্যমতটী ৫টী অধিকরণে খণ্ডিত, কিন্তু অন্যমতগুলি এক একটী অধিকরণে খণ্ডিত। এজন্য শঙ্করাদিভাষ্যে এই ৫টী অধিকরণকে যে একটী অধিকরণ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত মনে হয়।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।৬

ভাষ্যানুবাদ।

ভুক্ত তৃণাদি দুগ্ধ হয়, প্রহীণ অর্থাৎ বিনষ্ট, অথবা বৃষাদিভুক্ত তৃণাদি তাহা হয় না। যদি নির্নিমিত্ত অর্থাৎ নিমিত্তব্যতীত ইহা হইত, তাহা হইলে ধেনুশরীরের সম্বন্ধ ভিন্ন অর্থাৎ বৃষাদিতেও তৃণাদি দুগ্ধ হইত। আর মানুষ যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছামত ইহা সম্পাদন করিতে অর্থাৎ প্রস্তুত করিতে পারে না, এইজন্য তাহা নির্নিমিত্ত অর্থাৎ বিনা কারণে হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক হয়, তাহা নহে। কোন কার্য্যমানুষের সাধ্য হয় এবং কোন কার্য্য দেবতার সাধ্য হয়। মানুষও উপযুক্ত উপায়দ্বারা তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া নিশ্চয় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। কারণ, যাহারা প্রভূত অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে গরুকে ঘাস খাওয়ায় এবং তাহা হইতেই প্রচুর দুগ্ধ লাভ করে। অতএব তৃণাদির মত প্রধানেরও পরিণাম স্বাভাবিক নহে, অর্থাৎ তৃণাদির যেমন স্বাভাবিক পরিণাম হয় না, তেমনই প্রধানেরও পরিণাম স্বাভাবিক নহে ।৫

ভামতী।

ধেনূপযুক্তং হি তৃণপল্লবাদি যথা স্বভাবত এব চেতনানপেক্ষং ক্ষীরভাবেন পরিণমতে ন তু তত্র ধেনুচৈতন্যম্ অপেক্ষতে, উপযোগমাত্রে তদপেক্ষত্বাৎ। এবং প্রধানম্ অপি স্বভাবত এব পরিণংস্যতে, কৃতম্ অত্র চেতনেন ইতি শঙ্কার্থঃ। ধেনূপযুক্তস্য তৃণাদেঃ ক্ষীর-ভাবে কিং নিমিত্তান্তরমাত্রং নিষিধ্যতে, উত চেতনম্? ন তাবৎ নিমিত্তান্তরং, ধেনুদেহস্থস্য ঔদর্য্যস্য বহ্ন্যাদিভেদস্য নিমিত্তান্তরস্য সম্ভবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারী তু তত্রাপি ঈশ্বর এব সর্ব্বজ্ঞঃ সম্ভবতি ইতি শঙ্কানিরাকরণস্য অর্থঃ। তৎ ইদম্ উক্তং—"কিঞ্চিৎ দৈবসম্পাদ্যমিতি ।৫

বেদান্তকল্পতরু।

"বহ্ন্যাদীতি"। পিত্তধাতুঃ আদিশব্দস্য অর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যেমন ধেনুকর্ত্তৃক উপযুক্ত অর্থাৎ ভুক্ত তৃণপল্লবপ্রভৃতি চেতনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাতে ধেনুর চৈতন্যকে অপেক্ষা করে না, কারণ, উপযোগমাত্রে অর্থাৎ কেবল ভক্ষণকার্য্যে তাহাকে অর্থাৎ ধেনুর চৈতন্যকে অপেক্ষা করে। এইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃই পরিণত হইবে, এবিষয়ে চেতনের কোন আবশ্যক নাই। ইহাই আশঙ্কার অর্থ। এতদুত্তরে বক্তব্য—ধেনুভুক্ত তৃণাদির ক্ষীরভাবে অর্থাৎ দুগ্ধরূপে পরিণত হওয়াতে অন্য নিমিত্তমাত্রকেই কি নিষেধ করিতেছ? অথবা কেবল চেতনকে নিষেধ করিতেছ? অন্যনিমিত্তমাত্রকে নিষেধ করিতে পার না; কারণ, ধেনুদেহস্থিত ঔদর্য্য বহ্নিভেদ অর্থাৎ উদরজাত অগ্নিবিশেষ অর্থাৎ পাচক অগ্নিরূপ নিমিত্তান্তরের সম্ভব আছে। কিন্তু সেখানেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই বুদ্ধিপূর্ব্বকারী অর্থাৎ নিমিত্তকারণ সম্ভব হন। ইহা শঙ্কানিবারণের অর্থ। সেইজন্য **"কিঞ্চিদ্দৈব-সম্পাদ্যম্"** এইরূপ বলিয়াছেন ।৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।৬

স্বাভাবিকী প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ন ভবতি ইতি স্থাপিতম্। তথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধাম্ অনুরুধ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছেম, তথাপি দোষঃ অনুষজ্যেত এব। কুতঃ? অর্থাভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ ইহ অপেক্ষতে ইতি উচ্যেত, ততঃ যথৈব সহকারি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে ইতি, অতঃ প্রধানং পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ব্রূয়াৎ—সহকারি এব কেবলং ন অপেক্ষতে, ন প্রয়োজনমপি ইতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং, ভোগো বা স্যাৎ, অপবর্গো বা, উভয়ং বা ইতি? ভোগশ্চেৎ? কীদৃশঃ অনাধেয়া-

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ নাই, সুতরাং ইহা পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ হইল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তিশয়স্য পুরুষস্য ভোগঃ ভবেৎ? অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। অপবর্গশ্চেৎ? প্রাক্ অপি প্রবৃত্তেঃ অপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তিঃ অনর্থিকা স্যাৎ। শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণাম্ আনন্ত্যাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। ন চ ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ। ন হি প্রধানস্য অচেতনস্য ঔৎসুক্যং সম্ভবতি। ন চ পুরুষস্য নির্ম্মলস্য নিষ্কলস্য ঔৎসুক্যম্। দৃক্‌শক্তিসর্গশক্তিবৈয়র্থ্যভয়াৎ চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ দৃক্‌শক্ত্যনুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব, তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিঃ ইতি এতৎ অযুক্তম্ ।৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অভ্যুপগমেঽপি অর্থাৎ স্বীকার করিলেও **অর্থাভাবাৎ** অর্থাৎ অর্থাভাবপ্রযুক্ত প্রধান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ এখানে যদি প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে পুরুসার্থের অপেক্ষা হইতে পারে না, এখানে ইষ্টাপত্তি করিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে অচেতন প্রধান পুরুসের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তোমার এই অভ্যুপগম বিরুদ্ধ হয়। অথবা অর্থাভাব শব্দের অর্থ প্রযোজনাভাব, যথা—প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুসের ভোগ ও মোক্ষের জন্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ অনন্ত বলিয়া মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে। এইরূপ মোক্ষের জন্যও হইতে পারে না; কারণ, ভোগের অভাব হইয়া পড়ে এবং প্রধানের প্রবৃত্তিরও অভাব হইয়া পড়ে। কারণ, পুরুসের স্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ প্রধানের অপ্রবৃত্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অতএব প্রয়োজন না থাকায় প্রধান জগৎকারণ নহে।

ভাষ্যার্থ—প্রধানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হয় না, ইহা স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা হইলেও যদি আপনার শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বীকার করি, তাহা হইলেও দোষ হইবেই। যদি বল, কেন? তাহ হইলে বলি—যেহেতু পুরুসার্থের অভাব হইয়া পড়ে অর্থাৎ পুরুসের প্রয়োজনের অপেক্ষা করার অভাব হইয়া পড়ে। যদি বল, প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ইহাতে অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না, তাহা হইলে যেমন সহকারী কিছুই অপেক্ষা করে না, এইরূপ প্রয়োজনও কিছুই অপেক্ষা করিবে না, অতএব প্রধান পুরুসের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, এই প্রতিজ্ঞা তোমার নষ্ট হইবে। তিনি যদি বলেন—প্রধান কেবল সহকারীই অপেক্ষা করে না, প্রয়োজনও যে অপেক্ষা করে না, তাহা নহে। তাহা হইলেও প্রধানপ্রবৃত্তির প্রযোজন কি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা ভোগ অথবা মোক্ষ অথবা উভয়ই হইবে? যদি বল, ভোগ প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অনাধেয়াতিশয় অর্থাৎ যাহার অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনাধেয় অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে, সেই পুরুষের কিরূপ ভোগ হইবে? আর অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ যদি ভোগের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে মোক্ষের হেতু বিবেকবিজ্ঞান না হওয়ায় মোক্ষ হইতে পারে না)। যদি বল, মোক্ষই প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন হইবে? তাহা হইলে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ ছিল বলিয়া প্রবৃত্তি অনর্থক হইবে, (কারণ স্বস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি স্বাভাবিক বলিয়া প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন থাকে না)। আর শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধির অভাব হইয়া পড়ে। (কারণ তাহার জন্যও প্রধান প্রবৃত্ত হয় নাই।) উভয়ার্থতাভ্যুপগমেও অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রযোজনের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলেও ভোগ্য প্রধানকার্য্যসকল অনন্ত বলিয়া মোক্ষাভাব হইয়া পড়েই, (কারণ ভোগ্য অনন্ত বলিয়া তাহাদের ভোগ কখনই শেষ হইবে না)। আর ঔৎসুক্য অর্থাৎ ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হয়—ইহা বলিতে পার না; কারণ, অচেতন প্রধানের ঔৎসুক্য হইতে পারে না। আর নির্ম্মল নিষ্কল অর্থাৎ নির্লিপ্ত পুরুষের ঔৎসুকা হয় না। পুরুষের দৃষ্টিশক্তি ও প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়; এই ভয়ে (অর্থাৎ দৃশ্য না থাকিলে পুরুষে দৃক্‌শক্তি বৃথা হয়, এবং সৃষ্টি না থাকিলে প্রধানের সৃষ্টিশক্তি বৃথা হয় এই ভয়ে) যদি প্রধানপ্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে (শক্তিদ্বয় নিত্য বলিয়া) দৃক্‌শক্তির যেমন অনুচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ হয় না, তেমনই সৃষ্টিশক্তিরও উচ্ছেদ না হওয়ায় সংসারের উচ্ছেদ না হওয়াবশতঃ নিশ্চয়ই মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে। অতএব পুরুষের প্রযোজনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, ইহা ঠিক্ নহে ।৬

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।৬]

ভামতী।

পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তৎ ইদম্ উক্তম্—"এবং প্রয়োজনম্ অপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে" ইতি। অথবা পুরুষার্থাভাবাৎ ইতি যোজ্যম্। তৎ ইদম্ উক্তম্—"তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্য"মিতি। ন কেবলং তাত্ত্বিকঃ ভোগঃ অনাধেয়াতিশয়স্য কূটস্থনিত্যস্য পুরুষস্য ন সম্ভবতি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। যেন হি প্রযোজনেন প্রধানং প্রবর্ত্তিতং তৎ অনেন কর্ত্তব্যং, ভোগেন চ এতৎ প্রবর্ত্তিতম্ ইতি তম্ এব কুর্য্যাৎ ন মোক্ষং, তেন অপ্রবর্ত্তিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ। "অপবর্গশ্চেৎ প্রাক্ অপি" ইতি। চিতেঃ সদা বিশুদ্ধত্বাৎ ন এতস্যাং জাতু কর্ম্মানুভববাসনাঃ সন্তি, প্রধানং তু তাসাম্ অনাদীনাম্ আধারঃ। তথাচ প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চিতিঃ মুক্তা এব ইতি ন অপবর্গার্থম্ অপি তৎপ্রবৃত্তিঃ ইতি। "শব্দাদ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গশ্চ", তদর্থম্ অপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রধানস্য। "উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি" ইতি। ন তাবৎ অপবর্গঃ সাধ্যঃ, তস্য প্রধানাপ্রবৃত্তিমাত্রেণ সিদ্ধত্বাৎ। ভোগার্থং তু প্রবর্ত্তেত। ভোগস্য চ সকৃৎ শব্দাদ্যুপলব্ধিমাত্রাদেব সমাপ্তত্বাৎ ন তদর্থং পুনঃ প্রধানং প্রবর্ত্তেত ইতি অযত্নসাধ্যঃ মোক্ষঃ স্যাৎ। নিঃশেষশব্দাদ্যুপভোগস্য চ আনন্ত্যেন সমাপ্তেঃ অনুপপত্তেঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। কৃতভোগম্ অপি প্রধানম্ আসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেঃ ক্রিয়াসমভিহারেণ ভোজয়তি ইতি চেৎ, অথ পুরুষার্থায় প্রবৃত্তং কিমর্থং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিং করোতি। অপবর্গার্থমিতি চেৎ, হন্ত অয়ং সকৃৎ শব্দাদ্যুপভোগেন কৃতপ্রযোজনস্য প্রধানস্য নিবৃত্তিমাত্রাৎ এব সিধ্যতি ইতি কৃতং সত্ত্বান্যতাখ্যাতিপ্রতীক্ষণেন। ন চ অস্যাঃ স্বরূপতঃ পুরুষার্থত্বম্। তস্মাৎ উভয়ার্থমপি ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ উপপদ্যতে ইতি সিদ্ধঃ অর্থাভাবঃ। সুগমম্ ইতরৎ।

শঙ্কতে—"দৃক্‌শক্তী"তি। পুরুষো হি দৃক্‌শক্তিঃ। সা চ দৃশ্যম্ অন্তরেণ অনর্থিকা স্যাৎ, ন চ স্বাত্মনি অর্থবতী, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। প্রধানং চ সর্গশক্তিঃ। সা চ সর্জনীয়ম্ অন্তরেণ অনর্থিকা স্যাৎ ইতি যৎ প্রধানেন শব্দাদি সৃজ্যতে তদেব দৃক্‌শক্তেঃ দৃশ্যং ভবতি ইতি তদুভয়ার্থবত্তায় সর্জনম্ ইতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি "সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবদি"তি। যথা হি প্রধানস্য সর্গশক্তিঃ একং পুরুষং প্রতি চরিতার্থাপি পুরুষান্তরং প্রতি প্রবর্ত্ততে অনুচ্ছেদাৎ, এবং দৃক্‌শক্তিঃ অপি তং পুরুষং প্রতি অর্থবত্তায় অনুচ্ছেদাৎ সর্ব্বদা প্রবর্ত্তেত ইতি অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। সকৃৎ দৃশ্যদর্শনেন বা চরিতার্থত্বে ন ভূয়ঃ প্রবর্ত্তেত, ইতি সর্ব্বেষাম্ একপদে নির্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত ইতি সহসা সংসারঃ সমুচ্ছিদ্যেত ইতি ।৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

কীদৃশঃ অনাধেয়াতিশয়স্য ভোগ ইত্যাদিভাষ্যং ব্যাচষ্টে "ন কেবল"মিতি। সিদ্ধান্তেঽপি অতাত্ত্বিকভোগাভ্যুপগমাৎ অবাস্তবস্য ন নিষেধ ইত্যর্থঃ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণাম্ আনন্ত্যাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব ইতি ভাষ্যং, তৎ অনুপপন্নম্ ইব, অপবর্গার্থম্ অপি প্রধানপ্রবৃত্তৌ সত্যাং ক্রমেণ ভোগমোক্ষোপপত্তেঃ, যোগৈশ্বর্য্যাচ্চ অনন্তবিকারাণাং যুগপৎ উপভোগসম্ভবাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন তাবৎ অপবর্গ ইতি"। কিং নিঃশেষবিকারান্ ভোজয়িতুং প্রধানং প্রবর্ত্ততে উত কিয়তোঽপি। নাদ্য ইত্যাহ "ভোগস্য চে"তি। আদ্যে নিষেধভাষ্যম্ উপপাদয়তি—"নিঃশেষে"তি। যদ্যপি সকৃৎশব্দাদ্যুপলম্ভাৎ ভোগঃ সমাপ্তঃ, তথাপি ন পুনঃ অপ্রবৃত্তিঃ। তত্ত্বজ্ঞানম্ অন্তরেণ মোক্ষাসিদ্ধেঃ, প্রাক্ চ মোক্ষাৎ ভোগস্য আবশ্যকত্বাৎ ইতি শঙ্কতে—"কৃতভোগমপী"তি। "সত্ত্বং" বুদ্ধিঃ, "ক্রিয়াসমভিহারঃ" অভ্যাসঃ। অপবর্গঃ কিং শব্দাদ্যনুপলব্ধিঃ বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞভেদখ্যাতির্বা ? যদি আদ্যঃ তত্রাহ—"হন্তেতি"। ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—"ন চাস্যা" ইতি। "উভয়ার্থমি"তি। ভোগমোক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ। শক্তিশক্তিমতোঃ অভেদাৎ পুরুষঃ দৃক্‌শক্তিঃ, দৃক্‌শক্ত্যনুচ্ছেদবৎ ইতি ইদানীং ভাষ্যপাঠো দৃশ্যতে। নিবন্ধে তু সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ ইতি পাঠং দৃষ্ট্বা ব্যাচষ্টে—সর্গেতি। দৃক্‌শক্তিঃ কিং সর্ব্বপ্রধানকার্য্যবিষয়া, একদেশবিষয়া বা ? আদ্যে দোষমাহ—"যথা হি" ইতি। যথা একেন পুংসা স্ববিকারদর্শনেন কৃতার্থাঽপি সর্গশক্তিঃ পুরুষান্তরং প্রতি দর্শয়িতুম্ অনুচ্ছেদাৎ অনুচ্ছেদেন প্রবর্ত্ততে' এবং দৃক্‌শক্তিঃ অপি সকৃৎদৃশ্যদর্শনেন চরিতার্থাঽপি তং পুরুষং প্রতি সর্ব্বপ্রধানবিকারাণাম্ অর্থবত্ত্বায় সর্ব্বান্ দ্রষ্টুম্ অনুচ্ছেদেন প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রতি আহ—"সকৃৎদৃশ্যে"তি। "একপদে" একপদন্যাসাবচ্ছিন্নক্ষণে।৬

ভামতীর অনুবাদ।

"অর্থাভাবাৎ" এই সূত্রাংশের অর্থ—যেহেতু পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ যেহেতু প্রধানের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে পুরুষার্থের অপেক্ষারও অভাব হইয়া পড়ে; (অতএব প্রধানের

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।৬]

ভামতীর অনুবাদ।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলিতে পার না।) সেইজন্য এবং **প্রয়োজনমপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষ্যতে** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। অথবা **"অর্থাভাবাৎ"** এই সূত্রাংশের অর্থ—যেহেতু পুরুষের কোন প্রয়োজন নাই। (অতএব পুরুষের প্রয়োজনবশতঃ প্রধান প্রবৃত্ত হয়, ইহা বলিতে পার না।) এইরূপে গ্রন্থযোজনা করিতে হইবে। সেইজন্য **তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং**, এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। কেবল যে তাত্ত্বিকভোগ অর্থাৎ বাস্তবিকভোগ, অনাধেয়াতিশয় অর্থাৎ যাহার কোন অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনাধেয় অর্থাৎ জন্মে না, এইরূপ কূটস্থ এবং নিত্য পুরুষের সম্ভব হয় না তাহা নহে, অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গও হয়, অর্থাৎ মোক্ষাভাবও হইয়া পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজনকর্ত্তৃক প্রধান প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই প্রধানের করা উচিত। ভোগকর্ত্তৃকই এই প্রধান প্রেরিত হইয়াছে, অতএব তাহাই করিবে অর্থাৎ প্রধান সেই ভোগই উৎপাদন করিবে, মোক্ষকে করিবে না। যেহেতু মোক্ষকর্ত্তৃক প্রেরিত হয় নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।

অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—চিতি অর্থাৎ পুরুষ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বলিয়া ইহাতে কখনও কর্ম্মানুভববাসনা অর্থাৎ কর্ম্ম ও তাহার অনুভব এবং তাহার সংস্কার থাকে না। কিন্তু প্রধান সেই সকল অনাদি—বাসনাপ্রভৃতির আধার অর্থাৎ আশ্রয়। আর তাহা হইলে প্রধানপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে চিতি অর্থাৎ পুরুষ মুক্তই থাকে, অতএব অপবর্গের জন্যও প্রধানের প্রবৃত্তি হয় না।

শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ অর্থাৎ "মুক্তিই যদি প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শব্দাদিবিষয়ের অনুভবের অভাব হইয়া পড়ে" এই ভাষ্যগ্রন্থের হেতু এই যে, যেহেতু প্রধান সেজন্য অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ভোগের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই।

উভয়ার্থতাঽভ্যুপগমেঽপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ সাধ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে; কারণ, কেবল প্রধানের অপ্রবৃত্তিবশতঃই তাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ চিরদিন থাকে। প্রধান কিন্তু ভোগের জন্য প্রবৃত্ত হয়, বলিতে হইবে। আর কেবল একবার শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞান হইলেই ভোগ সমাপ্ত হয় বলিয়া তাহার জন্য প্রধান আর প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব মোক্ষ অনায়াসেই হইয়া যাইবে। আর নিঃশেষ শব্দাদি উপভোগের আনন্ত্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনন্তশব্দাদিবিষয়ের উপভোগ কখনও শেষ হইবার নহে বলিয়া, তাহার সমাপ্তির অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমাপ্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ কখনও মোক্ষ হইতে পারে না।

যদি বল, কৃতভোগ হইলেও অর্থাৎ পুরুষ ভোগ করিলেও আসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেঃ অর্থাৎ সত্ত্বরূপ বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রধান ক্রিয়াসমভিব্যাহারে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাকে ভোগ করাইবে, তাহা হইলে বলিব—প্রধান পুরুষার্থের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া কি জন্য সত্ত্বপুরুষান্যখ্যাতি করিবে অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান করে?

যদি বল—মোক্ষের জন্য? তাহা হইলে একবার মাত্র শব্দাদিবিষয়ভোগের দ্বারা কৃতপ্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন নিষ্পাদন করিয়াছে যে প্রধান, তাহার কেবল নিবৃত্তি হইতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়, অতএব সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞানের অপেক্ষা করিবার দরকার নাই। আর ইহা অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি স্বয়ং পুরুষার্থ নহে। অতএব উভয়ার্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গের জন্য ও প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব **অর্থাভাব** অর্থাৎ প্রয়োজনাভাব সিদ্ধ হইল।

এতদ্ভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থ সুগম অর্থাৎ অনায়াসে বোঝা যাইবে। **দৃক্‌শক্তি** এই ভাষ্য গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। পুরুষকে দৃক্‌শক্তি বলে অর্থাৎ পুরুষ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট হইলেও তাহাকে দৃক্‌শক্তি বলা হয়, (কারণ, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন) এবং সেই শক্তি দৃশ্য ব্যতীত অনর্থক হইবে। আর নিজেতেও তাহা অর্থবতী নহে, অর্থাৎ সার্থক হয় না; কারণ, নিজস্বরূপে বৃত্তি হওয়া বিরুদ্ধ। আর প্রধান সর্গশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি এবং তাহা সর্জনীয় অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি করা হয়, তাহা ব্যতীত অনর্থক হইয়া পড়ে, এইজন্য প্রধানকর্ত্তৃক শব্দাদি যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ পুরুষের দৃশ্য হয়, অতএব সেই উভয়ের প্রয়োজনের জন্য সর্জ্জন হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয়—ইহাই শঙ্কার অর্থ। **সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ** এই গ্রন্থদ্বারা এই শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। যেমন প্রধানের সৃষ্টিশক্তি এক পুরুষের প্রতি চরিতার্থ অর্থাৎ সার্থক হইলেও অন্য পুরুষের প্রতি প্রবৃত্ত হয়; কারণ, তাহার উচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ হয় নাই; সেইরূপ দৃক্‌শক্তিও সেই পুরুষের প্রতি অর্থবত্ত্বের

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ।৭ *

ভামতীর অনুবাদ।

জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইবে, কারণ তাহার উচ্ছেদ হয় নাই। অতএব অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে। অথবা একবার মাত্র দৃশ্যবস্তু দেখাইয়া সার্থক হইলে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব সকলেরই একপদে অর্থাৎ একসঙ্গে মোক্ষ হইয়া পড়িবে। অতএব হঠাৎ সংসার লোপ পাইবে।৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ।৭

স্যাদেতৎ—যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ পঙ্গুঃ অপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্‌শক্তিবিহীনম্ অন্ধম্ অধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি, যথা বা অয়স্কান্তঃ অশ্মা স্বয়ম্ অপ্রবর্ত্তমানোঽপি অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি দৃষ্টান্ত-প্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্।

অত্রোচ্যতে—তথাপি নৈব দোষাৎ নির্ম্মোক্ষোঽস্তি। অভ্যুপেতহানং তাবদ্দোষঃ আপততি, প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথং চ উদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ? পঙ্গুরপি হি অন্ধং বাগাদিভিঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। নৈবং পুরুষস্য কশ্চিদপি প্রবর্ত্তনব্যাপারোঽস্তি; নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ। নাপি অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তয়েৎ। সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়স্কান্তস্য তু অনিত্যসন্নিধেঃ অস্তি স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ, পরিমার্জ্জনাদ্যপেক্ষা চ অস্য অস্তি, ইতি অনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবদিতি।

তথা প্রধানস্য অচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সংবন্ধয়িতুঃ অভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। যোগ্যতানিমিত্তে চ সম্বন্ধে যোগ্যত্বানুচ্ছেদাৎ অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ববচ্চ ইহাপি অর্থাভাবো বিকল্পয়িতব্যঃ। পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়ম্ ঔদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ং চ প্রবর্ত্তকত্বমিতি অস্তি অতিশয়ঃ।৭

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পুরুষাশ্মবৎ অর্থাৎ পুরুষ ও অশ্মের ন্যায় **ইতি চেৎ** অর্থাৎ যদি বল—**তথাপি** তাহা হইলেও। অর্থাৎ যদি বল লোকে যেমন কোন পঙ্গুপুরুষ স্বয়ং প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও প্রবৃত্তিমান্ কোন অন্ধকে প্রেরণা করে, অথবা যেমন অয়স্কান্তমণি অর্থাৎ চুম্বক পাথর কেবল নিকটে থাকিয়াই লৌহকে প্রেরণা করে, এইরূপ পুরুষ প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও কেবল নিকটে থাকিয়াই প্রকৃতিকে প্রেরণা করিবে। তাহা হইলেও তুমি যে স্বীকার করিয়াছ প্রধান স্বয়ংই প্রবৃত্তিমান হয়, এবং পুরুষ প্রবৃত্তিমান্ হয় না, ইহা তাহার বিরুদ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও অবিদ্যাবশতঃ প্রবৃত্তিমান্ হন।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা, যেমন কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অথচ প্রবৃত্তিশক্তিহীন পঙ্গুপুরুষ দৃক্‌শক্তিবিহীন, অথচ প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন অপর কোন অন্ধপুরুষে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ তাহার স্কন্দে আরোহণ করিয়া তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে অর্থাৎ পরিচালিত করে, অথবা যেমন অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক অশ্মা অর্থাৎ পাথর স্বয়ং প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও অয়ঃকে অর্থাৎ লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে, এইরূপ পুরুষ প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে, এই দৃষ্টান্তপ্রত্যয়দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যবস্থান অর্থাৎ বিরোধ হয়?

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলেও দোষ হইতে নির্ম্মোক্ষ হয় না অর্থাৎ সাংখ্যমত দোষ হইতে মুক্ত হয় না। কারণ, অভ্যুপেতহান অর্থাৎ যাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ত্যাগরূপ দোষ আসিয়া পড়ে;

* ইহাতে প্রথমান্তপদ থাকিলেও "ইতি চেৎ" বলিয়া সিদ্ধান্ত বর্ণন করায় ১।১।১৩ সূত্রের ন্যায় ইহা অধিকরণান্তর্গত সূত্রই হইল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ।৮ *

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু স্বতন্ত্র প্রধানের প্রবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, এবং পুরুষের প্রবর্ত্তকত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। আর উদাসীন পুরুষ কি করিয়া প্রধানকে প্রেরণা করিবেন? পঙ্গুও অন্ধলোককে বাক্যপ্রভৃতিদ্বারা প্রবর্ত্তিত করে। পুরুষের এইরূপ কোনও প্রবর্ত্তনব্যাপার নাই অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত করিবার উপায় নাই। কারণ, তিনি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিহীন, তাহার কোন পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ তাহার কোন গুণ নাই, অথবা নির্গুণ অর্থাৎ তাহাতে প্রযত্নরূপ গুণ নাই। আর অয়স্কান্তের মত সন্নিধিমাত্রেই অর্থাৎ কেবল নিকটে থাকিয়াই যে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহাও নহে। কারণ, সন্নিধিনিত্যতাবশতঃ অর্থাৎ নিকটে থাকা রূপ সন্নিধি নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই সম্ভব বলিয়া প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তিও নিত্য হইয়া পড়ে (অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রলয় হইতে পারে না)। কিন্তু অনিত্যসন্নিধি চুম্বক পাথরের অর্থাৎ তাহার সন্নিধি সর্ব্বদা থাকে না বলিয়া স্বব্যাপাররূপ সন্নিধি হয়, অর্থাৎ তাহার নিজের ব্যাপাররূপ নৈকট্য হইতে পারে, এবং চুম্বকের পরিমার্জ্জনাদির অর্থাৎ পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষাও আছে, অতএব পুরুষাশ্মবৎ এই দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সমান হইল না।

তাহার পর প্রধান অচেতন বলিয়া এবং পুরুষ উদাসীন বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধ করিয়া দিবার মত কোন তৃতীয় হেতু না থাকায় সম্বন্ধের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর যোগ্যতানিমিত্ত সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ প্রধান অচেতন বলিয়া দৃশ্য হইবার যোগ্য এবং পুরুষ চেতন বলিয়া দ্রষ্টা হইবার যোগ্য, এই যোগ্যতাবশতঃ উভয়ের দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ একজনের দ্রষ্টা হওয়া ও অপরের দৃশ্য হওয়া রূপ সম্বন্ধ হইলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ না হওয়ায় মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে। আর পূর্ব্বসূত্রের মত এখানেও অর্থাভাব শব্দের বিকল্প করিবে। কিন্তু আমাদের মতে স্বরূপব্যপাশ্রয় ঔদাসীন্য অর্থাৎ পরমাত্মার আশ্রিত ঔদাসীন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা, এবং মায়াব্যপাশ্রয় অর্থাৎ মায়াশ্রিত প্রবর্ত্তকতা আছে, এই অতিশয় অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত পুরুষ অপেক্ষা ইহাই বিশেষ আছে।৭

ভামতী।

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি। নৈব দোষাৎ প্রচ্যুতিরিতি শেষঃ। মাভূৎ পুরুষার্থস্য শক্ত্যর্থবত্ত্বস্য বা প্রবর্ত্তকত্বম্, পুরুষ এব দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ পঙ্গুরিব প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং প্রধানম্ অন্ধমিব প্রবর্ত্তয়িষ্যতি ইতি শঙ্কা। দোষাৎ অনির্ম্মোক্ষম্ আহ—"অভ্যুপেতহানং তাবদি"তি। ন কেবলম্ অভ্যুপেতহানম্, অযুক্তং চ এতদ্ ভবদ্দর্শনালোচনেন ইত্যাহ—"কথং চ উদাসীনঃ" ইতি। নিষ্ক্রিয়ত্বে সাধনম্—"নির্গুণত্বাদি"তি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্।৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অর্থাভাবসূত্রোক্তং দূষণম্ অনুজানাতি—"মা ভূদি"তি। শক্ত্যর্থবত্ত্বং দৃক্‌শক্তিসর্গশক্ত্যর্থবত্ত্বম্। শঙ্কা ইত্যত্র গ্রন্থচ্ছেদঃ।৭

ভামতীর অনুবাদ।

নৈব দোষাৎপ্রচ্যুতিঃ ইতি শেষঃ অর্থাৎ তাহা হইলেও দোষ হইতে মুক্তি হয় না—ইহা সূত্রের শেষ অংশ হইবে। পুরুষার্থের বা শক্ত্যর্থবত্ত্বের প্রবর্ত্তকত্ব না হউক অর্থাৎ পুরুষের দৃক্‌শক্তির অনুরোধে অথবা প্রধানের সৃষ্টিশক্তির অনুরোধে প্রধানের প্রবৃত্তি না হউক, দৃষ্টিশক্তিযুক্ত পঙ্গুর মত পুরুষই প্রবৃত্তিশক্তিযুক্ত অন্ধের মত প্রধানকে প্রবৃত্ত করিবে—ইহাই আশঙ্কা। **অভ্যুপেতহানং তাবৎ** এই গ্রন্থদ্বারা দোষ হইতে অনির্ম্মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি হয় না, ইহা বলিতেছেন। কেবল অভ্যুপেতহান অর্থাৎ স্বীকৃতপদার্থের পরিত্যাগই দোষ নহে, আপনার দর্শনের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়—ইহা অসঙ্গতও বটে। **কথং চ উদাসীন** এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলিতেছেন। **নির্গুণত্বাৎ** এই পদটী পুরুষ যে নিষ্ক্রিয়, তাহার সাধন অর্থাৎ হেতু। অবশিষ্ট ভাষ্যের অর্থ অতিরোহিত অর্থাৎ দুর্বোধ নহে।৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ।৮

ইতশ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ অবকল্পতে। যদ্ধি সত্ত্বরজস্তমসাম্ অন্যোন্যগুণপ্রধানভাবম্ উৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণ অবস্থানং সা প্রধানাবস্থা। তস্যাম্ অবস্থায়াম্ অনপেক্ষ-

* এ সূত্রে প্রথমান্তপদ নাই, সুতরাং আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ মাত্র।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[**অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ** ।৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রতি অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ। বাহ্যস্য চ কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুঃ অভাবাৎ গুণবৈষম্যনিমিত্তঃ মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ।৮

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**অঙ্গিত্বের অনুপপত্তি**বশতঃও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সাংখ্যমতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রধান, তাহা নির্ব্বিকার নিত্য, অথবা পরিণামি নিত্য ? প্রথমকল্পে পরস্পর নিরপেক্ষ গুণ সকলের সাম্যাবস্থা ত্যাগ না হওয়ায় অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান এইরূপ হইতে না পারায় সৃষ্টি হইতে পারে না। দ্বিতীয় কল্পে যাহা চিরকাল সমান অবস্থায় ছিল, তাহা বিনা কারণে সমান অবস্থা ত্যাগ করিবে কেন ? তাহার ত কোন কারণ দেখা যায় না।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর গুণ-প্রধানভাব অর্থাৎ কেহ প্রধান ও কেহ গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এইরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সমান হইয়া স্বরূপমাত্রে অর্থাৎ নিজের যাহা স্বরূপ কেবল সেইরূপ হইয়া যে বর্ত্তমান থাকা তাহা প্রধান অবস্থা। সেই অবস্থাতে অনপেক্ষস্বরূপ অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ তাহাদের নিজের (কূটস্থ নিত্যতার) বিনাশভয়ে পরস্পরের প্রতি অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব হইতে পারে না। আর বাহ্যিক ক্ষোভয়িতা অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিঘটক কেহ না থাকায় গুণের বৈষম্যবশতঃ অর্থাৎ সমান অবস্থার নাশহেতুক মহদাদি কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।৮

ভামতী।

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্যা, ততঃ ন তস্যাঃ প্রচ্যুতিঃ, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। যথাহুঃ—
"নিত্যং তমাহু র্বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্যতি" ইতি।

তদিদম্ উক্তম্—"স্বরূপপ্রণাশভয়াদি"তি। অথ পরিণামিনিত্যা। যথাহুঃ—

"যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি যৎ তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদপি নিত্যম্"। ইতি

তত্রাহ—"বাহ্যস্য চে"তি। যৎ সাম্যাবস্থয়া সুচিরং পর্য্যণমৎ, কথং তদেব অসতি বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাতে বৈষম্যম্ উপৈতি ? অনপেক্ষস্য স্বতো বাপি বৈষম্যে ন কদাচিৎ সাম্যং ভবেৎ ইত্যর্থঃ।৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রধানাবস্থানাশেঽপি অবস্থাবতাং গুণানাম্ অনাশাৎ স্বরূপপ্রণাশভয়াদিতি ভাষ্যাযোগমাশঙ্ক্য বিকল্পমুখেন 'ব্যাচষ্টে—"যদি প্রধানাবস্থে'তি। ভাষ্যে "অনপেক্ষস্বরূপাণামি"তি। ইতরেতরম্ অনপেক্ষমাণানাং গুণপ্রধানত্বহীনানামিত্যর্থঃ। নন্বু প্রাচীনবৈষম্য-পরিণামসংস্কার এব পুনঃ বৈষম্যহেতুঃ অস্তু কিং বাহ্যক্ষোভয়িত্রা ? তত্রাহ "যৎ সাম্যাবস্থয়ে"তি। প্রলয়সময়ে যৎ সাম্যাকারেণ সুচিরং পরিণতং তৎ সংস্কারপ্রাচুর্য্যাৎ পুনরপি সাম্যাকারেণ পরিণমতে. তৎ দ্বয়োঃ সংস্কারয়োঃ সমত্বেঽপি প্রাচীনবৈষম্যসংস্কারস্য অভিনব-সাম্যসংস্কারেণ ব্যবধানাৎ সাম্যপরিণাম এব যুক্তঃ.ইত্যর্থঃ। বিলক্ষণশ্চ অসৌ কার্য্যং জনয়িতুং প্রত্যয়তে আগচ্ছতি ইতি তথোক্তঃ।৮।৯

ভামতীর অনুবাদ।

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার প্রচ্যুতি হয় না ; কারণ, তাহা হইলে প্রধান অনিত্য হইয়া যাইবে। যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

"নিত্যং তমাহু র্বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্যতি"।

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে নিত্যবস্তু বলেন—যে স্বভাবটি বিনষ্ট হয় না। সেইজন্য **স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। আর যদি প্রধানাবস্থাকে পরিণামিনিত্য বল, যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

"যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি যৎ তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদপি নিত্যম্"।

অর্থাৎ যাহা বিকৃত হইলেও যে তত্ত্ব নষ্ট হয় না তাহাও নিত্য। এ বিষয়ে **বাহ্যস্য চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যাহা চিরকাল ধরিয়া সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ সমানভাবে পরিণত হইল, তাহা বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাত না হইলে অর্থাৎ বিশেষকারণের উপস্থিতি না থাকিলে কি করিয়া বৈষম্য অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব প্রাপ্ত হয় ? আর অনপেক্ষের অর্থাৎ অপরের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃ বৈষম্যের অর্থাৎ নিজেই নিজের বৈষম্য হেতু হইলে তাহার সাম্যাবস্থা কখনও হইবে না, ইহা তাৎপর্য্য।৮

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।৯ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।

অথাপি স্যাৎ অন্যথা বয়ম্ অনুমিমীমহে যথা ন অয়ম্ অনন্তরো দোষঃ প্রসজ্যেতে। ন হি অনপেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাশ্চ অস্মাভিঃ গুণা অভ্যুপগম্যন্তে প্রমাণাভাবাৎ। কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে। যথা যথা কার্য্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথা তথা এষাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে। চলং গুণবৃত্তম্ ইতি চ অস্তি অভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়াম্ অপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্তে ইতি। এবম্ অপি প্রধানস্য জ্ঞশক্তি-বিয়োগাৎ রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা দোষাঃ তদবস্থা এব। জ্ঞশক্তিম্ অপি তু অনু-মিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্ত্তেত; চেতনম্ একম্ অনেকপ্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ। বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবাৎ নৈব বৈষম্যং ভজেরন্। ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যতে এব অয়ম্ অনন্তরো দোষঃ।৯

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—আর অন্যথা অনুমিতিতে জ্ঞানশক্তির বিয়োগ হয় অর্থাৎ গুণসকলকে পরস্পরনিরপেক্ষস্বভাব না বলিয়া যাহাতে তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে পারে, তাহার জন্য যদি তাহাদিগকে অন্যপ্রকারে অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও প্রধানের জ্ঞান শক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনানুপপত্তি প্রভৃতি দোষ থাকিয়া যায়।

ভাষ্যার্থ—অথাপি স্যাৎ অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব সম্ভব না হইলেও আমরা অন্য-প্রকারে অনুমান করি, যে প্রকার অনুমান করিলে অনন্তর দোষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইবে না। গুণসকল অনপেক্ষস্বভাব অর্থাৎ পরস্পরনিরপেক্ষ অথবা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার—ইহা আমরা স্বীকার করি না; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কার্য্যবশতঃ গুণের স্বভাব স্বীকার করা হয়। যেমন যেমন কার্য্যোৎপত্তি হয়, তেমন তেমন গুণসকলের স্বভাব স্বীকার করা হয়। গুণের স্বভাব চঞ্চল—ইহা আমাদের স্বীকার করা আছে। অতএব সাম্য অবস্থাতেও গুণসকল বৈষম্যোপগমযোগ্য অর্থাৎ বিষম হইবার যোগ্য হইয়াই অবস্থান করে। *এইরূপ হইলেও অর্থাৎ সাংখ্য যদি এইরূপ বলেন, তাহা হইলেও প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনানুপপত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল তদবস্থই থাকে অর্থাৎ থাকিয়াই যায়। আর প্রধানের জ্ঞানশক্তি অনুমান করিলেও সাংখ্য প্রতিবাদীপক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, অর্থাৎ তাঁহার আর প্রতিবাদী-পক্ষে থাকা চলিবে না; কারণ, তাহা হইলে, একমাত্র চেতনই বহুপ্রপঞ্চযুক্ত জগতের কারণ—এই ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ বেদান্তমত হইয়া পড়ে। আর গুণসকল বৈষম্যোপগমযোগ্য হইলেও অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবপ্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সাম্য অবস্থাতে কোন নিমিত্ত না থাকায় বৈষম্যকে ভজনা করে না অর্থাৎ বিষম হয় না। আর যদি ভজনা করে অর্থাৎ বিষম হয়, তাহা হইলে নিমিত্তাভাবের অবিশেষবশতঃ অর্থাৎ সেখানে যেমন নিমিত্ত না থাকিলেও কার্য্য হইয়াছে এখানেও সেইরূপ নিমিত্ত না থাকিলে কার্য্য হইবে, অতএব সর্ব্বদাই বৈষম্য ভজনা করিবে অর্থাৎ বিষম হইবে, অতএব অনন্তর দোষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইবেই।৯

ভামতী।

“এবমপি প্রধানস্যে”তি। অঙ্গিত্বানুপপত্তিলক্ষণো দোষঃ তাবৎ ন ভবদ্ভিঃ শক্যঃ পরিহর্ত্তুম্ ইতি বক্ষ্যামঃ, অভ্যুপগম্যাপি অস্য অদোষত্বম্ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। সম্প্রতি অঙ্গিত্বানুপপত্তিম্ উপপাদয়তি “বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি” ইতি।৯

ভামতীর অনুবাদ।

এবমপি প্রধানস্য ইহার তাৎপর্য্য—অঙ্গিত্বানুপপত্তিরূপদোষ আপনারা পরিহার করিতে পারেন না, ইহা পরে বলিব, আপাততঃ ইহার অর্থাৎ অঙ্গিত্বানুপপত্তিরূপ দোষের অদোষত্ব অর্থাৎ ইহা দোষ হইতে

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও অধিকরণান্তর্গত সূত্র হইল।

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০ *

ভামতীর অনুবাদ।

পারে না, ইহা স্বীকার করিয়াও দোষ বলিতেছি। **বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এক্ষণে অঙ্গিত্বানুপপত্তি দেখাইতেছেন ।৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০

পরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাংখ্যানাম্ অভ্যুপগমঃ। ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি অনুক্রামন্তি, ক্বচিৎ একাদশ। তথা ক্বচিৎ মহতঃ তন্মাত্রসর্গম্ উপদিশন্তি, ক্বচিৎ অহঙ্কারাৎ। তথা ক্বচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি, ক্বচিৎ একমিতি। প্রসিদ্ধ এব তু শ্রুত্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যা বিরোধঃ তদনুবর্তিন্যা চ স্মৃত্যা। তস্মাদপি অসমঞ্জসং সাংখ্যানাং দর্শনমিতি।

অত্রাহ—ননু ঔপনিষদানাম্ অপি অসমঞ্জসমেব দর্শনম্; তপ্যতাপকয়োঃ জাত্যন্তরভাবানভ্যুপগমাৎ। একং হি ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণম্ অভ্যুপগচ্ছতাম্ একস্যৈব আত্মনো বিশেষৌ তপ্যতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতৌ ইতি অভ্যুপগন্তব্যং স্যাৎ। যদি চ এতৌ তপ্যতাপকৌ একস্য আত্মনঃ বিশেষৌ স্যাতাং, স তাভ্যাং তপ্যতাপকাভ্যাং ন নির্ম্মুচ্যতে ইতি তাপোপশান্তয়ে সম্যগ্দর্শনম্ উপদিশৎ শাস্ত্রম্ অনর্থকং স্যাৎ। ন হি ঔষ্ণ্যপ্রকাশধর্ম্মকস্য প্রদীপস্য তদবস্থস্যৈব তাভ্যাং নির্ম্মোক্ষ উপপদ্যতে। যোঽপি জলতরঙ্গবীচিফেনাদ্যুপন্যাসঃ, তত্রাপি জলাত্মন একস্য বীচ্যাদয়ো বিশেষা আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এব ইতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যাদিভিঃ অনির্ম্মোক্ষঃ।

প্রসিদ্ধশ্চায়ং তপ্যতাপকয়োর্জাত্যন্তরভাবো লোকে। তথাহি—অর্থী চ অর্থশ্চ অন্যোন্যভিন্নৌ লক্ষ্যেতে। যদি অর্থিনঃ স্বতঃ অন্যঃ অর্থঃ ন স্যাৎ, যস্য অর্থিনঃ যদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং স তস্য অর্থো নিত্যসিদ্ধ এব ইতি ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং স্যাৎ। যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাখ্যঃ অর্থো নিত্যসিদ্ধ এব ইতি, ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং ভবতি। অপ্রাপ্তে হি অর্থে অর্থিনঃ অর্থিত্বং স্যাদিতি। তথা অর্থস্যাপি অর্থত্বং ন স্যাৎ। যদি স্যাৎ স্বার্থত্বমেব স্যাৎ। ন চ এতদস্তি। সম্বন্ধিশব্দৌ হি এতৌ অর্থী চ অর্থশ্চেতি। দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ ন একস্যৈব। তস্মাদ্ ভিন্নৌ এতৌ অর্থার্থিনৌ।

তথা অনর্থানর্থিনৌ অপি। অর্থিনঃ অনুকূলঃ অর্থঃ প্রতিকূলঃ অনর্থঃ, তাভ্যাম্ একঃ পর্য্যায়েণ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে। তত্র অর্থস্য অল্পীয়স্ত্বাৎ ভূয়স্ত্বাচ্চ অনর্থস্য উভাবপি অর্থানর্থৌ অনর্থ এব ইতি তাপকঃ স উচ্যতে। তপ্যস্তু পুরুষো য একঃ পর্য্যায়েণ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে ইতি তয়োঃ তপ্যতাপকয়োঃ একাত্মতায়াং মোক্ষানুপপত্তিঃ। জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাৎ স্যাৎ অপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—আরও বিপ্রতিষেধবশতঃ অসমঞ্জস হয় অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—সাংখ্যাচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ। যথা—কোন গ্রন্থে আছে সাতটি ইন্দ্রিয় অনুক্রমণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন করে, কোন গ্রন্থে আছে—একাদশ ইন্দ্রিয় অনুক্রমণ করে। কোন গ্রন্থে—মহৎ হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি উপদেশ করেন, কোথাও অহঙ্কার হইতে। কোন গ্রন্থে অন্তঃকরণ তিনটি বলেন, কোথাও একটি। ঈশ্বরকারণবাদিনী অর্থাৎ যে

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভকসূত্র হওয়া উচিত; কিন্তু "চ"কার থাকায় পুর্ব্বের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। এজন্য বিশেষ নিয়মদ্বারা সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রম হইল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভাষ্যানুবাদ।

শ্রুতি ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতির সহিত এবং তদনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ সেই শ্রুতি অনুসারে লিখিত স্মৃতির সহিতও সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ ত প্রসিদ্ধই আছে। সেইজন্যও সাংখ্যাচার্য্যগণের দর্শন অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত।

এস্থলে সাংখ্য বলিতেছেন—আচ্ছা, ঔপনিসদ অর্থাৎ বেদান্তবাদী আচার্য্যগণের দর্শনও অসঙ্গতই; কারণ, তপ্য অর্থাৎ যে দুঃখভোগ করে অর্থাৎ জীব, তাপক অর্থাৎ যে দুঃখ দেয় অর্থাৎ সংসার, এই উভয়ের জাত্যন্তরভাব অর্থাৎ ভেদ স্বীকার করা হয় না। সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সকল বস্তুর স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে এক আত্মারই বিশেষ অর্থাৎ ভেদ তপ্য ও তাপক, পদার্থান্তর নহে—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি এই তপ্য ও তাপক এক আত্মার বিশেষ অর্থাৎ স্বভাব বা ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আত্মা সেই তপ্য ও তাপক হইতে মুক্ত হয় না। অতএব তাপনিবারণের জন্য যে শাস্ত্র সম্যক্দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, সে শাস্ত্র অনর্থক হইবে। কারণ, উষ্ণতা ও প্রকাশ যাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব, সেই প্রদীপ সেই অবস্থাযুক্ত হইয়াই উষ্ণতা ও প্রকাশ হইতে মুক্ত হয় না। আর জলের তরঙ্গ বীচী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতরঙ্গ ও ফেণাদির যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ তরঙ্গাদি জলের ধর্ম্ম, ও তদ্ভিন্ন জল তাহাদের ধর্ম্মী, অতএব তাহা তরঙ্গাদি শূন্য হইতে পারে, সেখানেও জলস্বরূপ এক বস্তুর তরঙ্গাদি বিশেষ অর্থাৎ ধর্ম্মসকল আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপে নিত্যই, অতএব জলের বীচীপ্রভৃতি কর্ত্তৃক মুক্ত না হওয়া সমান হয়, অর্থাৎ জলে ফেনা ও তরঙ্গাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাহারা কখনও জলকে ছাড়িয়া থাকে না, সেইরূপ তপ্য ও তাপকের আত্মাতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া তাহারা নিত্য, এজন্য আত্মার এই উভয়কর্ত্তৃক মুক্ত না হওয়ায় মোক্ষশাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

তপ্য ও তাপক যে জাত্যন্তর অর্থাৎ ভিন্নপদার্থ ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। যথা অর্থী অর্থাৎ প্রার্থনাকারী ও অর্থ অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু (অর্থ উপার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণাদি করিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাহা তাপক এবং অর্থী—তপ্য) অন্যোন্যভিন্ন অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন দেখা যায়। যদি অর্থিব্যক্তির স্বরূপ হইতে অর্থ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে যে অর্থীর যদ্‌বিষয়ক অর্থিত্ব অর্থাৎ যে বস্তুর প্রার্থনা থাকে, তাহার সেই অর্থ অর্থাৎ প্রার্থিতবস্তু নিত্যসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রাপ্ত আছে, অতএব তাহার তদ্বিষয়ক অর্থিত্ব থাকিত না অর্থাৎ সে বস্তুর আর প্রার্থনা হইত না। যেমন প্রকাশস্বভাব প্রদীপের প্রকাশ নামক অর্থ নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রাপ্তই আছে, অতএব তাহার তদ্বিষয়ক অর্থিত্ব অর্থাৎ প্রার্থনা হয় না। কারণ, অপ্রাপ্ত বস্তুতে অর্থীর অর্থিত্ব অর্থাৎ প্রার্থনা হয়। সেইরূপ অর্থও অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তুও অর্থ হইত না। যদি হইত, তাহা হইলে স্বার্থ ই হইত অর্থাৎ নিজের জন্যই হইত। ইহা ত হয় না। অর্থী ও অর্থ এই দুইটী সম্বন্ধিশব্দ, অর্থাৎ সম্বন্ধবাচক শব্দ—(যে শব্দ অপর শব্দকে অপেক্ষা করে তাহাকে সম্বন্ধিশব্দ বলে, যেমন অর্থশব্দ অর্থীশব্দকে অপেক্ষা করে, অর্থশব্দের অর্থ কাম্যবস্তু তাহা অর্থী অর্থাৎ কামনাকর্ত্তাকে অপেক্ষা করে; কারণ, কামনার কর্ত্তা না থাকিলে সে কাম্যবস্তু হইতে পারে না)। দুইটি সম্বন্ধী বস্তুর সম্বন্ধ হয়, কেবল একটির হয় না। অতএব অর্থ ও অর্থী ভিন্নবস্তু।

সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী—এই দুইটিও ভিন্ন বস্তু। অর্থ অর্থীর অনুকূল, এবং অনর্থ প্রতিকূল, তাহাদের দ্বারা এক অর্থাৎ অর্থী পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটি কর্ত্তৃক সম্বন্ধ হয়। তাহার মধ্যে অর্থ খুব অল্প হয় বলিয়া ও অনর্থ খুব বেশী হয় বলিয়া, অর্থ ও অনর্থ উভয়েই অনর্থ ই, অতএব তাহাকে অর্থাৎ অর্থকে তাপক অর্থাৎ দুঃখদায়ক বলা হয়। আর পুরুষকে তপ্য বলা হয়—যিনি একাকী ক্রমশঃ উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, অতএব সেই তপ্য ও তাপকের একাত্মতাতে অর্থাৎ তাহারা এক হইলে মোক্ষ সম্ভব হয় না। কিন্তু জাত্যন্তর অর্থাৎ ভিন্ন বস্তু হইলে তৎসংযোগহেতুর পরিহারে অর্থাৎ তাপকের সহিত তপ্যের সম্বন্ধের কারণ যে বুদ্ধিরূপ সত্ত্বের সহিত পুরুষের অবিবেক অর্থাৎ ভেদবুদ্ধির অভাব, তাহার পরিত্যাগবশতঃ কখন মোক্ষ সম্ভবও হইতে পারে, অর্থাৎ পুরুষ নিত্য মুক্ত হইলেও অবিবেকবশতঃ বদ্ধ বলিয়া যে ভ্রম হইতেছিল তাহার উচ্ছেদ হওয়ায় তখন মুক্ত বলিয়া মনে হয়।

ভামতী।

"ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি" ইতি। ত্বঙ্‌মাত্রমেব হি বুদ্ধীন্দ্রিয়ম্ অনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থম্ একম্, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, সপ্তমং চ মনঃ ইতি সপ্তেন্দ্রিয়াণি। "ক্বচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি"। বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ মন ইতি। "ক্বচিৎ একং" বুদ্ধিঃ ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্। অত্রাহ

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতী।

সাংখ্যঃ—"নন্বু ঔপনিষদানামপি" ইতি। তপ্যতাপকভাবঃ তাবৎ একস্মিন্ ন উপপদ্যতে। ন হি তপিঃ অস্তিঃ ইব কর্তৃস্থভাবকঃ, কিন্তু পচিঃ ইব কর্ম্মস্থভাবকঃ। পরসমবেতক্রিয়াফলশালি চ কর্ম্ম। তথাচ তপ্যেন কর্ম্মণা তাপকসমবেতক্রিয়াফলশালিনা তাপকাৎ অন্যেন ভবিতব্যম্, অনন্যত্বে চৈত্রস্য ইব গন্তুঃ স্বসমবেতগমনক্রিয়াফলনগরপ্রাপ্তিশালিনোঽপি অকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। অন্যত্বে তু তপ্যস্য তাপকাৎ চৈত্রসমবেতগমনক্রিয়াফলভাজঃ গম্যস্য ইব নগরস্য তপ্যত্বোপপত্তিঃ। তস্মাৎ অভেদে তপ্যতাপকভাবঃ ন উপপদ্যতে ইতি।

দূষণান্তরম্ আহ—"যদি চে"তি। ন হি স্বভাবাদ্ ভাবঃ বিযোজয়িতুং শক্য ইতি ভাবঃ। জলধেশ্চ বীচিতরঙ্গফেনাদয়ঃ স্বভাবাঃ সন্তঃ আবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মাণঃ, ন তু তৈঃ জলধিঃ কদাচিৎ অপি মুচ্যতে। ন কেবলং কর্ম্মভাবাৎ তপ্যস্য তাপকাৎ অন্যত্বম্, অপি তু অনুভবসিদ্ধমেব ইত্যাহ—"প্রসিদ্ধশ্চ অয়মি"তি। তথাহি—অর্থোঽপি উপার্জনরক্ষণক্ষয়রাগবৃদ্ধিহিংসাদোষদর্শনাৎ অনর্থঃ সন্ অর্থিনং দুনোতি। তৎ অর্থী তপ্যঃ, তাপকশ্চ অর্থঃ, তৌ চ ইমৌ লোকে প্রতীতভেদৌ। অভেদে চ দূষণানি উক্তানি। তৎ কথম্ একস্মিন্ অদ্বয়ে ভবিতুম্ অর্হত ইত্যর্থঃ। তদেবম্ ঔপনিষদং মতম্ অসমঞ্জসম্ উক্ত্বা সাংখ্যঃ স্বপক্ষে তপ্যতাপকয়োঃ ভেদে মোক্ষম্ উপপাদয়তি—"জাত্যন্তরভাবে তু" ইতি। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ কিল সংযোগঃ তাপনিদানং, তস্য হেতুঃ অবিবেকদর্শনসংস্কারঃ অবিদ্যা, সা চ বিবেকখ্যাত্যা বিদ্যয়া বিরোধিত্বাৎ বিনিবর্ত্ত্যতে, তন্নিবৃত্তৌ তদ্ধেতুকঃ সংযোগঃ নিবর্ত্ততে, তন্নিবৃত্তৌ চ তৎকার্য্যঃ তাপঃ নিবর্ত্ততে। তৎ উক্তম্ পঞ্চশিখাচার্য্যেণ—

"তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাৎ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ" ইতি।

অত্র চ ন সাক্ষাৎ পুরুষস্য অপরিণামিনঃ বন্ধমোক্ষৌ, কিন্তু বুদ্ধিসত্ত্বস্য এব চিতিচ্ছায়াপত্ত্যা লব্ধচৈতন্যস্য। তথাহি—ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ অবিভাগাপন্নম্ অস্য ভোগঃ ভোক্তৃস্বরূপাবধারণম্ অপবর্গঃ, তেন হি বুদ্ধিসত্ত্বম্ এব হি অপবৃজ্যতে, তথাপি যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোধেষু বর্ত্তমানঃ প্রাধান্যাৎ স্বামিনি অপদিশ্যতে, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধিসত্ত্বে বর্ত্তমানৌ কথঞ্চিৎ পুরুষে অপদিশ্যতে, স হি অবিভাগাপত্ত্যা তৎফলস্য ভোক্তা ইতি। তৎ এতৎ অভিসন্ধায় আহ—"স্যাৎ অপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিরি"তি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একাদশেন্দ্রিয়াণাং কথং সপ্তত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ত্বগিন্দ্রিয়ে অন্তর্ভাবয়তি—"ত্বঙ্মাত্রমেবে"তি। অনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থং যৎ ত্বঙ্মাত্রং তদেব বুদ্ধীন্দ্রিয়ং তচ্চ একম্ ইত্যর্থঃ। নন্বু তপ্য এব মাভূৎ যথা অস্তি ইত্যত্র, তথাচ কথম্ অদ্বৈতব্যাঘাতকঃ তপ্যতাপকাভাবঃ, তত্রাহ "ন হি তপিরি"তি। কর্তৃস্থঃ ভাবঃ ফলং যস্য স তথোক্তঃ। "পরসমবেতে"তি। কর্ম্মত্বব্যাপকোক্তিঃ ইয়ম্। তদ্ব্যাবৃত্ত্যা তদ্ব্যাবৃত্ত্যেব ন লক্ষণোক্তিঃ। তথা সতি বৃক্ষাৎ পতিতে পর্ণে পর্ণসমবেতপতনক্রিয়াফলবিভাগভাজঃ বৃক্ষস্য অপাদানস্যাপি কর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। নন্বু "আত্মানং জানাতি" "পচ্যতে ফলং স্বয়মেব" ইত্যত্র একস্যাপি কর্ম্মকর্তৃভাবাৎ কথম্ অস্য কর্ম্মত্বব্যাপকত্বম্? উচ্যতে সোপাধ্যাত্মনি উপাধিভেদাৎ এব ভেদাৎ নিরুপাধৌ যাং বৃত্তিং প্রতি কর্ম্মত্বং তস্যা এব উপাধিত্বস্য বর্ণিতত্বাৎ, পচ্যতে ফলং স্বয়মেব ইত্যত্র কর্ম্মত্বোপচারাৎ। পাণিনির্হি কর্ম্মবৎ ইত্যাহ। তস্মাৎ যৎ কর্ম্ম তৎ পরসমবেতক্রিয়াফলভাগী ইত্যর্থঃ ন তু যৎ উক্তবিধং তৎ কর্ম্ম ইতি। নন্বু ক্রিয়াফলশালিত্বমাত্রব্যাপ্তং কর্ম্মত্বং, বৃথা পরবিশেষণং, তথাচ তপ্তুরেব তপ্যত্বম্ অস্তু, তত্রাহ—'অনন্যত্বে' ইতি। তপ্যস্য তাপকাৎ অনন্যত্বে সতি অকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ ইত্যন্বয়ঃ। নিদর্শনং—'চৈত্রস্যেবে'তি। স্বসমবেতা গমনক্রিয়া তস্যাঃ ফলং নগরপ্রাপ্তিঃ তচ্ছালিনোঽপি চৈত্রস্য পরত্বাভাবাৎ অকর্ম্মত্ববৎ তপ্যস্যাপি অভেদাভ্যুপগতৌ অকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। নন্বু যথা জলধিঃ স্বভাবভূতৈঃ অপি বীচ্যাদিভিঃ মুচ্যতে তথা তপ্যতাপকাভ্যাম্ আত্মা, তত্রাহ—'জলধেশ্চ' ইতি। অর্থস্যাপি স্বর্গাদেঃ তাপকত্বং ভাষ্যোক্তম্ উপপাদয়তি—'অর্থোঽপি' ইতি। 'দুনোতি'—পরিতাপয়তি। 'দৃক্শক্তিঃ' পুরুষঃ। দর্শয়তি স্ববিকারান্ পুংস ইতি দর্শনশক্তিঃ প্রধানং, তস্য চ বুদ্ধিরূপেণ পরিণতস্য চিচ্ছায়াপত্তিঃ 'সংযোগ'। অবিবিক্তয়োঃ প্রধানপুরুষয়োঃ দর্শনম্ 'অবিবেকদর্শনম্'। ভাষ্যে স্যাদপি ইত্যপিনা ন সাক্ষাৎ পুংসঃ মোক্ষঃ ইতি অসূচি, তদাহ—'অত্র চে'তি। বন্ধমোক্ষস্বরূপালোচনেন তয়োঃ সাক্ষাৎ বুদ্ধিধর্ম্মত্বমাহ "তথাহি" ইতি। অবিভাগঃ বুদ্ধিসত্ত্বস্য পুরুষাৎ অবিবেকঃ তেন বুদ্ধেঃ জড়ায়া অপি আপন্নং গুণস্বরূপাবধারণম্। অনুকূলপ্রতিকূলশব্দাদিজ্ঞানস্য বিবিক্তপুরুষজ্ঞানস্য চ বুদ্ধিপরিণামত্বাৎ বুদ্ধেরেব বন্ধমোক্ষৌ ইত্যর্থঃ। মোক্ষনিরূপণায় চ বন্ধনিরূপণম্। অতএব অপবৃজ্যতে ইত্যেবাহ। ইদানীং স্বামিনি পুরুষে বন্ধাদ্যুপচারং সদৃষ্টান্তম্ আহ—'তথাপী'তি। অবিভাগস্য অবিবেকস্য আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তয়া ইত্যর্থঃ।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[**বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্**।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

[সাংখ্যমত পরস্পর বিরুদ্ধ; কারণ, তন্মতে কখন সাত ইন্দ্রিয় কখন এক বা তিনটী অন্তঃকরণ এইরূপ নানাকথা বলা হয়। ইহাই প্রদর্শনার্থ ভামতীকার ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—] **ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি**—ইহার অর্থ—কোথাও বলা হয়—রূপাদি অনেকবস্তু গ্রহণ করিতে পারে এইরূপ একমাত্র ত্বক্ ইন্দ্রিয়ই বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী ও সপ্তম মন—এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সাতটি। **ক্বচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি**, কোথাও বলা হয়, অন্তঃকরণ তিনটী, যথা—বুদ্ধি, অহংকার ও মন। **কচিদেকং** অর্থাৎ কোথাও বলা হয় অন্তঃকরণ একটিমাত্র, ইহা কেবল বুদ্ধি। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্বোধ নহে। এস্থলে **ননু ঔপনিষদানামপি** এই গ্রন্থদ্বারা সাংখ্য বলিতেছেন। তপ্যতাপকভাব এক ব্যক্তিতে হইতে পারে না। কারণ, তপ্ ধাতু অস্ ধাতুর মত কর্ত্তায় থাকিয়া ভাবক অর্থাৎ অর্থবোধক হয় না, কিন্তু পচ্ ধাতুর মত কর্ম্মে থাকিয়া অর্থবোধক হয়। আর পরসমবেতক্রিয়াফলশালিই কর্ম্ম, পরসমবেত অর্থাৎ কর্ম্মভিন্ন কর্ত্তাতে বিদ্যমান যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াজন্য ফলবিশিষ্টকে কর্ম্ম বলে।* তাহা হইলে তাপকসমবেত যে ক্রিয়া, তজ্জন্য ফলবিশিষ্ট তপ্যরূপ যে কর্ম্ম, তাহা তাপক অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত; কারণ, তাপক হইতে তপ্য যদি অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে "স্বসমবেতগমনক্রিয়াফলনগরপ্রাপ্তিশালীরও" অর্থাৎ **স্ব** অর্থাৎ চৈত্রসমবেত যে গমনক্রিয়া তজ্জন্য নগর-প্রাপ্তিরূপ যে ফল সেইফলবিশিষ্ট হইলেও গমন কর্ত্তা চৈত্রের যেমন কর্ম্মত্ব হয় না, সেইরূপ তপ্যেরও অকর্ম্মত্ব প্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ তপ্যও কর্ম্ম হইত না। কিন্তু তপ্যেরও তাপক হইতে অন্যত্ব হইলে অর্থাৎ তপ্য যদি তাপক হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে চৈত্রসমবেত গমনক্রিয়াজন্য ফলভাগী গম্য অর্থাৎ গন্তব্য নগরের মত (তপ্যের) তপ্যত্ব অর্থাৎ তাপকের কর্ম্ম হওয়া সম্ভব হয়। অতএব অভেদ হইলে তপ্য-তাপকভাব হয় না।

যদি চ এই গ্রন্থদ্বারা অন্য দোষ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—স্বভাব হইতে ভাব অর্থাৎ বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। (যে ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে পৃথক্ হয় না, সেই ধর্ম্মকে স্বভাব বলে।) যেমন বীচি, তরঙ্গ ও ফেণাদি, জলধির স্বভাব হইয়া আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তৃক জলধি কখনও মুক্ত হয় না। কেবল কর্ম্ম বলিয়াই যে তপ্য তাপক হইতে ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহা অনুভবসিদ্ধই, **প্রসিদ্ধশ্চায়ং** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। যেমন দেখুন—উপার্জ্জন রক্ষা ক্ষয় রাগ অর্থাৎ আসক্তি, বৃদ্ধি ও হিংসারূপ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অর্থও অনর্থ অর্থাৎ অনিষ্টকর হইয়া অর্থীকে কষ্ট দেয়। অতএব অর্থী তপ্য ও অর্থ তাপক হয়, এবং সেই দুই বস্তু জগতে প্রতীতভেদ অর্থাৎ ইহারা যে ভিন্ন বস্তু তাহা অনুভবসিদ্ধ। এই দুইয়ের অভেদ হইলে যে সকল দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কি করিয়া তপ্য ও তাপক এই দুইটী থাকিতে পারে—ইহাই অর্থ। সেইজন্য ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতকে এই প্রকারে অসঙ্গত বলিয়া সাংখ্য নিজের মতে তপ্য ও তাপকের ভেদ হইলে মোক্ষ সম্ভব হয়—ইহা **জাত্যন্তরভাবে তু** এই গ্রন্থদ্বারা দেখাইতেছেন। দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ পুরুষ, ও দর্শনশক্তি অর্থাৎ প্রধান, এই উভয়ের সংযোগ অর্থাৎ চিচ্ছায়াপত্তিই তাপনিদান অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের মূলকারণ, তাহার কারণ—অবিবেকদর্শনসংস্কাররূপ অবিদ্যা, অর্থাৎ অভেদভাবাপন্ন প্রধান ও পুরুষের যে দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার তাহার সংস্কাররূপ অবিদ্যা, এবং তাহা বিবেকখ্যাতিরূপ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানরূপ বিদ্যাকর্ত্তৃক নিবর্ত্তিত হয়; কারণ, তাহা বিরোধী; অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে তদ্ধেতুক অর্থাৎ অবিদ্যাবশত উৎপন্ন হয় যে প্রধান ও পুরুষের সংযোগ, তাহা নিবৃত্ত হয় এবং সংযোগ নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য্য দুঃখ নিবৃত্ত হয়। তাহাই পঞ্চশিখাচার্য্যকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—

তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাৎ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ।

অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষের সংযোগের হেতু অবিদ্যাবর্জ্জনবশতঃ আত্যন্তিক দুঃখ প্রতীকার হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে দুঃখ ধ্বংস হয়।

আর এমতে পরিণামশূন্য পুরুষের সাক্ষাৎ বন্ধ ও মোক্ষ হয় না, কিন্তু চিচ্ছায়াপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রধানের সহিত পুরুষের অভেদভাবপ্রাপ্তিবশতঃ লব্ধচৈতন্য অর্থাৎ চেতনাপ্রাপ্ত যে বুদ্ধিসত্ত্ব তাহারই হয়। তাহাই দেখাইতেছি, যথা—অবিভাগাপন্ন অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষের অবিভাগবশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছে যে ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণ অর্থাৎ ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত, এবং অনিষ্ট অর্থাৎ যাহা অভিলসিত নহে, এইরূপ গুণস্বরূপের যে অবধারণ, অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাই ইহার ভোগ, এবং ভোক্তৃস্বরূপাবধারণ অর্থাৎ ভোক্তার স্বরূপের

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

অবধারণ ইহার অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। সেই হেতু, অর্থাৎ সেই অবধারণবশতঃ বুদ্ধিসত্ত্বই মুক্ত হয়। তাহা হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বের বন্ধ ও মোক্ষ হইলেও যেমন যোধ অর্থাৎ সৈন্যে বর্ত্তমান জয় বা পরাজয়, প্রাধান্যবশতঃ স্বামী অর্থাৎ রাজাতে অপদিষ্ট অর্থাৎ আরোপিত হয়, এইরূপ বুদ্ধিসত্ত্বে বর্ত্তমান বন্ধ ও মোক্ষ কোন রকমে পুরুষে আরোপিত হয়; কারণ, পুরুষ প্রধানের সহিত অবিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার অর্থাৎ প্রধানের ফল ভোগ করে। এই অভিপ্রায়ে **স্যাদপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—ন, একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ। ভবেদেষ দোষো যদ্যেকাত্মতায়াং তপ্যতাপকৌ অন্যোন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্। ন তু এতদস্তি; একত্বাদেব। ন হি অগ্নিরেকঃ সন্ স্বমাত্মানং দহতি প্রকাশয়তি বা, সত্যপি ঔষ্ণ্য প্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ। কিং কূটস্থে ব্রহ্মণি একস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সংভবেৎ? ক্ব পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ স্যাদিতি? উচ্যতে—কিং ন পশ্যসি কর্ম্মভূতো জীবদেহঃ তপ্যঃ তাপকঃ সবিতেতি?

নমু তপ্তির্নাম দুঃখং, সা চেতয়িতুঃ ন অচেতনস্য দেহস্য। যদি হি দেহস্যৈব তপ্তিঃ স্যাৎ সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্যতি ইতি তন্নাশায় সাধনং ন এষিতব্যং স্যাদিতি।

উচ্যতে—দেহাভাবেঽপি কেবলস্য চেতনস্য তপ্তির্ন দৃষ্টা। ন চ ত্বয়াপি তপ্তির্নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলস্য ইষ্যতে। নাপি দেহচেতনয়োঃ সংহতত্বম্; অশুদ্ধ্যাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তপ্তেরেব তপ্তিম্ অভ্যুপগচ্ছসি।

কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ? সত্ত্বং তপ্যং, তাপকং রজ ইতি চেৎ? ন; তাভ্যাং চেতনস্য সংহতত্বানুপপত্তেঃ। সত্ত্বানুরোধিত্বাৎ চেতনোঽপি তপ্যতে ইতি চেৎ? পরমার্থতঃ তর্হি নৈব তপ্যতে ইতি আপততি; ইব-শব্দপ্রয়োগাৎ। ন চেৎ তপ্যতে, ন ইবশব্দো দোষায়। ন হি ডুণ্ডুভঃ সর্প ইব ইত্যেতাবতা সবিষো ভবতি। সর্পো বা ডুণ্ডুভ ইব ইত্যতাবতা নির্বিষো ভবতি। অতশ্চ অবিদ্যাকৃতোঽয়ং তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইতি অভ্যুপগন্তব্যমিতি। নৈবং সতি মমাপি কিঞ্চিৎ দুষ্যতি।

অথ পারমার্থিকমেব চেতনস্য তপ্যত্বম্ অভ্যুপগচ্ছসি, তবৈব সুতরাম্ অনির্ম্মোক্ষঃ-প্রসজ্যেত, নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য। তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি সনিমিত্ত-সংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তৌ আত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকমোক্ষ উপপন্নঃ ইতি চেৎ?

ন, অদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। গুণানাং চ উদ্ভবাভিভবয়োঃ অনিত্যত্বাৎ অনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরমঃ ইতি বিয়োগস্যাপি অনিত্যত্বাৎ সাংখ্যস্যৈব অনির্ম্মোক্ষঃ অপরিহার্য্যঃ স্যাৎ।

ঔপনিষদস্য তু আত্মৈকত্বাভ্যুপগমাৎ একস্য চ বিষয়বিষয়িভাবানুপপত্তেঃ বিকার-ভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাৎ অনির্ম্মোক্ষশঙ্কা স্বপ্নেঽপি নোপজায়তে। ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টঃ তপ্যতাপকভাবঃ তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যো বা ভবতি।১০। ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভাষ্যানুবাদ।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছি—না পূর্ব্বোক্ত দোষ হয় না। একত্ববশতঃই তপ্যতাপকভাব হইতে পারে না। এই দোষ হইত, যদি আত্মার একত্ব অবস্থাতে তপ্য ও তাপক পরস্পরের বিষয়বিষয়িভাব প্রাপ্ত হইত। ইহা ত হয় না, কারণ, (আত্মার একত্ব অবস্থায়) একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও পরিণাম থাকিলেও অগ্নি একাকী থাকিয়া নিজেকে দাহ বা প্রকাশ করে না। কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার একমাত্র ব্রহ্মে তপ্য ও তাপকভাব কি সম্ভব হয়? তবে কোথায় তপ্যতাপক ভাব হইবে? বলিতেছি—ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, কর্ম্মস্বরূপ জীবের দেহ তপ্য আর সূর্য্য তাহার তাপক।

যদি বল—তপ্তিশব্দের অর্থ দুঃখ, তাহা চেতনের হয়, অচেতন দেহের হয় না। যদি অচেতন দেহেরই দুঃখ হইত, তাহা হইলে দেহনাশ হইলে তাহা নিজেই নষ্ট হইত, অতএব তাহার নাশের জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে হইত না।

ইহার উত্তর এই যে,—দেহ না থাকিলেও কেবল চেতনের তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ দেখা যায় না। আর তুমিও দুঃখরূপ বিকার কেবল চেতনের হয়—ইহা ইচ্ছা কর না। আর দেহ ও চেতনের সংহতত্ত্ব অর্থাৎ মিশ্রণ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে (চেতনের) অশুদ্ধিপ্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে। আর দুঃখেরই দুঃখ হয়, ইহা তুমি স্বীকার কর না।

তোমার মতেও তপ্যতাপকভাব কি করিয়া হয়? যদি বল—সত্ত্বগুণ তপ্য ও রজোগুণ তাপক, না তাহা বলিতে পার না; কারণ, সত্ত্ব ও রজোগুণের সহিত চেতনের সংঘাত অর্থাৎ মিশ্রণ হইতে পারে না। যদি বল সত্ত্বানুরোধী অর্থাৎ সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত বলিয়া চেতন ও দুঃখিতের ন্যায় হয়? তাহা হইলে বাস্তবিক দুঃখিত হয় না, ইহাই আসিয়া পড়িল। কারণ, ইব-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি দুঃখিত না হয়, তাহা হইলে ইব-শব্দ দোষের হেতু হয় না। "ডুণ্ডুভ অর্থাৎ ঢোরাসাপ বিষধর সর্পের মত" এই কথা বলিলে সে সবিষ হয় না। এবং "বিষধরসর্প ডুণ্ডুভের ন্যায়" এই কথা বলিলে সর্পও নির্বিষ হয় না। অতএব এই তপ্যতাপকভাব অবিদ্যাকর্ত্তৃক কল্পিত, বাস্তবিক নহে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর এরূপ হইলে আমারও কোন দোষ হয় না।

আর বাস্তবিকই চেতনের দুঃখ হয়, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে সুতরাং তোমার মতেই মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে, যেহেতু তাপক অর্থাৎ রজোগুণকে নিত্য বলিয়া তুমি স্বীকার করিয়াছ।

যদি বল তপ্যশক্তি পুরুষ ও তাপকশক্তি রজোগুণ নিত্য হইলেও তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ সনিমিত্ত সংযোগকে অপেক্ষা করে বলিয়া অর্থাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেকরূপ অজ্ঞান, তাহার সহিত বর্ত্তমান যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ অর্থাৎ পুরুষের গুণের প্রতি স্বামিত্ব, তাহাকে অপেক্ষা করে বলিয়া উক্ত সংযোগের নিমিত্ত যে অদর্শনরূপ তমোগুণ তাহার নিবৃত্তি হইলে সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ হয়? তাহা হইলে বলিব—না তাহা বলিতে পার না। কারণ, অদর্শনরূপ তমোগুণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। এবং গুণসকলের উৎপত্তি ও বিনাশের নিয়ম না থাকায় প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের নিমিত্ত যে অদর্শনরূপ তমঃ তাহার উপরম অর্থাৎ বিনাশ অনিয়ত, অতএব উভয়ের বিয়োগ অর্থাৎ সংযোগের বিচ্ছেদ ও অনিয়ত বলিয়া সাংখ্যের মতেই মোক্ষাভাব অপরিহার্য্য হইবে।

কিন্তু ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তীর মতে আত্মার একত্ব স্বীকার করায় (বাস্তবিক দ্বিতীয় বস্তু না থাকায়) এবং একটি বস্তুই বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়রূপ হওয়া অসম্ভব বলিয়া, এবং বিভিন্ন বিকার (ঘটপটাদি) বাচারম্ভণমাত্র—ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়া, মোক্ষাভাবের আশঙ্কা স্বপ্নেও জন্মে না। কিন্তু লৌকিকব্যবহারস্থলে যেখানে যেরূপ তপ্যতাপকভাব দেখা গিয়াছে, সেখানে তাহা সেইরূপই; অতএব তাহা চোদয়িতব্য অথবা পরিহর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ তাহা কি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইবে এই বলিয়া আশঙ্কা করিবার যোগ্যও নহে, অথবা পরিহার করিতেও হইবে না।১০

ভামতী।

অত্রোচ্যতে—"ন একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ"। যত একত্বে তপ্যতাপকভাবঃ ন উপপদ্যতে একত্বাদেব, তস্মাৎ সাংব্যবহারিকভেদাশ্রয়ঃ তপ্যতাপকভাবঃ অস্মাভিঃ অভ্যুপেয়ঃ। তাপো হি সাংব্যবহারিক এব, ন পারমার্থিক ইতি অসকৃৎ আবেদিতম্। "ভবেৎ এষ দোষঃ

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতী।

যদি একাত্মতায়াং তপ্যতাপকৌ অন্যোন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্” ইতি অস্মদভ্যুপগম ইতি শেষঃ। সাংখ্যোঽপি হি ভেদাশ্রয়ং তপ্যতাপকভাবং ব্রুবাণো ন পুরুষস্য তপিকর্ম্মতাম্ আখ্যাতুম্ অর্হতি; তস্য অপরিণামিতয়া তপিক্রিয়াজনিতফলশালিত্বানুপপত্তেঃ, কেবলম্ অনেন সত্ত্বং তপ্যম্ অভ্যুপেয়ং, তাপকং চ রজঃ। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ তু বুদ্ধিসত্ত্বে তপ্যে তদবিভাগাপত্ত্যা পুরুষোঽপি অনুতপ্যতে ইব, ন তু তপ্যতে অপরিণামিত্বাৎ ইত্যুক্তং; তদবিভাগাপত্তিশ্চ অবিদ্যা, তথা চ অবিদ্যাকৃতঃ তপ্যতাপকভাবঃ ত্বয়া অভ্যুপেয়ঃ, সোঽয়মস্মাভিঃ উচ্যমানঃ কিমিতি ভবতঃ পরুষ ইব আভাতি। অপি চ নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

শঙ্কতে—“তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি” ইতি। সহ অদর্শনেন নিমিত্তেন বর্ত্ততে ইতি সনিমিত্তঃ সংযোগঃ তদপেক্ষত্বাৎ ইতি। নিরাকরোতি—“ন। অদর্শনস্য তমসঃ” ইতি। ন তাবৎ পুরুষস্য তপ্তিঃ ইতি উক্তম্। কেবলম্ ইয়ং বুদ্ধিসত্ত্বস্য তাপকরজোজনিতা, তস্য চ বুদ্ধিসত্ত্বস্য তামসবিপর্য্যাসাৎ আত্মনঃ পুরুষাৎ ভেদম্ অপশ্যতঃ পুরুষঃ তপ্যতে ইতি অভিমানঃ, ন তু পুরুষো বিপর্য্যাসতুষেণাপি যুজ্যতে। তস্য তু বুদ্ধিসত্ত্বস্য সাত্ত্বিক্যা বিবেকখ্যাত্যা তামসীয়ম্ অবিবেকখ্যাতিঃ নিবর্ত্তনীয়া। ন চ সতি তমসি মূলে শক্যা অত্যন্তম্ উচ্ছেত্তুম্। তথা বিচ্ছিন্নাপি ছিন্নবদরী ইব পুনঃ তমসা উদ্ভূতেন সত্ত্বম্ অভিভূয় বিবেকখ্যাতিম্ অপোহ্য শতশিখরা অবিদ্যা আবির্ভাব্যেত ইতি বত ইয়ম্ অপবর্গকথা তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত।

অস্মৎপক্ষে তু অদোষঃ ইত্যাহ—“ঔপনিষদস্য তু” ইতি। যথা হি মুখম্ অবদাতমপি মলিনাদর্শতলোপাধিকল্পিতপ্রতিবিম্বভেদং মলিনতাম্ উপৈতি, ন চ তৎ বস্তুতো মলিনং, ন চ বিম্বাৎ প্রতিবিম্বং বস্তুতঃ ভিদ্যতে। অথ তস্মিন্ প্রতিবিম্বে মলিনাদর্শোপধানাৎ মলিনতা পদং লভতে। তথা চ আত্মনো মলিনং মুখং পশ্যন্ দেবদত্তস্তপ্যতে। যদা তু উপাধ্যপনয়াদ্ বিম্বমেব কল্পনাবশাৎ প্রতিবিম্বং তচ্চ অবদাতম্ ইতি তত্ত্বম্ অবগচ্ছতি, তদা অস্য তাপঃ প্রশাম্যতি, ন চ মলিনং মে মুখমিতি। এবম্ অবিদ্যোপাধানকল্পিতাবচ্ছেদো জীবঃ পরমাত্মপ্রতিবিম্বকল্পঃ কল্পিতৈরেব শব্দাদিভিঃ সম্পর্কাৎ তপ্যতে, ন তু তত্ত্বতঃ পরমাত্মনঃ অস্তি তাপঃ। যদা তু ‘তত্ত্বমসি’ ইতি বাক্যশ্রবণমননধ্যানাভ্যাসপরিপাকপ্রকর্ষপর্য্যন্তজঃ অস্য সাক্ষাৎকারঃ উপজায়তে, তদা জীবঃ শুদ্ধবুদ্ধতত্ত্বস্বভাবম্ আত্মনঃ অনুভবন্, নির্মৃষ্টনিখিলসবাসনক্লেশজালঃ কেবলঃ স্বস্থো ভবতি, ন চাস্য পুনঃ সংসারভয়মস্তি, তদ্ধেতোঃ অবাস্তবত্বেন সমূলকাষং কষিতত্বাৎ, সাংখ্যস্য তু সতঃ তমসঃ অশক্যসমুচ্ছেদত্বাৎ ইতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—“বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাৎ” ইতি।১০ ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ঔপনিষদদর্শনাসামঞ্জস্যং নিষেধতি—“ন” ইতি। কিং বস্তুতঃ তপ্যতাপকবিভাগানুপপত্তিঃ উচ্যতে, ব্যবহারতো বা? আদ্যে ইষ্টপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ “একত্বাদেব” ইতি। উপাত্তং ভাষ্যং ব্যাখ্যাতি—“যতঃ” ইতি। দ্বিতীয়ে ন অনুপপত্তিঃ ব্যবহারতঃ ভেদস্বীকারাৎ ইত্যাহ—“তস্মাৎ” ইতি। পরোক্তদোষানুবাদ এব ভাষ্যে ভাতি, ন দূষণম্ ইতি আশঙ্ক্য অধ্যাহারেণ ইষ্টপ্রসঙ্গকথনপরতাং স্ফোটয়তি “ইতাস্মদ্” ইতি। যদি ভ্রান্তত্বং তপ্যতাপকভাবস্য, তর্হি এষ এব দোষঃ ইত্যাশঙ্ক্য সাম্যপ্রতিপাদনার্থং তত্র ত্বয়াপি ইতি ভাষ্যম, তদ্ ব্যাচষ্টে—“সাংখ্যোঽপি হি” ইতি। ব্রুবাণোঽপি ইতি অন্বয়ঃ। সত্ত্বং বুদ্ধিগতঃ সত্ত্বগুণঃ। দর্শিতঃ বিষয়ঃ যস্য পুংসঃ স তথা তস্য ভাবঃ তত্ত্বং ততঃ ইতি। অবিভাগাপত্তিঃ তর্হি ক্ষীরবৎ সত্যেতি তন্নিমিত্তা তপ্তিঃ পুংসঃ সত্যা স্যাৎ, অতঃ আহ—“তদবিভাগাপত্তিশ্চ” ইতি। “অবিবেকো হ্যবিভাগঃ” ইতি। নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য ইতি ভাষ্যম্ উপাত্তম্। “অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ” ইতি তস্য অতীতানন্তরপদানুষঙ্গেন ব্যাখ্যা। ন দৃশ্যতে অনেন পুরুষতত্ত্বম্ ইতি “অদর্শনং” তমঃ। তস্য তপ্তিহেতুত্বম্ উপপাদয়তি—“ন তাবৎ” ইত্যাদিনা। তমসঃ তপ্তস্য নিবৃত্ত্যযোগাৎ পরস্য তন্নিমিত্ততপ্তেঃ অনাশঃ উক্তঃ। সিদ্ধান্তে তু অবিদ্যায়া অবস্তুনঃ তপ্তিহেতোঃ বিদ্যয়া নিবৃত্তেঃ মোক্ষোপপত্তিম্ আহ—“যথা হি” ইতি। “সাংখ্যস্য তু” ইতি। তু শব্দঃ ন শব্দসমানার্থঃ।১০ ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[**বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্** ।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

ন একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয়ে উত্তর দিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—যেহেতু বস্তুর একত্ব হইলে তপ্যতাপকভাব হয় না, তাহার একমাত্র কারণ একত্ব, সেই হেতু সাংব্যবহারিকভেদাশ্রয় অর্থাৎ ব্যবহারিকভেদকে আশ্রয় করিয়া যে তপ্যতাপকভাব হয় তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাপ অর্থাৎ দুঃখ কেবল ব্যবহারকালেই হয়, পরমার্থকালে হয় না—ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। **ভবেদেষ দোষঃ** ইত্যাদি গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ—"অস্মদভ্যুপগমঃ" অর্থাৎ ইহা যদি আমাদের স্বীকৃত হইত—এইরূপ। ভেদকে অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তপ্য-তাপকভাব থাকে—এই কথা বলেন যে সাংখ্য, তিনিও পুরুষ যে তপ্ ধাতুর কর্ম্ম হয়—ইহা বলিতে পারেন না; কারণ, পুরুষ পরিণামশীল নহে বলিয়া তপিক্রিয়া যে ফল জন্মায় সেই ফলবিশিষ্ট হইতে পারেন না। কেবল ইহাদ্বারা (সাংখ্যকে) স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ তপ্য এবং রজোগুণ তাহার তাপক। কিন্তু দর্শিতবিষয়ত্ববশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যাকর্ত্তৃক পুরুষ বিষয় দেখিয়াছে বলিয়া বুদ্ধিগত সত্ত্ব তাপযুক্ত হইলে তাহার সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পুরুষও যেন তাহার পর তাপযুক্ত হয়, কিন্তু (বাস্তবিক) তাপযুক্ত হয় না; কারণ, পুরুষ অপরিণামী—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আর সেই তদবিভাগাপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত অভেদভাবপ্রাপ্তিই অবিদ্যা, তাহা হইলে অবিদ্যাবশতঃ তপ্যতাপকভাব হয়—ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর আমরা তাহা বলিলে (অর্থাৎ অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয়, বাস্তবিক কিন্তু আত্মা অসঙ্গ, তাহার কোন সুখদুঃখাদি নাই) ইহা বলিলে আপনার পরুষবোধ অর্থাৎ কঠোর বলিয়া মনে হয় কেন? আরও আপনারা তাপককে অর্থাৎ রজোগুণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে।

তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **সনিমিত্তসংযোগা-পেক্ষত্বাৎ**—ইহার অর্থ—অদর্শনরূপ নিমিত্তের সহিত যাহা থাকে তাহা সনিমিত্ত, এইরূপ যে সংযোগ তাহাকে অপেক্ষা করে বলিয়া। **ন অদর্শনস্য তমসঃ** এই গ্রন্থদ্বারা উক্ত শঙ্কার নিরাস করিতেছেন। পুরুষের তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ নাই ইহা বলিয়াছি। ইহা কেবল বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, তাপক রজোগুণকর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়, এবং সেই বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের তামসবিপর্য্যাস অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য বিপরীত প্রত্যয়বশতঃ পুরুষ হইতে আত্মার ভেদদর্শন না হওয়ায় পুরুষ দুঃখিত হয়—এইরূপ মনে হয়, কিন্তু পুরুষ বিপরীত প্রত্যয়ের তুষ অর্থাৎ কণার সহিতও লিপ্ত হন না। কিন্তু সেই বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিদ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্ব অপেক্ষা পুরুষ পৃথক্—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা, তামসী অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য যে অবিবেকখ্যাতি, অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধিসত্ত্বের অভেদবুদ্ধি তাহাকে নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু তাহার মূলকারণ তমোগুণ থাকিতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইবে না। অবিদ্যা বিচ্ছিন্না অর্থাৎ মূলব্যতীত শাখাদি নষ্ট হইলেও ছিন্নবদরী অর্থাৎ ছেদন করা কুলগাছের মত উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ প্রবল তমোগুণদ্বারা সত্ত্বগুণকে পরাভব করিয়া বিবেক-বিজ্ঞাননাশপূর্ব্বক শতশিখরযুক্ত অর্থাৎ অসংখ্য বৃত্তিযুক্ত হইয়া ইহা আবিভূ্তা হইবে, অতএব ইহা অতিদুঃখের বিষয় যে, তাহা হইলে তপস্বিনী অর্থাৎ হতভাগিনী এই মোক্ষকথা দত্তজলাঞ্জলি অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু আমাদের মতে কোন দোষ নাই, **ঔপনিষদস্য তু** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। যেমন মুখ অবদাত অর্থাৎ পরিষ্কার থাকিলেও মলিন আদর্শতলরূপ উপাধিদ্বারা কল্পিত প্রতিবিম্ববিশেষযুক্ত হওয়ায় মলিন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা মলিন নহে; কারণ, বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব বাস্তবিক ভিন্ন নয়। তাহার পর সেই প্রতিবিম্বে মলিন আদর্শরূপ উপাধি হইতে মলিনতা স্থান লাভ করে। আর তাহা হইলে নিজের মুখ মলিন দেখিয়া দেবদত্ত দুঃখিত হয়। কিন্তু যখন উপাধি অর্থাৎ আদর্শ অপনয়ন করায় বিম্ব অর্থাৎ মুখই কল্পনাবশতঃ প্রতিবিম্ব হইয়াছে, এবং তাহা পরিষ্কার, এই তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ ব্যাপার অবগত হন, তখন ইহার দুঃখ প্রশমিত হয়; কারণ, সে বুঝিতে পারে যে, আমার মুখ মলিন নহে। এইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা কল্পিতাবচ্ছেদক অর্থাৎ যাহার ভেদ কল্পিত হইয়াছে, পরমাত্মার প্রতিবিম্বতুল্য সেই জীব একান্ত কল্পিত শব্দাদির সহিত সম্পর্কবশতঃ দুঃখিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পরমাত্মার তাপ নাই। কিন্তু যখন তত্ত্বমসি এই বাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাসের পরিণতির চরম উন্নতি হইতে এই জীবের সাক্ষাৎকার জন্মে, তখন জীব নিজের বিশুদ্ধচৈতন্যরূপ ব্রহ্মস্বরূপকে অনুভব করিয়া নির্মৃষ্টনিখিলসবাসন

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

ক্লেশজাল অর্থাৎ বাসনার সহিত যাহার নিখিল ক্লেশরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ হইয়া কেবল অর্থাৎ সকলবস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর কখনও ইহার সংসারভয় হয় না, কারণ তাহার হেতু—অবিদ্যা মিথ্যা বলিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের মতে তমোগুণ সত্য, অতএব জ্ঞানদ্বারা সত্যতমোগুণের সমূলে উচ্ছেদ করা অসাধ্য বলিয়া পুনর্ব্বার সংসার হইবার ভয় থাকিয়া যায়। এইজন্যই বিকারভেদস্য চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। ইতি প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ।১০

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

সাংখ্যমতের আচার্য্যগণ বলেন যে বেদান্তসকল প্রধানকে প্রতিপাদন করিতেছে, ব্রহ্মকে নহে; কারণ, ব্রহ্ম জগদ্বিলক্ষণ, কিন্তু প্রধান জগৎসলক্ষণ; এইরূপে বেদান্তের প্রধানেই তাৎপর্য্য—এই বলিয়া বেদান্ত-ব্যাখ্যার অনুকূলরূপে যে সকল যুক্তি উল্লেখ করা হয় সেই সকল যুক্তি পূর্ব্বপাদে নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রধানসিদ্ধি করিবার জন্য বেদের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাধীনভাবে তাঁহারা যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন, এই পাদে সেই যুক্তিসকল উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা হইতেছে—তন্মধ্যে সাংখ্যমত তর্কবহুল ও অতিপ্রবল বলিয়া প্রথমে তাহাকেই খণ্ডন করিবার জন্য রচনানুপপত্ত্যধিকরণনামক প্রথম অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ইহাতে ১০ সূত্র আছে—ইহার সকল সূত্রগুলিই পরমতখণ্ডনপর। সেই সূত্রগুলি এই—

১। রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।	৬। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।
২। প্রবৃত্তেশ্চ।	৭। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি।
৩। পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।	৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।
৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।	৯। অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।
৫। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।	১০। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্।

ইহাদের অক্ষরার্থ—

১। [জগদ্] রচনার অনুপপত্তি হয় বলিয়া এবং [হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি হয় বলিয়া জগৎকারণ প্রধানের] অনুমান সিদ্ধ হয় না।

২। এবং [চেতনাধীন অচেতনের] প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া [প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না।]

৩। দুগ্ধ এবং জলের ন্যায় [প্রবৃত্তি হয় বলিলে] সেস্থলেও [চেতনাধীনই অচেতনের প্রবৃত্তি হয়।]

৪। এবং [প্রধান-] ব্যতিরেকে [অন্যসহকারীর] অনবস্থিতিবশতঃ [প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে অপরের] অপেক্ষা না করায় [জগৎকারণ প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না।]

৫। অন্যত্র অর্থাৎ বৃষ প্রভৃতিতে [তৃণাদির ক্ষীরে পরিণতির] অভাব দেখা যায় বলিয়া তৃণাদির ন্যায় নহে।

৬। [প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তির] অভ্যুপগম করিলেও [পুরুষার্থরূপ] অর্থের অপেক্ষার অভাব হয় বলিয়া অথবা ভোগ ও মোক্ষ প্রয়োজন হয় বলিয়া [প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না]।

৭। [পঙ্গু] পুরুষ [ও] চুম্বুকপ্রস্তরের ন্যায় যদি বলা হয় তথাপি [পুরুষপ্রেরকত্ব সিদ্ধ হয় না]।

৮। আরও [প্রেরক না থাকায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রচ্যুতির অভাবে] অঙ্গিত্বের অনুপপত্তি হয় বলিয়া [প্রধানের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ হয় না]।

৯। আর অন্যথা [গুণসকল পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব] অনুমিত হইলেও জ্ঞানশক্তি না থাকায় [রচনানুপপত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ হয়]।

১০। [সাংখ্যগণ কখন মহৎ হইতে কখন অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি হয় ইত্যাদি বলেন] বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া [সাংখ্যমত] অসমঞ্জস হয়। এই অধিকরণের সঙ্গতিগুলি এইরূপ—

(১) **সঙ্গতি—**

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরমতখণ্ডনরূপ এই দ্বিতীয় পাদে, ইহার মূলস্বরূপ প্রথমাধ্যায়ের শ্রৌতসমন্বয়ের যুক্তিদ্বারা দৃঢ়তাসাধন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া এই পাদে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল। অর্থাৎ ইহার প্রথমপাদের যে ভাবে শ্রুতিসঙ্গতি ছিল, ইহাতেও সেইভাবে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিবে।

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—এইপাদে জগতের উপাদানকারণ প্রধান নহে, কিন্তু ব্রহ্ম, যুক্তির সাহায্যে ইহা বলায় ব্রহ্মবিচারাখ্য এই শাস্ত্রের সহিত এই পাদের শাস্ত্রসঙ্গতিও থাকিল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্।১০]

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মেই সমন্বিত বলায়, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহার মীমাংসা করায়, আর এই পাদে যুক্তির দ্বারা সেই বিরোধ পরিহার করায়, এই পাদে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল।

চতুর্থ পাদসঙ্গতি —পূর্ব্বপাদে স্বপক্ষস্থাপন করিয়া অবিরোধ প্রদর্শন করায়, এবং এই পাদে যুক্তির দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া সেই অবিরোধ প্রদর্শন করায়, পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের উপজীব্য উপজীবকভাবরূপ পাদসঙ্গতিও থাকিল। কারণ, স্বপক্ষস্থাপন ব্যতীত পরপক্ষখণ্ডন করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মে কারণধর্ম্মের উপপত্তি কথিত হইয়াছে। সেই কারণধর্ম্মের উপপত্তি প্রধানে কেন হইবে না—এইরূপ আক্ষেপ করিয়া এই অধিকরণ আরম্ভ করিয়া পরমতখণ্ডন করায়, ইহাতে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি ও পাদসঙ্গতি প্রভৃতি সবই থাকিল।

(২) **বিষয়**—অচেতনপ্রধান জগদুপাদান এই সাংখ্য সিদ্ধান্ত এস্থলে বিষয়।

(৩) **সংশয়**—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক অর্থাৎ চেতনরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন, ইহার প্রতিপাদক যে বেদ, তাহার সাংখ্যশাস্ত্রের অনুমানদ্বারা বিরোধ হয় কি না?

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে বিরোধ হয়, সিদ্ধান্তমতে বিরোধ হয় না।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—এইরূপ সন্দেহ হইলে ইহা পাওয়া গেল যে—

সুখদুঃখবিষাদৈর্হি ভাবাঃ প্রত্যেকমন্বিতাঃ।
তস্মাৎ তে তদুপাদানাঃ পরিমাণাদিভিস্তথা॥

অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই সুখদুঃখ ও বিষাদযুক্ত, অতএব তাহারা তদুপাদান অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও বিষাদ হইতে উৎপন্ন, এবং পরিমাণাদিহেতুদ্বারাও তাহাই সিদ্ধ হয়।

যে সকল বস্তু, অনেকবৃত্তিযুক্ত যে সকল পদার্থের সহিত প্রত্যেকে অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হয়, তাহারা তৎপ্রকৃতিক অর্থাৎ সেই সকল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন মৃত্তিকাযুক্ত শরাবাদিপদার্থসকল। চৈত্রপত্নী পদ্মাবতী সেইরূপ অর্থাৎ অনেকবৃত্তিযুক্ত সুখ দুঃখ ও মোহযুক্ত— কারণ চৈত্রের তাহাতে প্রীতি হয়, তাহার সপত্নীগণের দুঃখ জন্মে, এবং তাহাকে না পাওয়ায় মৈত্রের মোহরূপ বিষাদের উদয় হয়। পদ্মাবতী দৃষ্টান্তদ্বারা সমস্ত জগৎ বুঝান হইল। রূপাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য অনেকবৃত্তিযুক্ত এই পদটি বলা হইয়াছে বৃক্ষাদিতে ব্যাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কেবল একে না থাকিয়া অনেকে অনুগত অর্থাৎ বর্ত্তমান বনে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচার বারণের জন্য প্রত্যেক এই পদটি বলা হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক তরুতে অর্থাৎ বৃক্ষে বন আছে এ বুদ্ধি হয় না। ইহার অনুমান প্রণালীএই প্রকার যথা—

সুখ দুঃখ ও মোহ—সকল কার্য্যের উপাদান	প্রতিজ্ঞা
কারণ প্রত্যেক কার্য্যে অনুগত হইয়া অনেকে বর্ত্তমান থাকে	হেতু
যেমন মৃত্তিকাদি	দৃষ্টান্ত

এই প্রকারে ঘটাদিবস্তু সুখাদিপ্রকৃতিক অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্থির হইলে—

আকাশাদিমহাভূতসকল সুখাদিপ্রকৃতিক অর্থাৎ সুখাদি উপাদান হইতে উৎপন্ন	প্রতিজ্ঞা
যেহেতু তাহারা কার্য্যবস্তু	হেতু
যেমন ঘট	দৃষ্টান্ত

অতএব সেখানেও তৎপ্রকৃতিকত্ব অর্থাৎ আকাশাদি যে সুখ দুখ ও মোহরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ইহা অনুমান করা উচিত, যদি বল তবে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ পৃথক্ পৃথক্ভাবে উপাদান হইল, না তাহা বলিতে পার না কারণ—

বিবাদের বিষয় কার্য্যপদার্থ সংসৃজ্যমানবস্তুপ্রকৃতিক অর্থাৎ মিলিত অনেকবস্তুজাত	প্রতিজ্ঞা
কারণ তাহা পরিমিত	হেতু
যেমন মৃত্তিকাজলপ্রভৃতিমিলিতবস্তুদ্বারা উৎপন্ন অঙ্কুরাদি	দৃষ্টান্ত

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

"শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ, কারণকার্য্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য," সৎকার্য্যবাদে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ অনুমান আছে, যথা—

(ক)	কারণের শক্তি বিদ্যমানবস্তুবিষয়ক অর্থাৎ বর্ত্তমানবস্তুই তাহার বিষয়	প্রতিজ্ঞা
	কারণ তাহা বিষয়ী	হেতু
	যেমন জ্ঞান	দৃষ্টান্ত
(খ)	কারণত্ব বিদ্যমানবস্তুপ্রতিযোগিক অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যবস্তু তাহার প্রতিযোগি হয়	প্রতিজ্ঞা
	কারণ তাহা সপ্রতিযোগি অর্থাৎ তাহা প্রতিযোগি কার্য্যবস্তুর সহিত থাকে	হেতু
	যেমন বাচ্যত্ব	দৃষ্টান্ত
(গ)	প্রলয়কাল কার্য্যবস্তুযুক্ত	প্রতিজ্ঞা
	যেহেতু তাহা কাল	হেতু
	যেমন স্থিতিকাল	দৃষ্টান্ত

(৬) **সিদ্ধান্ত**—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছি—

গুণানাং প্রকৃতিকত্বে স্যাৎ মায়য়া সিদ্ধসাধনম্।
চেতনেনানধিষ্ঠানে তেষাং হেতোর্বিরুদ্ধতা॥

তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যান্বয়িত্ব হেতুদ্বারা সত্ত্বাদিগুণের কেবল প্রকৃতিত্ব অথবা চেতনানধিষ্ঠিত প্রকৃতিত্ব সাধ্য? প্রথমপক্ষে সিদ্ধসাধন দোষ হয়; কারণ, ঈশ্বরাধীন ত্রিগুণমায়া জগতের প্রকৃতি—ইহা সিদ্ধান্তীরও স্বীকার্য্য। দ্বিতীয়পক্ষে সমন্বয়হেতু বিরুদ্ধ হয়; কারণ, ঘটাদিতে অনুগত মৃত্তিকাদিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি থাকে।

আর তাহা হইলে বিবাদের বিষয় জগৎ, চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনপ্রকৃতিক অর্থাৎ ঐরূপ অচেতন হইতে উৎপন্ন নহে; কারণ, তাহা কার্য্যবস্তু যেমন—কুম্ভ। এই প্রকার সৎপ্রতিপক্ষিত হয় অর্থাৎ উক্ত হেতু সৎপ্রতিপক্ষনামক দোষযুক্ত হয়। আর সুখাদিবস্তু আত্মনিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের ঘটাদিতে অন্বয় হওয়া অসিদ্ধ। পদ্মাবতীপ্রভৃতি সুখাদির কারণই হয়, কিন্তু সুখাদিস্বরূপ হয় না; কারণ, তাহা অনুভববিরুদ্ধ, পরিমিতত্বহেতুও সংসৃষ্টবস্তুপ্রকৃতিকত্বকে সাধন করে না। কারণ, দেশবশতঃ যে পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হওয়া তাহা আকাশে অব্যাপ্ত অর্থাৎ আকাশে তাহা নাই। বস্তুবশতঃ যে পরিমিতত্ব তাহা আত্মাতে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হয়; কারণ, আত্মা অন্যবস্তু অপেক্ষা পরিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে সংসৃজ্যমান-বস্তুপ্রকৃতিকত্বরূপ সাধ্য নাই; কারণ, আত্মা নিত্য। কালবশতঃ যে পরিমিতত্ব তাহা সাবয়বত্বদ্বারা উপাধিযুক্ত অর্থাৎ এই হেতুতে সাবয়বত্ব উপাধি আছে। কারণ, নানা বস্তু হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরাদি সকল বস্তুই সাবয়ব এবং এই সাবয়বত্ব হেতুর ব্যাপক নহে; কারণ, ক্রিয়াদিতে তাহার অনুমান করিলে বাধ হয়; যেহেতু সেখানে সাধ্য থাকে না, এবং বিষয়িত্বহেতু ও অতীতাদি বস্তুর জ্ঞানে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হয়। তাহার কারণ, যাহা অতীত বা ভবিষ্যৎ তাহাও যদি বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে অতীতাদির জ্ঞান নিরালম্বন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা হইলে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন বস্তু না থাকায় উক্ত জ্ঞান বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে; অর্থাৎ সকল বস্তুই তাহা হইলে বর্ত্তমান হইয়া যায়, এবং সপ্রতিযোগিত্বহেতু ও অভাবে ব্যভিচার হয়। কারণ, অভাবেরও প্রতিযোগী থাকে, অথচ তাহা বিদ্যমানপ্রতিযোগিক নহে অর্থাৎ তাহার প্রতিযোগী বর্ত্তমান থাকে না; কারণ, তাহা হইলে ব্যাঘাতরূপ দোষ হয়। অর্থাৎ যাহার অভাব তাহাই যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে অভাব হইল কি করিয়া? আর কালত্বাদি হেতু বাধিত বিষয় অর্থাৎ উক্ত হেতুর সাধ্য-কার্য্যত্বের বাধ হয়, অর্থাৎ প্রলয়কালরূপ পক্ষে সে সাধ্য নাই। কারণ, প্রলয়ে যে সাধ্য থাকে না, তাহা ধর্ম্মি-গ্রাহক প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত, অর্থাৎ যে প্রমাণদ্বারা প্রলয়রূপ পক্ষের জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারাই জ্ঞান হয় যে, প্রলয়ে কোন কার্য্য থাকে না। আর ইহাও বলিতে পার না যে, প্রলয়ে কার্য্য থাকে বটে, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয় না। কারণ, কার্য্যের মত অভিব্যক্তিও যদি বর্ত্তমান:থাকে, তাহা হইলে তাহার অনভিব্যক্তি বলা ব্যাঘাত হয়, আর যদি অভিব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে কার্য্যও অসৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের মতে যাহা সর্ব্বদাই সৎ তাহা কখনও অসৎ হইবে না, কিন্তু যাহা কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহা (কার্য্য) সৎও নয় অসৎও নয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়—ইহা আমরা আরম্ভণাধিকরণে বলিয়া দিয়াছি।

মহদ্দীর্ঘাধিকরণং নাম

দ্বিতীয়াধিকরণম্

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।১১ *

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণটী শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থ মুনি যে দুইটী শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা এই—

প্রধানং জগতো হেতুর্ন বা সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ।
অন্বিতাঃ সুখদুঃখাদ্যৈর্যতো হেতুরতো ভবেৎ॥১
ন হেতুর্যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেরসম্ভবাৎ।
সুখাদ্যা আন্তরা বাহ্যা ঘটাদ্যাস্তু কুতোঽন্বয়ঃ॥২

অন্বয়ঃ—প্রধানং জগতঃ হেতুঃ ন বা ? যতঃ সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ সুখদুঃখাদ্যৈঃ অন্বিতাঃ অতঃ হেতুঃ ভবেৎ।১ যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেঃ অসম্ভবাৎ ন হেতুঃ সুখাদ্যাঃ আন্তরাঃ, ঘটাদয়স্তু বাহ্যাঃ, অন্বয়ঃ কুতঃ ?।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।

প্রধানকারণবাদো নিরাকৃতঃ পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ। তত্রাদৌ তাবদ্ যঃ অণুবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি দোষঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে, স প্রতিসমাধীয়তে। তত্রায়ং বৈশেষিকাণাম্ অভ্যুপগমঃ—কারণদ্রব্যসমবায়িনো গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরম্ আরভন্তে, শুক্লেভ্যঃ তন্তুভ্যঃ শুক্লস্য পটস্য প্রসবদর্শনাৎ তদ্বিপর্য্যয়াদর্শনাচ্চ। তস্মাৎ চেতনস্য ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে অভ্যুপগম্যমানে কার্য্যেঽপি জগতি চৈতন্যং সমবেয়াৎ। তদদর্শনাৎ তু ন চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবিতুম্ অর্হতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্** অর্থাৎ 'হ্রস্ব হইতে' অর্থাৎ দ্ব্যণুকরূপ অণু হইতে এবং 'পরিমণ্ডল হইতে' অর্থাৎ পরমাণু হইতে; **মহদ্দীর্ঘবৎ** অর্থাৎ মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের ন্যায়; **বা** অর্থ এবং; অর্থাৎ হ্রস্ব ও অণু দ্ব্যণুকের ন্যায় [চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়।] অর্থাৎ যেমন তোমার মতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা নিজের কারণের মহত্ত্ব বা দীর্ঘত্বকে অপেক্ষা করে না। কারণ, দ্ব্যণুকে উহা নাই, (বা শব্দের অর্থ অনুক্ত সমুচ্চয় অর্থাৎ যাহা বলা হয় নাই, তাহাও ধরিয়া লইতে হইবে।) অর্থাৎ পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু হইতে যেমন অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহা পরমাণুর অণুত্ব বা হ্রস্বত্বকে অপেক্ষা করে না; কারণ, পরমাণুতে তাহা নাই। এইরূপ আমার মতে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন আকাশাদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা কারণের অচেতনত্বকে অপেক্ষা করে না।

ভাষ্যার্থ—প্রধানকারণবাদ অর্থাৎ যাঁহারা প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতের নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইল, এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ অর্থাৎ যাঁহারা পরমাণুকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের মত অর্থাৎ বৈশেষিকাদিদর্শনের মত খণ্ডন করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমে পরমাণুবাদী বৈশেষিক ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ বেদান্তমতবাদীর প্রতি যে দোষের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ আরোপ করেন, তাহার প্রতিসমাধান অর্থাৎ উদ্ধার করিতেছেন। বৈশেষিকগণের অভ্যুপগম এই যে, অর্থাৎ বৈশেষিকগণের নিয়ম এই যে, কারণদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে যে গুণসকল থাকে, তাহারা কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয় অর্থাৎ নিজের তুল্যজাতীয় গুণসকলকে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে; কারণ, দেখা যায়, শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে শুক্লবর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, ইহার বিপর্য্যয়ও দেখা যায় না। অতএব চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে কার্য্যস্বরূপ জগতেও চৈতন্য সমবেত হইত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না।

* এখানে "মহদ্দীর্ঘবৎ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এতদ্দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইল। এই অধিকরণে স্বপক্ষস্থাপন করায়

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভামতী।

"প্রধানকারণবাদ" ইতি। যথৈব প্রধানকারণবাদঃ ব্রহ্মকারণবাদবিরোধী এবং পরমাণু-কারণবাদোঽপি, অতঃ সোঽপি নিরাকর্ত্তব্যঃ। [এতেন] "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" ইত্যস্য প্রপঞ্চ আরভ্যতে। তত্র বৈশেষিকা ব্রহ্মকারণত্বং দূষয়াম্বভূবুঃ। চেতনং চেৎ আকাশাদীনাম্ উপাদানং তদারব্ধম্ আকাশাদি চেতনং স্যাৎ। কারণগুণপ্রক্রমেণ হি কার্য্যে গুণারম্ভো দৃষ্টঃ, যথা শুক্লৈঃ তন্তুভিঃ আরব্ধঃ পটঃ শুক্লঃ, ন জাতু অসৌ কৃষ্ণো ভবতি। এবং চেতনারব্ধম্ আকাশাদি চেতনং ভবেৎ, ন তু অচেতনম্। তস্মাদ্ অচেতনোপাদানম্ এব জগৎ। তচ্চ অচেতনং পরমাণবঃ। সূক্ষ্মাৎ খলু স্থূলস্য উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে, যথা তন্তুভিঃ পটস্য, এবম্ অংশুভ্যঃ তন্তূনাম্, এবম্ অপকর্ষপর্য্যন্তং কারণদ্রব্যম্ অতিসূক্ষ্মম্ অনবয়বম্ অবতিষ্ঠতে, তচ্চ পরমাণু। তস্য তু সাবয়বত্বে অভ্যুপগম্যমানে অনন্তাবয়বত্বেন সুমেরুরাজসর্ষপয়োঃ সমান-পরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যুক্তম্।

তত্র চ প্রথমং তাবৎ অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণৌ কর্ম্ম, ততঃ অসৌ পরমাণ্বন্তরেণ সংযুজ্য দ্ব্যণুকম্ আরভতে। বহবস্তু পরমাণবঃ সংযুক্তা ন সহসা স্থূলম্ আরভন্তে, পরমাণুত্বে সতি বহুত্বাৎ; ঘটোপগৃহীতপরমাণুবৎ। যদি হি ঘটোপগৃহীতাঃ পরমাণবঃ ঘটম্ আরভেরন্, ন ঘটে প্রবিভজ্যমানে কপালশর্করাদ্যুপলভ্যেত, তেষাম্ অনারব্ধত্বাৎ ঘটস্যৈব তু তৈঃ আরব্ধত্বাৎ। তথা সতি মুদ্গরপ্রহারাদ্ ঘটবিনাশে ন কিঞ্চিৎ উপলভ্যেত, তেষাম্ অনারব্ধত্বাৎ। তদবয়বানাং পরমাণূনাম্ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। তস্মাৎ ন বহূনাং পরমাণূনাং দ্রব্যং প্রতি সমবায়িকারণত্বম্, অপি তু দ্বাবেব পরমাণূ দ্ব্যণুকম্ আরভেতে। তস্য চ অণুত্বং পরিমাণং পরমাণুপরিমাণাৎ পারিমাণ্ডল্যাৎ অন্যৎ ঈশ্বরবুদ্ধিম্ অপেক্ষ্য উৎপন্না দ্বিত্বসংখ্যা আরভতে।

ন চ দ্ব্যণুকাভ্যাং দ্রব্যস্য আরম্ভঃ, বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তদপি হি দ্ব্যণুকমেব ভবেৎ, ন তু মহৎ। কারণবহুত্বমহত্ত্বপ্রচয়বিশেষেভ্যো হি মহত্ত্বস্য উৎপত্তিঃ। ন চ দ্ব্যণুকয়োঃ মহত্ত্বম্ অস্তি, যতঃ তাভ্যাম্ আরব্ধং মহদ্ ভবেৎ। নাপি তয়োঃ বহুত্বং, দ্বিত্বাদেব। ন চ প্রচয়ভেদঃ তূলপিণ্ডানামিব, তদবয়বানাম্ অনবয়বত্বেন প্রশিথিলাবয়বসংযোগভেদবিরহাৎ। তস্মাৎ তেনাপি তৎকারণদ্ব্যণুকবদ্ অণুনৈব ভবিতব্যম্। তথা চ পুরুষোপভোগাতিশয়াভাবাৎ অদৃষ্ট-নিমিত্তত্বাচ্চ বিশ্বনির্ম্মাণস্য ভোগার্থত্বাৎ তৎকারণেন চ দ্ব্যণুকেন তন্নিষ্পত্তেঃ, কৃতং দ্ব্যণুকাশ্রয়েণ দ্ব্যণুকান্তরেণ, ইতি আরম্ভবৈয়র্থ্যম্। আরম্ভার্থবত্ত্বায় বহুভিরেব দ্ব্যণুকৈঃ ত্র্যণুকং চতুরণুকং বা দ্রব্যং মহদ্দীর্ঘম্ আরব্ধব্যম্। অস্তি হি তত্র তত্র ভোগভেদঃ। অস্তি চ বহুত্বসংখ্যা

ইহাতে পাদসঙ্গতির ব্যাঘাত হইয়াছে। কারণ এটী পরপক্ষখণ্ডনপাদ। ভাস্করভাষ্যও এই মতাবলম্বী। রামানুজাদি ভাষ্যে এই অধিকরণটীকে খণ্ডনপরই করিয়া পাদসঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই একটী সূত্রে একটী অধিকরণ—ইহা শঙ্কর ও ভাস্কর-ভাষ্যের মত। অন্যমতে ইহা পরবর্ত্তী অধিকরণের প্রথম সূত্র মাত্র। শাঙ্করমতে পাদসঙ্গতির ব্যতিক্রম দেখিলে মনে হয়, ইহা তিনি ব্যাসের সাম্প্রদায়িকব্যাখ্যানুরোধেই করিয়াছেন। নচেৎ অপর বহু পরবর্ত্তী আচার্য্যের ন্যায় সূত্রের অন্যথা পাঠ করিলে অথবা উহাকে প্রথমপাদে শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে পাঠ করিলে কে বাধা দিত? স্বমতস্থাপন করিয়া পরমতখণ্ডন করিতে হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিরোধ-পরিহাররূপ স্বমতস্থাপনপাদে বৈশেষিকের নিকট স্বমতবিরোধ পরিহার না করিয়া, তাহাদের আক্ষেপের উত্তর না দিয়া "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" এই পূর্ব্বপাদের সূত্রে সংক্ষেপে বৈশেষিকাদির মত খণ্ডনই করা হইয়াছে, স্বমতস্থাপনে বিরোধ পরিহার করা হয় নাই। এজন্য এস্থলে অবান্তরসঙ্গতিলোভে বিস্তৃতরূপে বিরোধপরিহারপূর্ব্বক বৈশেষিক মতের খণ্ডন করা যাইতেছে। ইহাই পাদসঙ্গতিলঙ্ঘনে শঙ্করমতের সমর্থনে যুক্তি। রামানুজাদিভাষ্যে এই সূত্রের পূর্ব্ব সূত্রের "অসমঞ্জসম্" পদের অনুবৃত্তি করিয়া ইহাকে খণ্ডনপর করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকরণারম্ভক সূত্রে অনুবৃত্তি করিতে হইলে পূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্রের কোন পদের অনুবৃত্তি করা আবশ্যক। বস্তুতঃ পশুপত্যধিকরণে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি তাহাই করিয়াছেন। তাহার পর এই পাদের সমস্ত অধিকরণের প্রথম সূত্রে নিষেধার্থক পদ আছে। কিন্তু এই অধিকরণে তাহা নাই, এজন্য ইহাকে স্থাপনপর করাই আবশ্যক। সূত্রকারের অভিপ্রায় এক্ষেত্রে আর অন্যরূপ হইতে পারে না। অতএব এই সূত্রকে খণ্ডনপর করিয়া ব্যাখ্যা করা অপর আচার্য্যগণের সূত্রকারের অধিাভিপ্রায়ানুসরণ করিয়া হয় নাই।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১।]

ভামতী।

ঈশ্বরবুদ্ধিম্ অপেক্ষ্য উৎপন্না মহত্ত্বপরিমাণযোনিঃ। ত্র্যণুকাদিভিঃ আরব্ধং তু কার্য্যদ্রব্যং কারণবহুত্বাদ্ বা কারণপ্রচয়ভেদাদ্ বা কারণমহত্ত্বাদ্ বা মহদ্ ভবতি ইতি প্রক্রিয়া।

তৎ এতয়া এব প্রক্রিয়য়া কারণসমবায়িনঃ গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়মেব গুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি দূষণম্ অদূষণীক্রিয়তে, ব্যভিচারাৎ ইত্যাহ। যথা মহদ্ দ্রব্যং ত্র্যণুকাদি হ্রস্বাৎ দ্ব্যণুকাৎ জায়তে, ন তু মহত্ত্বগুণোপজননে দ্ব্যণুকগতং মহত্ত্বম্ অপেক্ষতে, তস্য হ্রস্বত্বাৎ। যথা বা তদেব ত্র্যণুকাদি দীর্ঘং হ্রস্বাৎ দ্ব্যণুকাৎ জায়তে, ন তু তদ্গতং দীর্ঘত্বম্ অপেক্ষতে তদভাবাৎ। বা—শব্দঃ চার্থে, অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। যথা দ্ব্যণুকম্ অণুহ্রস্বপরিমাণং পরিমণ্ডলাৎ পরমাণোঃ অপরিমণ্ডলং জায়তে, এবং চেতনাদ্ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ নিষ্পদ্যতে ইতি সূত্রযোজনা।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদ্যপি অস্য স্বপক্ষদোষপরিহারস্য স্মৃতিপাদে এব সঙ্গতিঃ, তথাপি যদি প্রধানগুণানন্বয়াৎ জগৎ ন তৎপ্রকৃতিকং, তর্হি ব্রহ্মবিশেষগুণানন্বয়াৎ ন তদুপাদানকম্ ইতি অবান্তরসঙ্গতিলোভাৎ ইহ লিখিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানপ্রধানস্য অস্য শাস্ত্রস্য পরমতনিরাসপরত্বা-ভাবাৎ "নিরাকৃতঃ" "নিরাকর্ত্তব্যঃ" ইতি চ ভাষ্যনির্দ্দেশাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—"যথৈব" ইতি। শ্রৌতব্রহ্মধীসিদ্ধ্যৈ তন্নিরাস ইত্যর্থঃ। "এতেন" ইত্যত্র কারণং কার্য্যাৎ ন্যূনপরিমাণম্ ইতি নিয়মো ভগ্নঃ। ইহ কারণবিশেষগুণস্য কার্য্যে গুণারম্ভনিয়মো ভজ্যতে ইতি সত্যপি ভেদে রীতিসাম্যকৃতজামিত্বপরিহারঃ। "প্রপঞ্চ আরভ্যতে" ইতি। কারণগুণস্য প্রক্রমঃ উপক্রমঃ নিয়তপূর্ব্বসত্ত্বং তেন তম্ অসমবায়িকারণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। তর্কস্য বিপর্য্যয়ম্ অনুমানম্ আহ "তস্মাৎ" ইতি। বিমতম্ অচেতনোপাদানকং, কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ, সম্মতবৎ ইত্যর্থঃ। জ্ঞানাদৌ ব্যভিচারবারণায় দ্রব্যপদম্। মায়াশবলব্রহ্মোপাদানত্বেন সিদ্ধসাধনত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুম্ এব-কারঃ। প্রধানসিদ্ধ্যা অর্থান্তরত্বম্ আশঙ্ক্য আহ—"তচ্চ" ইতি। "ইত্যুক্তম্" ইতি। "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা" (২।১।১২) ইত্যত্র পূর্ব্বপক্ষে ইত্যর্থঃ। মহাপ্রলয়ে প্রযত্নাভিঘাতাদ্যভাবাৎ কথম্ অণুষু কর্ম্ম? তত্রাহ—"অদৃষ্টবৎ" ইতি। ননু কিং দ্ব্যণুকারম্ভবাবধিনা, অতঃ আহ—"বহবস্তু" ইতি। অসংযুক্তানাম্ আরম্ভানভ্যুপগমাৎ সিদ্ধসাধনম্ আশঙ্ক্য আহ—"সংযুক্তা" ইতি। "সহসা" ইতি। দ্ব্যণুকম্ অনারভ্য ইত্যর্থঃ। অনেন বাধঃ অপোদিতঃ। তন্ত্বাদিষু ব্যভিচারবারণার্থম্ "অণুত্ব" ইতি। দ্ব্যণুকেষু অনৈকান্তিকত্ববারণার্থং "পরমে"তি। পরমাণ্বোঃ স্বাপেক্ষয়া স্থূলদ্ব্যণুকারম্ভকয়োঃ অব্যভিচারায় "বহুত্বাদি"তি। সাধ্যবৈকল্যম্ আশঙ্ক্য আহ—"যদি হি" ইতি। পরমাণবঃ কিম্ অনারভ্য দ্ব্যণুকাদীনি কুম্ভম্ আরভন্তে ইতি উত আরভ্য। নাদ্যঃ ইত্যাহ—"ন ঘটে" ইতি। সত্যেব ঘটে বুদ্ধ্যা বিভজ্যমানে কপালাদিখণ্ডাবয়বিনো ন উপলভ্যেরন্। তথাচ ত্রসরেণুবৎ অনুপলব্ধরেখোপরেখে ঘটে সংস্থানবিশেষানুপপত্তেঃ * ব্যঞ্জকাভাবাৎ ঘটত্বানুপলব্ধিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"ঘটস্যৈব তু" ইতি। যদি হি পরমাণব এব খণ্ডাবয়বিনম্ আরভ্য মহাবয়বিনঃ আরভেরন্ তথা সতি সর্ব্ব এব তে পরমাণুষু সম্ভবেয়ুঃ। তচ্চ ন, মূর্ত্তানাম্ অবয়বাবয়বিভাববিরহিণাম্ একদেশত্বাভাবনিয়মাৎ। অবয়বাবয়বিনৌ হি তন্তুপটৌ একত্র সংযোগিভূভাগে ভবতঃ, ন তু পরমাণুষু সমবয়তাম্ অবয়বিনাম্ অস্তি পরস্পরম্ অবয়বাবয়বিভাবঃ ইতি ন সমানদেশতা। তস্মাৎ যদি পরমাণুভিঃ স্থূলম্ আরভ্যেত ঘট এব বা আরভ্যঃ স্যাৎ ন কপালাদীনি ইত্যর্থঃ। যদি চ ঘট এব পরমাণুভিঃ আরব্ধঃ তদা ন কেবলং বিদ্যমানে ঘটে সংস্থানানুপলম্ভপ্রসঙ্গঃ, কিন্তু নাশাৎ ঊর্দ্ধম্ অপি কপালাদ্যনুপলম্ভপ্রসঙ্গঃ ইত্যাহ—"তথা সতি" ইতি। ন চ বাচ্যং কুম্ভভঙ্গসমনন্তরম্ অবস্থিতসংযোগসচিবাঃ পরমাণবঃ কপালকণাদীন্ আরভন্তে, সতি তু কুম্ভে তেন প্রতিবন্ধাৎ অসন্তোঽপি সংযোগা নারভন্তে ইতি, যতঃ কপালাদীনামেব সহসা আরম্ভে সংস্থানানুপলম্ভঃ স্যাৎ, দ্ব্যণুকাদীনি আরভ্য তদারম্ভে মূর্ত্তানাং সমানদেশত্বাযোগঃ, দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণ তদারম্ভে কুম্ভারম্ভেঽপি তথা ভবতু ইতি বৃথা চ শুষ্কবর্ণমিতি +। ননু দ্ব্যণুকৈরপি যদি বহুভিঃ কার্য্যম্ আরভ্যতে, তর্হি ঘটাদয়ঃ অপি আরভ্যন্তাং, তথা চ আন্তরালিককার্য্যানুপলম্ভপ্রসঙ্গঃ। অথ তৈঃ ত্রসরেণুরেব আরভ্যতে, তর্হি পরমাণুভিরপি স এব আরভ্যতাং, মুধা দ্ব্যণুকং, বিশেষো বা বাচ্যঃ, উচ্যতে—কিং সর্ব্বত্র পরমাণূনাম্ আরম্ভকত্বম্ উত ক্বচিৎ দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমোঽপি। নাদ্যঃ, যতঃ এবং অস্তি লোষ্টমূলাবয়বপরমাণুসংখ্যাপেক্ষয়া লোষ্টাবয়বমূলপরমাণূনাং সংখ্যাপকর্ষঃ। অন্যথা লোষ্টতদবয়বয়োঃ গুরুত্বাদিসাম্যপ্রসঙ্গাৎ। তাবৎ তদপেক্ষয়া তদবয়বতদবয়বানাং মূলাবয়বপরমাণুসংখ্যাপকর্ষঃ দ্রষ্টব্যঃ। ন চ অয়ং নিরবধিঃ, একত্বাৎ পরং ন্যূনসংখ্যাসম্ভবাৎ। ন চ ত্রিত্বম্ আরম্ভকসংখ্যাবধিঃ, ততঃ পরমপি একত্বদ্বিত্বভাবাৎ। ন চ একত্বম্, একস্য সংযোগানুপপত্তৌ অসমবায়িকারণবিধুরস্য অনারম্ভকত্বাৎ। তস্মাৎ সজাতীয়সংযুক্তপরমাণুগতদ্বিত্বম্ আরম্ভকসংখ্যাপকর্ষাবধিঃ ইতি সিদ্ধং দ্ব্যণুকম্। তথাচ ন সর্ব্বত্র পরমাণুভিঃ ত্র্যণুকারম্ভঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, সিদ্ধং হি পরমাণোঃ ত্র্যণুককারণং দ্ব্যণুকং প্রতি কারণত্বম্। তথাচ ন তস্য ক্বাপি ত্র্যণুককারণত্বসম্ভবঃ, কারণ-কারণজাতীয়স্য কার্য্য-কার্য্যজাতীয়ং প্রতি অনারম্ভকত্বাৎ। ন হি অংশুজাতীয়ঃ তন্তুকার্য্যং পটজাতীয়ম্ আরভতে ইতি। বহুত্বং প্রতি বহূনাং পরমাণূনাং সমবায়িকারণত্বাৎ দ্রব্যং প্রতি ইতি উক্তম্। প্রলয়ে অস্মদাদীনাম্ অপেক্ষাবুদ্ধ্যভাবম্ আশঙ্ক্য ঈশ্বরবুদ্ধিম্ ইত্যুক্তম্। "তদপি হি" ইতি। পরিমাণস্য সজাতীয়পরিমাণারম্ভকত্বনিয়মাৎ ইত্যর্থঃ। "কারণবহুত্ব" ইতি। সমপরিমাণদৃঢ়সংযোগবৎ-তন্ত্বারব্ধপটয়োঃ মধ্যে যদ্ অন্যতরস্মিন্ মহত্ত্বম্ উদ্রিক্তং তস্য কারণবহুত্বাৎ উৎপত্তিঃ। সমসংখ্যদৃঢ়সংযোগবৎতন্ত্বারব্ধয়োস্তু কারণমহত্ত্বাৎ, সমপরিমাণসমসংখ্য-তন্ত্বারব্ধয়োঃ পুনঃ কারণপ্রচয়াৎ ইত্যর্থঃ। যথা তূলপিণ্ডানাং প্রচয়ঃ তথা দ্ব্যণুকয়োঃ নাস্তি ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"তদবয়বানাম্" ইতি। প্রচয়ঃ হি আরম্ভকাবয়বগতঃ শিথিলসংযোগঃ, সমতুলিততূলপিণ্ডদ্বয়াভ্যাম্ আরব্ধয়োঃ মহৎতূলপিণ্ডয়োঃ অন্যতরমহত্ত্বাতিশয়কারণম্।

* সংস্থানবিশেষানিষ্পত্তেঃ। ইতি পাঠান্তর। + শুষ্কচর্ব্বণমিতি। ইতি পাঠান্তর।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

বেদান্তকল্পতরু।

ন চ দ্ব্যণুকয়োঃ অবয়বানাং পরমাণূনাং ভাগেন লগ্নত্বং ভাগেন অলগ্নত্বম্ ইত্যেবংরূপঃ শিথিলসংযোগঃ, নিরবয়বত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদি দ্ব্যণুকগতা সংখ্যৈব ত্র্যণুকগতমহত্ত্বকারণং, তর্হি ত্র্যণুকাদিগতা সংখ্যৈব তৎকার্য্যমহত্ত্বহেতুঃ অস্তু, ইতি আশঙ্ক্য তত্র মহত্ত্বাদিসম্ভবাৎ অনিয়মঃ ইত্যাহ—"ত্র্যণুকাদিভিঃ" ইতি। সমানজাতীয়গুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি দূষণং ব্যভিচারাৎ হেতোঃ অদূষণীক্রিয়তে সূত্রকারেণ ইত্যাহ—ভাষ্যকারঃ "ইমম্ অভ্যুপগমং তদীয়য়ৈব প্রক্রিয়য়া" ইত্যাদি ভাষ্যেণ ইতি শেষঃ। সূত্রম উদাহৃত্য ব্যাচষ্টে—"যথা" ইত্যাদিনা। যথাশ্রুতসূত্রে পরিমণ্ডলাদপি মহদারম্ভো ভাতি, স চ অযুক্তঃ ইতি মত্বা বক্তি—"অনুক্তে"তি। অনুক্তমেব দর্শয়তি—"যথা দ্ব্যণুকম্" ইতি। সূত্রে বতোঃ * অধস্তাৎ অণু ইতি অধ্যাহর্ত্তব্যম্। তথা চ যথাক্রমং হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীর্ঘাণুবৎ ইতি সূচনায় বা-শব্দঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

প্রধানকারণবাদ ইত্যাদির অর্থ—যেমন প্রধানকারণবাদ অর্থাৎ সাংখ্যমত ব্রহ্মকারণবাদ অর্থাৎ বেদান্তমতের বিরোধী, পরমাণুকারণবাদও অর্থাৎ বৈশেষিকমতও সেইরূপ বিরোধী, অতএব তাহাও খণ্ডনকরা উচিত। এই সূত্রদ্বারা **"এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ"** এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার আরম্ভ করা হইতেছে। এখন বৈশেষিকগণ ব্রহ্মকারণবাদে দোষ দিয়াছেন যে—চেতন যদি আকাশাদি কার্য্যের উপাদানকারণ হইতেন, তাহা হইলে তদারব্ধ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশাদিও চেতন হইত। যেহেতু কারণগুণপ্রক্রমে অর্থাৎ সমবায়িকারণের গুণ অনুসারেই তাহার কার্য্যে গুণের উৎপত্তি হয়—দেখা যায়। যেমন শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে উৎপন্ন বস্ত্র শুক্লবর্ণ হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণবর্ণ হয় না। এইরূপে চেতন হইতে উৎপন্ন আকাশাদিও চেতন হইবে, কিন্তু অচেতন হইবে না। অতএব জগতের উপাদানকারণ অচেতনই। আর সেই অচেতন বস্তু হইতেছে পরমাণুসকল। দেখা যায়—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলবস্তুর উৎপত্তি হয়, যেমন তন্তুদ্বারা বস্ত্রের, এবং অংশু (আঁশ) হইতে তন্তুর উৎপত্তি হয়, এইরূপ অপকর্ষ অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত কারণদ্রব্য অতিশয় সূক্ষ্ম নিরবয়ব হইয়া দাঁড়ায়, আর তাহাই পরমাণু। কিন্তু পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়ব অনন্ত হওয়ায় পর্ব্বতরাজ সুমেরু ও সর্ষপ উভয়ের পরিমাণ সমান হইয়া পড়ে—ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এখন প্রথমে অদৃষ্টবৎক্ষেত্রসংযোগবশতঃ অর্থাৎ অদৃষ্টযুক্ত জীবাত্মার সংযোগবশতঃ পরমাণুতে কর্ম্ম হয়, তাহার পর সেই পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুককে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে। কিন্তু বহু পরমাণু সংযুক্ত হইয়া সহসা অর্থাৎ দ্ব্যণুক আরম্ভ না করিয়া একবারেই স্থূল আরম্ভ করে না; কারণ, তাহারা বহু পরমাণু, যেমন—ঘটোপগৃহীত অর্থাৎ ঘট প্রস্তুত করিবার জন্য সংগৃহীত পরমাণুসকল। যদি ঘটোপগৃহীত পরমাণু সকল (দ্ব্যণুক আরম্ভ না করিয়া) ঘট প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান ঘট প্রবিভজ্যমান হইলে অর্থাৎ ঘট থাকা অবস্থায় ঘটকে বুদ্ধিদ্বারা বিভাগ করিলে কপাল ও শর্করাদি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল উপলব্ধি হইত না; কারণ, তাহাদের দ্বারা ত কপাল ও শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হয় নাই, কিন্তু পরমাণু সকল দ্বারা একেবারে ঘটই উৎপন্ন হইয়াছে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ কেবল ঘট আরব্ধ হইলে মুদ্গরপ্রহারে ঘটধ্বংস হইলে (শর্করা চূর্ণ প্রভৃতি) কিছুই দেখা যাইত না; কারণ, উহারা পরমাণু দ্বারা আরব্ধ হয় নাই। আর তাহার অবয়ব পরমাণু সকল অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অতএব বহু পরমাণু দ্রব্যের প্রতি সমবায়িকারণ নহে, কিন্তু দুইটি পরমাণুই দ্ব্যণুক উৎপাদন করে। তাহার পরিমাণ অণুত্ব, উহা পরমাণুর পরিমাণ পারিমাণ্ডিল্য হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যাই এই পরিমাণকে সৃষ্টি করে।

আর দুইটি দ্ব্যণুক হইতেও দ্রব্যের আরম্ভ হয় না; কারণ, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহাও দ্ব্যণুকই হইবে, মহৎ হইবে না। কারণ, কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ত্ব ও প্রচয়বিশেষ হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। (ইহার ব্যাখ্যা ভামতীপ্রভাটীকাতে দ্রষ্টব্য)। আর দ্ব্যণুকদ্বয়েরও মহত্ত্ব নাই যে, তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু মহৎ হইবে। তাহাদের বহুত্বও নাই; কারণ, তাহারা দুইটী মাত্র। আর তুলপিণ্ডের ন্যায় প্রচয়বিশেষ অর্থাৎ অবয়ব সকলের শিথিলসংযোগও নাই; কারণ, তাহার অবয়ব সকল নিরবয়ব বলিয়া প্রশিথিলাবয়বসংযোগভেদ অর্থাৎ অবয়ব সকলের ফাঁক ফাঁক সংযোগ বিশেষ নাই। অতএব তাহাও তাহার কারণ দ্ব্যণুকের মত অণুপরিমাণই হইবে, এবং তাহা হইলে পুরুষোপভোগাতিশয়াভাববশতঃ অর্থাৎ পুরুষের ভোগবিশেষ না হওয়ায় এবং অদৃষ্টরূপ নিমিত্তবশতঃ বিশ্বনির্ম্মাণ হয় বলিয়া এবং ভোগই তাহার

---

* বতেঃ। ইতি পাঠান্তর।

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভামতীর অনুবাদ।

প্রয়োজন বলিয়া, তৎকারণদ্বারা অর্থাৎ দ্ব্যণুকের কারণীভূত দ্ব্যণুকের দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া দ্ব্যণুকাশ্রয় অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকের কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপে তাহার আরম্ভ ব্যর্থ হয়। আরম্ভার্থবত্ত্বের জন্য অর্থাৎ আরম্ভকে সার্থক করিবার জন্য বহু দ্ব্যণুকদ্বারা মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুক বা চতুরণুক দ্রব্য আরম্ভ করা উচিত। কারণ, সেই সেই দ্রব্যেই ভোগভেদ হয়, অর্থাৎ বিশেষ ভোগ হয়। আর ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন বহুত্বসংখ্যা মহত্ত্বপরিমাণের যোনি অর্থাৎ অসমবায়ি-কারণ। কিন্তু ত্র্যণুকাদির দ্বারা আরব্ধ কার্যদ্রব্য কারণের বহুত্ববশতঃ অথবা কারণের প্রচয়ভেদবশতঃ অথবা কারণের মহত্ত্ববশতঃ মহৎ হয়—ইহা কণাদসম্প্রদায়ের প্রক্রিয়া।

(সূত্রকার) এই প্রক্রিয়াদ্বারাই "কারণসমবায়ী গুণসকল কার্যদ্রব্যে সমানজাতীয় অর্থাৎ তুল্যগুণ সৃষ্টি করে"—এই দোষকে নির্দোষ করিতেছেন, কারণ ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ উক্ত নিয়মবশতঃ তাঁহারা যে দোষ দেন, সেই নিয়মে ব্যভিচার দেখাইয়া দিয়া দোষ উদ্ধার করিয়া দিতেছেন। ইহা (ভাষ্যকার 'ইমমভ্যুপগমং' ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা) বলিতেছেন। যেমন মহৎ দ্রব্য ত্র্যণুকাদি, হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু মহত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইতে দ্ব্যণুকের মহত্ত্বকে অপেক্ষা করে না; কারণ, তাহা হ্রস্ব। অথবা যেমন সেই দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি দ্রব্যই হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার দীর্ঘত্বকে অপেক্ষা করে না; কারণ, তাহার দীর্ঘত্ব নাই। চ-কারের অর্থে বা-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ—অনুক্তের সমুচ্চয়, অর্থাৎ যাহা বলা হয় নাই তাহাও ধরিয়া লইতে হইবে। যেমন পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে অপরিমণ্ডল অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এইরূপ চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়, এইরূপে সূত্রের যোজনা করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইমম্ অভ্যুপগমং তদীয়য়ৈব প্রক্রিয়া ব্যভিচারয়তি। এষা তেষাং প্রক্রিয়া—পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালম্ অনারব্ধকার্য্যাঃ যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাৎ অদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতম্ আরভন্তে। কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণান্তরম্। যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকম্ আরভেতে, তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ঃ দ্ব্যণুকে শুক্লাদীন্ অপরান্ আরভন্তে। পরমাণুগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারি-মাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে; দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণুত্বহ্রস্বত্বে হি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনী পরিমাণে বর্ণয়ন্তি। যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণুকম্ আরভেতে, তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনাম্ আরম্ভকত্বম্। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈব আরভেতে; চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ। যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ, বহূনি বা দ্ব্যণুকানি, দ্ব্যণুকসহিতো বা পরমাণুঃ, কার্য্যম্ আরভতে, তদাপি সমানা এষা যোজনা। তদেবং যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাৎ সতঃ অণু হ্রস্বং চ দ্ব্যণুকং জায়তে মহদ্ দীর্ঘং চ ত্র্যণুকাদি ন পরিমণ্ডলম্; যথা বা দ্ব্যণুকাৎ অণোঃ হ্রস্বাচ্চ সতঃ মহৎ দীর্ঘং চ ত্র্যণুকং জায়তে ন অণু নো হ্রস্বম্, এবং চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ জনিষ্যতে ইতি অভ্যুপগমে কিং তব চ্ছিন্নম্।

ভাষ্যানুবাদ।

এই **অভ্যুপগমকে** অর্থাৎ বৈশেষিকগণের স্বীকৃত এই নিয়মকে তাঁহাদেরই প্রক্রিয়া দ্বারা সূত্রকার ব্যভিচারযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের প্রক্রিয়া এই—পরমাণু সকল কিছু কালযাবৎ অর্থাৎ যতদিন প্রলয়কাল থাকে ততদিন, **অনারব্ধকার্য্য** অর্থাৎ কার্য্য আরম্ভ না করিয়া যথাযোগ অর্থাৎ যথাসম্ভব রূপাদিগুণবিশিষ্ট হইয়া পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ হইয়া অর্থাৎ পরমাণুর যে অতি সূক্ষ্মপরিমাণ তদ্যুক্ত হইয়া থাকে। তাহার পর তাহারা অদৃষ্টাদিপুরঃসর অর্থাৎ অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবের সম্বন্ধবশতঃ সংযোগসচিব হইয়া অর্থাৎ পরস্পর

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।১১]

ভাষ্যানুবাদ।

সংযোগসহকারে, দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত কার্য্যবস্তুকে সৃষ্টি করে, এবং কারণগুণসকল অর্থাৎ কারণসমবেত গুণসকল কার্য্যে (সজাতীয়) অন্যগুণের সৃষ্টি করে। যখন দুইটী পরমাণু দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে, তখন পরমাণুগত শুক্লবর্ণপ্রভৃতি রূপাদি গুণসকল দ্ব্যণুকে অন্য শুক্লাদি গুণসকলের সৃষ্টি করে। কিন্তু পরমাণুর গুণবিশেষ যে পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ তাহার সূক্ষ্মপরিমাণ, তাহা দ্ব্যণুকে অন্য পারিমাণ্ডল্য সৃষ্টি করে না; কারণ, তাঁহারা দ্ব্যণুকে অন্যপরিমাণের যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। যেহেতু অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব দ্ব্যণুকগত পরিমাণ বলিয়া তাঁহারা বর্ণনা করেন। আর যখন দুইটি দ্ব্যণুক, একটী চতুরণুক সৃষ্টি করে, তখনও দ্ব্যণুকে সমবেত শুক্লাদি গুণসকল সৃষ্টি পূর্ব্বের মতই করে, কিন্তু অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব দ্ব্যণুকে সমবেত হইলেও তাহারা চতুরণুকে অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব সৃষ্টি করে না; কারণ, চতুরণুকে মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণের যোগ স্বীকার করা হয়। আর যখন বহু পরমাণু, বহু দ্ব্যণুক, অথবা দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণু কার্য্য ত্র্যণুকাদি উৎপাদন করে, তখনও এই নিয়ম তুল্য অর্থাৎ ঠিক থাকে। সেই প্রক্রিয়াতে এইরূপে যেমন পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক জন্মে এবং মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি জন্মে, কিন্তু পরিমণ্ডল জন্মে না; অথবা অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে, কিন্তু অণুও জন্মে না, হ্রস্বও জন্মে না। এইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে—ইহা স্বীকার করিলে তোমার কি ক্ষতি হয় ?।

ভামতী।

ভাষ্যে—"পরমাণুগুণবিশেষস্তু" ইতি। পারিমাণ্ডল্যগ্রহণম্ উপলক্ষণম্। ন দ্ব্যণুকে অণুত্বমপি পরমাণুবর্ত্তি পারিমাণ্ডল্যম্ আরভতে, তস্য হি দ্বিত্বসংখ্যাযোনিত্বাৎ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ইতি সূত্রং গুণিপরম্, ন গুণপরম্। "যদাপি দ্বে দ্বে দ্ব্যণুকে" ইতি পঠিতব্যে প্রমাদাৎ একং দ্বে-পদং ন পঠিতম্। এবং চতুরণুকম্ ইত্যাদি উপপদ্যতে। ইতরথা হি দ্ব্যণুকমেব তদপি স্যাৎ ন তু মহৎ ইতি উক্তম্। অথবা দ্বে ইতি দ্বিত্বে, যথা "দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে" ইতি। অত্র হি দ্বিত্বৈকত্বয়োঃ ইত্যর্থঃ। অন্যথা দ্ব্যেকেষু ইতি স্যাৎ সংখ্যেয়ানাং বহুত্বাৎ। তদেবং যোজনীয়ম্—দ্ব্যণুকাধিকরণে যে দ্বিত্বে তে যদা চতুরণুকম্ আরভেতে, সংখ্যেয়ানাং চতুর্ণাং দ্ব্যণুকানাম্ আরম্ভকত্বাৎ তত্তদ্‌গতে দ্বিত্বসংখ্যে অপি আরম্ভিকে ইত্যর্থঃ। এবং ব্যবস্থিতায়াং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায়াং তদ্দূষণস্য ব্যভিচারঃ উক্তঃ। অথ অব্যবস্থিতা, তথাপি তদবস্থো ব্যভিচার ইত্যাহ—"যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ" ইতি। 'ন অণু জায়তে নো হ্রস্বং জায়তে' ইতি যোজনা।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরিমাণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে ইতি ভাষ্যে পরমাণুপারিমাণ্ডল্যাৎ দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যারম্ভনিষেধাৎ। অর্থাৎ দ্ব্যণুকগতাণুত্বস্য পারিমাণ্ডল্যাৎ আরম্ভ ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ তং নিরস্যতি—"পারিমাণ্ডল্যগ্রহণম্" ইতি। নন্বু সূত্রে হ্রস্বপরিমাণস্য মহদ্দীর্ঘারম্ভকত্বং পরিমণ্ডলপরিমাণস্য হ্রস্বপরিমাণারম্ভকত্বং চ ভাতি, তৎ অযুক্তম্। অনন্তরনিষেধাৎ অতঃ আহ—"গুণিপরম্" ইতি। পরিমাণবদ্‌দ্রব্যাভ্যাং দ্রব্যান্তরারম্ভ উচ্যতে, ন তু গুণারম্ভ ইত্যর্থঃ। "দ্ব্যণুকে" ইতি সপ্তম্যেকবচনং কৃত্বা বাক্যার্থম্ আহ—"দ্ব্যণুকাধিকরণে" ইতি। নন্বু দ্ব্যণুকগতদ্বিত্বয়োঃ কথং চতুরণুকারম্ভকত্বম্, সংখ্যায়া দ্রব্যারম্ভকত্বাযোগাৎ অতঃ আহ—"সংখ্যেয়ানাম্" ইতি। 'জায়তে' পদানুষঙ্গম্ আহ—"ইতি যোজনা" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

ভাষ্যে **পরমাণুগুণবিশেষস্তু** ইত্যাদি গ্রন্থে পারিমাণ্ডল্যশব্দের যে উল্লেখ আছে, তাহা উপলক্ষণ, অর্থাৎ ইহা ভিন্ন অপরকেও বুঝাইবে। যথা—দ্ব্যণুকগত অণুত্বকেও পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য আরম্ভ করে না। যেহেতু, তাহার কারণ দ্বিত্ব সংখ্যা—ইহাও বুঝিতে হইবে। **হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং** এই সূত্রটি গুণি পর অর্থাৎ দ্ব্যণুক ও পরমাণুপ্রভৃতি দ্রব্যকে বুঝাইবে; গুণপর অর্থাৎ হ্রস্বত্ব ও পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি গুণ বুঝাইবে না। ভাষ্যে **যদাপি দ্বে দ্বে দ্ব্যণুকে** এইরূপ পাঠ করিতে হইবে, ভ্রমবশতঃ একটি **দ্বে** পদ পাঠ করা হয় নাই। তাহা হইলেই চতুরণুকং ইত্যাদি গ্রন্থ সঙ্গত হয়। অন্যথা তাহাও দ্ব্যণুকই হইয়া যাইবে, কিন্তু মহৎ হইবে না, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অথবা **দ্বে** এই শব্দের অর্থ—দুইটি দ্বিত্বসংখ্যা। যেমন **দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে** এই সূত্রে দ্বি ও এক শব্দের অর্থ—দ্বিত্ব ও একত্ব। তাহা না হইলে **দ্ব্যেকেষু** এইরূপ বহুবচনান্ত হইত; কারণ, সংখ্যেয় অর্থাৎ যাহার সংখ্যা করা হয়, তাহার এখানে বহু। অতএব এইরূপে গ্রন্থযোজনা

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[**মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।১১**]

ভামতীর অনুবাদ।

করিতে হইবে। যথা—দ্ব্যণুকরূপ অধিকরণে যে দুইটি দ্বিত্ব থাকে, (অর্থাৎ দুই জোড়া দ্ব্যণুকে যে দুইটি দ্বিত্ব থাকে) তাহারা যখন চতুরণুক আরম্ভ করে তখন সংখ্যেয় চারিটি দ্ব্যণুক চতুরণুকের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ হয় বলিয়া তদ্‌গত দিত্ব সংখ্যাদ্বয়ও আরম্ভক হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিয়মিত বৈশেষিক প্রক্রিয়াতে তাঁহাদের কল্পিত দোষের ব্যভিচার বলা হইল। আর যদি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অনিয়মিত প্রক্রিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্যভিচার সেইরূপ থাকিয়া যায়—**যদ্যপি বহবঃ পরমাণবঃ** এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন। অণু জন্মে না, হ্রস্ব জন্মে না—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ মন্যসে বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণ আক্রান্তং কার্য্যদ্রব্যং দ্ব্যণুকাদি, ইত্যতঃ ন আরম্ভকাণি কারণগতানি পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইতি অভ্যুপগচ্ছামি, ন তু চেতনা-বিরোধিনা গুণান্তরেণ জগতঃ আক্রান্তত্বম্ অস্তি, যেন কারণগতা চেতনা কার্য্যে চেতনান্তরং ন আরভেত। ন হি অচেতনা নাম চেতনাবিরোধী কশ্চিদ্ গুণঃ অস্তি, চেতনাপ্রতি-ষেধমাত্রত্বাৎ। তস্মাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিবৈষম্যাৎ প্রাপ্নোতি চেতনায়া আরম্ভকত্বম্ ইতি। মৈবং মংস্থাঃ। যথা কারণে বিদ্যমানানামপি পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বম্, এবং চৈতন্যস্যাপি ইত্যস্য অংশস্য সমানত্বাৎ।

ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বং পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বে কারণম্; প্রাক্ পরিমাণান্তরারম্ভাৎ পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ আরম্ভকত্বোপপত্তেঃ, আরব্ধমপি কার্য্যদ্রব্যং প্রাক্ গুণারম্ভাৎ ক্ষণমাত্রম্ অগুণং তিষ্ঠতি ইতি অভ্যুপগমাৎ। ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যগ্রাণি পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইত্যতঃ স্বসমানজাতীয়ং পরিমাণান্তরং ন আরভন্তে পরি-মাণান্তরস্য অন্যহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ।

"কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ" (বৈঃ সূঃ ৭।১।৯) **"তদ্বিপরীতমণু"** (৭।১।১০) **"এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে"** (৭।১।১৭) **ইতি হি কাণভুজানি সূত্রাণি।**

ন চ সন্নিধানবিশেষাৎ কুতশ্চিৎ কারণবহুত্বাদীনি এব আরভন্তে ন পারিমাণ্ডল্যা-দীনি ইতি উচ্যেত; দ্রব্যান্তরে গুণান্তরে বা আরভ্যমাণে সর্ব্বেষামেব কারণগুণানাং স্বাশ্রয়সমবায়াবিশেষাৎ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বম্, তথা চেতনায়া অপি ইতি দ্রষ্টব্যম্।

সংযোগাচ্চ দ্রব্যাদীনাং বিলক্ষণানাম্ উৎপত্তিদর্শনাৎ সমানজাতীয়োৎপত্তিব্যভিচারঃ। দ্রব্যে প্রকৃতে গুণোদাহরণম্ অযুক্তম্ ইতি চেৎ? ন, দৃষ্টান্তেন বিলক্ষণারম্ভমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

ন চ দ্রব্যস্য দ্রব্যমেব উদাহর্ত্তব্যং, গুণস্য বা গুণ এব—ইতি কশ্চিৎ নিয়মে হেতুঃ অস্তি। সূত্রকারোঽপি ভবতাং দ্রব্যস্য গুণম্ উদাজহার—

"প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে" (বৈঃ সূঃ ৪।২।২) **ইতি। যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ ভূম্যাকাশয়োঃ সমবয়ন্ সংযোগঃ অপ্রত্যক্ষঃ, এবং প্রত্যক্ষাঽ-প্রত্যক্ষেষু পঞ্চসু ভূতেষু সমবয়ৎ শরীরম্ অপ্রত্যক্ষং স্যাৎ। প্রত্যক্ষং হি শরীরম্। তস্মাৎ ন পাঞ্চভৌতিকম্ ইতি। এতদুক্তং ভবতি—"গুণশ্চ সংযোগো দ্রব্যং শরীরম্"। "দৃশ্যতে তু"** (ব্রঃ সূঃ ২।১।৬) **ইতি চ অত্রাপি বিলক্ষণোৎপত্তিঃ প্রপঞ্চিতা।**

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ননু এবং সতি তেনৈব এতদ্ গতম্ ? নেতি ব্রূমঃ ; তৎ সাংখ্যং প্রতি উক্তম্, এতৎ তু বৈশেষিকং প্রতি। ননু অতিদেশোঽপি সমানন্যায়তয়া কৃতঃ "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১২) ইতি। সত্যম্ এতৎ। তস্যৈব তু অয়ং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ারম্ভে তৎপ্রক্রিয়ানুগতেন নিদর্শনেন প্রপঞ্চঃ কৃতঃ ।১১ ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

আর যদি মনে কর, বিরোধী অন্যপরিমাণদ্বারা কার্য্যদ্রব্য দ্ব্যণুকাদি আক্রান্ত হয়, এই জন্য কারণগত পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি আরম্ভক হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু চেতনাবিরোধী অন্য গুণের দ্বারা জগৎ আক্রান্ত হয় না, যে জন্য কারণগত চেতনা কার্য্যে অন্য চেতনাকে উৎপন্ন করিবে না। কারণ, অচেতনা নামক চেতনাবিরোধী কোন গুণ নাই। কারণ, তাহা কেবল চেতনার অভাবমাত্র। অতএব পারিমাণ্ডল্যাদির বৈষম্যবশতঃ অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিদৃষ্টান্তের সহিত সমান না হওয়ায়, চেতনা আরম্ভক হয় অর্থাৎ কার্য্যগত চেতনার জনক হয়, এরূপ মনে করিও না। কারণ, যেমন কারণে থাকিলেও পারিমাণ্ডল্যাদি কার্য্যগত গুণের জনক হয় না, এইরূপ চৈতন্যও কার্য্যজগতের গুণের জনক হয় না—এই অংশটি সমান।

আর অন্য পরিমাণদ্বারা আক্রান্ত হওয়া, পারিমাণ্ডল্যাদির আরম্ভক না হওয়ার প্রতি কারণ—ইহা বলিতে পার না। কারণ, অন্য পরিমাণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে পারিমাণ্ডল্যাদি আরম্ভক হইতে পারে, যেহেতু কার্য্য উৎপন্ন হইলেও গুণোৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষণকালমাত্র গুণহীন হইয়া থাকে, ইহা তোমরা স্বীকার করিয়া থাক। আর পারিমাণ্ডল্যাদি অন্য পরিমাণ উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত থাকে বলিয়া স্বসমানজাতীয় পরিমাণান্তরের আরম্ভক হয় না, ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু পরিমাণান্তরের কারণ অন্য অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যা, ইহা তোমরা বলিয়া থাক।

কারণবহুত্বাৎ, কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ (৭।১।৯)

তদ্বিপরীতমণু (বৈঃ সূঃ ৭।১।১০)

অর্থাৎ কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ত্ব (গুণ) ও প্রচয়বিশেষবশতঃ, মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হয়। অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ মহৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, অণুর তাহা হয় না, এবং বহুত্বপ্রভৃতি মহত্ত্বের কারণ এবং অণুত্বের কারণ ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধিজন্যা দ্বিত্বসংখ্যা।

এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে (৭।১।১৭)

অর্থাৎ ইহার দ্বারা দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ মহত্ত্বের অসমবায়িকারণ যে কারণমহত্ত্বাদি, তাহারাই দীর্ঘত্বেরও কারণ, অণুত্বের অসবায়িকারণ যে দ্বিত্বসংখ্যা, তাহাই হ্রস্বত্বের কারণ। এই গুলি কণাদ সূত্র।

আর বিশেষ কোন সন্নিধানবশতঃ কারণবহুত্বাদিই, কার্য্যে মহত্ত্বের উৎপাদন করে, পারিমাণ্ডল্যাদি তাহা করে না—ইহা বলিতে পার না। কারণ, অন্যদ্রব্য বা অন্যগুণ আরম্ভ হইতে থাকিলে কারণগত সকল গুণই নিজের আশ্রয়ে সমবেত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণগত সকলগুণই সমানভাবে তাহাতে থাকে, কোন তারতম্য থাকে না। অতএব স্বভাবশতঃই পারিমণ্ডল্যাদি কার্য্যগত গুণের জনক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের চেতনাও স্বভাববশতঃই কার্য্যজগতের চেতনার জনক হয় না।

আর সংযোগ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিজাতীয় দ্রব্যাদির উৎপত্তি হয় দেখা যায় বলিয়া, সমানরূপ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এই নিয়মে ব্যভিচার হয়।

যদি বল—দ্রব্যের কথাই চলিতেছে, এখানে গুণের উদাহরণ দেওয়া উচিত নয়? না, ইহা বলিতে পার না। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্তদ্বারা কেবল বিলক্ষণের উৎপত্তিই বিবক্ষিত। আর দ্রব্যের দ্রব্যই উদাহরণ দিতে হইবে, অথবা গুণের গুণই উদাহরণ দিতে হইবে—এরূপ নিয়মে কোন হেতু নাই। আপনাদের সূত্রকারও গুণকে দ্রব্যের উদাহরণ দিয়াছেন। যথা—

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে। (বৈঃ সূঃ ৪।২।২)

অর্থাৎ যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূমি ও আকাশে সমবেত সংযোগ অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ কোনটি প্রত্যক্ষ ও

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভাষ্যানুবাদ।

কোনটি অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ পঞ্চভূতে সমবেত শরীরও অপ্রত্যক্ষ হইত ; অথচ শরীর প্রত্যক্ষ হয়, অতএব শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে। ইহাতে এই বলা হইল যে, সংযোগটী গুণ ও শরীরটী দ্রব্য। **"দৃশ্যতে তু"** এই সূত্রে বিলক্ষণের উৎপত্তি বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে।

আচ্ছা, তাহা হইলে সেই সূত্রদ্বারাই ত ইহা বলা হইয়া গিয়াছে ? আমরা বলি—না, ইহা বলা হয় নাই ; কারণ, তাহা সাংখ্যের প্রতি বলা হইয়াছে, আর ইহা বৈশেষিকের প্রতি বলা হইতেছে—এই ভেদ আছে। যদি বল, উভয় মত খণ্ডনের যুক্তি সমান বলিয়া **এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ** এই সূত্রদ্বারা অতিদেশও করা হইয়াছে, হাঁ—ইহা সত্য বটে। বৈশেষিকপ্রক্রিয়ার আরম্ভে অর্থাৎ বৈশেষিক মতখণ্ডনের আরম্ভে, তাঁহারই মতানুসারী দৃষ্টান্তদ্বারা এখানে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র।১১। এইরূপে এই মহদ্দীর্ঘ অধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভামতী।

চোদয়তি—"অথ মন্যসে বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণ" স্বকারণদ্বারেণ আক্রান্তত্বাৎ ইতি। পরিহরতি—"মৈবং মংস্থা" ইতি। কারণগতা গুণা ন কার্য্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরম্ আরভন্তে. ইতি এতাবতা এব ইষ্টসিদ্ধৌ ন তদ্ধেত্বনুসরণে খেদনীয়ং মনঃ ইত্যর্থঃ। অপি চ সৎ পরিমাণান্তরম্ আক্রামতি, ন উৎপত্তেশ্চ প্রাক্ পরিমাণান্তরং সৎ—ইতি কথম্ আক্রামেৎ ?

ন চ তৎকারণম্ আক্রামতি। পারিমাণ্ডল্যস্যাপি সমানজাতীয়স্য কারণস্য আক্রমণহেতোঃ ভাবেন সমানবলতয়া উভয়কার্য্যানুৎপাদপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যাশয়বান্ আহ—"ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বম্" ইতি।

ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যাপৃততা পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্। ন চ কারণবহুত্বাদীনাং সন্নিধানম্, অসন্নিধানং চ পারিমাণ্ডল্যস্য, ইত্যাহ—"ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে" ইতি। ব্যভিচারান্তরম্ আহ—"সংযোগাচ্চ" ইতি। শঙ্কতে—"দ্রব্যে প্রকৃতে" ইতি। নিরাকরোতি—ন। দৃষ্টান্তেন ইতি। ন চ অস্মাকম্ অয়ম্ অনিয়মঃ, ভবতামপি ইতি আহ—"সূত্রকারোঽপি" ইতি। সূত্রং ব্যাচষ্টে—"যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ" ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্।১১ ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পারিমাণ্ডল্যাং আরম্ভে অপোদিতে বিরোধিপরিমাণান্তরাক্রান্তিঃ অসিদ্ধা ইতি আশঙ্ক্য আহ—"স্বকারণে"তি। স্বকারণং সংখ্যা। ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারে উক্তে যত্র ব্যভিচারঃ, তত্র অস্তি অনারম্ভে কারণম্ ইতি এতাবদ্ উচ্যতে, উত তৎকারণরাহিত্যেন ব্যাপ্তিঃ বিশিষ্যতে ? নাদ্য ইত্যাহ—"কারণগতা" ইতি। দ্বিতীয়েঽপি কিম্ অণুমহৎপরিমাণাভ্যাং দ্ব্যণুকত্র্যণুকয়োঃ স্বরূপেণ ব্যাপ্তিঃ পারিমাণ্ডল্যাণুত্বয়োঃ অনারম্ভে হেতুঃ, উত তৎকারণেন ? নাদ্য ইত্যাহ—"অপি চ" ইতি। ন চরম ইত্যাহ—"ন চ" ইতি। পরমাণ্বাদৌ পারিমাণ্ডল্যাদিগুণবতি সতি তদারব্ধদ্ব্যণুকাদৌ অণুমহত্ত্বাদ্যনুপপত্তিঃ উক্তা, সম্প্রতি পারিমাণ্ডল্যাদেরেব ত্বরাবিশেষাৎ অণুমহত্ত্বাদ্যারম্ভকত্বং পরমাণুদ্ব্যণুকগতদ্বিত্ববহুত্বয়োর্ব্বা সন্নিধানবিশেষাৎ অণুমহত্ত্বাদ্যারম্ভকত্বম্ ইত্যাশঙ্কানিরাসার্থং ভাষ্যং তত্র ব্যাচষ্টে—"ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে" ইতি। ন চ পরিমাণান্তরে ব্যাপৃততা, পারিমাণ্ডল্যাদীনাং ব্যাপৃতত্বে পারিমাণ্ডল্যাদ্যারম্ভেঽপি ব্যাপৃতত্বাপত্তেঃ তুল্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কারণবহুত্বাদীনাং সন্নিধানং, পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অসন্নিধানম্ ইতি এতচ্চ নাস্তি, কারণৈকার্থসমবায়স্য তুল্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কারণাবস্থা দ্রব্যম্ ইতি, যুতদ্রব্যত্বং বক্ষ্যমাণম্ * অভিপ্রেত্য ভাষ্যে দ্রব্যস্য সংযোগঃ উদাহৃতঃ। ননু—

"আরভেত গুণং কার্য্যে সজাতিং সমবায়িগঃ। বিশেষগুণ ইত্যস্যা ব্যাপ্তেঃ কা নু প্রতিক্রিয়া" ॥

উচ্যতে—ন তাবদ্ অস্তি বিশেষগুণঃ ইতি। যৎ তু উদয়নেন তত্র লক্ষণম্ অভাণি "স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদোচিতাবান্তরসামান্যবিশেষবন্তঃ বিশেষগুণাঃ" ইতি। নবসু মধ্যে যস্মিন্ দ্রব্যে বর্ত্তন্তে তস্য ইতরাষ্টদ্রব্যেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তকা ইতি উক্তং ভবতি। এবং চ নবান্যতমমাত্র বৃত্তিগুণত্বং লক্ষণম্। তত্র কিং নবান্যতমমাত্রবৃত্তিত্বং নবসু মধ্যে একৈকমাত্রবৃত্তিত্বং বা নবব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তমাত্রবৃত্তিত্বং বা পৃথিব্যাদিনবলক্ষণব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তানেকসমানাধিকরণত্বানাপাদকসামান্যবত্ত্বং বা ? ন অগ্রিমঃ, অব্যাপ্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, অতিব্যাপ্তেঃ। ন তৃতীয়ঃ, স হি এবম্। পৃথিব্যাদীনাং যানি নবলক্ষণানি তেভ্যঃ যানি ব্যতিরিক্তানি তেভ্যশ্চ ব্যতিরিক্তানি তান্যেব নবলক্ষণানি তৈঃ অনেকৈঃ সমানাধিকরণত্বানাপাদকানি যানি যানি সামান্যানি গন্ধত্বাদীনি তদ্বত্ত্বং বিশেষগুণত্বম্। তথাচ বিশেষগুণস্য একৈকপৃথিব্যাদিনিষ্ঠত্বসিদ্ধিঃ ইতি। তৎ ন, কিম্ ইদং নবলক্ষণব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বম্ ? নবত্ববিশিষ্টব্যতিরিক্তত্বং বা ? তদুপলক্ষিতব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বং বা নাদ্যঃ, নবত্ববিশিষ্টব্যতিরিক্তসমুদিতাতিরিক্তৈকৈকপৃথিব্যাদিলক্ষণেভ্যো ব্যতিরিক্তানি যানি গুণাদিলক্ষণানি তৈঃ অনেকৈঃ সমানাধি-

---

* পাঠান্তর—ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং যুতদ্রব্যাবস্থাম্।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

করণত্বানাপাদকপরিমাণত্বসামান্যবতঃ পরিমাণস্যাপি বিশেষগুণত্বাপত্ত্যা অতিব্যাপ্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, উপলক্ষিতৈকৈকাতিরিক্তনবত্ববিশিষ্ট-পৃথিব্যাদিলক্ষণব্যতিরিক্তানেকগুণাদিলক্ষণসমানাধিকরণত্বানাপাদকপরিমাণত্বসামান্যবতি পরিমাণেঽপি গতত্বেন উক্তদোষতাদবস্থ্যাৎ। গুণত্বাবান্তরজাতিদ্বারৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যসজাতীয়া যে রূপাদয়ঃ যানি চ ধর্ম্মাধর্ম্মভাবনাসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বানি তেভ্যঃ ব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বং বিশেষ-গুণত্বম্ ইতি চেৎ? ন, মিলিতব্যতিরিক্তৈকৈকব্যতিরিক্তে একৈকব্যতিরিক্তমিলিতব্যতিরিক্তে চ সংখ্যাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ। "স্বসমবেত-বিশেষণবিশিষ্টত্বে সতি স্বাশ্রয়ৈকজাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বং বিশেষগুণত্বম্" ব্যোমশিবোক্তম্ অশিবম্। স্বগতসংখ্যাত্বাদিবিশেষিতৈঃ দ্রব্যজাতীয়-পৃথিব্যাদিব্যবচ্ছেদকৈঃ সংখ্যাদিভিঃ অতিব্যাপ্তেঃ, গগনত্বজাতিবিরহেণ একজাতীয়কস্বাশ্রয়াব্যবচ্ছেদকশব্দাব্যাপ্তেশ্চ। স্বাশ্রয়ৈকজাতিপদেন নবান্যতমবিবক্ষায়াম্ উক্তদোষাৎ ইতি। এবম্ অন্যদপি সম্ভবল্লক্ষণং খণ্ডনীয়ম্ ইতি। কিং চ কারণৈকার্থসমবায়াবিশেষাৎ মহত্ত্বমিব মহত্ত্বান্তরম্ অণুত্বমপি কারণগতং কার্য্যে অণুত্বং কিম্ ইতি ন আরভতে? কার্য্যস্যাপি অণুত্বে ভোগাতিশয়াসিদ্ধেঃ ন আরভতে ইতি চেৎ? তর্হি ইহাপি সর্ব্বত্র জগতি চেতনারম্ভে শেষশেষিভাবাভাবাদ্ ভোগঃ ন স্যাৎ, অতঃ মায়াশবলব্রহ্মণঃ উপাদানত্বাৎ মায়াগতং জাড্যং জগতি জাড্যম্ আরভতে ন ব্রহ্মচেতনা চেতনাম্। জীবেষু তু ব্রহ্মাবচ্ছেদেষু চেতনা বৎস্যতীতি তুল্যম্। তদুক্তম্ আচার্য্যবার্ত্তিককৃতা—

তমঃ প্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্। পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ॥ ইতি

ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ।

"আর যদি মনে কর, কার্য্যদ্রব্য নিজের কারণকে দ্বার করিয়া বিরোধী অন্য পরিমাণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ যদি মনে কর, বিরোধী অন্য পরিমাণকর্ত্তৃক কার্য্যদ্রব্য দ্ব্যণুকাদি আক্রান্ত হয়। **নৈবং মংস্থা** অর্থাৎ এরূপ মনে করিও না—এই গ্রন্থদ্বারা উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। কারণগত গুণসকল কার্য্যে সমানজাতীয় গুণের আরম্ভক হয় না, এইটুকু দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আমাদের অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধি হইলে, তাহার হেতুর অনুসন্ধান করিয়া মনকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আরও বিদ্যমান যে অন্য পরিমাণ, তাহাই আক্রমণ করে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্যপরিমাণ ত বিদ্যমান নাই, অতএব কি করিয়া আক্রমণ করিবে?

আর তাহার কারণও আক্রমণ করে না। কারণ, আক্রমণের হেতু—কার্য্যের সজাতীয় কারণ—পারিমাণ্ডল্যও বিদ্যমান থাকায়, তুল্যবল বলিয়া উভয়কার্য্যেরই উৎপত্তির অভাব হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে **ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বম্** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।

আর পারিমাণ্ডল্য অন্যপরিমাণ সৃষ্টি করিতেও ব্যাপৃত অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত হয় না। আর যে কারণবহুত্বাদির সন্নিধান আছে ও পারিমাণ্ডল্যের সন্নিধান নাই, তাহা নহে, ইহা **ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **সংযোগাচ্চ** এই গ্রন্থে অন্য একটি ব্যভিচার বলিতেছেন। **দ্রব্যে প্রকৃতে** এই বলিয়া শঙ্কা করিতেছেন। **ন দৃষ্টান্তেন** এই গ্রন্থদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। আর এই অনিয়ম কেবল আমাদের নহে, কিন্তু আপনাদেরও, ইহা **সূত্রকারোঽপি** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **যথা প্রত্যক্ষা-প্রত্যক্ষয়োঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।১১ মহদ্দীর্ঘাধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ শেষ হইল।

দ্বিতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই দ্বিতীয়াধিকরণটী একটী মাত্র সূত্রদ্বারা রচিত। ইহার অর্থ—পরিমণ্ডল হইতে হ্রস্ব ও অণু দ্ব্যণুকের ন্যায় এবং অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের ন্যায় চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়। জগৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মধর্ম্ম জগতে আসিবেনা কেন? এই অধিকরণে এই বৈশেষিকের আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল। অবশ্য এজন্য ইহা স্মৃতিপাদে আলোচ্য বিষয় হইলেও সূত্রকারের ইচ্ছানুসারেই এখানে ইহা আলোচিত হইল।

(১) সঙ্গতি—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথম অধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—দৃষ্টান্তসঙ্গতি। পূর্ব্বে, প্রপঞ্চে প্রধাননিষ্ঠ অশব্দত্বাদিগুণের অন্বয় হয় না বলিয়া প্রধানের যেমন প্রপঞ্চের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রপঞ্চে ব্রহ্মগুণ—চেতনত্বের অন্বয় হয় না বলিয়া প্রপঞ্চের ব্রহ্মোপাদানকত্ব না থাকুক—এইরূপ দৃষ্টান্ত সঙ্গতির দ্বারা এই অধিকরণটী আরব্ধ হইয়াছে।

পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণং নাম

তৃতীয়াধিকরণম্

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২ *

দ্বিতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

(২) **বিষয়**—চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহা সমন্বয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে, উক্ত সমন্বয় এস্থলে বিষয়

(৩) **সংশয়**—তাহা "কারণগুণসকল কার্য্যে স্বসমানজাতীয় গুণের আরম্ভক হয়," এই ন্যায়ের দ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি না ?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—বিরুদ্ধ হয়—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

(৫) **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ।

অর্থাৎ চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, এই কথা সমন্বয়াধ্যায়ে কথিত হওয়ায় সেই সমন্বয়ের "কারণগত বিশেষগুণ কার্য্যে গুণত্বব্যাপ্য জাতির সহিত নিজের সমানজাতীয় অন্যগুণকে আরম্ভ করে" এই নিয়মের সাধক বৈশেষিক অনুমানের সহিত বিরোধের সন্দেহ হইলে, পূর্ব্ব অধিকরণে প্রধানগুণের অন্বয় না হওয়ায় জগতের উপাদান প্রধান নহে—ইহা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ব্রহ্মবিশেষগুণ চৈতন্যের অন্বয় না হওয়ায় চেতনব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে—ইহা পাওয়া যায়। এই জন্যই নিজের মতে ন্যায়বিরোধপরিহারপর অর্থাৎ অন্যদর্শনের যুক্তির সহিত যে বিরোধ হয়, তাহার পরিহারের জন্য কল্পিত এই বিচার, স্মৃতিপাদে বলা উচিত হইলেও অবান্তর সঙ্গতির লোভে এখানে করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম চেৎ জগতো যোনিস্তদ্‌বিশেষগুণান্বিতম্।
জগৎ স্যাৎ তু তৎ তস্মাৎ তস্য ন প্রকৃতির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হইতেন, তাহা হইলে জগৎ তাঁহার বিশেষগুণ চৈতন্যযুক্ত হইত, কিন্তু তাহা ত হয় নাই, অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—বিরুদ্ধ হয় না—ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ।

অর্থাৎ এখানে প্রতিবন্দীদ্বারা উত্তর বলিতেছেন—

পরমাণুগতা ন পরিমণ্ডলতা দ্ব্যণুকে করোতি পরিমণ্ডলতাম্।
দ্ব্যণুকানুগতা চ মহতি ত্র্যণুকে জনয়েন্ন তদণুতামপরাম্॥

অর্থাৎ পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে অপর পারিমাণ্ডল্যের সৃষ্টি করে না, এবং দ্ব্যণুকে অনুগত অণুত্ব, মহত্ত্বযুক্ত ত্র্যণুকে অপর অণুত্বকে সৃষ্টি করে না। অতএব বৈশেষিকের উক্ত নিয়মে ব্যভিচার হইল। পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যেমন পারিমাণ্ডল্য হয় না, সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২

ইদানীং পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি। স চ বাদ ইত্থং সমুত্তিষ্ঠতে—পটাদীনি হি লোকে সাবয়বানি দ্রব্যাণি স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈঃ তন্ত্বাদিভি র্দ্রব্যৈঃ আরভ্যমাণানি দৃষ্টানি। তৎসামান্যেন যাবৎ কিঞ্চিৎ সাবয়বং তৎ সর্ব্বং স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈঃ তৈঃ তৈঃ দ্রব্যৈঃ আরব্ধম্ ইতি গম্যতে। স চ অয়ম্ অবয়বাবয়বিবিভাগঃ যতো নিবর্ত্ততে সঃ অপকর্ষপর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ। সর্ব্বং চ ইদং জগৎ গিরিসমুদ্রাদিকং

---

* এখানে "ন কর্ম্ম" এবং "অভাব" এই তিনটী প্রথমান্ত পদ থাকায় এখানে অধিকরণ আরম্ভ হইল বুঝিতে হইবে। আর এখানে এই পদের সমস্ত অধিকরণে যেমন নিষেধবাচক শব্দ আছে, সেই রীতি অনুসারে নিষেধবাচক শব্দ "ন"-কার এবং "অভাব" পদ থাকায় পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ হইতে পারিল না। কিন্তু পৃথক্ অধিকরণই হইল। তদ্রূপ পূর্ব্বসূত্রে নিষেধবাচক শব্দ না থাকায় তাহা খণ্ডনসূচক অধিকরণও হইতে পারে নাই। এক ভাস্করভাষ্য ভিন্ন সকলেই এই সূত্রকে পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ করিয়াছেন। তাহা কিন্তু অসঙ্গত। এই অধিকরণে সূত্রারম্ভক শব্দদ্বারা অধিকরণের নাম করা হয় নাই—ইহাও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ।১২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সাবয়বং সাবয়বত্বাচ্চ আদ্যন্তবৎ। ন চ অকারণেন কার্য্যেণ ভবিতব্যম্ ইত্যতঃ পরমাণবঃ জগতঃ কারণমিতি কণভুগভিপ্রায়ঃ। তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি ভূম্যুদকতেজঃ-পবনাখ্যানি সাবয়বানি উপলভ্য চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ পরিকল্প্যন্তে। তেষাং চ অপকর্ষ-পর্য্যন্তগতত্বেন পরতঃ বিভাগাসম্ভবাৎ বিনশ্যতাং পৃথিব্যাদীনাং পরমাণুপর্য্যন্তঃ বিভাগঃ ভবতি, স প্রলয়কালঃ। ততঃ স্বর্গকালে চ বায়বীয়েষু অণুষু অদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্ম উৎপদ্যতে, তৎ কর্ম্ম স্বাশ্রয়ম্ অণুম্ অণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি। ততঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুঃ উৎপদ্যতে। এবম্ অগ্নিঃ এবম্ আপঃ এবং পৃথিবী। এবমেব শরীরং সেন্দ্রিয়ম্ ইতি। এবং সর্ব্বম্ ইদং জগৎ অণুভ্যঃ সম্ভবতি। অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যঃ দ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি, তন্তুপটন্যায়েন ইতি কাণাদা মন্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পরমাণুসকলের সংযোগজনক কর্ম্ম স্বীকার করিলে অথবা না করিলে **উভয়থাপি** অর্থাৎ এই উভয় প্রকারেই **ন কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে পারে না। **অতঃ** অর্থাৎ অতএব **তদভাবঃ** অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা একপ্রকার ব্যাখ্যা।

অথবা সেই কর্ম্মের নিমিত্ত যদি অদৃষ্ট স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা যদি অচেতন আত্মসমবায়ি হয় অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে অচেতন আত্মায় থাকে, অথবা পরমাণুতে থাকে, **উভয়থাপি** অর্থাৎ উভয়প্রকারেই অচেতন অদৃষ্টের স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য **ন কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ম্মও হইতে পারে না। অতএব **তদভাবঃ** অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব হয়, ইহা দ্বিতীয়প্রকার ব্যাখ্যা।

আর একপ্রকার ব্যাখ্যা যথা—সৃষ্টিকালে পরমাণুসংযোগের জন্য এবং প্রলয়কালে পরমাণুসকলের বিভাগের জন্য **উভয়থাপি** অর্থাৎ এই উভয় প্রকারেই পরমাণুসকলের **ন কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব হেতু না থাকায় সংযোগ ও বিভাগ হইতে পারে না, **অতঃ তদভাবঃ** অর্থাৎ সেইজন্য সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না—ইহা তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যা।

ভাষ্যার্থ—সম্প্রতি ভগবান্ সূত্রকার পরমাণুকারণবাদ নিরাস করিতেছেন। সেই বাদ এই প্রকারে উত্থিত হয়, যথা—জগতে বস্ত্রপ্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যসকল স্বানুগত অর্থাৎ নিজের সহিত সমবায়সম্বন্ধযুক্ত সংযোগ সহকৃত তন্তুপ্রভৃতি বস্তুদ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, দেখা যায়। তৎসামান্য অর্থাৎ তাহার সমান বলিয়া যত কিছু সাবয়ব বস্তু আছে, সেই সমস্তই স্বানুগত অর্থাৎ নিজের সহিত সমবায় সম্বন্ধযুক্ত সংযোগ সহকৃত সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে, এবং সেই অবয়ব ও অবয়বীর বিভাগ যেখানে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যেখানে ঐ বিভাগ হয় না, অপকর্ষ পর্য্যন্তগত অর্থাৎ সূক্ষ্মের চরমসীমায় উপনীত সেই বস্তুই পরমাণু, এবং গিরি সমুদ্রপ্রভৃতি এই সমস্ত জগৎ সাবয়ব, এবং সাবয়ব বলিয়া আদি ও অন্তযুক্ত, এবং কার্য্য কখনও কারণব্যতীত হইতে পারে না, এইজন্য পরমাণুসকল জগতের কারণ—ইহাই মহর্ষি কণাদের অভিপ্রায়।

সেই এই পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ু নামক চারিটী ভূতকে সাবয়ব দেখিয়া চারিপ্রকার পরমাণু পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরমাণুসকল অপকর্ষপর্য্যন্তগত বলিয়া অর্থাৎ সূক্ষ্মের চরম সীমায় গিয়াছে বলিয়া তাহার পরে বিভাগ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া বিনাশশীল পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগ হয়, তাহাই প্রলয়কাল, এবং তাহার পর সৃষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টবশতঃ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই কর্ম্ম নিজের আশ্রয় পরমাণুকে অন্যপরমাণুর সহিত সংযোগ করিয়া দেয়, তাহার পর দ্ব্যণুকাদিক্রমে বায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে অগ্নি, এইরূপে জল, এবং এইরূপে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এইরূপেই ইন্দ্রিয়ের সহিত শরীর উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই সমস্ত জগৎই পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তন্তুপটন্যায় অনুসারে পরমাণুস্থিত রূপাদি গুণ হইতে দ্ব্যণুকাদিস্থিত রূপাদি গুণ উৎপন্ন হয়—ইহা কণাদসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ মনে করেন।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২]

ভামতী।

পরমাণূনাম্ আদ্যস্য কর্ম্মণঃ কারণাভ্যুপগমে অনভ্যুপগমে বা ন কর্ম্ম, অতঃ তদভাবঃ, তস্য দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সর্গস্য অভাবঃ। অথবা যদি অণুসমবায়ি অদৃষ্টম্, অথবা ক্ষেত্রজ্ঞসমবায়ি, উভয়থাপি তস্য অচেতনস্য চেতনানধিষ্ঠিতস্য অপ্রবৃত্তেঃ কর্ম্মাভাবঃ, অতঃ তদভাবঃ সর্গাভাবঃ। নিমিত্তকারণতামাত্রেণ তু ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠাতৃত্বম্ উপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্যতে। অথবা সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থম্ উভয়থাপি ন কর্ম্ম, অতঃ সর্গহেতোঃ সংযোগস্য অভাবাৎ প্রলয়হেতোঃ বিভাগস্য অভাবাৎ তদভাবঃ। তয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োঃ অভাবঃ ইত্যর্থঃ। তদেতৎ সূত্রং তাৎপর্য্যতঃ ব্যাচষ্টে—"ইদানীং পরমাণুকারণবাদম্"ইতি। নিরাকার্য্যস্বরূপম্ উপপত্তিসহিতম্ আহ—"স চ বাদ" ইতি। স্বানুগতৈঃ—স্বসম্বন্ধৈঃ। সম্বন্ধশ্চ আধার্য্যাধারভাব * ইহ প্রত্যয়হেতুঃ সমবায়ঃ। পঞ্চমভূতস্য অনবয়বত্বাৎ "তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অস্য প্রাসঙ্গিকেন অনন্তরাধিকরণেন ন সঙ্গতিঃ, ইতি ব্যবহিতেন উচ্যতে। প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতত্বাৎ ন কারণং চেৎ, তর্হি অণবঃ তদধিষ্ঠিতা ভবন্তু কারণম্ ইতি সুখবোধায় সূত্রম্ আদৌ ত্রেধা যোজয়তি—"পরমাণূনাম্" ইত্যাদিনা। অনববোধরূপঃ আত্মা অদৃষ্টাশ্রয় ইতি বদতাম্ অণবঃ কিং ন স্যুঃ ইতি "অণুসমবায়ি" ইত্যুক্তম্। ননু কর্ম্মণঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্বম্ অসিদ্ধম্ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্বাৎ অত আহ—"নিমিত্তে"তি। "উপরিষ্টাৎ" ইতি। পত্যুঃ (ব্রঃ ২।২।৩৭) ইত্যত্র ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে স্বানুগতৈঃ ইতি ন জাতেরিব ব্যক্তীনাম্ অনুগতত্বম্ উচ্যতে ইত্যাহ—"স্বসম্বন্ধৈঃ" ইতি। সম্বন্ধোঽপি ন সংযোগ ইত্যাহ—"সম্বন্ধশ্চ" ইতি। আধারী ইতি ইন্প্রত্যয়ঃ নিত্যযোগে। অতশ্চ অযুতসিদ্ধিসিদ্ধেঃ ন কুণ্ডবদরসংযোগে অতিব্যাপ্তিঃ। সমবায়ে প্রমাণম্ আহ—"ইহ" ইতি। ইহ প্রত্যয়কার্য্যগম্য ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

পরমাণুসকলের আদ্যকর্ম্মের কোন কারণ স্বীকার করিলে, অথবা না করিলে, কর্ম্ম হয় না। অতএব তাহার অভাব অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। অথবা অদৃষ্ট যদি অণুসমবায়ি অর্থাৎ পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অথবা ক্ষেত্রজ্ঞসমবায়ি অর্থাৎ জীবসমবায়ি অর্থাৎ জীবে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই উভয় প্রকারেই চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রেরিত অচেতন অদৃষ্টের প্রবৃত্তি হয় না। বলিয়া কর্ম্ম হয় না, অতএব তাহার অভাব অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। এবং কেবল নিমিত্তকারণতাবশতঃ ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা হন, এই মতকে পরগ্রন্থে (পশুপত্যধিকরণে) নিরাস করিব। অথবা সংযোগোৎপত্তির জন্য বিভাগোৎপত্তির জন্য এই উভয় প্রকারেই কর্ম্ম হইতে পারে না, অতএব সৃষ্টির হেতু সংযোগ না হওয়ায়, এবং প্রলয়ের হেতু বিভাগ না হওয়ায় সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না। এই সূত্রটীকে তাৎপর্য্যতঃ অর্থাৎ সূত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয়সহকারে **ইদানীং পরমাণুকারণবাদম্** এই গ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

স চ বাদঃ এই গ্রন্থদ্বারা উপপত্তির সহিত অর্থাৎ যুক্তির সহিত নিরাকার্য্য অর্থাৎ যাহার নিরাকরণ করা হইবে, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন। স্বানুগত শব্দের অর্থ—স্বসম্বন্ধ অর্থাৎ স্বশব্দের অর্থ পটাদি সাবয়বদ্রব্য তাহাদের সহিত সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট যে তন্তুপ্রভৃতিদ্রব্য তাহাই স্বসম্বন্ধ। ইহপ্রত্যয় অর্থাৎ দ্রব্যে গুণ, কপালে ঘট ইত্যাদি যে প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তাহার কারণ যে আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় তাহাই এস্থলে সম্বন্ধ। পঞ্চমভূত অর্থাৎ আকাশ নিরবয়ব বলিয়া **তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—বিভাগাবস্থানাং তাবৎ অণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ, কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগদর্শনাৎ। কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বাৎ নিমিত্তং কিমপি অভ্যুপগন্তব্যম্। অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। অভ্যুপগমেঽপি যদি প্রযত্নঃ অভিঘাতাদির্বা যথাদৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণো নিমিত্তম্ অভ্যুপগম্যেত, তস্য অসম্ভবাৎ নৈব অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। ন হি তস্যাম্ অবস্থায়াম্ আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি শরীরাভাবাৎ। শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনসি আত্মনঃ সংযোগে সতি আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ জায়তে।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতেন অভিঘাতাদি অপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যম্। সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং ন আদ্যস্য কর্ম্মণঃ নিমিত্তং সম্ভবতি।

অথ অদৃষ্টম্ আদ্যস্য কর্ম্মণঃ নিমিত্তম্ ইতি উচ্যেত। তৎ পুনঃ আত্মসমবায়ি বা স্যাৎ অণুসমবায়ি বা। উভয়থাপি ন অদৃষ্টনিমিত্তম্ অণুষু কর্ম্ম অবকল্পেত, অদৃষ্টস্য অচেতনত্বাৎ। ন হি অচেতনং চেতনেন অনধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বা ইতি সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াম্ অভিহিতম্। আত্মনশ্চ অনুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যাম্ অবস্থায়াম্ অচেতনত্বাৎ। আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ ন অদৃষ্টং অণুষু কর্ম্মণঃ নিমিত্তং স্যাৎ, অসম্বন্ধাৎ। অদৃষ্টবতা পুরুষেণ অস্তি অণূনাং সম্বন্ধ ইতি চেৎ? সম্বন্ধসাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্যপ্রসঙ্গঃ নিয়ামকান্তরাভাবাৎ। তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ কর্ম্মনিমিত্তস্য অভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগঃ ন স্যাৎ। সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধনং দ্ব্যণুকাদি কার্য্যজাতং ন স্যাৎ। সংযোগশ্চ অণোঃ অণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাৎ একদেশেন বা? সর্ব্বাত্মনা চেৎ, উপচয়ানুপপত্তেঃ অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ, দৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ, প্রদেশবতঃ দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ। পরমাণূনাং কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্যুঃ ইতি চেৎ? কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ অবস্তু এব সংযোগ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যস্য অসমবায়িকারণং ন স্যাৎ। অসতি চ অসমবায়িকারণে দ্ব্যণুকাদিকার্য্যদ্রব্যং ন উৎপদ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।

তত্র অর্থাৎ পরমাণুবাদ বিষয়ে এই সূত্র বলা হইতেছে—প্রলয়কালে বিভক্ত অবস্থায় স্থিত পরমাণু সকলের যে সংযোগ হয়, তাহা কর্ম্মবশতঃ, ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্ম্মবিশিষ্ট তন্তুপ্রভৃতির সংযোগ হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কর্ম্মপদার্থ কার্য্য অর্থাৎ জন্য বস্তু বলিয়া তাহার কোনও নিমিত্ত স্বীকার করিতে হইবে, স্বীকার না করিলে নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু না থাকায় অণু সকলে প্রাথমিক কর্ম্ম হইবে না। এবং যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে যথাদৃষ্ট অর্থাৎ যেরূপ কারণ দেখা যায়, সেইরূপ প্রযত্ন অথবা অভিঘাতাদি কোন একটিকে কর্ম্মের নিমিত্ত বলিয়া যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার সম্ভব না থাকায় পরমাণুসকলে প্রাথমিক কর্ম্ম হইতেই পারে না। কারণ, সেই অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে আত্মগুণ প্রযত্ন হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, শরীর নাই, যেহেতু শরীরস্থিত মনে আত্মার সংযোগ হইলে আত্মগুণ প্রযত্ন জন্মে। ইহার দ্বারা অভিঘাতাদি দৃষ্টনিমিত্তও প্রত্যাখ্যান করিবে। কারণ, সৃষ্টির পরকালে সে সকল হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না।

আর যদি অদৃষ্ট প্রাথমিক কর্ম্মের নিমিত্ত ইহা বল, তাহা হইলে তাহা আত্মসমবায়ি হইবে? অথবা পরমাণুসমবায়ি হইবে? উভয়প্রকারেই অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে কর্ম্ম হয়, ইহা কল্পনা করা যায় না। কারণ, অদৃষ্ট অচেতন। অচেতন চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয় না, এবং (অন্যকেও) প্রবৃত্ত করে না, ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়ায় বলিয়াছি। এবং অনুৎপন্নচৈতন্য অর্থাৎ যাহার চৈতন্য উৎপন্ন হয় নাই এইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব সে অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে অচেতন থাকে, এবং অদৃষ্টকে আত্মসমবায়ি বলিয়া স্বীকার করায় অদৃষ্ট পরমাণুতে কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহাতে তাহার সম্বন্ধ নাই। যদি বল অদৃষ্টবান্ পুরুষের সহিত অণুসকলের সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে সর্ব্বদা সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে, কারণ, তাহার অন্য কেহ নিয়ামক নাই। অতএব এইরূপে পরমাণুকর্ম্মের কোন নিয়মিত নিমিত্ত না থাকায় পরমাণুতে প্রাথমিক কর্ম্ম হইবে না, কর্ম্ম না হওয়ায় কর্ম্ম নিবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ যে সংযোগ হয়, তাহাও হইবে না। এবং সংযোগ না হওয়ায় তন্নিবন্ধন অর্থাৎ সংযোগবশতঃ হয় যে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যসমূহ, তাহাও হইবে না। আর অন্য পরমাণুর সহিত পরমাণুর যে সংযোগ হয়, তাহা সমস্তাংশের সহিত

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ।১২]

ভাষ্যানুবাদ।

হয়, অথবা এক অংশের সহিত হয়। যদি বল সমস্তাংশের সহিত হয়, তাহা হইলে উপচয় অর্থাৎ বড় না হওয়ায় পরমাণুমাত্রই হইবে, এবং দৃষ্টবিপর্য্যয় অর্থাৎ লোকে যাহা দেখা যায়, তাহার বিপরীতও হইয়া পড়িবে, কারণ, দেখা যায়, প্রদেশ অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগ হয়। আর যদি বল পরমাণুর একদেশের সহিত অন্য পরমাণুর একদেশের সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু সাবয়ব হইয়া পড়িবে। যদি বল পরমাণুর প্রদেশ কল্পিত হইবে, তাহা হইলে কল্পিত প্রদেশসকল অবস্তু অর্থাৎ তুচ্ছ হওয়ায় সংযোগও অবস্তুই হইবে, অতএব বস্তু অর্থাৎ সত্য কার্য্যের অসমবায়িকারণ হইবে না। এবং অসমবায়িকারণ না থাকিলে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না।

ভামতী।

"তত্র" পরমাণুকারণবাদে ইদম্ অভিধীয়তে সূত্রম্। তত্র প্রথমাং ব্যাখ্যাম্ আহ—"কর্ম্মবতাম্" ইতি। অভিঘাতাদি—ইত্যাদিগ্রহণেন নোদনসংস্কারগুরুত্বদ্রবত্বানি গৃহ্যন্তে। নোদনসংস্কারৌ অভিঘাতেন সমানযোগক্ষেমৌ, গুরুত্বদ্রবত্বে চ পরমাণুগতে সদাতনে ইতি কর্ম্মসাতত্যপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যানম্ আশঙ্কাপূর্ব্বম্ আহ—"অথ অদৃষ্টং" ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। "আদ্যস্য কর্ম্মণ" ইতি। "আত্মনশ্চ" ক্ষেত্রজ্ঞস্য "অনুৎপন্নচৈতনস্য" ইতি। "অদৃষ্টবতা পুরুষেণ" ইতি। "সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ" ইত্যর্থঃ। "সম্বন্ধস্য সাতত্যাৎ" ইতি। যদ্যপি পরমাণুক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগঃ পরমাণুকর্ম্মজঃ তথাপি তৎপ্রবাহস্য সাতত্যম্ ইতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মনা চেৎ, উপচয়াভাবঃ। একদেশেন হি সংযোগে যৌ অণ্বোঃ একদেশৌ নিরন্তরৌ তাভ্যাম্ অন্যে একদেশাঃ সংযোগেন অব্যাপ্তা ইতি প্রথিমা উপপদ্যতে। সর্ব্বাত্মনা তু নৈরন্তর্য্যে পরমাণৌ একস্মিন্ পরমাণ্বন্তরাণি অপি সংমান্তি ইতি ন প্রথিমা স্যাৎ ইত্যর্থঃ। শঙ্কতে—যদ্যপি নিষ্প্রদেশাঃ পরমাণবঃ, তথাপি সংযোগঃ তয়োঃ অব্যাপ্যবৃত্তিঃ এবংস্বভাবত্বাৎ। কা এষা বাচোযুক্তিঃ নিষ্প্রদেশং সংযোগঃ ন ব্যাপ্নোতি ইতি। এষা এব বাচোযুক্তিঃ যৎ যথা প্রতীয়তে তৎ তথা অভ্যুপেয়তে ইতি। তাম্ ইমাং শঙ্কাং সুদ্ধারাম্ আহ—"পরমাণুনাং কল্পিতা" ইতি। ন হি অস্তি সম্ভবঃ নিরবয়বঃ একঃ তদৈব তেনৈব সংযুক্তশ্চ অসংযুক্তশ্চ ইতি। ভাবাভাবয়োঃ একস্মিন্ অদ্বয়ে বিরোধাৎ। অবিরোধে বা ন ক্বচিদপি বিরোধঃ অবকাশম্ আসাদয়েৎ। প্রতীতিস্তু প্রদেশকল্পনয়াপি কল্প্যতে। তৎ ইদম্ উক্তম্—"কল্পিতাঃ প্রদেশা" ইতি। তথাচ সুদ্ধারা ইয়ম্ ইতি তাম্ উদ্ধরতি—"কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"সংস্কারঃ" বেগাদিঃ। "অভিঘাতঃ" ক্রিয়াবিশিষ্টদ্রব্যস্য দ্রব্যান্তরেণ সংযোগবিশেষঃ। যথা উদ্যমিতনিপাতিতমুষলস্য উলূখলেন। নোদনং তু সংযুক্তস্য স এব সংযোগঃ প্রযত্নবিশেষাপেক্ষঃ, যথা সংনদ্ধকরশরসংযোগঃ ক্ষেপানুকূলপ্রযত্নাপেক্ষঃ। নিমিত্তাপেক্ষত্বেন সমানযোগক্ষেমৌ নোদনসংস্কারৌ ইত্যর্থঃ। তদাপি ঈশ্বরস্য চৈতন্যম্ অস্তি ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ক্ষেত্রজ্ঞস্য" ইতি। "শঙ্কতে" ইতি। পরমাণুনাং কল্পিতা ইতি বক্ষ্যমাণপ্রতীকগ্রহণেন অস্য অনুষঙ্গঃ। ননু পরৈঃ কল্পিতাঃ প্রদেশা ন ইষ্যন্তে কিন্তু পরামাণৌ সংযোগস্য বৃত্ত্যবৃত্তী ইতি আশঙ্ক্য বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষে ব্যাঘাতাৎ নিরস্তে, গত্যভাবাৎ বৈশেষিকঃ যদি পরমাণৌ সংযোগস্য অব্যাপ্যবৃত্তয়ে কল্পিতং প্রদেশং মন্যেত, স ভাষ্যে আশঙ্ক্য নিরস্যতে ইতি বক্তুম্ বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষং তাবৎ আহ—"যদ্যপি" ইতি। ব্যাঘ্যাতম্ আহ সিদ্ধান্তী—"কা এষা" ইতি। পরিহরতি বৈশেষিকঃ "এষা" ইতি। ঘটাদিষু হি সংযোগস্য বৃত্ত্যবৃত্তী দৃশ্যেতে, যদি তত্রাপি অবয়ববিভাগেন, তর্হি যাবৎ পরমাণু তথাত্বে পরমাণোশ্চ নিরংশত্বে সংযোগঃ এব ন স্যাৎ ইতি বৃত্ত্যবৃত্তী এব তস্য অব্যাপ্যবৃত্তিতা ইত্যর্থঃ। "সুদ্ধারাম্" সুপরিহারাম্ আপাস্য ইত্যর্থঃ। শঙ্কায়াঃ সুদ্ধারত্বসিদ্ধ্যর্থং বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষং দূষয়তি "ন হি অস্তি" ইতি। যদি ভাবাভাবয়োঃ একত্র অবিরোধঃ, তর্হি ন কচিৎ অপি ভেদঃ অবকাশম্ আসাদয়েৎ, স হি বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসরূপঃ, বিরোধায় চ ত্বয়া জলাঞ্জলিঃ দত্তঃ ইত্যর্থঃ। প্রদেশকল্পনয়াপি কল্প্য ইতি পরেণাপি অঙ্গীকার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

তত্র অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদবিষয়ে এই সূত্র বলা হইতেছে। **কর্ম্মবতাং** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা প্রথম ব্যাখ্যা বলিতেছেন। অভিঘাতাদি এই আদি শব্দ গ্রহণ দ্বারা নোদন সংস্কার গুরুত্ব ও দ্রবত্ব গ্রহণ করা হয়। নোদন ও সংস্কার অভিঘাতের সহিত সমানযোগক্ষেম অর্থাৎ ইহারা সৃষ্টির পরকালে হয় বলিয়া তুল্যধর্ম্মা।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ।১২]

ভামতীর অনুবাদ।

এবং পরমাণুগত গুরুত্ব ও দ্রবত্ব সদাতন অর্থাৎ নিত্য, অতএব কর্ম্ম সাতত্যপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্বদাই কর্ম্ম হইতে থাকুক অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রলয় হইতে পারে না। **যথাদৃষ্টং** এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কাপূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বলিতেছেন। অদৃষ্টশব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, **অনুৎপন্নচৈতন্য আত্মাশব্দের** অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব। **অদৃষ্টবতাপুরুষেণ** এই গ্রন্থে অণুর সহিত অদৃষ্টের যে সম্বন্ধ তাহা সংযুক্তসমবায়। **সম্বন্ধসাতত্যাৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যদিও পরমাণু ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ পরমাণুকর্ম্মজন্য তাহা হইলেও তাহার প্রবাহ সতত হয়। সমস্তের সহিত যদি সংযোগ হয়, তাহা হইলে উপচয় হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে একদেশের সহিত সংযোগ হইলে পরমাণুদ্বয়ের যে অবয়ব দুইটি নিরন্তর অর্থাৎ মিলিত হইয়াছে, সেই দুইটি ভিন্ন অন্য অবয়বসকল সংযোগের দ্বারা ব্যাপ্ত নহে। অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে পারে। কিন্তু সমস্তটার সহিতই যদি মিলিত হইত তাহা হইলে এক পরমাণুতে অন্য পরমাণুসকলও অন্তর্ভূত হইয়া যাইত অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইত না। **পরমাণূনাং কল্পিতা** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন, যদিও পরমাণুসকল নিষ্প্রদেশ অর্থাৎ অবয়বশূন্য, তাহা হইলেও তাহাদের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, কারণ, সংযোগের স্বভাবই এইরূপ।—(প্রশ্ন) একি যুক্তি যে নিরবয়ববস্তুকে সংযোগ ব্যাপিয়া থাকে না। (উত্তর) ইহাই যুক্তি যে, যে বস্তু যেমন ভাবে অনুভূত হয়, তাহা সেইরূপই স্বীকার করা হয়। **পরমাণূনাং কল্পিতা**। এই গ্রন্থের দ্বারা সুদ্ধার অর্থাৎ অনায়াসে পরিহারের যোগ্য সেই এই আশঙ্কাকে বলিতেছেন। ইহা সম্ভব নহে যে, নিরবয়ব একটি বস্তুই একই সময়ে একই বস্তুদ্বারা সংযুক্তও হয়, অসংযুক্তও হয়। কারণ, অদ্বিতীয় একমাত্র বস্তুতে ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ হয়। আর যদি বিরোধ না হয়, তাহা হইলে কুত্রাপি বিরোধ অবকাশ পাইবে না, অর্থাৎ জগৎ হইতে বিরোধ বস্তুটির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তিত্বপ্রতীতি পরমাণুর প্রদেশ কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারাও কল্পনা করা যায়। সেইজন্য **কল্পিতাপ্রদেশা** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। এবং তাহা হইলে এই আশঙ্কা সুদ্ধার অর্থাৎ অনায়াসে পরিহারের যোগ্য, অতএব **কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা তাহাকে পরিহার করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ আদিসর্গে নিমিত্তাভাবাৎ সংযোগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম ন অণূনাং সম্ভবতি, এবং মহাপ্রলয়েঽপি বিভাগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম নৈব অণূনাং সম্ভবেৎ। ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তং তন্নিমিত্তং দৃষ্টম্ অস্তি। অদৃষ্টম্ অপি ভোগসিদ্ধ্যর্থং ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্ ইত্যতঃ নিমিত্তাভাবাৎ ন স্যাৎ অণূনাং সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থং বা কর্ম্ম। অতশ্চ সংযোগবিভাগাভাবাৎ তদায়ত্তয়োঃ সংযোগপ্রলয়োঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ অনুপপন্নোঽয়ং পরমাণুকারণবাদঃ ।১২

ভাষ্যানুবাদ।

যেমন সৃষ্টির প্রথমে কোন হেতু না থাকায় সংযোগ উৎপত্তির জন্য পরমাণুসকলের কর্ম্ম হওয়া সম্ভব হয় না, এইরূপ মহাপ্রলয়েও বিভাগ উৎপত্তির জন্য পরমাণুসকলের কর্ম্ম হওয়াও সম্ভব হইবে না। কারণ, তাহাতেও অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও নিয়মিত কোন বিভাগের নিমিত্ত দেখা যায় না। অদৃষ্টও ভোগসিদ্ধির জন্য, প্রলয় হওয়ার জন্য নহে, অতএব নিমিত্ত না থাকায় অণুসকলের সংযোগ উৎপত্তির জন্য অথবা বিভাগ উৎপত্তির জন্য কর্ম্ম হইবে না। এইজন্য সংযোগ ও বিভাগ না হওয়ায় তাহাদের অধীন সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। সেইজন্য এই পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত ।১২

ভামতী।

তৃতীয়াং ব্যাখ্যাম্ আহ—"যথা চ আদিসর্গে" ইতি। নন্বু অভিঘাতাদয়ঃ প্রলয়ারম্ভসময়ে কস্মাৎ বিভাগারম্ভককর্ম্মহেতবঃ ন সম্ভবন্তি অত আহ—"ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তম্" ইতি। সংভবন্তি অভিঘাতাদয়ঃ কদাচিৎ ক্বচিৎ, ন তু অপর্য্যায়েণ সর্ব্বস্মিন্, নিয়মহেতোঃ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ। "ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্"ইতি। যদ্যপি শরীরাদিপ্রলয়ারম্ভে অস্তি দুঃখভোগঃ, তথাপি অসৌ পৃথিব্যাদিপ্রলয়ে নাস্তি ইতি অভিপ্রেত্য ইদম্ উদিতম্ ইতি মন্তব্যম্ ।১২

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।১৩ *

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"নন্বভিঘাতাদয়ঃ" ইতি। প্রাক্ প্রলয়াৎ অভিঘাতাদীনাং হেতুত্বসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্মিন্ অণৌ অপর্য্যায়েণ অভিঘাতাদয়ঃ ন সম্ভবন্তি ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"নিয়মে"তি। সত্যপি পৃথিব্যাদৌ শরীরাদিলয়াদেব দুঃখচ্ছেদসিদ্ধেঃ অপ্রযোজকঃ তস্মিন্ পৃথিব্যাদি-লয় ইত্যাহ—"তথাপি" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

যথা চ আদিসর্গে এই গ্রন্থদ্বারা তৃতীয় ব্যাখ্যা বলিতেছেন। যদি বল—প্রলয়ারম্ভসময়ে অভিঘাতাদি বিভাগারম্ভক অর্থাৎ বিভাগের জনক কর্ম্মের হেতু হয় না কেন? এইজন্য **ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়ন্তং** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, অভিঘাতাদি কোনও সময়ে কোন কোন স্থলে হেতু হয় বটে, কিন্তু একসঙ্গে সকল বস্তুতে হয় না; কারণ, এরূপ নিয়মের কোন হেতু নাই। যদিও শরীরাদির প্রলয়ারম্ভে অর্থাৎ নাশের সময় দুঃখভোগ আছে, তাহা হইলেও পৃথিব্যাদির প্রলয় হইলে সে দুঃখভোগ নাই—এই অভিপ্রায় করিয়া **ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থং** এই গ্রন্থ বলা হইয়াছে, ইহা জানিবে।১২

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।১৩

"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ" তদভাব ইতি প্রকৃতেন অণুবাদনিরাকরণেন সংবধ্যতে। দ্বাভ্যাং চ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকম্ উৎপদ্যমানম্ অত্যন্তভিন্নম্ অণুভ্যাম্ অণ্বোঃ সমবৈতি ইতি অভ্যুপগম্যতে ভবতা। ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা শক্যতে অণুকারণতা সমর্থয়িতুম্। কুতঃ? "সাম্যাৎ অনবস্থিতেঃ"। যথৈব হি অণুভ্যাম্ অত্যন্তভিন্নং সৎ দ্ব্যণুকং সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন তাভ্যাং সংবধ্যতে, এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যঃ অত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়-লক্ষণেন অন্যেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সংবধ্যেত, অত্যন্তভেদসাম্যাৎ। ততশ্চ তস্য তস্য অন্যঃ অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইতি অনবস্থা এব প্রসজ্যেত।

ননু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ সমবায়ঃ নিত্যসম্বন্ধ এব সমবায়িভিঃ গৃহ্যতে, ন অসংবদ্ধঃ সম্বন্ধান্তরাপেক্ষো বা। ততশ্চ ন তস্য অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ যেন অনবস্থা প্রসজ্যেত ইতি। ন ইতি উচ্যতে—সংযোগোঽপি এবং সতি সংযোগিভিঃ নিত্যসংবদ্ধ এব ইতি সমবায়বৎ ন অন্যং সম্বন্ধম্ অপেক্ষেত।

অথ অর্থান্তরত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত, সমবায়োঽপি তর্হি অর্থান্তরত্বাৎ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত। ন চ গুণত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে ন সমবায়ঃ অগুণত্বাৎ ইতি যুজ্যতে বক্তুম্। অপেক্ষাকারণস্য তুল্যত্বাৎ, গুণপরিভাষায়াশ্চ অতন্ত্রত্বাৎ। তস্মাৎ অর্থান্তরং সমবায়ম্ অভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেত এব অনবস্থা। প্রসজ্যমানায়াং চ অনবস্থায়াম্ একাসিদ্ধৌ সর্ব্বাসিদ্ধেঃ দ্বাভ্যাম্ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকং নৈব উৎপদ্যেত। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।১৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**চ** এবং **সমবায়াভ্যুপগমাৎ** অর্থাৎ সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া **তদভাবঃ** অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না; কারণ, **সাম্যাৎ** অর্থাৎ সাম্যবশতঃ **অনবস্থিতেঃ** অর্থাৎ অনবস্থাদোষ হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া দ্ব্যণুক যেমন পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সেইরূপ সমবায়ও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় অন্য এক সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে, তাহার আবার অন্য সমবায় হইবে, এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়।

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল না। অগত্যা আরব্ধ তৃতীয় অধিকরণেরই অঙ্গসূত্র হইয়া গেল।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।১৩]

ভাষ্যানুবাদ।

ভাষ্যার্থ—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ পরমাণুবাদখণ্ডনের জন্য পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে **তদভাব**পদ, তাহার সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। দুইটি পরমাণু হইতে উৎপন্ন অথচ পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্ব্যণুক পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়—ইহা আপনি স্বীকার করেন। যিনি এইরূপ স্বীকার করেন, তিনি পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? যেহেতু সাম্যবশতঃ অনবস্থাদোষ হয়। অর্থাৎ দ্ব্যণুক যেমন পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া সমবায়রূপ সম্বন্ধদ্বারা তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হয়, এইরূপ সমবায়ও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া সমবায়রূপ অন্য সম্বন্ধদ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হইবে। কারণ, অত্যন্ত ভেদ উভয়েরই সমান। এবং তাহা হইলে সেই সমবায়ের অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাই হইয়া পড়ে।

যদি বল—ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্য অর্থাৎ কপালে ঘট, দ্রব্যে গুণ ইত্যাদি ইহপ্রতীতিদ্বারা যাহাকে জানা যায়, সেই সমবায়, সমবায়ীর সহিত নিত্যসম্বন্ধরূপেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, অসম্বদ্ধরূপে গৃহীত হয় না বা সম্বন্ধান্তরাপেক্ষ হইয়াও গৃহীত হয় না অর্থাৎ অন্যসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াও জ্ঞাত হয় না, এবং তাহা হইলে তাহার আর অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে না, যেজন্য অনবস্থা হইয়া পড়িবে। আমি বলি—না, তাহা বলিতে পার না, এরূপ হইলে সংযোগও সংযোগীর সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্তই থাকে, অতএব সমবায়ের মত অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে না।

যদি বল—অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া সংযোগ অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, তাহা হইলে সমবায়ও পদার্থান্তর বলিয়া অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। আর সংযোগ গুণ বলিয়া অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, কিন্তু সমবায় করিবে না; কারণ, তাহা গুণ নহে, ইহা বলা উচিত নহে। কারণ, অপেক্ষা-কারণ উভয়ের সমান অর্থাৎ সংযোগী হইতে ভিন্ন হইয়াছে বলিয়া সংযোগ যেমন অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ সমবায়ী হইতে ভিন্ন বলিয়া সমবায়ও অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। আর বৈশেষিক রূপ রস প্রভৃতি কতিপয় বস্তুকে গুণ বলিয়া যে পরিভাষা করিয়াছেন, তাহা তন্ত্র নহে, অর্থাৎ সংযোগের অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষার প্রতি ইহা হেতু নহে। সুতরাং যাঁহারা সমবায়কে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার মতে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবেই, এবং অনবস্থার প্রসক্তি হইলে একের অসিদ্ধিতে সকলের অসিদ্ধি হয় বলিয়া দুইটী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইবে না। সেজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৩

ভামতী।

ব্যাচষ্টে—"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চে"তি। ন তাবৎ স্বতন্ত্রঃ সমবায়ঃ অত্যন্তং ভিন্নঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়িনৌ ঘটয়িতুম্ অর্হতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অনেন সমবায়িসম্বন্ধিনা সতা সমবায়িনৌ ঘটনীয়ৌ, তথাচ সমবায়স্য সম্বন্ধান্তরেণ সমবায়িসম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে অনবস্থা।

অথ অসৌ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধে ন সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থত্বাৎ। তথাহি—নাসৌ ভিন্নোঽপি সম্বন্ধিনিরপেক্ষঃ নিরূপ্যতে। ন চ তস্মিন্ সতি সম্বন্ধিনৌ অসম্বন্ধিনৌ ভবতঃ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব সমবায়ঃ সমবায়িনোঃ ন সম্বন্ধান্তরেণ ইতি চোদয়তি—"ননু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্য" ইতি। পরিহরতি—"ন ইতি উচ্যতে"। "সংযোগোঽপি এবম্" ইতি। সংযোগোঽপি সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থঃ। ন চ ভিন্নোঽপি সংযোগিভ্যাং বিনা নিরূপ্যতে। ন চ তস্মিন্ সতি সংযোগিনৌ অসংযোগিনৌ ভবত ইতি তুল্যচর্চঃ।

যদি উচ্যতে গুণঃ সংযোগঃ, ন চ দ্রব্যাসমবেতো গুণো ভবতি, ন চ অস্য সমবায়ং বিনা সমবেতত্বং, তস্মাৎ সংযোগস্য অস্তি সমবায়ঃ ইতি শঙ্কাম্ অপাকরোতি—"ন চ গুণত্বাদি"তি। যদি অসমবায়ে অস্য অগুণত্বং ভবতি, কামং ভবতু, ন নঃ কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদিদম্ উক্তম্—"গুণপরিভাষায়াশ্চ" ইতি। পরমার্থতস্তু দ্রব্যাশ্রয়ী ইতি উক্তম্। তচ্চ বিনাপি সমবায়ং স্বরূপতঃ সংযোগস্য উপপদ্যতে এব।

ন চ কার্য্যত্বাৎ সমবায্যসমায়িকারণাপেক্ষিতয়া সংযোগঃ সমবায়ী ইতি যুক্তম্।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ।১৩]

ভামতী।

অজসংযোগস্য অতথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ সমবায়স্যাপি সম্বন্ধাধীনসদ্ভাবস্য সম্বন্ধিনশ্চ একস্য দ্বয়োর্বা বিনাশিত্বেন বিনাশিত্বাৎ কার্য্যত্বম্। ন হি অস্তি সম্ভবঃ গুণো বা গুণগুণিনৌ বা অবয়বো বা অবয়বাবয়বিনৌ বা নষ্টঃ অপি অস্তি চ তয়োঃ সম্বন্ধ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যঃ সমবায়ঃ। তথাচ যথা এষ নিমিত্তকারণমাত্রাধীনোৎপাদ এবং সংযোগোঽপি।

অথ সমবায়োঽপি সমবায্যসমবায়িকারণে অপেক্ষতে, তথাপি সৈব অনবস্থা ইতি। তস্মাৎ সমবায়বৎ সংযোগোঽপি ন সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে। যদি উচ্যেত সম্বন্ধিনৌ অসৌ ঘটয়তি ন আত্মানম্ অপি সম্বন্ধিভ্যাং, তৎ কিম্ অসৌ অসম্বন্ধ এব সম্বন্ধিভ্যাম্? এবং চেৎ অত্যন্তভিন্নঃ অসম্বন্ধঃ কথং সম্বন্ধিনৌ সম্বন্ধয়েৎ। সম্বন্ধনে বা হিমবদ্বিন্ধ্যাবপি সম্বন্ধয়েৎ, তস্মাৎ সংযোগঃ সংযোগিনোঃ সমবায়েন সম্বন্ধ ইতি বক্তব্যম্। তদেতৎ সমবায়স্যাপি সমবায়িসম্বন্ধে সমানম্ অন্যত্র অভিনিবেশাৎ। তথাচ অনবস্থা ইতি ভাবঃ।১৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ভবন্মতে তাবৎ ন সমবায়ঃ সম্বন্ধিভ্যাং কল্পিততাদাত্ম্যবান্। তথাচ স্বতন্ত্রঃ অসম্বন্ধঃ সন্ সম্বন্ধিনৌ ন ঘটয়িতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ। সমবায়ঃ তন্তুপটাভ্যাং সম্বন্ধঃ তন্নিয়ামকত্বাৎ কারণবৎ ইত্যত্র অসম্বন্ধত্বম্ উপাধিম্ আশঙ্কতে—"অথ অসৌ" ইতি। অনবস্থয়া পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয়াৎ পক্ষেতরস্যাপি উপধিতা সম্বন্ধিনোঃ ন ঘটয়িতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ। পরস্পরং স্বস্য চ তাভ্যাং সম্বন্ধনম্ অবিশ্লিষ্টত্বাপাদনং পরমার্থঃ স্বভাবো যস্য স তথা তত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। স্বস্য সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধনাৎ সত্ত্বং নিত্যপরতন্ত্রত্বাৎ ইত্যাহ—"ন অসৌ" ইতি। সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধনাত্মত্বে হেতুম্ আহ—"ন তস্মিন্" ইতি। স্বসত্তায়াং সম্বন্ধিনোঃ অসম্বন্ধাভাবাৎ ন সমবায়স্য তৎসম্বন্ধনে স্বাতিরিক্তসম্বন্ধাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। সমবায়ঃ সমবায়িনোঃ ইতি যৎ তৎ স্বভাবাৎ ইতি যোজনা। কিম্ অসম্বন্ধত্বম্ উপাধিঃ অসমবায়ত্বং বা। নাদ্যঃ সংযোগে সাধ্যাব্যাপ্তেঃ ইত্যাহ—"সংযোগোঽপি" ইতি। সমবায়েন তুল্যন্যায়ত্বাৎ সংযোগোঽপি অসম্বন্ধঃ প্রসজ্যেত। ন চ এবং ত্বয়া ইষ্যতে অতঃ সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ। পক্ষদ্বয়েঽপি পক্ষেতরত্বং চ। যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ো বা সম্বন্ধানপেক্ষ ইতি উপাধিব্যতিরেকে দৃষ্টান্তাভাবাৎ। ন চ অনবস্থয়া পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয়াপদোষঃ। তথা সতি সমবায়স্য লোপাৎ। ন চ এবং সমবায়স্য সম্বন্ধাপেক্ষানুমানং আশ্রয়াসিদ্ধম্। পরসিদ্ধম্ আশ্রিত্য পরেষাম্ অনিষ্টাপাদনাৎ ইতি। অগুণত্বে সতি অসম্বন্ধত্বং সম্বন্ধাপেক্ষয়াম্ উপাধিঃ তথাচ ন সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইতি আশঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। সংযোগস্য গুণত্বম্ অসিদ্ধম্ ইতি সাধ্যাব্যাপ্তিঃ তদবস্থা ইত্যাহ—"যদি অসমবায়ে" ইতি। সম্বন্ধান্তরসাপেক্ষেঽপি সংযোগে নাস্তি অগুণত্বে সতি অসম্বন্ধত্বম্, অস্মন্মতে অস্য অগুণত্বাৎ সম্বন্ধত্বাচ্চ অতঃ সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ।

ননু উভয়সিদ্ধস্থলে সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ন্যায়মতে চ সংযোগস্য অগুণত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"পরমার্থতস্তু" ইতি। অয়ং পরিহার ইতি শেষঃ। "দ্রব্যাশ্রয়ী ইতি উক্তম্" ইতি। ন চ দ্রব্যাসমবেতো গুণো ভবতি ইতি গ্রন্থ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—অগুণত্বে সতি অসম্বন্ধত্বম্ ইত্যুপাধেঃ ব্যতিরেক এবং বাচ্যঃ। সমবায়ঃ সম্বন্ধানপেক্ষঃ অগুণত্বে সতি সম্বন্ধত্বাৎ ইতি। অত্র তাবৎ দৃষ্টান্তাভাবাৎ অনধ্যবসিতত্বম্। ন চ ব্যতিরেকিত্বম্; অভাবে সাধ্যবত্যাপি হেতোঃ অবৃত্তেঃ। বিশেষণবৈয়র্থ্যং চ। সংযোগস্য প্রাগুক্তরীত্যা স্বাভাবিকদ্রব্যাশ্রিতত্বপ্রযুক্তেঃ অগুণত্বোপপত্তৌ অব্যবচ্ছেদ্যত্বাৎ। সমবায়ঃ সমবেতঃ সম্বন্ধত্বাৎ সংযোগবৎ ইত্যপি অনুমানং দ্রষ্টব্যম্। সংযোগে সম্বন্ধত্বে সতি সম্বন্ধাপেক্ষত্বে কার্য্যত্বম্ উপাধিঃ। জাত্যাদৌ সাধ্যাব্যাপ্তিবারণায় সম্বন্ধত্বে সতি ইতি সাধ্যবিশেষণম্। তথাচ কার্য্যত্বং সমবায়াৎ ব্যাবর্ত্তমানং স্বব্যাপ্যাং সম্বন্ধত্বে সতি সম্বন্ধাপেক্ষাং বারয়েৎ, সম্বন্ধত্বং চ সমবায়ে উভয়বাদিসিদ্ধম্। অতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধাপেক্ষাব্যাবৃত্তিসিদ্ধিঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন চ কার্য্যত্বাৎ" ইতি। আত্মাকাশসংযোগে সাধ্যাব্যাপ্তিম্ আহ—"অজসংযোগস্য" ইতি। অজসংযোগশ্চ সাধয়িষ্যতে। সম্বন্ধত্বেন হেতুনা সংযোগবৎ সমবায়স্যাপি কার্য্যত্বং সাধয়ন্ সাধনব্যাপ্তিম্ আহ—"অপি চ" ইতি। যে তু সমবায়স্য কার্য্যত্বং স্বীকৃত্যৈব সমবায়িকারণানপেক্ষত্বেন সমবায়ান্তরাপেক্ষাং ন মন্যন্তে প্রাভাকরাঃ তান্ প্রতি প্রতিবন্দ্যা সমবায়ান্তরাপেক্ষাম্ উপপাদয়তি—"তথাচ" ইতি। সংযোগপ্রতিবন্দীম্ উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। ননু সংযোগস্যাপি সংযোগিভ্যাম্ অসম্বন্ধ এব ভবতু, তথাচ কুতঃ প্রতিবন্দী ইতি কশ্চিৎ শঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। দূষয়তি—"তৎ কিম্" ইতি। সংযোগিনোঃ" ইতি সপ্তমী।১৩।১৪

ভামতীর অনুবাদ।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ এই গ্রন্থদ্বারা সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন অতএব স্বতন্ত্র অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য হইয়া সমবায় সমবায়িদ্বয়কে ঘটাইতে অর্থাৎ সম্বন্ধ করিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হয়। (অর্থাৎ জলে গন্ধবত্ত্ব প্রতীতি হইয়া পড়ে।) সেই হেতু এই সমবায় সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সমবায়িদ্বয়কে সম্বন্ধ করিবে। আর তাহা হইলে সমবায়ের সম্বন্ধান্তরদ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইল। আর যদি বল—সমবায় সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে অন্যসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না, কারণ, সম্বন্ধিদ্বয়ের ও সেই সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত নিজের সম্বন্ধন অর্থাৎ মিলন করাই তাহার স্বভাব। তাহাই বুঝান হইতেছে—সমবায় সম্বন্ধী অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও সম্বন্ধীকে অপেক্ষা না করিয়া নিরূপিত হয় না।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

নিত্যমেব চ ভাবাৎ।১৪ *

ভামতীর অনুবাদ।

এবং সমবায় থাকিলে সম্বন্ধিদ্বয়ও অসম্বন্ধী অর্থাৎ অমিলিত হয় না। সেইজন্য স্বভাববশতই সমবায় সমবায়িদ্বয়ে থাকে, অন্যসম্বন্ধে নহে, অতএব অনবস্থাদোষ হইল না। **ননু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা শঙ্কা করিতেছেন। **ন ইত্যুচ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। **সংযোগোঽপ্যেবং** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝান হইতেছে। সংযোগও সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থ অর্থাৎ সম্বন্ধিদ্বয়ের মিলন করাই সংযোগের স্বভাব। আর ভিন্ন হইয়াও সংযোগী ব্যতীত নিরূপিত হয় না, এবং সংযোগ থাকিলে সংযোগিদ্বয় অসংযোগীও হয় না, অতএব **তুল্যচর্চ্চ**, অর্থাৎ সমবায় ও সংযোগ এই উভয়ের বিচারই সমান।

যদি বল—সংযোগ গুণ পদার্থ, এবং গুণ দ্রব্যে সমবেত না হইয়া থাকে না এবং সমবায় বিনা গুণ সমবেতও হয় না, সেইজন্য সংযোগের সমবায় আছে। **ন চ গুণত্বাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা এই শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। যদি সমবায় না হইলে সংযোগের গুণত্ব না হয়, না হউক তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই, সেইজন্য **গুণপরিভাষায়াশ্চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। পরমার্থতঃ কিন্তু দ্রব্যাশ্রয়ী অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তি পদার্থ, ইহা বলা হইয়াছে। আর সংযোগের তাহা অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তিত্ব সমবায়ব্যতীতও স্বরূপসম্বন্ধে নিশ্চয়ই হইতে পারে।

আর কার্য্যপদার্থ হওয়ায় সমবায়ি ও অসমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে বলিয়া সংযোগ সমবায়ী হয়—ইহা বলা ঠিক্ নহে; কারণ, তাহা হইলে অজসংযোগ অর্থাৎ আত্মা ও আকাশ প্রভৃতি বিভুদ্বয়ের সংযোগ অন্যথা হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অসমবায়ী হইয়া পড়ে। আরও **সম্বন্ধ্যধীনসদ্ভাব** অর্থাৎ সম্বন্ধিবশতঃ সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব হইয়াছে যাহার, অর্থাৎ সম্বন্ধী থাকিলে সমবায় হয়, না থাকিলে নহে এইরূপ বলিয়া, এবং একটী বা দুইটী সম্বন্ধী নষ্ট হইলে নষ্ট হয় বলিয়া, সমবায় কার্য্য পদার্থ। ইহা সম্ভব নহে যে—গুণ বা গুণ ও গুণী, অবয়ব অথবা অবয়ব ও অবয়বী নাই, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য সমবায় কার্য্য পদার্থ। এবং তাহা হইলে ইহা যেমন কেবল নিমিত্তকারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, এইরূপ সংযোগও হইবে।

আর যদি বল, সমবায় ও সমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলেও সেই অনবস্থাদোষই হয়। সেইজন্য সমবায়ের মত সংযোগও অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না। যদি বল—সংযোগ সম্বন্ধিদ্বয়কে মিলিত করিয়া দেয়, কিন্তু নিজেকেও সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত মিলিত করে না, (উত্তর) তাহা হইলে কি সংযোগ সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ই না? এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ভিন্ন এবং অসম্বন্ধ সংযোগ কি করিয়া সম্বন্ধিদ্বয়কে সম্বন্ধযুক্ত করিবে? আর যদি সম্বন্ধযুক্ত করে, তাহা হইলে হিমালয়ও বিন্ধ্যাচলকেও সম্বন্ধযুক্ত করিবে। সেইজন্য সংযোগ সংযোগিদ্বয়ে সমবায়সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহা বলিতে হইবে। তবে ইহা সমবায়ের ও সমবায়ির সহিত সম্বন্ধবিষয়ে সমান, কেবল অভিনিবেশ অর্থাৎ জেদ ব্যতীত। আর তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইল, ইহাই অভিপ্রায়।১৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ।১৪

অপি চ অণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তিস্বভাবা বা উভয়স্বভাবা বা অনুভয়স্বভাবা বা অভ্যুপগম্যন্তে গত্যন্তরাভাবাৎ। চতুর্থাঽপি ন উপপদ্যতে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তে র্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তেঃ ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ। উভয়স্বভাবত্বং চ বিরোধাৎ অসমঞ্জসম্। অনুভয়স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোঃ অভ্যুপগম্যমানয়োঃ অদৃষ্টাদেঃ নিমিত্তস্য নিত্যসন্নিধানাৎ নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অতন্ত্রত্বেঽপি অদৃষ্টাদেঃ নিত্যাপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।১৪

---

* এস্থলে প্রথমান্তপদের অভাবে ইহা আরব্ধ অধিকরণেরই অঙ্গ সূত্র হইল। নিত্যম্ পদটী ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচন, প্রথমান্ত নহে। অতএব অধিকরণারম্ভের সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত এই পাদে অধিকরণারম্ভার্থ নিষেধবোধক শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে তাহাও নাই। অতএব ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্রই হইবে।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫ *

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পরমাণুসকল যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে **নিত্যম্ এব ভাবাৎ** অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়ে, **চ** অর্থাৎ আর যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে।

ভাষ্যার্থ—আরও তাঁহারা পরমাণুসকলকে প্রবৃত্তিস্বভাব, অথবা নিবৃত্তিস্বভাব, অথবা উভয়স্বভাব অথবা অনুভয়স্বভাব স্বীকার করেন, যেহেতু ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, কিন্তু এই চারিপ্রকারই হইতে পারে না। তন্মধ্যে যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়ে। এবং যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে। আর যদি বল—উভয়স্বভাব, তাহা হইলে তাহা বিরুদ্ধ হওয়ায় সামঞ্জস্য হয় না। আর যদি বল—উভয়স্বভাব নহে, তাহা হইলে কিন্তু কেবল নিমিত্তবশতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে অদৃষ্টাদি নিমিত্ত সর্ব্বদাই নিকটে থাকায় সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে, আর যদি অদৃষ্টাদি নিমিত্ত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। এজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৪

ভামতী।

প্রবৃত্তেঃ অপ্রবৃত্তের্বা ইতি শেষঃ। অতিরোহিতার্থম্ অস্য ভাষ্যম্।১৪

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রে প্রবৃত্তেঃ অপ্রবৃত্তেঃ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির এই অংশটুকু উহ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ নিত্যই প্রবৃত্তি হওয়ায় সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইবে, অথবা সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সর্ব্বদাই প্রলয় হইবে। ইহার ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫

সাবয়বানাং দ্রব্যাণাম্ অবয়বশো বিভজ্যমানানাম্ যতঃ পরো বিভাগো ন সম্ভবতি, তে চতুর্বিধাঃ রূপাদিমন্তঃ পরমাণবঃ চতুর্বিধস্য রূপাদিমতঃ ভূতভৌতিকস্য আরম্ভকা নিত্যাশ্চ ইতি যৎ বৈশেষিকা অভ্যুপগচ্ছন্তি স তেষাম্ অভ্যুপগমো নিরালম্বন এব। যতঃ রূপাদিমত্ত্বাৎ পরমাণূনাম্ অণুত্বনিত্যত্ববিপর্য্যয়ঃ প্রসজ্যেত। পরমকারণাপেক্ষয়া স্থূলত্বম্ অনিত্যত্বং চ তেষাম্ অভিপ্রেতবিপরীতম্ আপদ্যেত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে রূপাদিমদ্বস্তু তৎ স্বকারণাপেক্ষয়া স্থূলম্ অনিত্যং চ দৃষ্টম্। তৎ যথা পটঃ তন্তূন্ অপেক্ষ্য স্থূলঃ অনিত্যশ্চ ভবতি, তন্তবশ্চ অংশূন্ অপেক্ষ্য স্থূলা অনিত্যাশ্চ ভবন্তি; তথাচ অমী পরমাণবঃ রূপাদিমন্তঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে, তস্মাৎ তেঽপি কারণবন্তঃ তদপেক্ষয়া স্থূলা অনিত্যাশ্চ প্রাপ্নুবন্তি। যচ্চ নিত্যত্বে কারণং তৈঃ উক্তম্—

সদকারণবন্নিত্যম্। (বৈঃ সূঃ ৪।১।১) ইতি।

তদপি এবং সতি অণুষু ন সম্ভবতি। উক্তেন প্রকারেণ অণূনাম্ অপি কারণবত্ত্বোপপত্তেঃ। যদপি নিত্যত্বে দ্বিতীয়ং কারণম্ উক্তম্।

অনিত্যম্ ইতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ (বৈঃ সূঃ ৪।১।৪) ইতি।

তদপি ন অবশ্যং পরমাণূনাং নিত্যত্বং সাধয়তি। অসতি হি যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ নিত্যে বস্তুনি নিত্যশব্দেন নঞঃ সমাসো ন উপপদ্যতে, ন পুনঃ পরমাণুনিত্যত্বমেব অপেক্ষ্যতে। তচ্চ অস্তি এব নিত্যং পরমকারণং ব্রহ্ম। ন চ শব্দার্থব্যবহারমাত্রেণ কস্যচিৎ অর্থস্য প্রসিদ্ধির্ভবতি, প্রমাণান্তরসিদ্ধয়োঃ শব্দার্থয়োঃ ব্যবহারাবতারাৎ।

---

* এখানে "বিপর্য্যয়ঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকা সত্ত্বেও ইহা অধিকরণারম্ভক হইল না। কারণ, এই পাদে নিষেধবোধক শব্দ দিয়া সমস্ত অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে। অতএব ইহাও প্রচলিত অধিকরণের অঙ্গ সূত্র মাত্র।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর বৈশেষিকমতে জগৎকারণ পরমাণুসকলের **রূপাদিমত্ত্বাৎ** অর্থাৎ রূপাদিমত্ত্বপ্রযুক্ত নিরবয়বত্ব অণুত্ব ও নিত্যত্বের **বিপর্য্যয়** অর্থাৎ সাবয়বত্বাদি প্রসক্ত হয়, **দর্শনাৎ** অর্থাৎ যেহেতু লোকে রূপাদিযুক্ত পটাদি সেই রূপ দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—অবয়বযুক্ত দ্রব্যসকলের প্রত্যেক অবয়ব বিভাগ করিতে করিতে যাহা অপেক্ষা আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না, রূপাদিবিশিষ্ট সেই চারিপ্রকার পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট পৃথিব্যাদি চারিপ্রকার ভূত ও ভৌতিক অর্থাৎ পৃথিব্যাদিবিকারের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ ও নিত্য, বৈযেশিকগণ যে ইহা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই স্বীকার করা নিরালম্বন অর্থাৎ আশ্রয়হীন; যেহেতু রূপাদিযুক্ত হওয়ায় পরমাণুসকল অণু ও নিত্যের বিপরীত হইয়া পড়ে অর্থাৎ পরমকারণ অপেক্ষা পরমাণু স্থূল ও নিত্য হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেননা জগতে এইরূপ দেখা যায়,—জগতে যে বস্তুটি রূপাদিযুক্ত, তাহা নিজের কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয় দেখা যায়, তাহা যেমন—বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে, এবং সূত্রসকল অংশু অর্থাৎ আঁশ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে, এবং সেইরূপ এই পরমাণুসকল রূপাদিযুক্ত, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, সেইজন্য তাহারাও কারণবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদেরও কারণ আছে, এবং সেই কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয়। আর নিত্য হওয়ার প্রতি তাঁহারা যে কারণ বলিয়াছেন,—

সৎ অকারণবৎ নিত্যম্ (বৈঃ সূঃ ৪।১।১)।

অর্থাৎ সৎ অর্থাৎ যাহা ভাবপদার্থ ও কারণশূন্য অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহাই নিত্য। তাহাও এইরূপ হইলে অর্থাৎ পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট হইলে অণুতে সম্ভব হয় না, উক্তপ্রকারে পরমাণুসকলও সকারণ হইতে পারে। আর নিত্বত্বের প্রতি যে দ্বিতীয় কারণ বলিয়াছেন—

অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ (বৈঃ সূঃ ৪।১।৪)। *

অর্থাৎ যদি কারণও অনিত্য হয়, তাহা হইলে কার্য্য অনিত্য এইরূপে বিশেষ করিয়া কার্য্যে নিত্যত্বের নিষেধ করা যাইবে না, অতএব পরমাণুরূপ কারণ—নিত্য, ইহাই বৈশেষিকের অভিপ্রায়। তাহাও নিশ্চিতরূপে পরমাণুসকলের নিত্যত্ব সাধন করে না; কারণ, যে কোন নিত্যবস্তু না থাকিলে নিত্যশব্দের সহিত নঞের সমাস হইতে পারে না, কিন্তু তাহা কেবল পরমাণুরই নিত্যত্বকে অপেক্ষা করে না, সেই নিত্যবস্তু ত পরমকারণ ব্রহ্মই রহিয়াছেন। আর কেবল শব্দার্থ ব্যবহার দ্বারাও অর্থাৎ ঘট অনিত্য এইরূপ লোকের কথাবশতঃ ঘটাদিপদার্থে যে অনিত্য বলিয়া ব্যবহার হয়, কেবল তাহার দ্বারা কোন পদার্থের প্রসিদ্ধি হয় না; কারণ, অন্যপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ শব্দ ও অর্থেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ব্যবহারের দ্বারা কোন বস্তুর সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধবস্তুরই ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভামতী।

যৎ কিল ভূতভৌতিকানাং মূলকারণং তৎ রূপাদিমান্ পরমাণুঃ নিত্য ইতি ভবদ্ভিঃ অভ্যুপেয়তে, তস্য চেৎ রূপাদিমত্ত্বম্ অভ্যুপেয়েত পরমাণুত্বনিত্যত্ববিরুদ্ধে স্থৌলানিত্যত্বে প্রসজ্যেয়াতাং, সোঽয়ং প্রসঙ্গঃ। একধর্ম্মাভ্যুপগমে ধর্ম্মান্তরস্য নিয়তা প্রাপ্তি র্হি প্রসঙ্গলক্ষণং, তৎ অনেন প্রসঙ্গেন জগৎকারণপ্রসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তং সাধনং রূপাদিমন্নিত্যপরমাণুসিদ্ধেঃ প্রচ্যাব্য ব্রহ্মগোচরতাং নীয়তে। তৎ এতৎ বৈশেষিকাভ্যুপগমোপন্যাসপূর্ব্বকম্ আহ—"সাবয়বানাং দ্রব্যাণাম্" ইতি। পরমাণুনিত্যত্বসাধনানি চ তেষাম্ উপন্যস্য দূষয়তি—"যচ্চ নিত্যত্বে কারণম্" ইতি। "সৎ" ইতি প্রাগভাবাৎ ব্যবচ্ছিনত্তি। "অকারণবৎ" ইতি ঘটাদেঃ। "যদপি

---

* এই সূত্রটি বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থে "অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ" এইরূপ দেখা যায়। এবং শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—অনিত্য অর্থাৎ নিত্য নহে বলিয়া যে প্রতিষেধভাব অর্থাৎ নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষবস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। অর্থাৎ কোন বস্তুই নিত্য নহে, এইরূপ সাধারণভাবে নিষেধ করা সম্ভব নহে; কারণ, কোন বস্তুই যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইবে কিরূপে? অতএব ঘট অনিত্য, পট অনিত্য এইরূপ বিশেষ বিশেষ জন্য বস্তুকে ধরিয়াই ইহা নিত্য নহে, ইহা বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে এই অভাবের প্রতিযোগিরূপে নিত্য পরমাণু সিদ্ধ হইবে। অতএব কোন বস্তুই নিত্য নহে, ইহা বলিতে পার না।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ।১৫]

ভামতী।

দ্বিতীয়ম্" ইতি। লব্ধরূপং হি কচিৎ কিঞ্চিৎ অন্যত্র নিষিধ্যতে। তেন অনিত্যম্ ইতি লৌকিকেন নিষেধেন অন্যত্র নিত্যত্বসদ্‌ভাবঃ কল্পনীয়ঃ,—তে চ অন্যে পরমাণব ইতি, তন্ন। আত্মনি অপি নিত্যত্বোপপত্তেঃ, ব্যপদেশস্য চ প্রতীতিপূর্ব্বকস্য তদভাবে নির্মূলস্যাপি দর্শনাৎ। যথা ইহ বটে যক্ষ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি পরমাণূন্ পক্ষীকৃত্য রূপাদিমত্ত্বেন সাবয়বত্বম্ অনিত্যত্বং চ সাধ্যতে তর্হি আশ্রয়াসিদ্ধিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"যৎ কিলে"তি। মূলকারণম্ উভয়সম্মতং পক্ষঃ, তৎ যদি রূপাদিমৎ তর্হি সাবয়বত্বাদি আপাদ্যম্ ইতি ন আশ্রয়াসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। নন্থ এবম্ অপি পক্ষধর্ম্মতাসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সিদ্ধান্তে মূলকারণস্য রূপাদিমত্ত্বানভ্যুপগমাৎ অত আহ—"একে"তি। যদি পর্ব্বতেঽনগ্নিমত্ত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, তর্হি অধূমবত্ত্বং স্যাৎ ইত্যাদৌ অপ্রমিতস্যৈব অভ্যুপগমমাত্রেণ আপাদকত্বদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ। প্রসঙ্গেঽপি আপাদ্যাপাদকয়োঃ ব্যাপ্তিঃ প্রমিতা বক্তব্যা, যৎ অনগ্নিমৎ তৎ অধূমবৎ ইতি ব্যাপ্তেঃ প্রমিতত্বাৎ, তৎ ইদম্ উক্তং—"নিয়তে"তি। নন্থ "ব্যাপ্যারোপাৎ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ" কথম্ অনেন বস্তুসিদ্ধিঃ অত আহ—"তৎ অনেন" ইতি। "তৎ" ইতি তত্র ইত্যর্থঃ। বিমতং সোপাদানং ভাবকার্য্যত্বাৎ সম্মতবৎ ইতি সামান্যতঃ প্রবৃত্তানুমানম্ এতৎতর্কোপবৃংহিতং নিত্যব্যাপকব্রহ্মবিষয়ং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। জগদুপাদানং ন স্পর্শবৎ ন চ অণু নিত্যত্বাৎ—অত্যন্তাভাববৎ ইতি অনুমানপর্য্যবসানম্। সত্যপি স্পর্শাদিমত্ত্বে মূলকারণস্য নিত্যত্বম্ অনুমানাৎ সিধ্যতি ইতি অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষতাম্ আশঙ্ক্য দূষয়তি ইতি আহ—"পরমাণুনিত্যত্বে"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও ভৌতিক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন শরীরাদিবস্তুর মূল কারণ বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা রূপাদিবিশিষ্ট নিত্য পরমাণু, ইহা আপনারা স্বীকার করেন, তাহাদিগকে যদি রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহারা পরমাণুত্ব ও নিত্যত্বের বিরুদ্ধ স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব হইয়া পড়িবে। ভাষ্যে যে প্রসঙ্গ বলা হইয়াছে—ইহাই সেই প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি, কারণ, এক ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যাপ্যপদার্থের অভ্যুপগম অর্থাৎ আরোপ করিলে ধর্ম্মান্তরের অর্থাৎ ব্যাপকধর্ম্মের নিয়তপ্রাপ্তি অর্থাৎ অবশ্য সম্ভাবনাকে প্রসঙ্গ অর্থাৎ তর্ক বা আপত্তি বলে। অতএব এই প্রসঙ্গ জগৎকারণসিদ্ধি করিবার জন্য প্রবৃত্ত হেতুকে রূপাদিবিশিষ্ট নিত্যপরমাণুসিদ্ধি হইতে বিচ্যুত করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে লইয়া যায়। অর্থাৎ জগতের মূলকারণ-সিদ্ধি করিবার জন্য যে হেতু নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা এই তর্কের সাহায্যে পরমাণুকে সিদ্ধি না করিয়া ব্রহ্মকেই সিদ্ধি করিয়া দেয়। ভাষ্যকার বৈশেষিকের স্বীকৃত বস্তুর উল্লেখ করিয়া **সাবয়বানাং দ্রব্যাণাং** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথাই বলিতেছেন। বৈশেষিক পরমাণুর নিত্যত্বসিদ্ধি করিবার জন্য যে সকল সূত্র বলিয়াছেন, তাহাদের সেই সূত্রগুলি উল্লেখ করিয়া **যচ্চ নিত্যত্বে কারণম্** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। **সৎ** শব্দদ্বারা প্রাগভাব হইতে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ পৃথক্ করিতেছেন অর্থাৎ প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন। **অকারণবৎ** এই শব্দদ্বারা ঘটাদি কার্য্যবস্তু হইতে ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন অর্থাৎ ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন। **যদপি দ্বিতীয়ম্** ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—কোন স্থানে কোন বস্তু লব্ধরূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ থাকিলেই অন্য স্থানে তাহার নিষেধ করা যায়। সেইজন্য অনিত্য এই লৌকিক নিষেধদ্বারা অন্য কোন স্থানে নিত্যবস্তু আছে, ইহা কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহারা অনিত্য ভিন্ন পরমাণু। তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, আত্মাও নিত্য হইতে পারে। কারণ, প্রতীতিপূর্ব্বক যে ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্যবহার হয় কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রতীতি না হইলে তাহা নির্মূলও দেখা যায়, যেমন এই বটগাছে ভূত আছে, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যৎ অপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণম্ উক্তম্—"অবিদ্যা চ" (বৈঃ সূঃ ৪।১৫) ইতি। তৎ যদি এবং বিব্রীয়েত, সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যাণাম্ কারণানাং প্রত্যক্ষেণ অগ্রহণম্ অবিদ্যা ইতি। ততঃ দ্ব্যণুকনিত্যতাঽপি আপদ্যেত। অথ অদ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশিষ্যেত অকারণবত্ত্বমেব নিত্যতানিমিত্তম্ আপদ্যেত। তস্য চ প্রাগেব উক্তত্বাৎ "অবিদ্যা চ" ইতি পুনরুক্তং স্যাৎ। অথাপি কারণবিভাগাৎ কারণবিনাশাচ্চ অন্যস্য তৃতীয়স্য বিনাশহেতোঃ অসম্ভবঃ অবিদ্যা, সা পরমাণূনাং নিত্যত্বং খ্যাপয়তি ইতি ব্যাখ্যায়েত। ন অবশ্যং বিনশ্যৎ বস্তু দ্বাভ্যাম্ এব হেতুভ্যাং বিনষ্টুম্ অর্হতি ইতি নিয়মঃ অস্তি। সংযোগ-

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সচিবে হি অনেকস্মিন্ দ্রব্যে দ্রব্যান্তরস্য আরম্ভকে অভ্যুপগম্যমানে এতৎ এবং স্যাৎ। যদা তু অপাস্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্থান্তরম্ আপদ্যমানম্ আরম্ভকম্ অভ্যুপগম্যতে, তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ মূর্ত্ত্যবস্থাবিলয়নেনাপি বিনাশ উপপদ্যতে। তস্মাৎ রূপাদিমত্ত্বাৎ স্যাৎ অভিপ্রেতবিপর্য্যয়ঃ পরমাণূনাম্। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।১৫

ভাষ্যানুবাদ।

আরও **অবিদ্যা চ** বলিয়া পরমাণুর নিত্যত্ব বিষয়ে যে তৃতীয় কারণ বলিয়াছেন—তাহার যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, পরিদৃশ্যমান কার্য্য অর্থাৎ যাহাদের কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ সৎ, অর্থাৎ ভাবপদার্থ পরমাণুসকলের কারণের প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞান না হওয়াই অবিদ্যা, তাহা হইলে দ্ব্যণুকেরও নিত্যত্ব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কারণ দ্ব্যণুকের কারণ পরমাণুরও প্রত্যক্ষ না হওয়ায় দ্ব্যণুকও নিত্য হইয়া পড়ে আর অদ্রব্যত্বে সতি অর্থাৎ যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, হেতুতে এই বিশেষণ দাও, অর্থাৎ দ্ব্যণুকের কারণস্বরূপ পরমাণু দ্রব্য থাকায় তাহাতে ব্যভিচার বারণ হইল বটে, কিন্তু তাহা হইলেও অকারণবত্ত্ব অর্থাৎ কারণ না থাকাই নিত্যতার নিমিত্ত অর্থাৎ নিত্য হওয়ার হেতু হইয়া পড়িবে, এবং তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হওয়ায় **অবিদ্যা চ** এই সূত্রটী পুনরুক্ত হইয়া যাইবে।

আর যদি বল, কারণবিভাগ অর্থাৎ অসমবায়িকারণনাশ এবং কারণবিনাশ অর্থাৎ সমবায়িকারণের বিনাশ ভিন্ন বিনাশের তৃতীয় হেতুর সম্ভব না থাকাই অবিদ্যা, তাহাই পরমাণুসকলের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবে। (ইহা খণ্ডন করিতেছেন, যথা—) বিনশ্যদ্বস্তু অর্থাৎ যাহা বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা দুইটি কারণবশতঃই অবশ্য বিনষ্ট হয়, এই নিয়ম নাই, সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য অন্যদ্রব্যের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে এইরূপ হয় অর্থাৎ সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণের নাশ হইলে কার্য্য নাশ হয়। কিন্তু যখন অপাস্তবিশেষ অর্থাৎ যাহা স্বয়ং নির্বিশেষ অথাৎ যাহার কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই, এইরূপ সামান্যাত্মক অর্থাৎ যাহা ঘটরুচকাদি সকল কার্য্যে সমানভাবে অনুগত হইয়া থাকে, এমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণপ্রভৃতি কারণ, অন্য বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আরম্ভক অর্থাৎ জনক হয়, ইহা স্বীকার করা হয়, তখন ঘৃতকাঠিন্য বিলয়ন অর্থাৎ গলিয়া যাওয়ার মত মূর্ত্তিযুক্ত অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা বিনাশের দ্বারাও বিনাশ হইতে পারে। সেই হেতু রূপাদিবিশিষ্ট হওয়ায় পরমাণুসকল অভিপ্রেত বিরুদ্ধ অর্থাৎ অণু ও নিত্য-বিরুদ্ধ স্থূল ও অনিত্য হইবে। সেইজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৫

ভামতী।

"যৎ অপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণম্ অবিদ্যা" ইতি। যদি সতাং পরমাণূনাং পরিদৃশ্যমানস্থূলকার্য্যাণাং প্রত্যক্ষেণ কারণাগ্রহণম্ অবিদ্যা, তয়া নিত্যত্বম্, এবং সতি দ্ব্যণুকস্যাপি নিত্যত্বম্। "অথ অদ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশিষ্যেত" তথা সতি ন দ্ব্যণুকে ব্যভিচারঃ, তস্য অনেক-দ্রব্যত্বেন অবিদ্যমানদ্রব্যত্বানুপপত্তেঃ, তথাপি অকারণবত্ত্বমেব নিত্যতানিমিত্তম্ আপদ্যেত, যতঃ অদ্রব্যত্বম্ অবিদ্যমানকারণভূতদ্রব্যত্বম্ উচ্যতে, তথাচ পুনরুক্তম্ ইতি আহ—"তস্য চ" ইতি। অপি চ অদ্রব্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ ইত্যত এব ইষ্টার্থসিদ্ধেঃ "অবিদ্যা" ইতি ব্যর্থম্।

অথ অবিদ্যাপদেন দ্রব্যবিনাশকারণদ্বয়াবিদ্যমানত্বম্ উচ্যতে, দ্বিবিধঃ হি দ্রব্যনাশহেতুঃ অবয়ববিনাশঃ অবয়বব্যতিষঙ্গবিনাশশ্চ, তদুভয়ং পরমাণৌ নাস্তি, তস্মাৎ নিত্যঃ পরমাণুঃ। ন চ সুখাদিভিঃ ব্যভিচারঃ, তেষাম্ অদ্রব্যত্বাৎ ইতি আহ—"অথাপি" ইতি। নিরাকরোতি—"ন অবশ্যম্" ইতি। যদি হি সংযোগসচিবানি বহূনি দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভেরন্—ইতি প্রক্রিয়া সিধ্যেৎ, সিধ্যেৎ তদ্দ্বয়মেব তদ্বিনাশকারণম্ ইতি। ন তু এতৎ অস্তি, দ্রব্যস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ। ন তাবৎ তন্ত্বাধারঃ তদ্ব্যতিরিক্তঃ পটো নাম অস্তি, যঃ সংযোগসচিবৈঃ তন্তুভিঃ আরভ্যেত ইতি উক্তম্ অধস্তাৎ। ষট্পদার্থাংশ্চ দূষয়ন্ অগ্রে বক্ষ্যতি। কিন্তু কারণম্ এব বিশেষবদবস্থান্তরম্

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫]

।।

আপদ্যমানং কার্য্যং, তচ্চ সামান্যাত্মকম্। তথাহি মৃদ্ বা সুবর্ণং বা সর্ব্বেষু ঘটরুচকাদিষু অনুগতং সামান্যম্ অনুভূয়তে।

ন চ এতে ঘটরুচকাদয়ঃ মৃৎসুবর্ণাভ্যাং ব্যতিরিচ্যন্তে ইতি উক্তম্, অগ্রে চ বক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ মৃৎসুবর্ণে এব তেন তেন আকারেণ পরিণমমানে ঘট ইতি চ রুচক ইতি চ কপাল-শর্করাকণম্ ইতি চ শকলকণিকাচূর্ণম্ ইতি চ ব্যাখ্যায়েতে। তত্র তত্র উপাদানয়োঃ মৃৎসুবর্ণয়োঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন তু ঘটাদয়ো বা কপালাদিষু কপালাদয়ো বা ঘটাদিষু চ, রুচকাদয়ো বা শকলাদিষু, শকলাদয়ো বা রুচকাদিষু প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, যত্র কার্য্যকারণভাবঃ ভবেৎ।

ন চ বিনশ্যন্তম্ এব ঘটক্ষণং প্রতীত্য কপালক্ষণঃ অনুপাদান এব উৎপদ্যতে, তৎ কিম্ উপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানেন ইতি বক্তব্যম্। এতস্যা অপি বৈনাশিকপ্রক্রিয়ায়া উপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্য-মাণত্বাৎ। তস্মাৎ উপজনাপায়ধর্ম্মাণো বিশেষাবস্থাঃ সামান্যস্য উপাদেয়াঃ সামান্যাত্মা তু উপাদানম্। এবং ব্যবস্থিতে যথা সুবর্ণদ্রব্যং কাঠিন্যাবস্থাম্ অপহায় দ্রবাবস্থয়া পরিণতং, ন চ তত্র অবয়ববিভাগঃ সন্ অপি দ্রবত্বে কারণং, পরমাণূনাং ভবন্মতে তদভাবেন দ্রবত্বানুপপত্তেঃ, তস্মাৎ যথা পরমাণুদ্রব্যম্ অগ্নিসংযোগাৎ কাঠিন্যম্ অপহায় দ্রবত্বেন পরিণমতে, ন চ কাঠিন্যদ্রবত্বে পরমাণোঃ অতিরিচ্যেতে। এবং মৃদ্ বা সুবর্ণং বা সামান্যং পিণ্ডাবস্থাম্ অপহায় কুলালহেম-কারাদিব্যাপারাৎ ঘটরুচকাদ্যবস্থাম্ আপদ্যতে। ন তু অবয়ববিনাশাৎ তৎসংযোগবিনাশাৎ বা বিনষ্টুম্ অর্হন্তি ঘটরুচকাদয়ঃ। ন হি কপালাদয়ঃ অস্য উপাদানং, তৎসংযোগো বা অসম-বায়িকারণম্, অপি তু সামান্যম্ উপাদানং, তচ্চ নিত্যম্। ন চ তৎ সংযোগসচিবম্, একত্বাৎ, সংযোগস্য দ্বিষ্ঠত্বেন একস্মিন্ অভাবাৎ। তস্মাৎ সামান্যস্য পরমার্থসতঃ অনির্ব্বাচ্যাঃ বিশেষাবস্থাঃ তদধিষ্ঠানা, ভুজঙ্গাদয় ইব রজ্জ্বাদ্যুপাদানা উপজনাপায়ধর্ম্মাণ ইতি সাম্প্রতম্। প্রকৃতম্ উপসংহরতি—"তস্মাদি"তি।১৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

কারণাভাবাদেব নিত্যত্বসিদ্ধেঃ কারণগ্রহণোক্তিঃ ব্যর্থা ইত্যাহ—"অপি চ" ইতি। পরমাণুঃ নিত্যঃ অবয়ববিনাশাবয়ববিভাগ-রহিতত্বাৎ আত্মবৎ ইতি এতৎ সুখাদিভিঃ ন সব্যভিচারং দ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ ইত্যাহ—"ন চ সুখাদিভিঃ" ইতি। নমু স্থিতে ঘৃতে কাঠিন্যনাশঃ ভাষ্যে উদাহৃতঃ উত ঘৃতস্যাপি। ন আদ্যে দ্রব্যলয়স্য উদাহরণম্। অন্ত্যে তু অবয়ববিভাগপূর্ব্বকত্বাৎ তত্রাপি ঘৃতনাশস্য সাধ্যসমত্বম্ ইতি। তত্র সাধ্যসমত্বম্ উপরি পরিহরিষ্যতি কাঠিন্যং। তাবৎ ঘৃতস্য অবস্থা, ন চ দার্ষ্টান্তিকেন অসঙ্গতিঃ, পটাদীনাম্ অপি তন্ত্বাদ্যবস্থাবিশেষত্বেন তত্ত্বান্তরত্বাভাবাৎ ইত্যাহ—"দ্রব্যস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ" ইতি। অধস্তাৎ আরম্ভণাধিকরণে (ব্রঃ অঃ ২ পাঃ১ সূঃ১৪)। নমু বিশেষাবস্থাঽপি সংযোগপূর্ব্বা ইতি, ন ইত্যাহ—"তচ্চে"তি। এবং হি অনুগতদ্রব্যং কারণভূতং সামান্যং ন তস্য সংযোগ ইত্যর্থঃ। কারণস্য সামান্যাত্মত্বম্ উপপাদয়তি—"মৃদ্বা" ইতি। কারণস্যৈব কার্য্যরূপসংস্থানাত্মকত্বম্ আহ—"ন চ এতে" ইতি। শকলম্ ইতি আরভ্য রুচকাবান্তরো বিকার উক্তঃ। নমু কিম্ অনুগতদ্রব্যকল্পনয়া, ব্যাবৃত্তাঃ কপালশকলাদয় এব ঘটরুচকাদীন্ আরপ্স্যন্তে, ইত্যত আহ—"তত্র তত্রে"তি। সত্যপি জনকত্বাবিশেষে কুম্ভকারহেমকারাদয়ঃ ন কুম্ভরুচকাদীনাম্ উপাদানম্। ন হি তে তান্ তাদাত্ম্যেন উপাদদানা দৃশ্যন্তে। মৃৎকনকে তু উপাদানম্ ইতি ব্যবস্থা তাদাত্ম্যকারিতা, সমবায়স্য প্রাক্ নিরস্তত্বাৎ। তাদাত্ম্যং চ অনুবৃত্তয়োঃ এব মহীহেম্নোঃ ঘটরুচকাদিষু অনুভূয়তে, ন ইতরেতরব্যাবৃত্তানাম্ ইতি অনুগতদ্রব্যমেব উপাদানম্ ইত্যর্থঃ।

নমু সতি উপাদানে অনুবৃত্তিব্যাবৃত্তিচিন্তা তদেব ন ইতি বৌদ্ধমতম্ আশঙ্ক্য আহ—"ন চ বিনশ্যন্ত"মিতি। "প্রতীত্য"—প্রাপ্য। এবং যদা তু অপাস্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্থান্তরম্ আপদ্যমানম্ আরম্ভকম্ অভ্যুপগম্যতে ইতি ভাষ্যম্ উপপাদিতম্। ইদানীং তু তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ ইত্যাদিভাষ্যম্ কৃতোপোদ্‌ঘাতং ব্যাচষ্টে—"এবং ব্যবস্থিতে" ইতি। যৎ তু ঘৃতস্যাপি নাশাভ্যুপগমে অবয়ববিভাগস্য সদ্ভাবাৎ সাধ্যসমত্বম্ ইতি তত্র ঘৃতনাশঃ ন উপেয়তে, কাঠিন্যসংস্থাননাশস্তু ন চ তত্র বিদ্যমানোঽপি অবয়ববিভাগ-প্রয়োজকঃ, পরমাণুগতকাঠিন্যনাশে দ্রবত্বোদয়ে চ তদভাবাৎ ইত্যাহ—"ন চ তত্রে"তি। যথা—কার্য্যদ্রবত্বাৎ পরমাণোঃ দ্রবত্বকল্পনা এবং কাঠিন্যম্ অপি কল্প্যং ন চেৎ ন ইতরৎ অপি। ন কেবলং পরমাণুদৃষ্টান্তে অবয়ববিভাগাদ্যভাব উপজীব্যঃ, কিন্তু কার্য্যকারণ-ভেদাভাবোঽপি ইত্যাহ—"ন চ কাঠিন্যদ্রবত্বে" ইতি।১৫

ভামতীর অনুবাদ।

যদপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণং এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যদি যাহাদের স্থূলকার্য্যসকল দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ সৎ অর্থাৎ ভাবপদার্থরূপ পরমাণুসকলের প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কারণের জ্ঞান না

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫]

ভামতীর অনুবাদ।

হওয়াই অবিদ্যা, তাহার দ্বারা নিত্যত্বসিদ্ধ হইবে; এইরূপ হইলে দ্ব্যণুকেরও নিত্যত্ব হইয়া পড়িল, অর্থাৎ দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইল। যদি **অদ্রব্যত্বে সতি** এই বলিয়া বিশেষিত কর, তাহা হইলে দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইল না; কারণ, দ্ব্যণুক অনেকদ্রব্য বলিয়া অবিদ্যমান-দ্রব্য হইতে পারে না, (অর্থাৎ এখানে অদ্রব্য বলিতে যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, তাহাকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু দ্ব্যণুকের কারণস্বরূপ দুইটি পরমাণুদ্রব্য থাকায় ইহা অদ্রব্য হইল না) তাহা হইলেও অকারণত্বই নিত্যতার নিমিত্ত হইয়া পড়িবে, যেহেতু অদ্রব্যত্ব শব্দের অর্থ—অবিদ্যমান-কারণীভূত-দ্রব্যত্ব বলা হয়, অর্থাৎ যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, তাহাকে এখানে অদ্রব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে পুনরুক্ত হইল—ইহাই **তস্য চ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও **অদ্রবত্বে সতি সত্ত্বাৎ** অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বোক্ত অদ্রব্য হইয়া সৎ অর্থাৎ ভাবপদার্থ হইবে, তাহাই নিত্য, ইহা বলিলেই ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ পরমাণুর নিত্যত্বসিদ্ধি হয় বলিয়া অবিদ্যা এই সূত্রটি ব্যর্থ হইল।

আর যদি বল—অবিদ্যাপদদ্বারা দ্রব্যবিনাশের কারণ দুইটির অবিদ্যমানতা বলা হইতেছে, যেহেতু দ্রব্য-নাশের হেতু দুই প্রকার, একটী—অবয়বের বিনাশ অর্থাৎ সমবায়িকারণের নাশ, এবং অন্যটী—অবয়ব-ব্যতিষঙ্গবিনাশ অর্থাৎ অবয়বদ্বয়ের সংযোগনাশ, পরমাণুতে সেই দুইটিই নাই, সেইজন্য পরমাণু নিত্য। আর সুখাদির দ্বারা ব্যভিচারও হয় না, কারণ, তাহারা দ্রব্য নহে, অর্থাৎ "দ্রব্যত্বে সতি" এই বিশেষণ দেওয়ায় সুখাদি দ্রব্য নহে বলিয়া তাহার দ্বারা ব্যভিচার হইবে না, ইহাই **অথাপি** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **ন অবশ্যং** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। যদি সংযোগসহকৃত বহু দ্রব্য অন্যদ্রব্যকে আরম্ভ করে, এই প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সেই দুইটিই অর্থাৎ সমবায়িকারণনাশ ও অসমবায়িকারণনাশ দ্রব্য-বিনাশের কারণ হয়—ইহা সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। যেহেতু দ্রব্যস্বরূপের জ্ঞান হয় না। আর তন্ত্বাধার অর্থাৎ তন্তুতে বর্ত্তমান এবং তন্তু হইতে ভিন্ন—বস্ত্র বলিয়া কিছুই নাই, যাহা সংযোগসহকৃত তন্তুদ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বে (আরম্ভাধিকরণে) বলিয়াছি। আর দ্রব্যগুণপ্রভৃতি ছয়টি পদার্থকে দোষ দিয়া অগ্রে বলিবেন। কিন্তু কারণই বিশেষবিশিষ্ট অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য হয় এবং তাহা সামান্যস্বরূপ বটে। যেমন—সমুদায় ঘট ও রুচকাদিতে অনুগত মৃত্তিকা বা সুবর্ণ সামান্যরূপেই অনুভূত হয়। আর এই ঘটরুচকাদিবস্তুসকল মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং অগ্রেও বলিব। সেইজন্য মৃত্তিকা ও সুবর্ণই সেই সেই আকারে পরিণত হইয়া ঘট, রুচক, কপাল শর্করা কণা, শকলকণিকাচূর্ণ অর্থাৎ খণ্ড কণা চূর্ণ ইত্যাদি বলিয়া কথিত হয়। কারণ, সেই সেই কার্য্যে উপাদানমৃত্তিকা ও সুবর্ণের প্রত্যভিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ সেই সুবর্ণই এই রুচক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ঘটপ্রভৃতি কপালপ্রভৃতিতে, অথবা কপালাদি ঘটাদিতে, রুচকাদি খণ্ডপ্রভৃতিতে অথবা খণ্ডাদি রুচকাদিতে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না, যেজন্য (তাহাদের) কার্য্যকারণভাব হইবে।

আর কপালক্ষণ উপাদান না হইলেও বিনাশস্বভাব ঘটক্ষণকে পাইয়া উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং উপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানের আর আবশ্যক কি?—ইহা বলিতে পার না। কারণ, এই বৈনাশিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ বৌদ্ধমতকেও পরে খণ্ডন করা হইবে। সেইজন্য উপজনাপায়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশস্বভাববিশেষ অবস্থা-সকল সামান্যের অর্থাৎ মৃত্তিকাদির উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য, এবং যাহা সামান্যস্বরূপ তাহা উপাদান অর্থাৎ কারণ। এইরূপ স্থির হইলে যেমন সুবর্ণদ্রব্য কাঠিন্য অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় পরিণত হয়, এবং সেখানে অবয়ববিভাগ থাকিলেও তাহা দ্রবত্বের কারণ নহে, কারণ, আপনার মতে পরমাণুসকলের তদভাব অর্থাৎ অবয়ব না থাকায় তাহার বিভাগ অসম্ভব বলিয়া দ্রবত্ব হইতে পারে না। সেই হেতু যেমন পরমাণুদ্রব্য অগ্নিসংযোগবশতঃ কাঠিন্য অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্রবত্বরূপে পরিণত হয়, এবং কাঠিন্য ও দ্রবত্ব যেমন পরমাণু হইতে অতিরিক্ত নহে, এইরূপ মৃত্তিকা বা সুবর্ণরূপ সামান্য পিণ্ডাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভকার স্বর্ণকার প্রভৃতির চেষ্টাবশতঃ ঘট ও রুচকাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবয়ববিনাশ বা অবয়ব-সংযোগবিনাশবশতঃ ঘট ও রুচকাদি বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহার কারণ, কপালাদি অবয়ব তাহার উপাদান নহে, এবং তাহার সংযোগও অসমবায়িকারণ নহে, কিন্তু সামান্য অর্থাৎ মৃত্তিকা বা সুবর্ণই তাহার উপাদান, এবং তাহা নিত্য। আর তাহা সংযোগসহকৃত নহে; কারণ, উপাদান একমাত্র বস্তু; সংযোগসম্বন্ধ দুইটী বস্তুতে

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

উভয়থা চ দোষাৎ।১৬ *

ভামতীর অনুবাদ।

থাকে বলিয়া একে থাকিতে পারে না। অতএব পরমার্থ সৎ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য সামান্যবস্তুর ঘটরুচকাদি যে বিশেষ অবস্থা, তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ বা অসৎ তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এবং তদধিষ্ঠান অর্থাৎ সামান্যরূপ উপাদানেই উৎপন্ন হয়, এবং রজ্জু-উপাদান ভুজঙ্গপ্রভৃতির ন্যায় উপজনাপায়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশস্বভাব, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। **তস্মাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা প্রকৃতের অর্থাৎ পরমাণু রূপাদিযুক্ত হওয়ায় নিত্য ও অণুর বিপরীত অনিত্য ও স্থুল হইবে—এই বিচারের উপসংহার অর্থাৎ শেষ করিতেছেন।১৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়থা চ দোষাৎ।১৬

গন্ধরসরূপস্পর্শগুণা স্থূলা পৃথিবী, রূপরসস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মা আপঃ, রূপস্পর্শগুণং সূক্ষ্মতরং তেজঃ, স্পর্শগুণঃ সূক্ষ্মতমো বায়ুঃ ইত্যেবম্ এতানি চত্বারি ভূতানি উপচিতাপচিতগুণানি স্থূলসূক্ষ্মসূক্ষ্মতরসূক্ষ্মতমতারতম্যোপেতানি চ লোকে লক্ষ্যন্তে। তদ্বৎ পরমাণবোঽপি উপচিতাপচিতগুণাঃ কল্প্যেরন্ ন বা। উভয়থাপি চ দোষানুষঙ্গঃ অপরিহার্য্য এব স্যাৎ। কল্প্যমানে তাবৎ উপচিতাপচিতগুণত্বে উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং গুণোপচয়ো ভবতি ইতি উচ্যতে, কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ। অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে পরমাণুত্বসাম্যপ্রসিদ্ধয়ে যদি তাবৎ সর্ব্বে একৈকগুণা এব কল্প্যেরন্ ততঃ তেজসি স্পর্শস্য উপলব্ধি র্ন স্যাৎ, অপ্সু রূপস্পর্শয়োঃ পৃথিব্যাং চ রূপরসস্পর্শানাম্; কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাম্। অথ সর্ব্বে চতুর্গু‌ণা এব কল্প্যেরন্ ততঃ অপ্সু অপি গন্ধস্য উপলব্ধিঃ স্যাৎ, তেজসি গন্ধরসয়োঃ, বায়ৌ গন্ধরূপরসানাম্। ন চ এবং দৃশ্যতে। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।১৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থ আর, **উভয়থা** অর্থ উভয়প্রকারেই, অর্থাৎ পৃথিবী—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, জল—রস, রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, তেজঃ—রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, এবং বায়ু—স্পর্শস্বরূপ হয় বলিয়া পার্থিবাদি পরমাণু স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইবে কি না? যদি হয়, তাহা হইলে তাহা আর পরমাণু হইতে পারে না; আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ যদি পার্থিবাদি পরমাণু এক একটি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে রসাদির অনুভব না হউক, জলে রূপ ও স্পর্শের অনুভব না হউক, তেজে স্পর্শের উপলব্ধি না হউক; আর যদি চারিটিই চারিটি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে জলপ্রভৃতিতে গন্ধপ্রভৃতির উপলব্ধি হউক, এইরূপে উভয় প্রকারেই **দোষাৎ** অর্থাৎ দোষ হয় বলিয়া পরমাণু কারণবাদ অনুপপন্ন হয়।

ভাষ্যার্থ—গন্ধ রস রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত পৃথিবী—স্থূল, রূপ রস ও স্পর্শগুণযুক্ত জল—সূক্ষ্ম, রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত তেজ—সূক্ষ্মতর, এবং কেবল স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু—সূক্ষ্মতম। এইরূপে এই চারিটি ভূত উপচিতা পচিতগুণ অর্থাৎ অধিক ও অল্পগুণযুক্ত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপ তারতম্যযুক্ত লোকে দেখা যায়। সেইরূপ পরমাণুসকলও উপচিতাপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক ও অল্পগুণযুক্ত হয়—ইহা কল্পনা করিতে হইবে। উভয় প্রকারেই দোষযুক্ত হওয়া অপরিহার্য্য হইবেই। যদি অধিক ও অল্পগুণযুক্ততা কল্পনা করা হয়—তাহা হইলে যাহারা উপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত, তাহাদের মূর্ত্তির অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপের উপচয়বশতঃ অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ পরমাণুত্ব ব্যাঘাত হয়। আর মূর্ত্তির (দ্রব্যস্বরূপের) উপচয় অর্থাৎ আধিক্য ব্যতীতও গুণের উপচয় হয়—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু, কার্য্যস্বরূপ ভূতসমূহে অর্থাৎ উৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতে গুণোপচয় হইলে (গুণগুণী অভিন্ন বলিয়া) মূর্ত্তির উপচয় অর্থাৎ আধিক্য হয়—দেখিতে পাওয়া যায়। আর যদি পরমাণুর গুণের আধিক্য ও ন্যূনতা কল্পনা না কর, তাহা হইলে পরমাণুসকলে সাম্যপ্রসিদ্ধির জন্য যদি পরমাণুসকল এক একটি গুণযুক্ত বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে তেজে স্পর্শের জ্ঞান না হউক, জলে রূপ ও স্পর্শের

* এখানে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধ অধিকরণের সূত্র বুঝিতে হইবে।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থা চ দোষাৎ।১৬]

ভাষ্যানুবাদ।

জ্ঞান না হউক এবং পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের জ্ঞান না হউক, যেহেতু কারণগুণপূর্ব্বক কার্য্যগুণ হয় অর্থাৎ কারণগুণ হইতে কার্য্যগুণ উৎপন্ন হয়। আর যদি সকলেই চারিটি গুণযুক্তই এইরূপ কল্পনা কর, তাহা হইলে জলেও গন্ধের জ্ঞান হউক, তেজে গন্ধ ও রসের জ্ঞান হউক এবং বায়ুতে গন্ধ, রূপ ও রসের জ্ঞান হউক। কিন্তু এরূপ ত দেখা যায় না। সেইজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৬

ভামতী।

অনুভূয়তে হি পৃথিবী গন্ধরূপরসস্পর্শাত্মিকাঃ স্থূলা, আপঃ রসরূপস্পর্শাত্মিকাঃ সূক্ষ্মাঃ, রূপস্পর্শাত্মকং তেজঃ সূক্ষ্মতরং, স্পর্শাত্মকো বায়ুঃ সূক্ষ্মতমঃ। পুরাণেঽপি স্মর্য্যতে—

"আকাশং শব্দমাত্রং তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ॥
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা আপো বিজ্ঞেয়াস্তু রসাত্মিকাঃ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসশ্চেৎ গন্ধমাবিশৎ।
সংহতান্ গন্ধমাত্রেণ তানাচষ্টে মহীমিমাম্॥
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ ধারয়ন্তি পরস্পরম্"॥ ইতি।

তেন গন্ধাদয়ঃ পরস্পরং সংহন্যমানা পৃথিব্যাদয়ঃ। তথাচ যথা যথা সংহন্যমানানাম্ উপচয়ঃ, তথা তথা সংহতস্য স্থৌল্যম্, যথা যথা অপচয়ঃ তথা তথা সৌক্ষ্ম্যতারতম্যম্। তদেবম্ অনুভবাগমাভ্যাম্ অবস্থিতম্ অর্থং বৈশেষিকৈঃ অনিচ্ছদ্ভিরপি অশক্যাপহ্নবম্ আহ—"গন্ধে"তি। অস্তু তাবৎ শব্দঃ বৈশেষিকৈঃ তস্য পৃথিব্যাদিগুণত্বেন অনভ্যুপগমাৎ ইতি চত্বারি ভূতানি চতুস্ত্রিদ্ব্যেকগুণানি উদাহৃতবান্। অনুভবাগমসিদ্ধম্ অর্থম্ উক্ত্বা বিকল্প্য দূষয়তি—"তদ্বৎ" স্থূলপৃথিব্যাদিবৎ "পরমাণবোঽপী"তি। "উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ" উপচিতসংহন্যমানানাং সংঘাতোপচয়াৎ "অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ" স্থূলত্বাৎ ইতি।

যস্তু ব্রূতে ন গন্ধাদিসঙ্ঘাতঃ পরমাণুঃ, অপি তু গন্ধাদ্যাশ্রয়ো দ্রব্যং, ন চ গন্ধাদীনাং তদাশ্রয়াণাম্ উপচয়েঽপি দ্রব্যস্য উপচয়ো ভবিতুম্ অর্হতি, অন্যত্বাৎ ইতি, তং প্রতি আহ—"ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং" দ্রব্যস্বরূপোচয়ম্ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? "কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ"। ন তাবৎ পরমাণবো রূপতঃ গৃহ্যন্তে, কিন্তু কার্য্যদ্বারা, কার্য্যং চ ন গন্ধাদিভ্যো ভিন্নং যদা, ন তদা আধারতয়া গৃহ্যতে, অপি তু তদাত্মকতয়া। তথাচ তেষাম্ উপচয়ে তদুপচিতং দৃষ্টম্ ইতি পরমাণুভিরপি তৎকারণৈঃ এবং ভবিতব্যম্। তথাচ অপরমাণুত্বং স্থূলত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং বিকল্প্য দূষয়তি—"অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে" ইতি। "অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা" ইতি। যদ্যপি অস্মিন্ কল্পে সর্ব্বেষাং স্থৌল্যপ্রসঙ্গঃ, তথাপি অতিস্ফুটতয়া উপেক্ষ্য দূষয়তি—"ততঃ অপ্সু অপি" ইতি। বায়ো রূপবত্ত্বেন চাক্ষুষত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্।১৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরমাণুষু গুণোপচয়াপচয়াভ্যাম্ উপচিতাপচিতাবয়বত্বপ্রসঞ্জনম্ অযুক্তম্, অন্যত্বাৎ গুণানাং দ্রব্যস্য নিরবয়বত্বাবিঘাতাৎ ইতি আশঙ্ক্য গুণসমুদায়ত্বং পরমাণূনাং বক্তুং কার্য্যস্য গুণসমুদায়ত্বং তদ্বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং চ স্থৌল্যসৌক্ষ্ম্যে দর্শয়তি—"অনুভূয়তে হি" ইত্যাদিনা। যেন অমিলিতা গুণাঃ তেন কারণেন স্থূলাঃ সন্তঃ তে বিশেষাঃ ব্যাবৃত্তব্যবহারবন্তঃ, তে চ সাত্ত্বিকত্বাদিনা শান্ততাদিযোগিন ইত্যর্থঃ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থা চ দোষাৎ।১৬]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"পরস্পরে"তি। পরস্পরে গন্ধাদীনাম্ অনুপ্রবেশাৎ দ্রব্যসংজ্ঞাং লব্ধ্বা রসাদয়ঃ পৃথিবী ভূত্বা গন্ধং ধারয়ন্তি, রূপাদয়ঃ আপো ভূত্বা রসং ধারয়ন্তি, স্পর্শাদয়ঃ তেজো ভূত্বা রূপং ধারয়ন্তি, শব্দস্পর্শসমুদায়শ্চ বায়ু র্ভূত্বা স্পর্শং ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ। "উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াদি"তি ভাষ্যোপাদানম্। উপচয়মাত্রেণ ন সঙ্ঘাতাত্মকমূর্ত্ত্যাধিক্যম্ অতো ব্যাখ্যা "সংহন্যমানানাম্" ইতি। "সংঘাতে"তি মূর্ত্তিশব্দব্যাখ্যা। "যস্তু ব্রূতে" ইতি। আগমম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। গুণসংঘাতোপচয়াপাদনে ইষ্টপরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—"দ্রব্যস্বরূপে"তি। পরমাণুষু গুণোপচয়াৎ মূর্ত্ত্যুপচয়ে সাধ্যে কার্য্যেষু তদুপচয়াৎ মূর্ত্ত্যুপচয়প্রদর্শনং ন তাবৎ দৃষ্টান্তত্বেন, সাধ্যসমত্বাৎ, নাপি হেতুত্বেন, ব্যধিকরণত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন তাবৎ" ইতি। দৃষ্টান্তোক্তিঃ তাবৎ ইয়ম্। তত্র সাধ্যসমতাং পরিহরতি—"কার্য্যং চে"তি। "ভাবে চোপলব্ধেঃ" (ব্রঃ অঃ ২ পাঃ ১ সূ ১৫) ইত্যত্র চ উক্তরীত্যা ইত্যর্থঃ। সৌগতমতে সঙ্ঘাতঃ অনধিষ্ঠাতৃকঃ সিদ্ধান্তে তু ঈশ্বরাধীনঃ, উপাদানং চ গন্ধাদীনাম্ অস্তি অব্যাকৃতম্ ইতি ভেদঃ।১৬

ভামতীর অনুবাদ।

দেখা যায় যে,—গন্ধ রূপ রস ও স্পর্শগুণাত্মক পৃথিবী স্থূল; রস রূপ ও স্পর্শগুণাত্মক জল সূক্ষ্ম; রূপ ও স্পর্শগুণাত্মক তেজঃ সূক্ষ্মতর, এবং কেবল স্পর্শগুণাত্মক বায়ু সূক্ষ্মতম। পুরাণেও স্মরণ করা হয়—

"আকাশং শব্দমাত্রং তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ॥১
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ॥২
শব্দঃ স্পর্শং চ রূপং চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা আপো বিজ্ঞেয়াস্তু রসাত্মিকাঃ॥৩
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসশ্চেৎ গন্ধমাবিশৎ।
সংহতান্ গন্ধমাত্রেণ তানাচষ্টে মহীমিমাম্॥৪
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥৫
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ ধারয়ন্তি পরস্পরম্"॥ ইতি

ইহার অর্থ—শব্দতন্মাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সেই স্পর্শতন্মাত্র সহকৃত আকাশ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শরূপ দুইটি গুণযুক্ত শব্দস্পর্শাত্মক বায়ু হইয়াছে, সেইরূপে শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে তিনটি গুণযুক্ত বহ্নি হইয়াছে, তাহা শব্দ ও স্পর্শগুণযুক্ত হইবে। শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চারিটি গুণযুক্ত জল হইয়াছে জানিবে এবং তাহা রসাত্মক। শব্দ স্পর্শ রূপ ও রসতন্মাত্র গন্ধতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, গন্ধতন্মাত্রের সহিত সংহত অর্থাৎ মিলিত পূর্ব্বোক্ত তন্মাত্রসকলকে এই পৃথিবী বলে। সেইজন্য পাঁচটি গুণযুক্ত পৃথিবী মহাভূতের মধ্যে স্থূল দেখা যায়। সেইজন্য সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণপ্রযুক্ত শান্ত ঘোর ও মূঢ়স্বভাব সেই তন্মাত্রসমূহকে বিশেষ অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন বলা হয়। পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তত্তৎ দ্রব্য নাম ধারণ করিয়া পরস্পরকে ধারণ করে।

সেই হেতু গন্ধাদিগুণসকল পরস্পর সংহন্যমান অর্থাৎ মিলিত হইয়া পৃথিবীপ্রভৃতি হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে তাহারা যেমন যেমন সংহন্যমান অর্থাৎ মিলিত হইয়া উপচিত অর্থাৎ অধিক হয়, তেমন তেমন সংহতের অর্থাৎ মিলিতের ও স্থূলতা হয়, আর যেমন যেমন তাহাদের অপচয় অর্থাৎ অল্পতা হয়, তেমন তেমন সূক্ষ্মতার তারতম্য হয়। সেই হেতু এই প্রকারে অনুভব ও শাস্ত্র হইতে অবগত অর্থ অর্থাৎ বস্তুকে বৈশেষিকগণ ইচ্ছা না করিলেও অস্বীকার করিতে পারেন না, ইহা **গন্ধরস** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। শব্দের কথা থাকুক; কারণ, বৈশেষিকগণ পৃথিব্যাদির গুণরূপে তাহাকে স্বীকার করেন না, এইজন্য ক্রমশঃ চার তিন দুই ও একটি গুণযুক্ত পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতকে উদাহরণ দিয়াছেন। অনুভব ও আগমপ্রসিদ্ধ বস্তুর কথা বলিয়া **তদ্বৎপরমাণবোঽপি** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন। তদ্বৎ শব্দের অর্থ—স্থূলপৃথিব্যাদির মত। **উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ** এই গ্রন্থের

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭ *

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থ—উপচিত হইয়া অর্থাৎ সংখ্যায় অধিক হইয়া সংহন্যমান অর্থাৎ যাহারা মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্ঘাতোপচয়প্রযুক্ত অর্থাৎ সমষ্টির আধিক্যবশতঃ, **অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গ** হয় অর্থাৎ পরমাণুত্বব্যাঘাত হয়; কারণ তাহা স্থূল।

কিন্তু যিনি বলেন—গন্ধাদিসমষ্টি পরমাণু নহে, কিন্তু গন্ধাদির আশ্রয়দ্রব্যই পরমাণু, এবং **তদাশ্রয়** অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিত যে গন্ধাদি তাহাদের আধিক্য হইলেও দ্রব্যের আধিক্য হইতে পারে না; কারণ, তাহা ভিন্নবস্তু; তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—**ন চান্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ম্** ইত্যাদি। মূর্ত্ত্যুপচয়শব্দের অর্থ দ্রব্যস্বরূপের বৃদ্ধি। যদি বল কেন? তাহা হইলে বলিব—**কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয় দর্শনাৎ** অর্থাৎ যেহেতু কার্য্যে অর্থাৎ উৎপন্নপঞ্চভূতে গুণের বৃদ্ধি হইলে মূর্ত্তির বৃদ্ধি হয়, দেখা যায়। আর পরমাণুসকল স্বরূপতঃ জানা যায় না, কিন্তু কার্য্যদ্বারা জানা যায়, অর্থাৎ অনুমান হয়, এবং কার্য্য যখন গন্ধাদি হইতে ভিন্ন হয় না, তখন গন্ধাদির আধাররূপে জানা যায় না, কিন্তু তদাত্মকরূপে অর্থাৎ তাহার সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়। আর তাহা হইলে গন্ধাদির আধিক্যে পৃথিব্যাদিরও আধিক্য দেখা যায়, অতএব তাহাদের কারণ পরমাণুরও এইরূপ হওয়া উচিত। আর তাহা হইলে তাহারা স্থূল বলিয়া তাহাদের পরমাণুত্বের ব্যাঘাত হইল—ইহাই অর্থ। দ্বিতীয়কল্পে দোষ দিতেছেন—**অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে** ইত্যাদি। **অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যদিও এই পক্ষে সকলের স্থূলত্বের আপত্তি হয়, তাহা হইলেও তাহা অতিস্পষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করিয়া দোষ দিতেছেন—**ততঃ অপ্সু অপি** ইত্যাদি। বায়ু রূপবান্ হওয়ায় চাক্ষুষত্বের আপত্তি হয়, ইহাও দেখিতে হইবে।১৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭

প্রধানকারণবাদঃ বেদবিদ্ভিরপি কৈশ্চিৎ মন্বাদিভিঃ সৎকার্য্যত্বাদ্যংশোপজীবনাভিপ্রায়েণ উপনিবদ্ধঃ। অয়ং তু পরমাণুকারণবাদঃ ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেনচিদপি অংশেন পরিগৃহীত ইতি অত্যন্তম্ এব অনাদরণীয়ঃ বেদবাদিভিঃ।

অপি চ বৈশেষিকাঃ তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াখ্যান্ অত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণান্ অভ্যুপগচ্ছন্তি। যথা মনুষ্যঃ অশ্বঃ শশঃ ইতি। তথাত্বং চ অভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাধীনত্বং শেষাণাম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি। তৎ ন উপপদ্যতে, কথম্? যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃতীনাম্ অত্যন্তভিন্নানাং সতাং ন ইতরেতরাধীনত্বং ভবতি, এবং দ্রব্যাদীনাম্ অত্যন্তভিন্নত্বাৎ নৈব দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুম্ অর্হতি।

অথ ভবতি দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাম্, ততো দ্রব্যভাবে ভাবাৎ দ্রব্যাভাবে অভাবাৎ দ্রব্যমেব সংস্থানাদিভেদাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি। যথা দেবদত্ত এক এব সন্ অবস্থান্তরযোগাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি তদ্বৎ। তথা সতি সাংখ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চ আপদ্যেয়াতাম্।

ননু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি সতো ধূমস্য অগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে? সত্যং দৃশ্যতে। ভেদপ্রতীতেস্তু তত্র অগ্নিধূময়োঃ অন্যত্বং নিশ্চীয়তে। ইহ তু শুক্লঃ কম্বলঃ, রোহিণী ধেনুঃ, নীলম্ উৎপলম্ ইতি দ্রব্যস্যৈব তস্য তস্য তেন তেন বিশেষণেন প্রতীয়মানত্বাৎ নৈব দ্রব্যগুণয়োঃ অগ্নিধূময়োঃ

---

* এখানে "অনপেক্ষা" এই প্রথমান্তপদ থাকায় অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই পাদে "ন"কারাদি নিষেধার্থক শব্দদ্বারা অধিকরণ আরম্ভই বিশেষভাবে রীতি হওয়ায় এবং পরসূত্রে "অপ্রাপ্তিঃ" এই নিষেধার্থক প্রথমান্ত পদ থাকায় এই সূত্রকে আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই বলিতে হইল। আর এই সূত্রে "অনপেক্ষ"পদ এবং পরসূত্রে "অপ্রাপ্তিঃ"পদ থাকায় এই দুই মতও প্রায় একরূপ তাহাও বলা হইল। আর এই সূত্রে "চ"কার থাকায় ইহাতে অধিকরণ আরম্ভ করা হইল না। কারণ, এতদ্দ্বারা আরব্ধ বিষয়েরই হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য পরসূত্রেই ৪র্থ অধিকরণ আরম্ভ করা হইল।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইব ভেদপ্রতীতিঃ অস্তি, তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য। এতেন কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাত্মককতা ব্যাখ্যাতা।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থ আর, **অপরিগ্রহাৎ** অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদ শিষ্টগণকর্ত্তৃক অনাদৃত বলিয়া **অত্যন্তম্** অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে **অনপেক্ষা** অর্থাৎ অগ্রাহ্য জানিবে।

ভাষ্যার্থ—মনুপ্রভৃতি কোন কোন বেদবিদ্ সাংখ্যের সৎকার্য্যত্বাদি অংশের উপজীবন অর্থাৎ সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে প্রধানকারণবাদকে অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের মূল কারণ, এই মতকে উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই পরমাণুকারণবাদ অর্থাৎ ক্ষিত্যাদির পরমাণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই মত, কোন শিষ্ট অর্থাৎ কোন আচার্য্য কোন অংশেই গ্রহণ করেন নাই, এইজন্য বেদবাদী পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ইহা অতিশয় অনাদরণীয় হওয়া উচিত।

আরও বৈশেষিকপণ্ডিতগণ তন্ত্রার্থভূত অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায় নামক ছয়টী পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন এবং ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর অত্যন্তভিন্ন, (কারণ) তাহাদের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—মনুষ্য, অশ্ব ও শশক ইত্যাদি। আর ঐরূপ স্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধ অবশিষ্ট গুণকর্ম্মপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থকে দ্রব্যের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত হয় না। যদি বল কেন ? (বলিতেছি—) যেমন লোকমধ্যে শশক কুশ পলাশ প্রভৃতি পদার্থসকল অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় ইতরেতরাধীন অর্থাৎ পরস্পরের অধীন হয় না, এইরূপ দ্রব্যাদিপদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় গুণাদিপদার্থ দ্রব্যের অধীন হইতে পারে না।

আর যদি বল—গুণ আদি পদার্থ দ্রব্যের অধীন হয়, তাহা হইলে দ্রব্য থাকিলে তাহারা থাকে, এবং দ্রব্য না থাকিলে থাকে না বলিয়া দ্রব্যই সংস্থানভেদে অর্থাৎ আকারাদিভেদে অনেক শব্দ অর্থাৎ নাম ও জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন দেবদত্ত এক হইয়াই অন্যান্য অবস্থাযোগে অনেক নাম ও জ্ঞানের বিষয় হয় সেইরূপ। (যথা—পিতা ভ্রাতা পুত্র শ্রোত্রিয় বদান্য সাধু ইত্যাদি।) তাহা হইলে সাংখ্য সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল এবং নিজ সিদ্ধান্তবিরোধও হইয়া পড়িল।

যদি বল—ধূম অগ্নি অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও তাহাকেও অগ্নির অধীন দেখা যায় ? হাঁ দেখা যায়—ইহা সত্য, কিন্তু সেখানে ভেদপ্রতীতি হয় বলিয়া অর্থাৎ অগ্নি অপেক্ষা ধূমকে ভিন্ন বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায় বলিয়া অগ্নি ও ধূমের ভেদ আছে—ইহা নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু এখানে—সাদা কম্বল, লাল গাভী, নীল উৎপল, ইত্যাদি সেই দ্রব্যেরই সেই সেই বিশেষণদ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অগ্নি ও ধূমের মত দ্রব্য ও গুণের ভেদ বোধ হয় না। সেইজন্য গুণ দ্রব্যস্বরূপই। এই যুক্তিদ্বারা কর্ম্ম, সামান্য অর্থাৎ জাতি, বিশেষ ও সমবায়—ইহারা দ্রব্যস্বরূপ, ইহা ব্যাখ্যা করা হইল।

ভামতী।

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। সম্প্রতি উৎসূত্রং ভাষ্যকৃৎ বৈশেষিকতন্ত্রং দূষয়তি—"অপিচ বৈশেষিকা" ইতি। "দ্রব্যাধীনত্বং" দ্রব্যাধীননিরূপণত্বম্। ন হি যথা গবাশ্ব-মহিষমাতঙ্গাঃ পরস্পরানধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, বহ্ন্যাদ্যধীনোৎপত্তয়ো বা ধূমাদয়ঃ যথা বহ্ন্যাদ্যনধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, এবং গুণাদয়ঃ দ্রব্যাদ্যনধীননিরূপণাঃ, অপি তু যদা যদা নিরূপ্যন্তে তদা তদা তদাকারতয়া এব প্রথন্তে, ন তু প্রথায়াম্ এষাম্ অস্তি স্বাতন্ত্র্যম্, তস্মাৎ ন্যাতিরিচ্যন্তে দ্রব্যাৎ, অপি তু দ্রব্যমেব সামান্যরূপং তথা তথা প্রথতে ইত্যর্থঃ। দ্রব্য-কার্য্যত্বমাত্রং গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বম্ ইতি মন্বানঃ চোদয়তি—"ননু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি" ইতি। পরিহরতি—"ভেদপ্রতীতেঃ" ইতি। ন তদধীনোৎপাদতাং তদধীনত্বম্ আচক্ষ্মহে কিন্তু তদাকারতাং, তথাচ ন ব্যভিচারঃ ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"উৎসূত্রম্" ইতি। উৎসূত্রবাক্যম্ ইত্যর্থঃ। সৌত্র-চ-শব্দব্যাখ্যানত্বাৎ ষট্পদার্থীদূষণস্য। ভাষ্যে—"দ্রব্যাধীনত্বং" দ্রব্যাধীন-নিরূপণত্বমিতি, ন তু তদুৎপাদ্যত্বম্। কেষাঞ্চিৎ গুণানাং সামান্যাদীনাং চ তদভাবাৎ। দ্রব্যাধীনত্বম্ উপপাদয়তি—"ন হি যথা"

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

পূর্ব্বং স্বমতে স্থিত্বা দ্রব্যস্য গুণসজ্ঘাতমাত্রত্বম্ উক্তম্ ইদানীং বৈশেষিকদৃষ্ট্যা দ্রব্যং কিঞ্চিৎ অভ্যুপেত্য দ্রব্যসামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা গুণাদেঃ দ্রব্যমাত্রত্বম্ উচ্যতে ইতি ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ। নহু ন তাদাত্ম্যেন দ্রব্যাধীননিরূপণত্বং কিন্তু তদুৎপত্ত্যা ইতি আশঙ্ক্য আহ—"বহ্ন্যাদ্যধীনে"তি। নহু তাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বম্ অভেদহেতুঃ ইতি উক্তে কথং ভাষ্যে অগ্নিধূময়োঃ ব্যভিচারশঙ্কা অত আহ—"দ্রব্য-কার্য্যমাত্রত্বম্" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

অপরিগ্রহাচ্চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা—এই সূত্র নিগদব্যাখ্যাত অর্থাৎ সরলব্যাখ্যাযুক্ত ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্প্রতি **উৎসূত্র** অর্থাৎ বৈশেষিকের যে সকল সিদ্ধান্ত সূত্রকার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করেন নাই, **"অপি চ বৈশেষিকা"**—এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার স্বয়ং সেই সকল বৈশেষিক সিদ্ধান্তে দোষ দিতেছেন। **দ্রব্যাধীনত্বং** ইহার অর্থ—দ্রব্যাধীননিরূপণত্ব অর্থাৎ দ্রব্যের জ্ঞান হইলে যাহার জ্ঞান হয়। গো, অশ্ব, মহিষ ও হস্তী যেমন পরস্পরানধীননিরূপণ অর্থাৎ কেহ কাহারও অধীন হইয়া নিরূপিত না হইয়া স্বাধীনভাবে নিরূপিত হয়, অথবা বহ্ন্যাদির অধীনে উৎপন্ন হয় যে ধূমাদি, তাহারা যেমন বহ্ন্যাদির অধীনে নিরূপিত না হইয়া স্বাধীনভাবে নিরূপিত হয়, এইরূপ গুণাদি পদার্থসকল দ্রব্যাদির অধীনে না থাকিয়া নিরূপিত হয় না, কিন্তু যখন যখন নিরূপিত হয়, তখন তখন তদাকারেই অর্থাৎ দ্রব্যাকারেই নিরূপিত হয়; প্রথাতে অর্থাৎ নিরূপণবিষয়ে ইহাদের স্বাধীনতা নাই, সেইজন্য তাহারা দ্রব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে, কিন্তু সামান্যরূপ দ্রব্যই সেই সেই রূপে অর্থাৎ গুণকর্ম্মাদিরূপে প্রতীয়মান হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। দ্রব্যের কার্য্য হওয়াই গুণাদীর দ্রব্যাধীনতা—ইহা মনে করিয়া **নহু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ভেদপ্রতীতেঃ** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—তাহার অধীনে উৎপন্ন হওয়াকে আমরা তাহার অধীন হওয়া বলি না, কিন্তু তাহার মত আকার হওয়াকে তাহার অধীন হওয়া বলি, তাহা হইলে আর ব্যভিচার হইল না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাৎ ইতি যদি উচ্যেত, তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বম্ অপৃথগ্‌দেশত্বং বা স্যাৎ অপৃথক্‌কালত্বং বা অপৃথক্‌স্বভাবত্বং বা? সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। অপৃথগ্‌দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমঃ বিরুধ্যেত। কথম্? তন্ত্বারব্ধো হি পটঃ তন্তুদেশঃ অভ্যুপগম্যতে ন পটদেশঃ। পটস্য তু গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ পটদেশা অভ্যুপ-গম্যন্তে ন তন্তুদেশাঃ। তথাচ আহুঃ—

"দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্" (বৈ সূঃ ১।১।১০) ইতি।

তন্তবো হি কারণদ্রব্যাণি কার্য্যদ্রব্যং পটম্ আরভন্তে, তন্তুগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ কার্য্যদ্রব্যে পটে শুক্লাদিগুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি হি তে অভ্যুপগচ্ছন্তি। সোঽভ্যুপগমঃ দ্রব্যগুণয়োঃ অপৃথক্‌দেশত্বে অভ্যুপগম্যমানে বাধ্যেত। অথ অপৃথক্‌কালত্বম্ অযুতসিদ্ধত্বম্ উচ্যেত, সব্যদক্ষিণয়োরপি গোবিষাণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত। তথা অপৃথক্‌স্বভাবত্বে তু অযুতসিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োঃ আত্মভেদঃ সম্ভবতি। তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

গুণসকল যে দ্রব্যের অধীন, ইহার কারণ—দ্রব্য ও গুণ অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ গুণ দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকে না—ইহা যদি বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, তোমার অযুতসিদ্ধি পদার্থটি কি? তাহা কি অপৃথক্‌দেশত্ব? অর্থাৎ অপৃথক্ স্থানে বর্ত্তমান থাকা, অথবা অপৃথক্‌কালত্ব অর্থাৎ অপৃথক্ সময়ে উৎপন্ন হওয়া, অথবা অপৃথক্-স্বভাবত্ব অর্থাৎ উভয়েই অপৃথক্ পদার্থ হওয়া? কিন্তু কোন রকমেই সঙ্গত হয় না। যদি বল, অপৃথক্-দেশত্বই অযুতসিদ্ধি? তাহা হইলে তুমি স্বয়ং যাহা স্বীকার করিয়াছ, তাহা বিরুদ্ধ হয়। কেননা, সূত্র হইতে উৎপন্ন হয় যে বস্ত্র, তাহা তন্তুদেশ অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে বলিয়া তুমি স্বীকার কর, **ন পটদেশ** অর্থাৎ তাহা কাপড়ে থাকে না। কিন্তু বস্ত্রের গুণ—শুক্লত্বাদি পটদেশ অর্থাৎ কাপড়ে থাকে স্বীকার কর, **ন তন্তুদেশ** অর্থাৎ তন্তুতে থাকে না। ইহার দ্বারা বলা হইল এই যে—বস্ত্রের

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

ভাষ্যানুবাদ।

তন্তুতে থাকে এবং বস্ত্রের গুণ—শুক্লত্বাদি বস্ত্রে থাকে, অতএব বস্ত্র ও তাহার গুণ এক স্থানে থাকিল না, অতএব অপৃথক্‌দেশত্ব অর্থাৎ এক স্থানে বর্ত্তমান থাকাকে অযুতসিদ্ধি বলিলে বস্ত্র ও তাহার গুণ অযুতসিদ্ধ হইতে পারিল না। আর তাঁহারা তাহাই বলেন যথা—

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্ (বৈ ১।১।১০ সূত্র)

অর্থাৎ দ্রব্যসকল অন্য দ্রব্যকে আরম্ভ করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে, এবং গুণসকল অন্য গুণকে আরম্ভ করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে। কারণদ্রব্য তন্তুসকল কার্য্যদ্রব্য পটকে উৎপন্ন করে, এবং তন্তুগত শুক্লাদি গুণসকল কার্য্যদ্রব্য বস্ত্রে শুক্লাদি অন্য গুণকে উৎপন্ন করে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। সেই স্বীকৃত বিষয় দ্রব্য ও গুণের অপৃথগ্‌দেশত্ব স্বীকার করিলে বাধিত হয়। আর যদি বল,—অপৃথক্‌কালত্ব অর্থাৎ এক সময়ে উৎপন্ন হয় যে বস্তু তাহাই অযুতসিদ্ধ, তাহা হইলে বাম ও দক্ষিণদিকের গো-শৃঙ্গদ্বয়ের অযুতসিদ্ধি হইয়া পড়িবে? আর অপৃথক্‌স্বভাব যদি অযুতসিদ্ধি হয়? তাহা হইলে দ্রব্য ও গুণের আত্মভেদ অর্থাৎ স্বরূপগতভেদ সম্ভব হয় না। কারণ, গুণ দ্রব্যের তাদাত্ম্যরূপেই অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে।

ভামতী।

শঙ্কতে "গুণানাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদি উচ্যেত"। যত্র হি দ্বৌ আকারিণৌ বিভিন্নাভ্যাম্ আকারাভ্যাম্ অবগম্যেতে তৌ সম্বদ্ধৌ অসম্বদ্ধৌ বা বৈয়ধিকরণ্যেন প্রতিভাসেতে, যথা ইহ কুণ্ডে দধি, যথা বা গৌঃ অশ্ব ইতি। ন তথা গুণকর্ম্মসামান্যবিশেষ-সমবায়াঃ, তেষাং দ্রব্যাকারতয়া আকারান্তরাযোগেন দ্রব্যাৎ আকারিণঃ অন্যত্বেন আকারিতয়া ব্যবস্থানাভাবাৎ। সেয়ম্ অযুতসিদ্ধিঃ। তথাচ সামানাধিকরণ্যেন প্রথা ইত্যর্থঃ। তাম্ ইমাম্ অযুতসিদ্ধিং বিকল্প্য দূষয়তি—"তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বম্" ইতি। তত্র অপৃথগ্‌দেশত্বম্ তদভ্যুপগমেন বিরুধ্যতে ইত্যাহ—'অপৃথগ্‌দেশত্বে" ইতি। যদি তু সংযোগিনোঃ কার্য্যয়োঃ সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বং যুতসিদ্ধিঃ ততঃ অন্যা অযুতসিদ্ধিঃ, নিত্যয়োস্তু সংযোগিনোঃ দ্বয়োঃ অন্যতরস্য বা পৃথগ্‌গতিমত্ত্বং যুতসিদ্ধিঃ ততঃ অন্যা অযুতসিদ্ধিঃ, তথাচ আকাশপরমাণ্বোঃ পরমাণ্বোশ্চ সংযুক্তয়োঃ যুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি। গুণগুণিনোশ্চ শৌক্ল্যপটয়োঃ অযুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি। ন হি তত্র শৌক্ল্যপটাভ্যাং সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশৌ শৌক্ল্যপটৌ। সত্যপি পটস্য তদন্য-তন্তুদেশত্বে শৌক্ল্যস্য সম্বন্ধিপটদেশত্বাৎ।

তন্ন, নিত্যয়োঃ আত্মাকাশয়োঃ অজসংযোগে উভয়স্যা অপি যুতসিদ্ধেঃ অভাবাৎ। ন হি তয়োঃ পৃথগাশ্রয়াশ্রিতত্বম্, অনাশ্রয়ত্বাৎ। নাপি দ্বয়োঃ অন্যতরস্য বা পৃথগ্‌গতিমত্ত্বম্, অমূর্ত্তত্বেন উভয়োরপি নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। ন চ অজসংযোগো নাস্তি; তস্য অনুমানসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি—আকাশম্ আত্মসংযোগি, মূর্ত্তদ্রব্যসঙ্গিত্বাৎ, ঘটাদিবৎ ইতি অনুমানম্। পৃথগাশ্রয়া-শ্রয়িত্বপৃথগ্‌গতিমত্ত্বলক্ষণযুতসিদ্ধেঃ অন্যা তু অযুতসিদ্ধিঃ যদ্যপি ন অভ্যুপেতবিরোধম্ আবহতি, তথাপি ন সামানাধিকরণ্যপ্রথাম্ উপপাদয়িতুম্ অর্হতি। এবংলক্ষণেঽপি হি সমবায়ে গুণগুণিনোঃ অভ্যুপগম্যমানে সংবদ্ধ ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ঃ। অস্য চ উপপাদনায় সমবায় আস্থীয়তে ভবদ্ভিঃ। স চেৎ আস্থিতোঽপি ন প্রত্যয়ম্ ইমম্ উপপাদয়েৎ কৃতং তৎকল্পনয়া। ন চ প্রত্যক্ষঃ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ সমবায়গোচরঃ, তদ্বিরুদ্ধার্থত্বাৎ। তদ্‌গোচরত্বে হি পটে শুক্ল ইত্যেবমাকারঃ স্যাৎ, ন তু পটঃ শুক্ল ইতি।

ন চ—শুক্লপদস্য গুণবিশিষ্টগুণিপরত্বাৎ এবং প্রথা ইতি সাম্প্রতম্; ন হি শব্দবৃত্ত্যনুসারি প্রত্যক্ষম্। ন হি অগ্নির্মাণবক ইতি উপচরিতাগ্নিভাবো মাণবকঃ প্রত্যক্ষেণ দহনাত্মনা প্রথতে। ন চ অয়ম্ অভেদবিভ্রমঃ সমবায়নিবন্ধনঃ ভিন্নয়োরপি ইতি বাচ্যং; গুণাদিসদ্‌ভাবে তদ্ভেদে চ প্রত্যক্ষানুভবাৎ অন্যস্য প্রমাণস্য অভাবাৎ, তস্য চ ভ্রান্তত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ,

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতী।

তদাশ্রয়স্য তু ভেদসাধনস্য তদ্‌বিরুদ্ধতয়া উত্থানাসম্ভবাৎ। তদিদম্ উক্তম্ "তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"শঙ্কতে" ইতি। শুক্লত্বং ঘটবৃত্তি শৌক্ল্যাবৃত্তিত্বাৎ সত্ত্ববৎ * ইত্যনুমানম্ অভিপ্রেত্য তদনুকূলত্বেন সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিঃ উক্তা, তস্যা অন্যথাসিদ্ধিং শঙ্কতে ইত্যর্থঃ। অযুতসিদ্ধত্বসম্বন্ধেঽপি ভেদে সতি ন সামানাধিকরণ্যম্ উপপদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য অযুতসিদ্ধত্বং নির্বক্তি—"যত্র হি" ইতি। আকারিণৌ স্বতন্ত্রৌ স্বতন্ত্রবস্তুনোঃ অসমানাধিকরণ্যং ন স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ, দ্রব্যতন্ত্রাশ্চ গুণাদয় ইতি ভেদেঽপি সামানাধিকরণ্যম্ ইত্যর্থঃ। "দ্রব্যাকারতয়া" দ্রব্যধর্ম্মতয়া। "আকারান্তরাযোগেন" স্বাতন্ত্র্যপ্রয়োজকধর্ম্মযোগেন ইত্যর্থঃ। ভবেৎ ইয়ম্ অযুতসিদ্ধিঃ সামানাধিকরণ্যোপপাদিকা, এষৈব তু ন ভেদে ঘটতে, ন হি ভিন্নানাং বিন্ধ্যাহিমবদাদীনাং ধর্ম্মধর্ম্মিভাব উপলভ্যতে, অথ ভিন্নানাম্ অপি অপৃথগ্‌দেশত্বাদিভিঃ প্রকারৈঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব উচ্যেত, তর্হি তান্ বিকল্প্য দূষয়তি ইত্যাহ—"তামিমাম্" ইতি। তদর্থ-বিকল্পোঽপি তদ্বিকল্প ইতি তাম্ ইত্যুক্তম্। একদেশত্বম্ অপৃথগ্‌দেশত্বম্ ভাষ্যদূষিতং, স্বয়ং তু প্রকারান্তরেণ অপৃগ্‌দেশত্বম্ আশঙ্কতে, তত্র তাবৎ প্রতিযোগিভূতং পৃথগ্‌দেশত্বম্ আহ—"যদি তু সংযোগিনোঃ" ইতি। কুণ্ডবদরে হি সংযোগিনী তাভ্যাম্ অন্যঃ স্বস্বাবয়ব এব তয়োর্দেশ ইতি। নন্বু পরমাণ্বোঃ আকাশপরমাণ্বোশ্চ সংযোগে কথং সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বং যুতসিদ্ধিঃ তেষাম্ অনাশ্রিতত্বাৎ অত আহ—"নিত্যয়োস্তু" ইতি। অবিভুনোঃ দ্বয়োঃ বিভুনোস্তু অন্যতরস্য অবিভুন ইত্যর্থঃ। "তথা চাকাশে"তি। অত্র ন যথাসংখ্যম্। "সত্যপি" ইতি। একতরস্য সম্বন্ধিদেশত্বাদেব ন তয়োঃ সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বমিত্যর্থঃ। "আত্মসংযোগি" ইতি। "আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগীত্যর্থঃ। তথাচ ন মূর্ত্তত্বম্ উপাধিঃ স্যাৎ আত্মনি এব সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। তস্য আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগিত্বাৎ অমূর্ত্তত্বাচ্চ। যথাশ্রুতে তু ভবত্যেব উপাধিঃ, যত্র আত্মসংযোগিত্বং তত্র মূর্ত্তত্বম্ ইতি ব্যাপ্তেরিতি। "সঙ্গিত্বাৎ" সংযোগিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সম্বন্ধিত্বমাত্রস্য গুণাদৌ ব্যভিচারাৎ। এতাবান্ এব হেতুঃ, সুখবোধার্থং তু মূর্ত্তদ্রব্যগ্রহণম্। যদ্যপি আকাশাত্মসংযোগে অস্তি বিপ্রতিপত্তিঃ, তথাপি ন তস্য মূর্ত্তসংযোগে অস্তি ইতি। অভ্যুপেত্যাপি বর্ণিতাম্ অযুতসিদ্ধিং দোষান্তরম্ আহ—"পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বম্" ইত্যাদিনা। স্যাদেতৎ—ন তাদাত্ম্যপ্রত্যয়োপপাদকঃ সমবায়ঃ, কিন্তু সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়বিষয় এব ইতি, ন ইত্যাহ "ন চ প্রত্যক্ষ" ইতি। নন্বু শুক্লত্বমিত্যাদিত্বতলাদিভিঃ নিষ্কৃষ্টো গুণঃ অভিধীয়তে, শুক্লশব্দস্তু দ্রব্যনিলীনগুণবাচী লক্ষয়তি দ্রব্যম্ অতঃ লাক্ষণিকং সামানাধিকরণ্যম্, ততঃ কথং দ্রব্যগুণয়োঃ অভেদপ্রতিভানম্ অত আহ—"ন চে"তি। শাব্দো হি ব্যবহারঃ লাক্ষণিকঃ স্যাৎ, ন প্রত্যক্ষপ্রত্যয় ইত্যর্থঃ। অভেদপ্রত্যয়স্য ভ্রমত্বং ভেদগ্রাহিপ্রমাণাৎ ভবতি, তচ্চ লক্ষণরূপম্ অনুমানম্, দ্রব্যং গুণাদিভ্যো ভিদ্যতে সমবায়িকারণত্বাৎ ইত্যাদি, তচ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রত্যক্ষবিরোধাৎ আভাস ইত্যাহ—"ন চায়ম্" ইতি। তস্য ভ্রান্তিত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ আশ্রয়াসিদ্ধিঃ। প্রমাণত্বে চ অভেদবিষয়েণ তেন বিরোধাৎ অনুমানোত্থানাসম্ভব ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

গুণাণাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদি উচ্যেত—এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ যেখানে আকার(ধর্ম্ম)বিশিষ্ট দুইটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দুইটি আকার(ধর্ম্ম)দ্বারা জানা যায়, সেই দুইটি বস্তু সম্বন্ধযুক্তই হউক অথবা সম্বন্ধযুক্ত নাই হউক, ব্যধিকরণ হইয়া অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে থাকিয়া প্রতিভাত হয়। যেমন এই কুণ্ডে দধি, অথবা যেমন গোরু অশ্ব ইত্যাদি। গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় তেমন নহে; কারণ, তাহারা দ্রব্যাকার অর্থাৎ দ্রব্যের ধর্ম্ম বলিয়া অন্য আকার না থাকায় অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজক কোন ধর্ম্ম না থাকায়, আকারবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে অন্য আকারবিশিষ্ট পদার্থরূপে (ধর্ম্মিরূপে) ব্যবস্থিত হয় না অর্থাৎ থাকে না। ইহাই সেই অযুতসিদ্ধি। আর তাহা হইলে দ্রব্য ও গুণাদির যে সামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ উভয়ের অভিন্নরূপে বোধ হয়, সেই অভিন্নরূপে থাকাই অযুতসিদ্ধি। সেই এই অযুতসিদ্ধিকে বিকল্প করিয়া **তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বং** এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। তাহার মধ্যে অপৃথগ্‌-দেশত্বরূপ অযুতসিদ্ধি তাঁহাদের অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকৃত নিয়মদ্বারা বিরুদ্ধ হয়; ইহাই **অপৃথক্‌দেশত্বে** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আর যদি সংযোগী দুইটি জন্যপদার্থের সম্বন্ধিদ্বয় ভিন্ন অন্যদেশত্ব অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে বিদ্যমান থাকাই যুতসিদ্ধি হয়, এবং নিত্য সংযোগিদ্বয়ের অথবা অন্যতরের অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে একটির পৃথগ্‌গতিমত্ত্ব অর্থাৎ পৃথক্‌ক্রিয়া থাকাই যুতসিদ্ধি হয়, এবং এই উভয় ভিন্নই অযুতসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সংযুক্ত আকাশ ও পরমাণুর এবং পরমাণুদ্বয়ের যুতসিদ্ধি সিদ্ধ হইল। (জন্যপদার্থদ্বয়ের বিভিন্নস্থানে থাকাই যুতসিদ্ধি, তদ্ভিন্ন অযুতসিদ্ধি, এই কথা বলিলে পরমাণুদ্বয় অথবা পরমাণু ও আকাশাদি বিভুপদার্থের অযুতসিদ্ধি হইয়া পড়ে। কারণ, তাহারা কেহই জন্যপদার্থ নহে, এইজন্য নিত্যপদার্থের জন্য পৃথক্ যুতসিদ্ধির লক্ষণ করা হইল।) আর গুণ ও গুণী এবং শৌক্ল্য ও বস্ত্রের অযুতসিদ্ধি সিদ্ধ হইল। কারণ, সেখানে শৌক্ল্য এবং বস্ত্র, শৌক্ল্য ও বস্ত্ররূপ সম্বন্ধিভিন্ন অন্যদেশে বর্ত্তমান হয় না। বস্ত্র সম্বন্ধিদ্বয়ভিন্ন তন্তুরূপস্থানে থাকিলেও শৌক্ল্য

* সত্ত্ববৎ=ঘটবৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতীর অনুবাদ।

স্বসম্বন্ধী বস্ত্রেই থাকে, অর্থাৎ একটি সম্বন্ধিভিন্নদেশে থাকিলেও উভয়েই সম্বন্ধিভিন্ন দেশে থাকে না। একাভাববশতঃ উভয়াভাব সিদ্ধ হইল।

তাহা ঠিক্ নহে। কারণ, নিত্য আত্মা ও আকাশের অজসংযোগে অর্থাৎ নিত্যসংযোগে উভয় যুতসিদ্ধিই থাকে না। কারণ, তাহাদের পৃথগাশ্রয়াশ্রিতত্ব নাই অর্থাৎ প্রত্যেকে বিভিন্ন অধিকরণে বিদ্যমান থাকারূপ যুতসিদ্ধি নাই; কারণ, তাহারা অনাশ্রয় অর্থাৎ তাহাদের কোন আশ্রয় নাই। আর তাহাদের দুইটির অথবা অন্যতরের অর্থাৎ দুইটির মধ্যে একটিরও পৃথক্‌গতিমত্ত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াও নাই; কারণ, উভয়ে অমূর্ত্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নপরিমাণবান্ নহে বলিয়া নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াহীন। আর অজসংযোগ যে নাই, তাহাও নহে; কারণ, তাহা অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই অনুমান যথা—আকাশ আত্মার সহিত সংযুক্ত; কারণ, তাহা মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগবিশিষ্ট, যেমন ঘটাদি—ইহাই সেই অনুমান। পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন অধিকরণে বিদ্যমান থাকা, এবং পৃথগ্‌গতিমত্ত্ব অর্থাৎ পৃথক্ ক্রিয়া থাকা রূপ যুতসিদ্ধিভিন্ন অযুতসিদ্ধি যদিও অভ্যুপেত অর্থাৎ স্বীকৃত নিয়মে কোন বিরোধ উৎপন্ন করে না বটে, তাহা হইলেও সামানাধিকরণ্য প্রথা উপপাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ গুণ ও গুণীর অভেদপ্রত্যয় ঘটাইতে পারে না। কারণ, গুণ ও গুণী অর্থাৎ দ্রব্যের এই প্রকার সমবায় স্বীকার করিলেও গুণ ও দ্রব্য সম্বন্ধ—এইরূপ বুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাদাত্ম্যপ্রত্যয় অর্থাৎ **শুক্লঃ পটঃ** এইরূপ অভেদবুদ্ধি হয় না। ইহারই অর্থাৎ এই অভেদ বুদ্ধিরই উপপাদনের জন্য আপনারা সমবায় স্বীকার করেন। সেই সমবায় স্বীকার করিলেও যদি এই বুদ্ধি অর্থাৎ শুক্ল পট এই অভেদবুদ্ধির উপপাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই সমবায় কল্পনা করা বৃথা। আর প্রত্যক্ষাত্মক যে সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় অর্থাৎ গুণ ও দ্রব্যের অভেদপ্রতীতি, তাহা সমবায়গোচর অর্থাৎ সমবায়বিষয়কও নহে। কারণ, তাহা তদ্বিরুদ্ধার্থ অর্থাৎ ভেদের বিরুদ্ধ অভেদই তাহার বিষয়। কারণ, উক্ত প্রত্যক্ষ যদি সমবায়বিষয়ক হইত, তাহা হইলে বস্ত্রে শুক্লবর্ণ রহিয়াছে, এই প্রকার ভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষই হইত, কিন্তু বস্ত্র শুক্লবর্ণ এই প্রকার অভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইত না।

আর শুক্লপদে লক্ষণাদ্বারা শুক্লগুণবিশিষ্ট গুণী অর্থাৎ দ্রব্যকে বুঝায় বলিয়া এইরূপ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ **শুক্লঃ পটঃ** এইরূপ অভেদ প্রত্যয় হয়—ইহা বলা ঠিক্ নহে। কারণ, শব্দবৃত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ লক্ষণা শব্দেরই সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষের নহে। অতএব লক্ষণাদ্বারা উক্তবিধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, মাণবক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার অগ্নি, এইরূপে উপচরিতাগ্নিভাব মাণবক, অর্থাৎ যে মাণবকে অগ্নিত্বের আরোপ করা হইয়াছে, সেই বালক অগ্নিরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর গুণ ও দ্রব্য ভিন্ন হইলেও সমবায়বশতঃ অভেদভ্রম হয়—ইহাও বলিতে পার না; কারণ, গুণাদির সদ্ভাবে অর্থাৎ বিদ্যমানতায়, এবং গুণ ও গুণীর ভেদে প্রত্যক্ষ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ নাই। তাহাও যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে সকল বস্তুরই অভাব হইয়া পড়ে। আর প্রত্যক্ষাশ্রিত যে ভেদসাধন অনুমান, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহার উৎপত্তিই হইতে পারে না, অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর সহচারদর্শনপ্রভৃতি হইয়া পরে অনুমান হয়। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমানের উপজীব্য, এ কারণ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হইলে অনুমান হইতে পারে না। সেইজন্য **তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ**—এই গ্রন্থ বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগঃ, অযুতসিদ্ধয়োস্তু সমবায় ইত্যয়ম্ অভ্যুপগমঃ মৃষা এব তেষাম্, প্রাক্‌সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ কারণস্য অযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ। অথ অন্যতরাপেক্ষ এব অয়ম্ অভ্যুপগমঃ স্যাৎ, অযুতসিদ্ধস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি। এবম্ অপি প্রাক্‌সিদ্ধস্য অলব্ধাত্মকস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ নোপপদ্যতে দ্ব্যায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য। সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যতে ইতি চেৎ, প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধৌ অভ্যুপগম্যমানায়াম্

যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে। (বৈঃ সূঃ ৭।২।১৩)

ইতি ইদং দুরুক্তং স্যাৎ। যথাচ উৎপন্নমাত্রস্য অক্রিয়স্য কার্য্যদ্রব্যস্য বিভুভিঃ আকাশাদিভিঃ

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

দ্রব্যান্তরৈঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ এব অভ্যুপগম্যতে, ন সমবায়ঃ, এবং কারণদ্রব্যেণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগ এব স্যাৎ ন সমবায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ এবং অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সমবায়, তাঁহাদের এই অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, কার্য্যের পূর্ব্বে সিদ্ধ কারণের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না; কারণ, (এক সঙ্গে উৎপন্ন পদার্থদ্বয়কেই অযুতসিদ্ধ বলে।) যদি বল কার্য্য ও কারণ উভয়ের মধ্যে অন্যতর অর্থাৎ কার্য্যেরই ইহা অর্থাৎ অযুতসিদ্ধি স্বীকার করা হইবে, অযুতসিদ্ধ কার্য্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ হইলেও পূর্ব্বে অসিদ্ধ অতএব অলব্ধাত্মক অর্থাৎ যাহা স্বরূপই প্রাপ্ত হয় নাই, সেই কার্য্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধ দ্বয়ায়ত্ত অর্থাৎ উভয়ের অধীন। যদি বল—কার্য্য সিদ্ধ হইয়া সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে কারণের সহিত সম্বন্ধের পূর্ব্বে কার্য্যের সিদ্ধি স্বীকার করিলে "যুতসিদ্ধি না থাকায় কার্য্য ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না"। আপনাদের ইহা বলা অতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে, এবং যেমন উৎপন্নমাত্র ক্রিয়াশূন্য কার্য্যদ্রব্যের বিভু অর্থাৎ অতি মহৎ পরিমাণ আকাশাদি অন্য দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ সংযোগই স্বীকার কর—সমবায় নহে, এইরূপ কারণদ্রব্যের সহিতও সম্বন্ধ সংযোগ হইবে—সমবায় নহে;

ভামতী।

অপি চ অযুতসিদ্ধশব্দঃ অপৃথগুৎপত্তৌ মুখ্যঃ, সা চ ভবন্মতে ন দ্রব্যগুণয়োঃ অস্তি দ্রব্যস্য প্রাক্সিদ্ধেঃ গুণস্য চ পশ্চাৎ উৎপত্তেঃ, তস্মাৎ মিথ্যাবাদোঽয়ম্ ইত্যাহ—"যুতসিদ্ধয়োঃ" ইতি। অথ ভবতু কারণস্য যুতসিদ্ধিঃ কার্য্যস্য তু অযুতসিদ্ধিঃ, কারণাতিরেকেণ অভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য অন্যথা দূষয়তি—"এবমপি" ইতি। সম্বন্ধিদ্বয়াধীনসদ্ভাবো হি সম্বন্ধঃ, ন অসতি একস্মিন্ অপি সম্বন্ধিনি ভবিতুম্ অর্হতি। ন চ সমবায়ঃ নিত্যঃ স্বতন্ত্র ইতি চ উক্তম্ অধস্তাৎ। ন চ কারণসমবায়াৎ অনন্যা * কার্য্যস্য উৎপত্তিঃ ইতি শক্যং বক্তুম্; এবং হি সতি সমবায়স্য নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ কারণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তৌ চ সমবায়স্য সৈব কার্য্যস্য অস্তু কিং সমবায়েন? সিদ্ধয়োস্তু সম্বন্ধে যুতসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। ন চ অন্যা অযুতসিদ্ধিঃ সম্ভবতি ইতি এতৎ উক্তম্। ততশ্চ যদুক্তং বৈশেষিকৈঃ "যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে ইতি ইদং দুরুক্তং স্যাৎ", যুতসিদ্ধ্যভাবস্যৈব অভাবাৎ। এতেন অপ্রাপ্তিসংযোগৌ যুতসিদ্ধিঃ ইত্যপি লক্ষণম্ অনুপপন্নম্। মা ভূৎ অপ্রাপ্তিঃ কার্য্যকারণয়োঃ, প্রাপ্তিস্তু অনয়োঃ সংযোগ এব কস্মাৎ ন ভবতি, তত্র অস্যা অসংযোগত্বায় অন্যা যুতসিদ্ধিঃ বক্তব্যা, তথাচ সৈব উচ্যতাং কিম্ অনয়া পরস্পরাশ্রয়দোষগ্রস্তয়া। ন চ অন্যা সম্ভবতি ইত্যুক্তম্। যদি উচ্যেত অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ, অন্যতরকর্ম্মজা উভয়কর্ম্মজা বা সংযোগঃ, যথা স্থাণুশ্যেনয়োঃ মল্লয়োর্বা। ন চ তন্তুপটয়োঃ সম্বন্ধঃ তথা, উৎপন্নমাত্রস্যৈব পটস্য তন্তুসম্বন্ধাৎ। তস্মাৎ সমবায় এব অয়ম্ ইতি অত আহ—"যথাচ উৎপন্নমাত্রস্য" ইতি। সংযোগজোঽপি সংযোগঃ ভবদ্ভিঃ অভ্যুপেয়তে ন ক্রিয়াজ এব ইত্যর্থঃ। ন চ অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকৈব প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ, আত্মাকাশসংযোগে নিত্যে তদভাবাৎ, কার্য্যস্য চ উৎপন্নমাত্রস্য একস্মিন্ ক্ষণে কারণপ্রাপ্তিবিরহাচ্চ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নমু সম্বন্ধিনি অসতি সমবায়ঃ ন ভবতি ইতি কথম্? উৎপত্তির্হি সমবায়ঃ, উৎপত্তিশ্চ অসতি এব কার্য্যে ভবতি, ইতরথা তদ্বৈয়র্থ্যাৎ অত আহ—"ন চ কারণসমবায়াৎ অনন্যা" ইতি। অন্যেতি বা পাঠঃ। তত্র চ ন কারণসমবায়াৎ অন্যা উৎপত্তিঃ, কিন্তু উৎপত্তিরেব সমবায়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণ এব গ্রন্থঃ। এবং হি সতি ইত্যারভ্য সিদ্ধান্তঃ। নিত্যসমবায়স্য উৎপত্তিত্বে কার্য্যোৎপত্ত্যর্থং কারণ-বৈয়র্থ্যং চেৎ তর্হি অনিত্যোঽস্তু, তত্রাহ—"উৎপত্তৌ চ" ইতি। অথ সমবায়াৎ অন্যা কার্য্যস্য উৎপত্তিঃ উৎপন্নস্য চ সমবায়ঃ তত্রাহ—"সিদ্ধয়োস্তু" ইতি। নমু সিদ্ধয়োরপি সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বাভাবাদিভিঃ অযুতসিদ্ধিঃ স্যাৎ ইতি, ন ইত্যাহ—"ন চ অন্যা" ইতি। "এতেন" ইতি। যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ যৎ সংযোগাভাবঃ তদযোগেন ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বম্ অপ্রাপ্তিঃ ততঃ সংযোগঃ। এতেন ইত্যেতৎ বিবৃণোতি "মাভূৎ"

---

* অনন্যা—অন্যা ইতি পাঠান্তরম্।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ইতি। এবম্ভূতযুতসিদ্ধিব্যবস্থাপনা হি কার্য্যকারণয়োঃ সম্বন্ধস্য সংযোগত্বব্যাবৃত্ত্যর্থা, তত্র চ কার্য্যস্য নিত্যপারতন্ত্র্যেণ অপ্রাপ্তাভাবেঽপি তৎপ্রাপ্তেঃ সংযোগত্বাভাবঃ অসিদ্ধঃ, ততশ্চ যুতসিদ্ধিলক্ষণে সংযোগপদং কার্য্যকারণসম্বন্ধাব্যবচ্ছেদকত্বাৎ ব্যর্থম্ ইত্যর্থঃ। অথ কার্য্যকারণসম্বন্ধাৎ ব্যাবৃত্তত্বেন উভয়বাদিসম্মতধর্ম্মাণাং বাচকেন পদবৃন্দেন যুতং লক্ষণান্তরং দ্বয়োঃ অন্যতরস্য বা পৃথগ গতিমত্ত্বম্ ইত্যাদি অভিধীয়েত, তত্রাহ—"তত্র" ইতি। অস্যাঃ প্রাপ্তেঃ, কার্য্যকারণসম্বন্ধস্য অসংযোগত্বসিদ্ধৌ তৎব্যাবৃত্তিসমর্থসংযোগপদবদ্‌যুতসিদ্ধিলক্ষণস্য সিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ চ তল্লক্ষিতযুতসিদ্ধিরাহিত্যেন কার্য্যকারণসম্বন্ধস্য অসংযোগত্বসিদ্ধিঃ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ম্। তর্হি অন্যা এব অস্তু, "ন" ইত্যাহ—"ন চান্যা" ইতি। অন্যাসম্ভবঃ অসিদ্ধ ইতি শঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ, অন্যতরকর্ম্মজা প্রাপ্তিঃ উভয়কর্ম্মজা প্রাপ্তিঃ ইতি ত্রীণি লক্ষণানি। এতানি চ কার্য্যকারণসম্বন্ধস্য ন সম্ভবন্তি ইতি ন ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইত্যর্থঃ। বৈশেষিকৈর্হি তন্তুভ্যঃ পটে উৎপন্নে তৎক্ষণে এব তন্ত্বাকাশসংযোগজন্যঃ পটাকাশসংযোগ ইষ্যতে, স চ ন কর্ম্মজঃ, ততঃ প্রাক্ পটসত্তাক্ষণে পটে কর্ম্মাভাবাৎ, অতশ্চ যথোক্তলক্ষণং তত্র অব্যাপকং স্যাৎ ইত্যাহ—"সংযোগজ" ইতি। তর্হি অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ ইত্যেতাবৎ লক্ষণম্ অস্তু তথাচ নাব্যাপ্তিঃ। নাপি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং সংযোগপদানুপাদানাৎ ইতি তত্রাহ—"ন চাপ্রাপ্তী"তি। অতিব্যাপ্তিং চ লক্ষণস্য আহ—"কার্য্যস্য চ" ইতি। অসতি প্রাপ্তরি প্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ কার্য্যসত্ত্বোত্তরক্ষণে প্রাপ্তিঃ ইতি ক্ষণমাত্রম্ অপ্রাপ্তিঃ অস্তি ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও অযুতসিদ্ধ শব্দ অপৃথগুৎপত্তি অর্থাৎ এক সঙ্গে উৎপন্ন অর্থেই মুখ্য, অর্থাৎ ইহাই তাহার প্রধান অর্থ। কিন্তু আপনার মতে দ্রব্য ও গুণের তাহা নাই; কারণ, দ্রব্য পূর্ব্বসিদ্ধ এবং গুণ পরে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ইহা মিথ্যা কথা, **যুতসিদ্ধয়োঃ** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। আর যদি বল, কারণের যুতসিদ্ধি হউক, এবং কার্য্যের অযুতসিদ্ধি হউক, যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য থাকে না—এই আশঙ্কা করিয়া **এবমপি** এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। সম্বন্ধ বস্তুটি দুইটি সম্বন্ধিবশতঃ নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে একটি সম্বন্ধীও না থাকিলে সম্বন্ধনিরূপিত হইতে পারে না। আর সমবায় যে নিত্য ও স্বতন্ত্র নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর কারণের সমবায় হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অভিন্ন—ইহা বলিতে পার না। এরূপ হইলে সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করায় কারণ ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এবং সমবায়ের উৎপত্তি হইলে কার্য্যেরই তাহা হউক না, সমবায় স্বীকার করিয়া কি হইবে? সিদ্ধ কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ হইলে যুতসিদ্ধি হইয়া পড়ে। অন্যপ্রকার যে, অযুতসিদ্ধি সম্ভব নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইলে বৈশেষিকগণ যে বলিয়াছেন—"যুতসিদ্ধির অভাববশতঃ কার্য্য ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না"—ইহা বলা অতিশয় দুষ্কর হইবে। কারণ, যুতসিদ্ধির অভাবেরই অভাব আছে। পরে যে যুক্তি বলা হইতেছে, তাহার দ্বারা—প্রথমে অপ্রাপ্তি, পশ্চাৎ সংযোগকে যুতসিদ্ধি বলে, এই লক্ষণও ঠিক্ নহে। কার্য্য ও কারণের অপ্রাপ্তি না হউক, কিন্তু ইহাদের প্রাপ্তির নাম সংযোগই হয় না কেন? সেখানে ইহার অর্থাৎ প্রাপ্তির অসংযোগত্বের জন্য অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের প্রাপ্তি যাহাতে সংযোগ না হয়, তাহার জন্য, অন্য যুতসিদ্ধি বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে তাহাই বলনা কেন? অন্যোন্যাশ্রয়দোষযুক্ত এই যুতসিদ্ধি বলিয়া কি হইবে? আর অন্য যুতসিদ্ধিও যে সম্ভব নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যদি বল অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তি সংযোগ, তাহা অন্যতরের কর্ম্মবশতঃ জন্মে, অথবা উভয়ের কর্ম্মবশতঃ জন্মে। (ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত) যথা—স্থাণু ও শ্যেনপক্ষীর সংযোগ, এবং উভয়মল্লের সংযোগ। কিন্তু তন্তু ও বস্ত্রের সম্বন্ধ সেরূপ নহে। কারণ, বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াই তন্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। সেইজন্য ইহা সমবায়ই, এইজন্য **যথা চ উৎপন্নমাত্রস্য** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন অর্থাৎ সংযোগজন্য সংযোগও আপনারা স্বীকার করেন, কেবল কর্ম্মজন্য সংযোগ নহে, এবং অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তিই সংযোগ নহে; কারণ, নিত্য—আত্মা ও আকাশের সংযোগে তাহা নাই, আর উৎপন্ন হইবামাত্র কার্য্যও একক্ষণ কারণকে প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ উৎপত্তির প্রথমক্ষণে কারণের সহিত সম্বন্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেকেণ অস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি। সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োঃ অস্তিত্বম্ ইতি চেৎ? ন, একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া অনেকশব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ। যথা একোঽপি সন্ দেবদত্তঃ লোকে স্বরূপং সম্বন্ধিরূপং চ অপেক্ষ্য অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি, মনুষ্যঃ ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ বদান্যঃ বালঃ যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি, যথা চ

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

একাপি সতী রেখা স্থানান্যত্বেন নিবিশমানা একদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদম্ অনুভবতি, তথা সম্বন্ধিনোরেব সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং ন ব্যতিরিক্তবস্ত্বস্তিত্বেন, ইতি উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্য অনুপলব্ধেঃ অভাবঃ বস্ত্বন্তরস্য। নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ, স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া ইত্যুক্তোত্তরত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

আর সম্বন্ধিব্যতীত যে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধ আছে—ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। যদি বল—সম্বন্ধিশব্দ ও তাহার প্রতীতি ব্যতীত সংযোগ ও সমবায় এই নাম ও প্রতীতি দেখা যায় বলিয়া তাহারা আছে? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, বস্তুর একত্ব হইলেও স্বগতরূপ ও বাহ্যিকরূপ অনুসারে অনেক নাম ও প্রতীতি হয়—দেখা যায়। যেমন লোকে দেবদত্ত এক হইয়াও স্বরূপ অর্থাৎ স্বগত গুণাদি ও সম্বন্ধিরূপ অর্থাৎ আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ অনুসারে অনেক নাম ও প্রত্যয়যুক্ত হয়। যথা—মনুষ্য ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় অর্থাৎ যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বদান্য অর্থাৎ দাতা, বালক, যুবা, স্থবির, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি, এবং যেমন একই রেখা বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়া এক, দশ, শত, সহস্রাদি নাম ও প্রত্যয়বিশেষ লাভ করে, সেইরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ই সম্বন্ধীর নাম ও প্রতীতি ব্যতীত সংযোগ ও সমবায় এই নাম ও প্রত্যয়ের যোগ্য হয়, কিন্তু সম্বন্ধী ব্যতীত ভিন্ন বস্তু বলিয়া নহে, এইজন্য উপলব্ধিলক্ষণ-প্রাপ্ত অর্থাৎ সম্বন্ধি ভিন্ন সম্বন্ধের পৃথক্ প্রতীতিরূপ হেতুদ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ অনুমান করা হইতেছে যে, বস্তন্তর অর্থাৎ সংযোগাদি সম্বন্ধ, তাহার অনুপলব্ধেঃ অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে না বলিয়া সংযোগাদি সম্বন্ধের অভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধী ব্যতীত সংযোগাদি সম্বন্ধ নাই। আর সম্বন্ধের নাম ও প্রত্যয় যদি সম্বন্ধীকে বিষয় করে অর্থাৎ উক্ত নাম ও প্রত্যয়দ্বারা যদি সম্বন্ধীকেই বুঝায়, তাহা হইলে উহাদের নাম ও প্রত্যয়ের সন্ততভাবপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধী সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায় যখন সম্বন্ধ হয় নাই, তখনও সম্বন্ধের নাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার হউক—এইরূপ আপত্তিও হয় না। কারণ, পূর্ব্বে ইহার উত্তর বলিয়াছি যে, স্বগতরূপ ও বাহ্যিকরূপ অনুসারেই নাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

ভামতী।

অপি চ সম্বন্ধিরূপাতিরিক্তে সম্বন্ধে সিদ্ধে তদবান্তরভেদায় লক্ষণভেদঃ অনুশ্রীয়েত, স এব তু সম্বন্ধ্যাতিরিক্তঃ অসিদ্ধঃ; উক্তং হি পুরস্তাৎ অতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধঃ অসম্বদ্ধঃ ন সম্বন্ধিনৌ ঘটয়িতুম্ ঈষ্টে। সম্বন্ধিসম্বন্ধে চ অনবস্থিতিঃ। তস্মাৎ উপপত্ত্যনুভবাভ্যাং ন কার্য্যস্য কারণাৎ অন্যত্বম্, অপি তু কারণস্যৈব অয়ম্ অনির্বাচ্যঃ পরিণামভেদ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যস্য কারণাৎ অনতিরেকাৎ কিং কেন সম্বদ্ধং, সংযোগস্য চ সংযোগিভ্যাম্ অনতিরেকাৎ কঃ তয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ—"নাপি সংযোগস্য" ইতি। বিচারাসহত্বেন অনির্ব্বাচ্যতাম্ অস্য অপরিভাবয়ন্ আশঙ্কতে—"সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ" ইতি। নিরাকরোতি—"ন একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া" ইতি। তত্তদনির্বচনীয়ানেকবিশেষাবস্থাভেদাপেক্ষয়া একস্মিন্নপি নানাবুদ্ধিব্যপদেশোপপত্তিরিতি। যথা একঃ দেবদত্তঃ স্বগতবিশেষাপেক্ষয়া মনুষ্যঃ ব্রাহ্মণঃ অবদাতঃ, স্বগতাবস্থাভেদাপেক্ষয়া বালঃ যুবা স্থবিরঃ, স্বক্রিয়াভেদাপেক্ষয়া শ্রোত্রিয়ঃ, পরাপেক্ষয়া তু পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি। নিদর্শনান্তরম্ আহ—"যথা চ একাপি সতী রেখা" ইতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—"তথা সম্বন্ধিনোঃ" ইতি। অঙ্গুল্যোঃ নৈরন্তর্য্যং সংযোগঃ, দধিকুণ্ডয়োঃ ঔত্তরাধর্য্যং সংযোগঃ। কার্য্যকারণয়োস্তু তাদাত্ম্যেঽপি অনির্ব্বাচ্যস্য কার্য্যস্য ভেদং বিবক্ষিত্বা "সম্বন্ধিনোঃ" ইত্যুক্তম্। "নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধ-শব্দপ্রত্যয়য়োঃ" ইতি এতদপি অনির্ব্বাচ্যভেদাভিপ্রায়ম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

(এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই।)

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতীর অনুবাদ।

আরও সম্বন্ধিভিন্ন সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে তাহার অবান্তরভেদের জন্য বিভিন্ন লক্ষণ আশ্রয় করা হয়, কিন্তু সম্বন্ধি ভিন্ন সেই সম্বন্ধই অসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—সম্বন্ধিদ্বয়ভিন্ন সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত অসম্বদ্ধ সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয়কে মিলিত করিতে পারে না, আর সম্বন্ধির সহিত সম্বন্ধ হইলে অনবস্থা দোষ হয়। সেইজন্য যুক্তি ও অনুভবদ্বারা (স্থির হইল যে), কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু কারণেরই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য পরিণামবিশেষ। সেই হেতু কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন না হওয়ায় কে কাহার সহিত সম্বদ্ধ, এবং সংযোগ সংযোগী হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় তাহাদের সংযোগই বা কি পদার্থ?—**নাপি সংযোগস্য** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। বিচারসহ নহে বলিয়া সম্বন্ধ অনির্ব্বাচ্য—ইহা না ভাবিয়া **সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **ন** ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পরিহার করিতেছেন। **একস্যেহপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—সেই সেই অনির্ব্বচনীয় অনেক বিশেষ অবস্থাভেদ অনুসারেই এক বস্তুতেও নানা বুদ্ধি ব্যবহারের উপপত্তি অর্থাৎ সম্ভব হয়। যেমন এক দেবদত্ত স্বগতবিশেষ অনুসারে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ ও অবদাত অর্থাৎ গৌরবর্ণ, নিজের অবস্থাবিশেষ অনুসারে বাল, যুবা, স্থবির অর্থাৎ বৃদ্ধ, নিজের ক্রিয়াবিশেষ অনুসারে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণ, আর অন্য ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ অনুসারে পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। **যথা চ একাপি সতী রেখা** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন। **তথা সম্বন্ধিনোঃ** এই গ্রন্থদ্বারা দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ যাহার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তাহাতে দৃষ্টান্তের যোজনা করিতেছেন। অঙ্গুলীদ্বয়ের নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবধানের নাম সংযোগ, দধি এবং কুণ্ডের ঔত্তরাধর্য্য অর্থাৎ আধারাধেয়ভাবের নাম সংযোগ। কার্য্য ও কারণের তাদাত্ম্য হইলেও অর্থাৎ অভেদ হইলেও অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের ভেদ বিবক্ষা করিয়া **সম্বন্ধিনোঃ** এই কথা বলিয়াছেন। **নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ** এই গ্রন্থও অনির্ব্বচনীয় ভেদ অভিপ্রায় করিয়া বলিয়াছেন। (এজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলিতে কল্পিতভেদসহিষ্ণু অভেদসম্বন্ধকে বুঝায়। সম্পূর্ণ অভেদ সম্বন্ধ হয় না।)

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা অণ্বাত্মমনসাম্ অপ্রদেশত্বাৎ ন সংযোগঃ সম্ভবতি, প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা অণ্বাত্মমনসাং ভবিষ্যন্তি ইতি চেৎ? ন, অবিদ্যমানার্থকল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ, ইয়ানেব অবিদ্যমানঃ বিরুদ্ধঃ অবিরুদ্ধো বা অর্থঃ কল্পনীয়ঃ, ন অতঃ অধিক ইতি নিয়মহেত্বভাবাৎ। কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড্ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং সহস্রং বা অর্থা ন কল্পয়িতব্যা ইতি নিবারকো হেতুঃ অস্তি। তস্মাৎ যস্মৈ যৎ যৎ রোচতে তৎ তৎ সিধ্যেৎ। কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসার এব মা ভূৎ ইতি কল্পয়েৎ। অন্যো বা ব্যসনী মুক্তানাম্ অপি পুনরুৎপত্তিং কল্পয়েৎ। কস্তয়োর্নিবারকঃ স্যাৎ।

কিঞ্চান্যৎ—দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বাভ্যাং সাবয়বস্য দ্ব্যণুকস্য আকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হি আকাশস্য পৃথিব্যাদীনাং চ জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষঃ অস্তি। কার্য্যকারণদ্রব্যয়োঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবঃ অন্যথা নোপপদ্যতে ইতি অবশ্যং কল্প্যঃ সমবায় ইতি চেৎ? ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যকারণয়োর্হি ভেদসিদ্ধৌ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োঃ ভেদসিদ্ধিঃ, কুণ্ডবদরবৎ ইতি ইতরেতরাশ্রয়তা স্যাৎ। ন হি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিঃ অভ্যুপগম্যতে, কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগমাৎ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

ভাষ্যানুবাদ।

আর পরমাণু আত্মা ও মনঃ অপ্রদেশ অর্থাৎ নিরবয়ব বলিয়া ইহাদের সংযোগ হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ, অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়ববিশিষ্ট অন্য দ্রব্যের সহিত সংযোগ হয়—দেখা যায়। যদি বল, পরমাণু আত্মা ও মনের কল্পিত প্রদেশ হইবে, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, অবিদ্যমান অর্থ অর্থাৎ যে বস্তু নাই, সেই বস্তুর কল্পনা করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সকল বস্তুরই সিদ্ধি হইয়া পড়ে। এতগুলিই অবিদ্যমান, বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ বস্তু কল্পনা করিতে হইবে, তাহার অধিক নহে---এরূপ কোন বিশেষ কারণ নাই, এবং কল্পনা নিজের অধীন বলিয়া প্রভূত অর্থাৎ খুব বেশীও হইতে পারে, এবং বৈশেষিকগণকর্ত্তৃক কল্পিত ছয়টি পদার্থ অপেক্ষা অধিক—শত বা সহস্র পদার্থ কল্পিত হইবে না—এরূপ বাধা দিবার কোন হেতু নাই। সেইহেতু যাহার যাহা যাহা রুচিকর হয়, তাহা তাহাই সিদ্ধ হইবে। কোন দয়ালু ব্যক্তি, প্রাণিগণের দুঃখবহুল অর্থাৎ বহুদুঃখযুক্ত সংসার না হউক—ইহা কল্পনা করিতে পারেন। আর অন্য কোন ব্যসনী অর্থাৎ বিলাসী মুক্তগণেরও পুনর্জ্জন্ম কল্পনা করিতে পারে। কে তাহা নিবারণ করিবে ?

আরও এক কথা—দুইটি নিরবয়ব পরমাণুর সহিত সাবয়ব দ্ব্যণুকের আকাশের মত সংশ্লেষ অর্থাৎ আকাশের সহিত যেমন সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, আকাশ এবং পৃথিব্যাদির জতু অর্থাৎ গালার সহিত কাষ্ঠের যেমন সম্বন্ধ হয়, সেরূপ সম্বন্ধ হয় না। যদি বল, কার্য্য ও কারণ দ্রব্যের আশ্রিতাশ্রয়ভাব অর্থাৎ আধারাধেয়ভাব অন্য প্রকারে হইতে পারে না, এইজন্য অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে। না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়, যথা—কার্য্য ও কারণের ভেদসিদ্ধি হইলে আধারাধেয়ভাবের সিদ্ধি হয়, এবং আধারাধেয়ভাবের সিদ্ধি হইলে তাহাদের ভেদ সিদ্ধি হয়—এইরূপে কুণ্ডবদরের মত ইতরেতরাশ্রয় হয়, অর্থাৎ তৈলাধারপাত্র কি পাত্রাধার তৈল এই প্রকার অন্যোন্যাশ্রয় দোষের মত এখানেও দোষ হয়। কার্য্য ও কারণের ভেদ কিম্বা আধারাধেয়ভাব বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন না, যেহেতু কারণেরই আকারমাত্র কার্য্য—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন।

ভামতী।

অপি চ অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণুমনসোশ্চ আদ্যং কর্ম্ম ভবদ্ভিঃ ইষ্যতে, "অগ্নেঃ ঊর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্পবনম্ অণুমনসোশ্চ আদ্যং কর্ম্ম ইতি অদৃষ্টকারিতানি" ইতি বচনাৎ। ন চ অণুমনসোঃ আত্মনা অপ্রদেশেন সংযোগঃ সম্ভবতি। সম্ভবে চ অণুমনসোঃ আত্মব্যাপিত্বাৎ পরমমহত্ত্বেন অনণুত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রদেশবৃত্তিঃ অনয়োঃ আত্মনা সংযোগঃ, অপ্রদেশত্বাৎ আত্মনঃ, কল্পনায়াশ্চ বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনাসহত্বাৎ অতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাহ—"তথা অণ্বাত্মমনসাম্" ইতি। কিঞ্চ অন্যৎ—দ্বাভ্যাম্ অণুভ্যাম্ কারণাভ্যাং সাবয়বস্য কার্য্যস্য "দ্ব্যণুকস্য আকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ।" সংশ্লেষঃ সংগ্রহঃ, যত একসম্বন্ধ্যাকর্ষে সম্বন্ধ্যন্তরাকর্ষো ভবতি, তস্য অনুপপত্তিঃ ইতি। অতএব সংযোগাৎ অন্যঃ "কার্য্যকারণদ্রব্যয়োঃ আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ অন্যথা ন উপপদ্যতে ইতি অবশ্যং কল্পনীয়ঃ সমবায় ইতি চেৎ" নিরাকরোতি "ন", কুতঃ ? "ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ"। তদ্বিভজতে—"কার্য্যকারণয়োর্হি" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নমু নিরবয়বসাবয়বয়োঃ সমবায়সম্ভবাৎ কথং সংশ্লেষানুপপত্তিঃ ? অত আহ—"সংগ্রহঃ" ইতি। একাকর্ষণে ইতরাকর্ষণং হি সাবয়বানাম্ অঙ্কুরতরুশাখাদীনাং দৃশ্যতে; ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও অদৃষ্টবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত সংযোগবশতঃ পরমাণু ও মনের প্রথম কর্ম্ম আপনারা স্বীকার করেন। কারণ, অগ্নির ঊর্দ্ধগতি বায়ুর বক্রগমন অণু ও মনের আদ্যকর্ম্ম ইহারা অদৃষ্টবশতঃ হয়—ইহা আপনাদের বাক্য। কিন্তু পরমাণু ও মনের নিরবয়ব আত্মার সহিত সংযোগ সম্ভব নহে, এবং সম্ভব হইলে অণু ও মন আত্মার ব্যাপক হইয়া পড়িল বলিয়া পরমমহৎ পরিমাণ হওয়ায় অনণু অর্থাৎ অণুপরিমাণ না হইয়া পড়ে। পরমাণু ও মনের আত্মার সহিত সংযোগ প্রদেশবৃত্তি অর্থাৎ এক অংশের সহিত হয় না। কারণ, আত্মার কোন প্রদেশ অর্থাৎ অংশ নাই, এবং কল্পনা বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থাপনাসহ নহে, অর্থাৎ কল্পনা দ্বারা বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থা হয় না ; তাহার কারণ অতিপ্রসঙ্গ হয়, তথা অণ্বাত্মমনসাং এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতীর অনুবাদ।

আরও এক কথা—পরমাণুরূপ দুইটি কারণের সহিত সাবয়ব জন্য দ্ব্যণুকের আকাশের মত সংশ্লেষ হইতে পারে না। এখানে সংশ্লেষ শব্দের অর্থ সংগ্রহ, অর্থাৎ তন্তু ও বস্ত্রের মত পরস্পর বাঁধাবাধি সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধপ্রযুক্ত এক সম্বন্ধীর আকর্ষণ করিলে অপর সম্বন্ধীর আকর্ষণ হয়, তাহার অনুপপত্তি হয়। যদি বল, এই জন্যই কার্য্য ও কারণ দ্রব্যের আধারাধেয়ভাব অন্য প্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া সংযোগভিন্ন অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে। ন এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন। কেন? যেহেতু ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়—**কার্য্যকারণয়োঃ হি** এই গ্রন্থদ্বারা সেই দোষ বিভাগ করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অন্যৎ—পরমাণূনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ যাবত্যঃ দিশঃ ষট্ অষ্টৌ দশ বা, তাবদ্ভিঃ অবয়বৈঃ সাবয়বাঃ—তে স্যুঃ, সাবয়বত্বাৎ অনিত্যাশ্চ ইতি নিত্যত্বনিরবয়বত্বাভ্যুপগমো বাধ্যেত। যান্ ত্বং দিগ্‌ভেদভেদিনঃ অবয়বান্ কল্পয়সি, তে এব পরমাণব ইতি চেৎ? ন, স্থূলসূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ আপরমকারণাৎ বিনাশোপপত্তেঃ। যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাদ্যপেক্ষয়া স্থূলতমা বস্তুভূতাপি বিনশ্যতি, ততঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্যতি, ততো দ্ব্যণুকং, তথা পরমাণবোঽপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাৎ বিনশ্যেয়ুঃ।

বিনশ্যন্তোঽপি অবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্যন্তি ইতি চেৎ? নায়ং দোষঃ, যতঃ ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ অপি বিনাশোপপত্তিম্ অবোচাম। যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানাম্ অপি অগ্নিসংযোগাৎ দ্রবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশো ভবতি, এবং পরমাণূনাম্ অপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্ত্যাদিবিনাশো ভবিষ্যতি। তথা কার্য্যারম্ভোঽপি ন অবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি, ক্ষীরজলাদীনাম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগান্তরং দধিহিমাদিকার্য্যারম্ভদর্শনাৎ। তদেবম্ অসারতরতর্কসংদৃব্ধত্বাৎ ঈশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ শ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈঃ মন্বাদিভিঃ 'অপরিগৃহীতত্বাৎ' "অত্যন্তম্" এব "অনপেক্ষা" অস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্যা শ্রেয়োর্থিভিঃ ইতি বাক্যশেষঃ। ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, পরমাণুসকল পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যতগুলি দিক্ আছে, যথা—ছয়টি, আটটি অথবা দশটি, ততগুলি অবয়বের দ্বারা তাহারা সাবয়ব হইবে, এবং সাবয়ব বলিয়া অনিত্যও হইবে, এইজন্য নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছ, তাহা বাধিত হইবে। যদি বল, তুমি দিক্‌ভেদভেদী অর্থাৎ বিভিন্নদিকের ব্যবস্থাপক যে সকল পরমাণুর অবয়ব কল্পনা করিতেছ, তাহারাই পরমাণু? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, স্থূল-সূক্ষ্মের তারতম্য অনুসারে সেই পরমকারণ বস্তু পর্য্যন্তের বিনাশ হইতে পারে। যেমন, পৃথিবী দ্ব্যণুকাদি অপেক্ষা অতি স্থূল বস্তুস্বরূপ হইয়াও বিনষ্ট হয়, তাহার পর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর পৃথিবী-সজাতীয় বস্তু বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাণুসকলও পৃথিবীসজাতীয় বলিয়া বিনষ্ট হইবে।

যদি বল, বিনাশশীল হইলেও অবয়ববিভাগদ্বারাই বিনষ্ট হয়। ইহা দোষ নহে। যেহেতু ঘৃতের কাঠিন্যবিনাশের মত (পরমাণুর) বিনাশ উপপন্ন হইতে পারে—ইহা আমরা বলিয়াছি। যেমন ঘৃতসুবর্ণাদির অবয়ব সকল বিভক্ত না হইলেও অগ্নিসংযোগবশতঃ তরল হইয়া তাহাদের কাঠিন্য বিনাশ হয়—এইরূপ পরমাণুসকলেরও পরমকারণভাবপ্রাপ্তি হওয়ায় মূর্ত্তিপ্রভৃতির বিনাশ হইবে। তদ্রূপ কার্য্যের আরম্ভও কেবল অবয়বসংযোগদ্বারাই হয় না; কারণ, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতির অন্য অবয়বসংযোগ ব্যতীতও দধি ও হিম প্রভৃতি কার্য্যোৎপত্তি হয়—দেখা যায়। সুতরাং ঈদৃশ অধিকতর অসার তর্কযুক্ত বলিয়া, ঈশ্বরকারণবোধক শ্রুতির বিরুদ্ধ বলিয়া, এবং শ্রুতিপ্রবণ অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন—এতাদৃশ শিষ্ট মন্বাদি ঋষিকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত অর্থাৎ অনাদৃত বলিয়া, **অত্যন্তম্ অনপেক্ষা** হয়, অর্থাৎ এই পরমাণুকারণবাদে শ্রেয়োর্থিগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষিগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত অনাদর করা উচিত—ইহা বাক্য শেষ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতী।

"কিঞ্চ অন্যৎ পরমাণূনামি"তি। যে হি পরিচ্ছিন্নাঃ তে সাবয়বাঃ, যথা ঘটাদয়ঃ, তথা চ পরমাণবঃ, তস্মাৎ সাবয়বা অনিত্যাঃ স্যুঃ। অপরিচ্ছিন্নত্বে চ আকাশাদিবৎ পরমাণুত্বব্যাঘাতঃ। শঙ্কতে—"যান্ ত্বম্" ইতি। নিরাকরোতি—"ন স্থূলে"তি। কিং সূক্ষ্মত্বাৎ পরমাণবো ন বিনশ্যন্তি অথ নিরবয়বতয়া। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ইদম্ উক্তম্—"বস্তুভূতাপি" ইতি। ভবন্মতে উত্তরং কল্পম্ আশঙ্ক্য নিরাকরোতি—"বিনশ্যন্তোঽপি অবয়ববিভাগেন" ইতি। "যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানাম্ অপি" ইতি। যথা হি পিষ্টপিণ্ডঃ অবিনশ্যদবয়বসংযোগঃ এব প্রথতে, প্রথমানশ্চ অশ্বশফাকারতাং নীয়মানঃ পুরোডাশতাম্ আপদ্যতে, তত্র পিণ্ডঃ নশ্যতি পুরোডাশশ্চ উৎপদ্যতে, ন হি তত্র পিণ্ডাবয়বসংযোগা বিনশ্যন্তি, অপি তু সংযুক্তা এব সন্তঃ পরং প্রথনেন নুদ্যমানা অধিকদেশব্যাপকা ভবন্তি, এবম্ অগ্নিসংযোগেন সুবর্ণদ্রব্যাবয়বাঃ সংযুক্তা এব সন্তঃ দ্রবীভাবম্ আপদ্যন্তে, ন তু মিথো বিভজ্যন্তে। তস্মাৎ যথা অবয়বসংযোগবিনাশম্ * অন্তরেণাপি সুবর্ণপিণ্ডো বিনশ্যতি, সংযোগান্তরোৎপাদম্ অন্তরেণ চ সুবর্ণে দ্রবঃ উপজায়তে, এবম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগবিনাশং পরমাণবঃ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি, অন্যে চ উৎপৎস্যন্তে ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্। ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

'ন হি তত্র পিণ্ডাবয়বে"তি। যথা সংবেষ্টনেন পিণ্ডীকৃতে পটে প্রসারণসময়ে তদবয়বসংযোগা ন নশ্যন্তি, কিন্তু অবস্থিত-সংযোগানাম্ এব তেষাম্ অধিকদেশব্যাপ্ত্যা পিণ্ডাবস্থা নশ্যতি তথা পিষ্টস্যাপি ইতি। ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ।

কিঞ্চ অন্যৎ পরমাণূনাং এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যাহারাই পরিচ্ছিন্ন তাহারাই অবয়বযুক্ত, যেমন ঘটপ্রভৃতি, পরমাণুসকলও সেইরূপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সেইজন্য সাবয়ব, অতএব অনিত্য হইবে। আর অপরিচ্ছিন্ন হইলে আকাশাদির মত পরমাণুত্বের ব্যাঘাত হইবে। **যান্ ত্বং** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ন স্থূল** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বলিয়া কি পরমাণুসকল বিনষ্ট হয় না, অথবা নিরবয়ব বলিয়া ? তন্মধ্যে প্রথম কল্পকে লক্ষ্য করিয়া **বস্তুভূতাপি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। আপনার মতে উত্তরকল্পই ঠিক্, এই আশঙ্কা করিয়া **বিনশ্যন্তোঽপি অবয়ববিভাগেন** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। **যথাহি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানামপি** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যেমন পিষ্টপিণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডাকার তণ্ডুলচূর্ণ অবয়বসংযোগ নষ্ট না হইয়াই বড় হয়, এবং বড় হইয়া ঘোড়ার খুরের মত আকার প্রাপ্ত হইয়া পুরোডাশ হয়, সেস্থলে পিণ্ড বিনষ্ট হয় এবং পুরোডাশ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেখানে পিণ্ডের অবয়বসংযোগ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু (অবয়বসমূহ পরস্পর) সংযুক্ত থাকিয়াই প্রথনদ্বারা অর্থাৎ বিস্তার দ্বারা **নুদ্যমান** অর্থাৎ সঞ্চালিত হইয়া অধিকদেশব্যাপক অর্থাৎ অনেক বড় হয়, এইরূপ অগ্নিসংযোগের দ্বারা সুবর্ণদ্রব্যের অবয়বসকল সংযুক্ত থাকিয়াই দ্রবীভাবপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তরল হইয়া যায়, কিন্তু পরস্পর বিভক্ত হয় না। অতএব অবয়বসংযোগের বিনাশব্যতীতও যেমন সুবর্ণপিণ্ড নষ্ট হয়, এবং অন্যসংযোগের উৎপত্তি ব্যতীতও যেমন সুবর্ণে তরলতা উৎপন্ন হয়, এইরূপ অবয়বসংযোগের বিনাশব্যতীতও অর্থাৎ অসমবায়িকারণের নাশ না হইয়াও পরমাণুসকল বিনষ্ট হইবে, এবং অপর উৎপন্ন হইবে—এই প্রকারে সব পরিষ্কার হইল। ইহাই পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণ।

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই পাদের প্রথম অধিকরণে সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ যুক্তিসাহায্যে নিরাকরণ করিয়া প্রথম অধ্যায়োক্ত সমন্বয়ে অবিরোধ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে তৎপরেই বৈশেষিকের পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ করা আবশ্যক বলিয়া দ্বিতীয় অধিকরণে সেই পরমাণুকারণবাদিগণকর্ত্তৃক ব্রহ্মবাদের উপর আক্ষেপের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে এই তৃতীয় অধিকরণে সেই বৈশেষিকমতের খণ্ডন করিয়া প্রথমাধিকরণের ন্যায় অবিরোধ প্রদর্শন করা হইতেছে।

* "অবয়বসংযোগবিনাশৌ" এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে ছিল, কিন্তু কাশীতে "অবয়বসংযোগবিনাশম্" এইরূপ একবচনান্তপদেরই পঠনপাঠন দেখা গেল।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণে এজন্য ছয়টী সূত্র রচিত হইয়াছে, এবং সবগুলিই সিদ্ধান্তসূত্র, যথা—

১। উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ।১২
২। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ।১৩
৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ।১৪
৪। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ।১৫
৫। উভয়থা চ দোষাৎ ।১৬
৬। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭

ইহাদের অক্ষরার্থ এইরূপ—

১। উভয় প্রকারেই অর্থাৎ পরমাণুসকলের সংযোগজনক কর্ম্ম স্বীকার করিলে অথবা না করিলে—এই দুই রূপেই কর্ম্ম হইতে পারে না; অতএব সৃষ্টির অভাব হয়। অপর দুই প্রকার ব্যাখ্যা ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। আর সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ, সাম্যবশতঃ অনবস্থাদোষ হয়। বিশদ অর্থ ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩। পরমাণুসকল যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হয়। আর যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হয়। বিশদ অর্থ—৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪। আর জগৎকারণ পরমাণুসকলের রূপাদিমত্ত্বপ্রযুক্ত নিরবয়বত্ব অণুত্ব ও নিত্যত্বের বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ সাবয়বত্বাদির প্রসক্তি হয়। যেহেতু রূপাদিযুক্ত পটাদি সেইরূপেই লোকমধ্যে দেখা যায়। বিশদ অর্থ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫। আর উভয় প্রকারেই অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধাদি ৪টী গুণ, জলের রসাদি ৩টী গুণ, তেজের রূপাদি ২টী গুণ এবং বায়ুর স্পর্শ নামক ১টী গুণ বলিয়া তাহারা স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইলে তাহাদের পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় না, এবং প্রত্যেকের এক একটী গুণ বলিলে পৃথিব্যাদিতে অন্য গুণ উপলব্ধ হয় না—এজন্য উভয় রূপেই দোষ হয়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬। আরও মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণবাদ অত্যন্ত উপেক্ষণীয়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় সংশয়প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম, শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ
দ্বিতীয়, শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ
তৃতীয়, অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ
চতুর্থ, পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম, অধিকরণসঙ্গতি—অব্যবহিত পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। কারণ, দ্বিতীয়াধিকরণটী প্রথমাধিকরণের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তসঙ্গতিদ্বারা অবতারিত হইয়াছিল। এজন্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার যে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক, তাহা এস্থলে প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি। কারণ প্রথমাধিকরণে বলা হইয়াছে—প্রধানটী চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নহে বলিয়া জগৎকারণ হয় না, আর এক্ষণে বলা হইতেছে—তবে চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পরমাণুসকল জগৎকারণ হউক? এজন্য প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি।

(২) **বিষয়**—পরমাণু প্রক্রিয়ার দ্বারা জগদুৎপত্তি—এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তটী বিষয়।
(৩) **সংশয়**—উক্ত সিদ্ধান্তটী কি প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক—ইহাই সংশয়।
(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—পরমাণুপ্রক্রিয়ার দ্বারা জগদুৎপত্তি হয়—এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক।
(৫) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—পরমাণুপ্রক্রিয়াদ্বারা জগদুৎপত্তি হয়—এই বৈশেষিকসিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক নহে।
(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে কিন্তু সেই বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয়সিদ্ধ।

সমুদায়াধিকরণং নাম

চতুর্থাধিকরণম্

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮ *

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রদর্পণে ভামতীর সার বর্ণন করিয়া যে দুইটী শ্লোকে তাহার মর্ম্মার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই—

অনেকদ্রব্যসংযোগাদ্ দ্রব্যমুৎপদ্যতে যতঃ।
একস্মাদ্ ব্রহ্মণোদ্রব্যং নাত উৎপত্তুমর্হতি ॥

অর্থাৎ অনেক কারণদ্রব্যের সংযোগে যেহেতু কার্য্য দ্রব্যসকল উৎপন্ন হয়, সেহেতু এক ব্রহ্ম হইতে এই জগদ্ দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

দ্রবদ্রব্যং যথৈকস্মাৎ কনকাদুপজায়তে।
উৎপদ্যতে তথৈকস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতে র্জগৎ ॥

অর্থাৎ যেমন একই কনক হইতে দ্রবদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সিদ্ধান্ত।

এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

জনয়ন্তি জগন্নো বা সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ।
আদ্যকর্ম্মজসংযোগাদ্ দ্ব্যণুকাদিক্রমাজ্জনিঃ ॥১
সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেষ্বাদ্যকর্ম্মণঃ।
অসম্ভবাদসংযোগে জনয়ন্তি ন তে জগৎ ॥২

অন্বয়ঃ—পরমাণবঃ সংযুক্তাঃ জগৎ জনয়ন্তি নো বা ? আদ্যকর্ম্মজসংযোগাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমাৎ জনিঃ। সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেষু আদ্যকর্ম্মণঃ অসম্ভবাৎ অসংযোগে (সতি) তে জগৎ ন জনয়ন্তি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮

বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ দুর্যুক্তিযোগাৎ বেদবিরোধাৎ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যঃ ইত্যুক্তম্। সঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ, ইতি বৈনাশিকত্বসাম্যাৎ সর্ব্ববৈনাশিকরাদ্ধান্তঃ নতরাম্ অপেক্ষিতব্য ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদয়ামঃ।

স চ বহুপ্রকারঃ—প্রতিপত্তিভেদাৎ বিনেয়ভেদাৎ বা। তত্র এতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি—কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিৎ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিন ইতি। তত্র যে সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ বাহ্যম্ আন্তরং চ বস্তু অভ্যুপগচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চ, চিত্তং চৈত্তং চ, তান্ তাবৎ প্রতিক্রমঃ।

তত্র ভূতং পৃথিবীধাত্বাদয়ঃ, ভৌতিকং রূপাদয়ঃ চক্ষুরাদয়শ্চ। চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ। তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে।

তথা রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ। তেঽপি অধ্যাত্মং সর্ব্বব্যবহারাস্পদভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে।

তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—যোঽয়ম্ উভয়হেতুকঃ উভয়প্রকারঃ সমুদায়ঃ পরেষাম্ অভিপ্রেতঃ,—অণুহেতুকশ্চ ভূতভৌতিকসংহতিরূপঃ, স্কন্ধহেতুকশ্চ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ, তস্মিন্

* "তদপ্রাপ্তিঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এই সূত্র হইতে অধিকরণ আরম্ভ হইল। সমুদায়পদটী সপ্তম্যন্ত, যথা—"সমুদায়ে"। আর এই "সমুদায়" পদবলেই ইহা বৌদ্ধমত খণ্ডনের অধিকরণ বলা হয়।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়হেতুকেঽপি সমুদায়ে অভিপ্রেয়মাণে তদপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ; সমুদায়াপ্রাপ্তিঃ সমুদায়ভাবানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ, চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ, অন্যস্য চ কস্যচিৎ চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্বা স্থিরস্য সংহন্তুঃ অনভ্যুপগমাৎ, নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ প্রবৃত্ত্যনুপরমপ্রসঙ্গাৎ। আশয়স্যাপি অন্যত্বানন্যত্বাভ্যাম্ অনিরূপ্যত্বাৎ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ নির্ব্যাপারত্বাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সমুদায়ানুপপত্তিঃ। সমুদায়ানুপপত্তৌ চ তদাশ্রয়া লোকযাত্রা লুপ্যেত।১৮

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—উভয়হেতুকে অপি সমুদায়ে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পরমাণুচতুষ্টয়হেতুক বাহ্য পৃথিব্যাদি ভূতভৌতিক সমুদায় স্বীকার করিলে, এবং রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ হইতে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক পদার্থের সমুদায় স্বীকারে—এইরূপে উভয়হেতুক সমুদায় স্বীকার করিলে, **তদপ্রাপ্তিঃ** তাহার অর্থাৎ সেই সমুদায়ের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা হয়। কারণ, সকল পদার্থকেই ক্ষণিক বলা হয় বলিয়া সমুদায়ের সম্পাদক কোন্ স্থায়ী চেতনবস্তুকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

ভাষ্যার্থ—বৈশেষিক রাদ্ধান্ত অর্থাৎ বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত দুষ্টযুক্তিযুক্ত, বেদবিরুদ্ধ এবং শিষ্টগণের অনাদৃত বলিয়া তাহার অপেক্ষা করা উচিত নহে—ইহা বলা হইয়াছে। তাহা অর্দ্ধবৈনাশিক অর্থাৎ তন্মতে কতকগুলি বস্তুর নিত্যত্ব এবং কতকগুলি বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ সকলেরই সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করা হয়, অতএব বৈনাশিকত্বের সাম্যবশতঃ **সর্ব্ববৈনাশিক রাদ্ধান্ত** অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত পদার্থের নিরন্বয় বিনাশ স্বীকার করা হয়, সেই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত কোনরূপেই অপেক্ষা করা উচিত নহে—ইহা এক্ষণে দেখাইতেছি। *

সেই বৌদ্ধমত প্রতিপত্তিভেদে অথবা বিনেয়ভেদে বহুপ্রকার অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণের বুদ্ধি অনুসারে, অথবা বিনেয় অনুসারে অর্থাৎ বৌদ্ধশিষ্যগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকার অনুসারে নানাবিধ হইয়াছে। সেই মতে এই তিন বাদী আছেন, যথা—কেহ কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সকল বস্তুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। কেহ কেহ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদী অর্থাৎ যাঁহারা কেবল বিজ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—যোগাচারী, এবং অপরে সর্ব্বশূন্যত্ববাদী অর্থাৎ যাঁহারা সকলবস্তুকে পরমার্থতঃ শূন্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—মাধ্যমিক। তাহার মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী অর্থাৎ বাহ্যিক ভূত ও ভৌতিক বস্তু এবং আভ্যন্তরিক চিত্ত ও চৈত্ত বস্তু স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিতেছি। †

---

* এস্থলে বৌদ্ধগণকে সর্ব্ববৈনাশিক বলায় কেহ কেহ ভাষ্যকারের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা কল্পনা করেন। কারণ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৈভাষিক বৌদ্ধমতে সকল বস্তুকে ক্ষণিক বলা হয় না। কিন্তু সৌত্রান্তিকমতে সকলই ক্ষণিক বলা হয়, এজন্য এ আক্ষেপ ব্যর্থ; কারণ, শূন্যবাদই বৌদ্ধমতে চরম সিদ্ধান্ত বলা হয়। ভামতীমধ্যে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† এই বৌদ্ধমতের মূল অভিধর্ম্মকোষ নামক গ্রন্থ। উহা মহাত্মা বসুবন্ধুকর্ত্তৃক কারিকাকারে লিখিত। ভগবান্ বুদ্ধের কথিত অভিধর্ম্মসূত্রপিটক হইতে এই অভিধর্ম্মকোষ সংগৃহীত। অভিধর্ম্মকোষে ধাতুনির্দ্দেশ পরিচ্ছেদে চতুর্ব্বিধ ভূতসম্বন্ধে এই কথাই আছে—

"ভূতানি পৃথিবীধাতুরপ্‌তেজোবায়ুধাতবঃ। ধৃত্যাদি কর্ম্মসংসিদ্ধাঃ খরস্নেহোষ্ণতেরণাঃ॥" ১২

ধৃতিঃ স্থৈর্য্যং, সংগ্রহঃ সমূহাপাদনং, পক্তিঃ পাকক্রিয়া, ব্যূহনং বৃদ্ধিঃ প্রসর্পণম্ ইতি। এভিঃ ধৃতিসংগ্রহপক্তিব্যূহনক্রিয়াভিঃ যথা—সংখ্যং পৃথিবীজলতেজোবায়ূনাং চতুর্ণাং ধাতূনাং সিদ্ধিঃ ভবতি। তত্র পৃথিবীধাতুঃ খরঃ কঠিনস্বভাবঃ, আপোধাতুঃ স্নেহেন আর্দ্রীকরণস্বভাবঃ, তেজোধাতুঃ উষ্ণতাস্বভাবঃ, বায়ুধাতুঃ ঈরণং গতিস্বভাবঃ। (ইতি রাহুলঃ)

এই অভিধর্ম্মকোষের মতখণ্ডন করিয়া সংঘভদ্র যে আর একখানি অভিধর্ম্মকোষ লিখিয়াছেন, তাহার কতটা ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধেয়। আজকাল কোন কোন বিদেশীয় বৌদ্ধ ও তন্মতানুসারিগণ বলেন- ভগবান্ ভাষ্যকার বৌদ্ধমত সম্যক্ না জানিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করায়, বৌদ্ধমত খণ্ডিত হয় নাই। যথা—খর স্নেহ উষ্ণ ঈরণস্বভাববশতঃ পরমাণু চতুর্ব্বিধ নহে, কিন্তু একই প্রকার, ইত্যাদি। তাঁহারা বলেন—হুয়েনসাঙ্গের অভিধর্ম্মমহাবিভাষা নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়—শিষ্য গুরুকে পরমাণুর চাতুর্ব্বিধ্য যুক্তিযুক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং গুরু উত্তরে একই পরমাণুর চাতুর্ব্বিধ্য উপদেশ দিতেছেন। অতএব ভাষ্যকারের পরমাণুচাতুর্ব্বিধ্যবর্ণন বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু উক্ত অভিধর্ম্মমহাবিভাষাগ্রন্থে (১৩১ খণ্ড) যাহা আছে, তাহা ভাষ্যকারের বর্ণনারই সমর্থক —ইহাই দেখা যায়। ভাষ্যকারের সময় মুমূর্ষু বৌদ্ধমত যতটা জীবিত ছিল, তাঁহার আজ দেড় হাজার বৎসরের পর ততটাও থাকিতে পারে না, অতএব তদবলম্বনে আজ আক্ষেপ করা দুরাগ্রহমাত্র।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

তাহার মধ্যে পৃথিবীপ্রভৃতি ভূত, আর রূপাদিবিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক। আর পৃথিবী-প্রভৃতির পরমাণুচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের পরমাণুগুলি যথাক্রমে—খর অর্থাৎ কঠিন, স্নেহ অর্থাৎ তরল, উষ্ণ ও ঈরণ অর্থাৎ গতিস্বভাবসম্পন্ন। তাহারা পৃথিবী ইত্যাদি ভাবে সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়—ইহা তাঁহারা মনে করেন।

তদ্রূপ রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ নামক পাঁচটি স্কন্ধ আছে। তাহারাও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক সকল ব্যবহারাস্পদভাবে অর্থাৎ সকল ব্যবহারের বিষয়রূপে সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়—ইহাও তাঁহারা মনে করেন।

এ বিষয়ে আমরা বলি যে—এই যে উভয়হেতুক এবং উভয়প্রকার সমুদায়, সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধগণের অভিপ্রেত, অর্থাৎ পরমাণুহেতুক ভূতভৌতিকসমষ্টিরূপ, এবং স্কন্ধহেতুক পঞ্চস্কন্ধসমষ্টিরূপ, সেই উভয়হেতুক সমুদায়ই তাঁহাদের অভিপ্রেত হইলে তাহার অপ্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ সমুদায়-ভাবের অনুপপত্তি হইবে, অর্থাৎ সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর হইতে পারিবে না। যদি বলা হয়—কেন সম্ভবপর হইতে পারিবে না? তাহা হইলে বলিব—তাহার কারণ, সমুদায়ী সকল অর্থাৎ যাহারা মিলিত হইবে, তাহারা অচেতন, আর চিত্তাভিজ্বলন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ চিত্ত হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা, সমুদায়ের সিদ্ধি হইলে তবে হইয়া থাকে, এবং অন্য কোন ভোক্তা বা শাসনকর্ত্তা স্থির চেতনকে সংহননকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ আপনারা অন্য কোন স্থায়ী চেতনকে সংহন্তা বলিয়া স্বীকার করেন না। আর নিরপেক্ষপ্রবৃত্তির অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ যদি তাহাদের নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির অনুপরমপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রবৃত্তি কখনই বন্ধ হইবে না, অর্থাৎ কোন কালেই মোক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না—বলিতে হয়। আর আশয়েরও অন্যত্ব এবং অনন্যত্বদ্বারা অনিরূপ্যত্বপ্রযুক্ত এবং ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় নির্ব্যাপারত্বপ্রযুক্ত প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আশয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানপ্রবাহকে প্রত্যেক হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন যাহাই বলা হউক, তাহা নিরূপণ করা যায় না, এবং তাহাকে ক্ষণিক অর্থাৎ যখন উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই বিনাশ হয় বলিয়া স্বীকার করায় তাহার কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া সম্ভব হয় না বলিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সেইজন্য সমুদায় অনুপপন্ন হয় অর্থাৎ সিদ্ধ হইতে পারে না। আর সমুদায় সিদ্ধ না হইলে তদবলম্বনে যে লৌকিক ব্যবহার তাহাও লুপ্ত হইয়া পড়িবে।

ভামতী।

অবান্তরসঙ্গতিম্ আহ—"বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ" ইতি। বৈশেষিকাঃ খলু অর্দ্ধবৈনাশিকাঃ, তে হি পরমাণ্বাকাশদিক্‌কালাত্মমনসাং চ সামান্যবিশেষসমবায়ানাং চ গুণানাং চ কেষাঞ্চিৎ নিত্যত্বম্ অভ্যুপেত্য শেষাণাং নিরন্বয়বিনাশম্ উপযন্তি, তেন তে অর্দ্ধবৈনাশিকাঃ। তেন তদুপন্যাসঃ বৈনাশিকত্বসাম্যেন সর্ব্ববৈনাশিকান্ স্মারয়তি, ইতি তদনন্তরং বৈনাশিকমত-নিরাকরণমিতি। অর্দ্ধবৈনাশিকানাং স্থিরভাববাদিনাং সমুদায়ারম্ভঃ উপপদ্যেতাপি, ক্ষণিকভাব-বাদিনাং তু অসৌ দূরাপেত ইতি উপপাদয়িষ্যামঃ। তেন "নতরাম্" ইত্যুক্তম্। তৎ ইদং দূষণায় বৈনাশিকমতম্ উপন্যসিতুং তৎপ্রকারভেদান্ আহ—"স চ বহুপ্রকারঃ" ইতি। বাদিবৈচিত্র্যাৎ খলু কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্বমেব রাদ্ধান্তং প্রতিপদ্যন্তে, কেচিৎ জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বম্। কেচিৎ সর্ব্বশূন্যতাম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অভিমতফলদানৈস্তং কৃতৈর্বিশ্বলোকে বিতৃষি গজমুখ ত্বদ্‌গণ্ডভেদেন দানম্।
গলদলিকুলজুষ্টং ত্বদ্‌বপুস্ত্বেব জীর্য্যদ্ ধ্বনয়তি জনতায়াং মার্ত্তিরস্তীতি নূনম্॥

"সমুদায়ে"তি। "গুণানাং চ কেষাঞ্চিৎ" পরমাণুপরিমাণাদীনাম্। অভেদে হি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যনাশেঽপি কারণরূপেণ তিষ্ঠতি ইতি ন নিরন্বয়নাশঃ, ভেদে তু নিরন্বয় ইতি। ননু নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সঙ্ঘাতারম্ভবাদয়োঃ অনুপপত্ত্যবিশেষে কথং তরপ্‌প্রয়োগঃ? তত্রাহ—"স্থিরে"তি। স্থিরপক্ষে হি কারণস্য ভূত্বা ব্যাপৃত্য জনকত্বং যুক্তং ন ইতরত্র ইত্যর্থঃ। "বাদিবৈচিত্র্যাৎ খলু"। বহুপ্রকারঃ ইতি গৃহীতভাষ্যপ্রতীকানুষঙ্গঃ। বহুপ্রকারত্বমেব দর্শয়তি—"কেচিৎ" ইতি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

বৈশেষিকরাদ্ধান্ত এই গ্রন্থদ্বারা (পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার) অবান্তরসঙ্গতি বলিতেছেন। বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক। কারণ, তাঁহারা পরমাণু আকাশ দিক্ কাল আত্মা ও মনের, এবং সামান্য অর্থাৎ জাতি বিশেষ ও সমবায়ের, এবং (ঈশ্বরীয়জ্ঞানপ্রভৃতি) কতিপয় গুণের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া, অবশিষ্ট পদার্থগুলির নিরন্বয় বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস স্বীকার করেন, সেইজন্য তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক অর্থাৎ কতিপয় পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া তাহাদের বিনাশ হয় না এবং কতিপয় পদার্থের সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করেন, এইজন্য তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক। সেইজন্য তদুপন্যাস অর্থাৎ বৈশেষিকের উল্লেখ, বৈনাশিকত্বরূপ সমানধর্ম্মদ্বারা সর্ব্ববৈনাশিকমতবাদিগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, অতএব বৈশেষিকমতখণ্ডনের পর বৈনাশিকমত অর্থাৎ বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে। যাঁহারা স্থিরভাববাদী অর্থাৎ স্থায়িপদার্থ স্বীকার করেন, সেই অর্দ্ধবৈনাশিকগণের মতে কোনরূপে সমুদায়ারম্ভ উপপন্ন হইলেও যাঁহারা ক্ষণিকভাববাদী অর্থাৎ সকল পদার্থই বিদ্যুতের মত প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়াই দ্বিতীয়ক্ষণে বিনাশ হয় বলেন, সেই বৌদ্ধগণের মতে তাহা অর্থাৎ সমুদায়ারম্ভ সুদূরপরাহত অর্থাৎ সম্ভব নহে—ইহা দেখাইব। সেইজন্য ভাষ্যকার **নতরাং** এই শব্দটি বলিয়াছেন, অর্থাৎ বৌদ্ধমত একবারেই অগ্রাহ্য ইহা বলিয়াছেন। অতএব তন্মতে দোষ দিবার জন্য এই বৈনাশিকমতের উপন্যাস অর্থাৎ বর্ণন করিবার জন্য তাহার প্রকারভেদ **স চ বহুপ্রকারঃ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। বাদিবৈচিত্র্যবশতঃ অর্থাৎ এই মতবাদী অনেকপ্রকার হওয়ায়, কেহ কেহ সকলবস্তুর অস্তিত্বকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করেন, কেহ কেহ জ্ঞানমাত্রের অস্তিত্বকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ কেহ সর্ব্বশূন্যতা অর্থাৎ সকল বস্তুই শূন্য এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন।

ভামতী।

অথ তু অত্রভবতাং সর্ব্বজ্ঞানাং তত্ত্বপ্রতিপত্তিভেদো ন সম্ভবতি, তত্ত্বস্য ঐকরূপ্যাৎ ইত্যোতদপরিতোষেণ আহ—"বিনেয়ভেদাৎ বা"। হীনমধ্যমোৎকৃষ্টধিয়ো হি শিষ্যা ভবন্তি। তত্র যে হীনমতয়ঃ তে সর্ব্বাস্তিত্ববাদেন তদাশয়ানুরোধাৎ শূন্যতায়াম্ অবতার্য্যন্তে। যে তু মধ্যমাঃ তে জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বেন শূন্যতায়াম্ অবতার্য্যন্তে। যে তু প্রকৃষ্টমতয়ঃ তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূন্যতাতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে। যথোক্তং বোধিচিত্তবিবরণে—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ। ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ॥

গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা। ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা"॥ ইতি

যদ্যপি বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োঃ অবান্তরমতভেদঃ অস্তি, তথাপি সর্ব্বাস্তিতায়াম্ অস্তি সম্প্রতিপত্তিঃ, ইতি একীকৃত্য উপন্যাসঃ। তথাচ ত্রিত্বম্ উপপন্নম্ ইতি। পৃথিবী খরস্বভাবা, আপঃ স্নেহস্বভাবাঃ, অগ্নিঃ উষ্ণস্বভাবঃ বায়ুঃ ঈরণস্বভাবঃ, ঈরণং প্রেরণম্। ভূতভৌতিকান্ উক্ত্বা চিত্তচৈত্তিকান্ আহ—"তথা রূপে"তি। রূপ্যন্তে এভিঃ ইতি, রূপ্যন্তে ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ। যদ্যপি রূপ্যমাণাঃ পৃথিব্যাদয়ো বাহ্যাঃ, তথাপি কায়স্থত্বাৎ বা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাৎ বা ভবন্তি আধ্যাত্মিকাঃ। বিজ্ঞানস্কন্ধঃ—অহম্ ইত্যাকারো রূপাদিবিষয় ইন্দ্রিয়াদিজন্যো বা দণ্ডায়মানঃ। বেদনাস্কন্ধঃ—যা প্রিয়াপ্রিয়ানুভয়বিষয়স্পর্শে সুখদুঃখতদ্‌রহিতবিশেষাবস্থা চিত্তস্য জায়তে স বেদনাস্কন্ধঃ। সংজ্ঞাস্কন্ধঃ—সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ সংজ্ঞাসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসঃ, যথা—ডিত্থঃ কুণ্ডলী গৌরঃ ব্রাহ্মণঃ গচ্ছতি ইত্যেবংজাতীয়কঃ। সংস্কারস্কন্ধঃ—রাগাদয়ঃ ক্লেশাঃ, উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ইতি। তৎ এতেষাং সমুদায়ঃ পঞ্চস্কন্ধী।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অত্রভবতাং সৌত্রান্তিকাদীনাং বিপ্রতিপত্তির্হি পুরুষাপরাধাৎ ভবতি যথা স্থাণৌ বস্তুবশাৎ, যথা বা ক্রিয়ায়াম্, অত্র তু ন প্রথমঃ ইতি উক্তং—"সর্ব্বজ্ঞানাম্" ইতি। ন দ্বিতীয়ঃ ইতি অভিহিতং—"তত্ত্বস্য" ইতি। বোধী বুদ্ধঃ তস্য চিত্তম অভিপ্রায়ঃ তদ্বিবরণগ্রন্থে। "লোকনাথানাং" বুদ্ধানাম্। "দেশনা", আগমাঃ প্রাণ্যভিপ্রায়বশানুসারিণ্যঃ শূন্যতাপ্রতিপত্ত্যুপায়ৈঃ ক্ষণিকসর্ব্বাস্তিত্বাদিভিঃ লোকে শ্রোতৃসমুদায়ে—পুনঃ পুনঃ। বহুধা ভিদ্যন্তে। ভেদমেব আহ—"গম্ভীরে"তি। অগাধঃ "গম্ভীরঃ" তদ্বিপরীতঃ "উত্তানঃ" স্থূলদৃষ্টিযোগ্যঃ তদ্রূপেণ ক্বচিৎ গ্রন্থপ্রবেশঃ, "উভয়লক্ষণা" জ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাহ্যার্থাস্তিত্বলক্ষণা তৎপ্রতিপাদিনী ভিন্না অপি দেশনা শূন্যতা এব অদ্বয়া অভয়লক্ষণা অতৎতাৎপর্য্যবতী এভিন্না ইত্যর্থঃ। প্রত্যয়বৈচিত্র্যাৎ অর্থঃ অনুমেয়ঃ ইতি সৌত্রান্তিকাঃ। প্রত্যক্ষঃ ইতি বৈভাষিকাঃ। অতো

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মতভেদঃ। রূপ্যন্তে এভি বিষয়াঃ ইতি শেষঃ "কায়স্থত্বাৎ" কায়াকারেণ সংহতত্বাৎ অসংহতানাম্ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত্বাৎ বা ইত্যর্থঃ। অহমিত্যাকারম্ আলয়বিজ্ঞানম্, ইন্দ্রিয়াদিজন্যং রূপাদিবিষয়ং চ জ্ঞানম্ এতদ্দ্বয়ং দণ্ডায়মানং প্রবাহাপন্নং বিজ্ঞানস্কন্ধঃ ইত্যর্থঃ। বেদনাস্কন্ধ ইতি ভাক্তোপাদানং, য প্রিয়েত্যাদি তদ্ব্যাখ্যানম্। সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ ইত্যনেন বিজ্ঞানস্কন্ধঃ নির্বিকল্পকঃ ইতি ভেদঃ স্কন্ধয়োঃ ধ্বনিতঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল—পূজনীয় সর্ব্বজ্ঞ সৌত্রান্তিকপ্রভৃতি বৌদ্ধগণের তত্ত্বপ্রতিপত্তির ভেদ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না; যেহেতু তত্ত্ব একরূপই হয়, এই প্রকার অসন্তোষবশতঃ **বিনেয়-ভেদাৎ বা** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। শিষ্যগণ হীনবুদ্ধি, মধ্যমবুদ্ধি ও উত্তমবুদ্ধি—এই তিন প্রকার হইয়া থাকেন। তাহার মধ্যে যাঁহারা অল্পবুদ্ধি, তাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদদ্বারা বুদ্ধের অভিপ্রায় অনুসারে শূন্যতাতেই পরিণামে যাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা মধ্যমবুদ্ধি, তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অস্তিত্বদ্বারা শূন্যতাতেই পরিণামে যাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা উত্তমবুদ্ধি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শূন্যতাতত্ত্বই বুঝাইয়া দেন। যেমন বোধিচিত্ত-বিবরণগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা॥

অর্থাৎ লোকপূজ্য বুদ্ধের উপদেশসকল জীবের বুদ্ধিসামর্থ্য অনুসারে শিষ্যমণ্ডলে শূন্যতাপ্রতিপত্তির উপায়রূপে ক্ষণিকসর্ব্বাস্তিত্বপ্রভৃতি বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—কোনস্থলে গম্ভীর অর্থাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টিযোগ্যরূপে, কোনস্থলে উত্তান অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিযোগ্যরূপে—এই প্রকারে এই উভয়রূপে, উপদেশ সকল ভিন্নভিন্ন প্রকার হইলেও অদ্বয়স্বরূপ শূন্যতার যে উপদেশ তাহা ভিন্ন নহে। অভিপ্রায় এই যে, অদ্বয়শূন্যতাতেই বুদ্ধের চরম তাৎপর্য্য আছে। এই অদ্বয়শূন্যতা বুঝাইবার জন্য ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বাস্তিত্ববাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উভয়-বাদেই বুদ্ধের তাৎপর্য্য নাই। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতদেশনা একই বটে। যদিও বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের অবান্তর মতভেদ আছে, অর্থাৎ বৈভাষিকমতে বাহ্যিকপদার্থ প্রত্যক্ষ ও সৌত্রান্তিকমতে বাহ্যিকপদার্থ অনুমেয় বলা হয়, তথাপি সর্ব্বাস্তিত্ববিষয়ে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ ঐক্য আছে, এইজন্য উভয়মতকে এক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে এই মত যে তিন প্রকার—ইহা সিদ্ধ হইল। (তন্মতে) পৃথিবীর স্বভাব খর অর্থাৎ কঠিন, জলের স্বভাব স্নেহ, অগ্নির স্বভাব উষ্ণ, বায়ুর স্বভাব ঈরণ অর্থাৎ চঞ্চল। ঈরণ পদের অর্থ প্রেরণ। ভূত ও ভৌতিক পদার্থের কথা বলিয়া চিত্ত ও চৈত্তিকপদার্থের কথা **তথা রূপ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। যাহাদের দ্বারা (বিষয়সকল) রূপিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, এবং যাহারা রূপিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, এই দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তিদ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে **রূপস্কন্ধ** বলা হয়। যদিও রূপ্যমাণ অর্থাৎ প্রকাশমান পৃথিবীপ্রভৃতি বাহ্যিকবস্তু, তাহা হইলেও কায়স্থ অর্থাৎ দেহরূপে মিলিত হইয়াছে বলিয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া তাহারা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বলিয়া কথিত হয়। যাহা অহম্ ইত্যাকারে দণ্ডায়মান (প্রবাহস্বরূপ) এবং ইন্দ্রিয়জন্য রূপাদিবিষয়ক-জ্ঞানরূপে দণ্ডায়মান তাহাই বিজ্ঞানস্কন্দ অর্থাৎ অহম্ এই প্রকার আলয়বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়াদিজন্য যে রূপাদির নির্ব্বিকল্পজ্ঞানপ্রবাহ তাহা **বিজ্ঞানস্কন্ধ**। প্রিয় অপ্রিয় ও এই উভয়ভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে চিত্তের যে সুখ দুঃখ ও এতদুভয়ভিন্ন অবস্থা হয়, তাহা **বেদনাস্কন্ধ**। সবিকল্পজ্ঞান অর্থাৎ নামের সহিত সম্বন্ধ হইবার যোগ্য যে জ্ঞান তাহা **সংজ্ঞাস্কন্ধ**; যেমন ডিত্থ, কুণ্ডলযুক্ত, গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, এই প্রকার। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশ, গর্ব অভিমান প্রভৃতি উপক্লেশ, এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এইগুলি **সংস্কারস্কন্ধ**। সেই এইগুলির সমষ্টি পঞ্চস্কন্ধী।

ভামতী।

"তস্মিন্ উভয়হেতুকেঽপি" ইতি। বাহ্যে পৃথিব্যাদ্যণুহেতুকে ভূতভৌতিকসমুদায়ে রূপবিজ্ঞানাদিস্কন্ধহেতুকে চ সমুদায়ে আধ্যাত্মিকে অভিপ্রেয়মাণে তদপ্রাপ্তিঃ তস্য সমুদায়স্য অযুক্ততা। কুতঃ "সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ"। চেতনো হি কুলালাদিঃ সর্ব্বং মৃদ্দণ্ডাদি

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮]

উপসংহৃত্য সমুদায়াত্মকং ঘটম্ আরচয়ন্ দৃষ্টঃ। ন হি অসতি মৃদ্দণ্ডাদিব্যাপারিণি বিদুষি কুলালে স্বয়ম্ অচেতনা মৃদ্দণ্ডাদয়ঃ ব্যাপৃত্য জাতু ঘটম্ আরচয়ন্তি। ন চ অসতি কুবিন্দে তন্তুবেমাদয়ঃ পটং বয়ন্তে। তস্মাৎ কার্য্যোৎপাদঃ তদনুগুণকারণসমবধানাধীনঃ তদভাবে ন ভবতি। কার্য্যোৎপাদানুগুণং চ কারণসমবধানং চেতনপ্রেক্ষাধীনম্, অসত্যাং চেতনপ্রেক্ষায়াং ন ভবিতুম্ উৎসহতে, ইতি কার্য্যোৎপত্তিঃ চেতনপ্রেক্ষাধীনত্বব্যাপ্তা ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যা চেতনানধিষ্ঠিতেভ্যঃ কারণেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তমানা চেতনাধিষ্ঠিতত্বে এব অবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"বয়ন্তে" তন্তূন্ সংতন্বন্তি। অনুপলব্ধিলিঙ্গকম্ অনুমানম্ আহ—"তস্মাৎ" ইতি। যঃ কার্য্যোৎপাদঃ স তদনুগুণকারণমেলনাধীনঃ ইতি একাং ব্যাপ্তিম্ উক্ত্বা দ্বিতীয়াম্ আহ—"কার্য্যোৎপাদানুগুণং চে"তি। যা কার্য্যোৎপত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠিতকারণেভ্যো ভবতি ইতি ব্যাপ্তা সা স্বব্যাপকচেতনাধিষ্ঠিতত্বাবিরুদ্ধা অনধিষ্ঠিতেভ্যঃ পরাভিমতকারণেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তমানা চেতনাধিষ্ঠিতকারণবত্ত্বে সিদ্ধান্তাভিমতে অবতিষ্ঠতে। অতঃ যা কার্য্যোৎপত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠিতকারণেভ্যঃ ইতি ব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। অত্র প্রয়োগঃ—বিমতং চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনত্বাৎ তন্তুবৎ ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

তস্মিন্ উভয়হেতুকেঽপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—পৃথিব্যাদির পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয় যে, বাহ্যিক ভূতসমুদায় ও ভৌতিকসমুদায়, এবং রূপবিজ্ঞানাদিস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় যে আধ্যাত্মিক সমুদায়, এই উভয়সমুদায়ই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে **তদপ্রাপ্তি** অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সমুদায়ের অযুক্ততা হয় অর্থাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহার হেতু কি? কারণ, সমুদায়ী সকল অর্থাৎ প্রত্যেকে অচেতন। যেহেতু কুম্ভকারাদি চেতন জীব মৃত্তিকা ও দণ্ডাদি সমস্ত কারণ উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকাসমষ্টিরূপ ঘট রচনা করে দেখা যায়। আর মৃত্তিকা ও দণ্ডাদিকে ব্যাপারযুক্ত করে যে চেতন কুম্ভকার, সে না থাকিলে অচেতন মৃত্তিকা ও দণ্ডাদি স্বয়ং ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কখনও ঘট প্রস্তুত করে না। আর তন্তুবায় না থাকিলে তন্তু ও বেমাপ্রভৃতি বস্ত্রবয়ন করে না। সেইজন্য কার্য্যের যে উৎপত্তি, তাহা তাহার অনুকূল কারণ সমবধানাধীন অর্থাৎ কারণসমূহের মিলনবশতঃ হইয়া থাকে, তাহা না হইলে হয় না। আর কার্য্যোৎপাদানুগুণ অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল যে কারণসমবধান অর্থাৎ কারণসমূহের মিলন, তাহা চেতনপ্রেক্ষাধীন অর্থাৎ চেতনের জ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে, চেতনের জ্ঞান না থাকিলে তাহা হইতে পারে না, এইহেতু কার্য্যোৎপত্তি চেতনের জ্ঞানাধীনত্বের ব্যাপ্য হয়, আর তাহা ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ ব্যাপক—চেতনজ্ঞানাধীনত্বের বিরুদ্ধ যে চেতনজ্ঞানের অনধীনত্ব, তাহার জ্ঞানবশতঃ, চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত (পরাভিমত) কারণসমূহ হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়া চেতনাধিষ্ঠিতত্বেই অবস্থান করে, অর্থাৎ তাহার ব্যাপ্য হয়—এইরূপে প্রতিবন্ধ সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি স্থির হইল।

ভামতী।

যদি উচ্যেত—অদ্ধা চেতনাধীনা এব কার্য্যোৎপত্তিঃ, অস্তি তু চিত্তং চেতনং, তদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিবিষয়স্পর্শে সতি অভিজ্বলৎ তৎ কারণচক্রং যথা যথা কার্য্যায় পর্য্যাপ্তং, তথা তথা প্রকাশয়ৎ অচেতনানি কারণানি অধিষ্ঠায় কার্য্যম্ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ইতি তত্রাহ—"চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ"। ন খলু বাহ্যাভ্যন্তরসমুদায়সিদ্ধিম্ অন্তরেণ চিত্তাভিজ্বলনং, ততস্তু তাম্ ইচ্ছন্ দুরুত্তরম্ ইতরেতরাশ্রয়ম্ আবিশেৎ ইতি। ন চ প্রাগ্‌ভবীয়া চিত্তাভিদীপ্তিঃ উত্তরসমুদায়ং ঘটয়তি, ঘটনসময়ে তস্যাঃ চিরাতীতত্বেন সামর্থ্যবিরহাৎ। অস্মদ্‌রাদ্ধান্তবৎ অন্যস্য "চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতু র্বা স্থিরস্য সঙ্ঘাতকর্ত্তুঃ অনভ্যুপগমাৎ"। কারণবিন্যাসভেদং হি বিদ্বান্ কর্ত্তা ভবতি। ন চ অন্বয়ব্যতিরেকৌ অন্তরেণ তদ্বিন্যাসভেদং বেদিতুম্ অর্হতি। ন চ স ক্ষণিকঃ অন্বয়ব্যতিরেককালানবস্থায়ী জ্ঞাতুম্ অন্বয়ব্যতিরেকৌ উৎসহতে। অত উক্তং "স্থিরস্যে"তি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"চিরাতীতত্বেন" ইতি। স্থায়িবাসনায়াঃ ত্বয়া অনিষ্টত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল যে, চেতনবশতঃই কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু এখানে ত চিত্তরূপ চেতনবস্তু আছে; তাহাই ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে উজ্জ্বল অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত হইয়া সেই কারণসমূহ যে যে প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই সেই প্রকারে তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া অচেতন কারণসকলকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যকে সম্পাদন করে? তাহা হইলে তাহার উত্তরে **চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমুদায়সিদ্ধি ব্যতীত চিত্তের অভিজ্বলন হয় না, এবং তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিলে এমন ইতরেতরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িবে, যাহার উত্তর দেওয়া দুষ্কর হইবে। আর প্রাগ্ভবীয় অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের চিত্তাভিজ্বলন অর্থাৎ জ্ঞান পরজন্মের সমুদায় ঘটাইয়া দেয় না; কারণ, যে সময়ে সে ঘটাইয়া দিবে, অর্থাৎ সকলকে মিলিত করাইয়া দিবে, সে সময়ে তাহা বহুপূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার সামর্থ্য থাকে না। আর আমাদের সিদ্ধান্তের মত অন্য কোন চেতন ভোক্তা বা শাসনকর্ত্তারূপ স্থায়ী মিলনকর্ত্তাকে স্বীকার করা হয় না। যেহেতু কারণ-বিন্যাসভেদ অর্থাৎ কারণগুলিকে সাজাইবার ব্যবস্থাবিশেষ যিনি জানেন, তিনিই কর্ত্তা হইয়া থাকেন। আর অন্বয়ব্যতিরেকব্যতীত কারণবিন্যাসভেদ কেহ জানিতে পারে না। আর কর্ত্তা ক্ষণিক হইলে সেই ক্ষণিক কর্ত্তা, অন্বয় হইতে ব্যতিরেককাল পর্য্যন্ত না থাকিয়া অন্বয়ব্যতিরেক জানিতে পারে না। এইজন্য **স্থিরস্য** এই পদটি বলা হইয়াছে।

ভামতী।

যদি উচ্যেত—অসমবহিতানি এব কারণানি কার্য্যং করিষ্যন্তি পরস্পরানপেক্ষাণি, কৃতম্ অত্র সমবধাপয়িত্রা চেতনেন ইত্যত আহ—"নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ" ইতি।

যদি উচ্যেত—অস্তি আলয়বিজ্ঞানম্ অহঙ্কারাস্পদং পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতৃ, তদেব কারণানাং প্রতিসন্ধাতৃ ভবিষ্যতি ইতি, তত্রাহ—"আশয়স্যাপি" ইতি। তৎ খলু একং যদি স্থিরম্ আস্থীয়েত, ততঃ নামান্তরেণ আত্মা এব। অথ ক্ষণিকং, তত উক্তদোষাপত্তিঃ। ন চ তৎসন্তানঃ, তস্য অন্যত্বে নামান্তরেণ আত্মা অভ্যুপগতঃ, অনন্যত্বে চ বিজ্ঞানমেব, তচ্চ ক্ষণিমেব ইতি উক্ত-দোষাপত্তিঃ। আশেরতে অস্মিন্ কর্ম্মানুভববাসনা ইতি আশয় আলয়বিজ্ঞানং তস্য। অপি চ প্রবৃত্তিঃ সমুদায়িনাং ব্যাপারঃ। ন চ ক্ষণিকানাং ব্যাপারো যুজ্যতে। ব্যাপারো হি ব্যাপার-বদাশ্রয়ঃ তৎকারণকশ্চ লোকে প্রসিদ্ধঃ। তেন ব্যাপারবতা ব্যাপারাৎ পূর্ব্বং ব্যাপারসময়ে চ ভবিতব্যম্, অন্যথা কারণত্বাশ্রয়ত্বয়োঃ অযোগাৎ। ন চ সমসময়য়োঃ অস্তি কার্য্যকারণভাবঃ। নাপি ভিন্নকালয়োঃ আধারাধেয়ভাবঃ। তথাচ ক্ষণিকত্বহানিঃ ইত্যাহ—"ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ" ইতি ।১৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্যাপারবদাশ্রয়ো ব্যাপারঃ ইত্যক্তে তদাশ্রিতজাতেঃ তদ্ব্যাপারত্বং স্যাৎ ইতি "তৎকারণকঃ" ইতি উক্তম্। এতাবতি উক্তে কুম্ভোঽপি কুম্ভকারব্যাপারঃ স্যাৎ তন্নিবৃত্তয়ে ব্যাপারবদাশ্রয়ঃ ইতি। এবম্ উক্তেঽপি মৃদাশ্রিতঃ মৃজ্জশ্চ ঘটঃ মৃদ্ব্যাপারঃ স্যাৎ তন্নিবৃত্তয়ে তৎকার্য্যং প্রতি হেতুঃ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। অস্তু এবং ব্যাপারলক্ষণং, প্রস্তুতে কিং জাতম্ অত আহ—"ন চ সমসময়য়োঃ" ইতি। ব্যাপারব্যাপারিণোঃ এককালত্বং ভিন্নকালত্বং বা? নাদ্যঃ, কারণত্বস্য নিয়তপ্রাক্সত্ত্বরূপত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধস্য অন্যতরস্মিন্ অসতি অপি অযোগাৎ ইত্যর্থঃ। অথ পদার্থঃ পূর্ব্বং ভূত্বা স্বজন্যব্যাপারসময়েঽপি তদাশ্রয়ত্বেন অনুবর্ত্তেত তত্রাহ "তথাচে"তি ।১৮

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বলেন—কারণ সকল অসমবহিত অর্থাৎ মিলিত না হইয়াই—পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়াই—কার্য্য করিবে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপনাদিগকে মিলিত করিবে—তাহা হইলে আর এইরূপ মিলনকর্ত্তা চেতনের কোন প্রয়োজন নাই, এইজন্য **নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।

যদি বল, অহংকারের বিষয় পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানকর্ত্তৃ আলয়বিজ্ঞান আছে, তাহাই কারণসকলের প্রতিসন্ধাতৃ অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তৃ হইবে? তাহার উত্তরে **আশয়স্যাপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। তাহা যদি একটি স্থায়িবস্তু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে নামান্তরে তাহা আত্মাই হইল। আর যদি তাহা ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে দোষ দিয়াছি, তাহাই হইয়া যাইবে। আর আলয়বিজ্ঞানের সন্তান

* ৮৭ পৃষ্ঠার কল্পতরুতে গ্রন্থপ্রবেশঃ—গ্রন্থপ্রদেশে হইবে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯ *

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থাৎ প্রবাহও কর্ত্তা হইতে পারে না; কারণ, তাহা যদি প্রত্যেক অপেক্ষা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে নামান্তরে আত্মাই স্বীকার করা হইল। আর তাহা যদি প্রত্যেক অপেক্ষা অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞানই, এবং তাহা ত ক্ষণিক, অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষ হইয়া পড়িল। যাহাতে কর্ম্ম ও অনুভবের বাসনা সুপ্তভাবে থাকে, তাহা আশয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান। আরও প্রবৃত্তি হইল—সমুদায়ীসকলের অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যাপার। কিন্তু ক্ষণিকপদার্থের ব্যাপার হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপারবস্তুটি ব্যাপারীতে থাকে, এবং তাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ, সেইজন্য যাহা ব্যাপারবিশিষ্ট, তাহা ব্যাপারের পূর্ব্বে ও ব্যাপারের সময় থাকা উচিত। কারণ, তাহা না হইলে (ব্যাপারীর) কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না। আর সমসময় অর্থাৎ তুল্যকালীন বস্তুদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব হয় না। এবং ভিন্নকালীন বস্তুদ্বয়ের আধারাধেয়ভাবও হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ক্ষণিকত্ব থাকিল না—ইহাই **ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।১৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯

যদ্যপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিৎ চেতনঃ সংহন্তা স্থিরঃ ন অভ্যুপেয়তে, তথাপি অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরকারণত্বাৎ উপপদ্যতে লোকযাত্রা, তস্যাং চ উপপদ্যমানায়াং ন কিঞ্চিৎ অপরম্ অপেক্ষিতব্যম্ অস্তি। তে চ অবিদ্যাদয়ঃ—অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নাম রূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণা উপাদানং ভবো জাতিঃ জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা ইত্যেবংজাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ সৌগতে সময়ে ক্বচিৎ সংক্ষিপ্তা নির্দ্দিষ্টাঃ ক্বচিৎ প্রপঞ্চিতাঃ। সর্ব্বেষামপি অয়ম্ অবিদ্যাদিকলাপঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ঃ। তদেবম্ অবিদ্যাদিকলাপে পরস্পরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ অনিশম্ আবর্ত্তমানে অর্থাক্ষিপ্ত উপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি চেৎ, তন্ন; কস্মাৎ? উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ। ভবেৎ উপপন্নঃ সঙ্ঘাতঃ যদি সঙ্ঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যেত, ন তু অবগম্যতে; যতঃ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি অবিদ্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বম্ উত্তরোত্তরস্য উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ভবৎ ভবেৎ, ন তু সঙ্ঘাতোৎপত্তেঃ কিঞ্চিৎ নিমিত্তং সম্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ স্কন্ধসকল ও অণুসকল অন্য কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় সঙ্ঘাত হইতে পারে, ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব **ন** অর্থাৎ না—ইহা বলিতে পার না; কারণ, **উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ** অবিদ্যাদি পদার্থসকল কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্ঘাত অর্থাৎ মিলনের প্রতি কোন কারণ নাই।

ভাষ্যার্থ—যদিও ভোক্তা অর্থাৎ জীব অথবা প্রশাসিতা অর্থাৎ ঈশ্বর—এইরূপ কোন স্থির চেতনকে সঙ্ঘাতকর্ত্তা বলিয়া তাহারা স্বীকার করে না, তাহা হইলেও অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় লোকযাত্রা অর্থাৎ লৌকিকব্যবহার উপপন্ন হয়, আর তাহা উপপন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে অন্য কিছু অপেক্ষা করিবার থাকে না। আর সেই অবিদ্যাদি † যথা—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ,

* পূর্ব্বসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় এবং এই সূত্রে "ইতি চেৎ ন" থাকায় এবং প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহা পূর্ব্ব অধিকরণের অঙ্গ সূত্রই হইল।

† এস্থলে সংক্ষেপ ও বিস্তারের কথা হইতে বুঝা যায়—ভগবান্ ভাষ্যকার বিভিন্ন বৌদ্ধমতবাদের গ্রন্থাদির বিষয় বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল যাঁহারা বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধে ভগবান্ ভাষ্যকারের অল্পজ্ঞতা কল্পনা করেন, তাঁহারা এই স্থলটীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। এখানে বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষ গ্রন্থে অবিদ্যাদি দ্বাদশটী বলা হয়, যথা—"স প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাদশাঙ্গঃ ত্রিকাণ্ডকঃ" (অভিধর্ম্মকোষ ৩।২০) তন্মতে জরামরণ পর্য্যন্তই গ্রহণ করা হয়। পালিগ্রন্থে ইহাকে দ্বাদশাঙ্গ নিদান বলা হয়। বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের প্রতিবাদস্বরূপ সংঘভদ্রের কোষগ্রন্থে ইহা ১৭টী কি ১৬টী কি ১২টী কি অন্যরূপ তাহা অনুসন্ধেয়। এই গ্রন্থ শুনা যাইতেছে, ইউরোপে মুদ্রিত হইতেছে। ভাষ্যকার এ জাতীয় বহু গ্রন্থ না দেখিলে আর ওরূপ কথা বলিতে পারিতেন না।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভাষ্যানুবাদ।

বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দুর্ম্মনস্তা অর্থাৎ মনঃপীড়া (১৮) ইত্যাদি; এই জাতীয় পদার্থগুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হয়। এই পদার্থগুলি বৌদ্ধমতে কোন গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখিত আছে, এবং কোন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই এই অবিদ্যাদি পদার্থসকল অপ্রত্যাখ্যেয়, অর্থাৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব এইরূপে অবিদ্যাদি সকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ঘটীযন্ত্রের মত সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতে থাকায় সঙ্ঘাত অর্থাৎ মিলন উপপন্ন হইতে পারে—ইহা যদি বল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তাহারা কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়। তবেই সঙ্ঘাত উপপন্ন হইতে পারিত, যদি সঙ্ঘাতের কোন নিমিত্ত দেখা যাইত, কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না; যেহেতু অবিদ্যাদির ইতরেতরপ্রত্যয়ত্ব হইলেও অর্থাৎ অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হইলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি পর-পরবর্ত্তীর কেবল উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত হইলেও হইতে পারে. কিন্তু সঙ্ঘাত উৎপত্তির কোন নিমিত্তের সম্ভাবনা নাই।

ভামতী।

"যদ্যপি" ইতি। অয়মর্থঃ—সংক্ষেপতো হি প্রতীত্যসমুৎপাদলক্ষণম্ উক্তং বুদ্ধেন—*

"ইদং প্রত্যয়ফলম্" ইতি। "উৎপাদাৎ বা তথাগতানাম্ অনুৎপাদাৎ বা স্থিতৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা। ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা" ইতি।

"অথ পুনঃ অয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি—হেতূপনিবন্ধতশ্চ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। স পুনর্দ্বিবিধঃ—বাহ্য আধ্যাত্মিকশ্চ।"

"তত্র বাহ্যস্য প্রতীত্যসমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ—যৎ ইদং বীজাৎ অঙ্কুরঃ, অঙ্কুরাৎ পত্রং, পত্রাৎ কাণ্ডং, কাণ্ডাৎ নালঃ, নালাৎ গর্ভঃ, গর্ভাৎ শুকঃ, শুকাৎ পুষ্পং, পুষ্পাৎ ফলম্ ইতি; অসতি বীজে অঙ্কুরো ন ভবতি, যাবৎ অসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি; সতি তু বীজে অঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলম্ ইতি। তত্র বীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহম্ অঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি ইতি, অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি অহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামি ইতি, এবং ফলস্যাপি নৈবং ভবতি অহং পুষ্পেণ অভিনির্ব্বর্ত্তিতম্ ইতি। তস্মাৎ অসতি অপি চৈতন্যে বীজাদীনাম্, অসতি অপি চ অন্যস্মিন্ অধিষ্ঠাতরি কার্য্যকারণভাবনিয়মো দৃশ্যতে। উক্তঃ হেতূপনিবন্ধঃ।"

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধস্য সংগ্রাহকং বুদ্ধসূত্রম্ উদাহরতি—"ইদম্" ইতি। হেতুম্ অন্যং প্রতি অয়তে গচ্ছতি ইতি ইতরসহকারিভিঃ মিলিতো হেতুঃ প্রত্যয়ঃ। ইদং কার্য্যং প্রত্যয়স্য কারণসমুদায়মাত্রস্য ফলং, ন চেতনস্য কস্যচিৎ ইত্যর্থঃ। হেতূপনিবন্ধস্য সংগ্রাহকং বুদ্ধসূত্রম্ উদাহরতি—"উৎপাদাৎ বা" ইতি। তথাগতানাং বুদ্ধানাং মতে ধর্ম্মাণাং কার্য্যাণাং কারণানাং চ যা ধর্ম্মতা কার্য্যকারণভাবরূপা এষা উৎপাদাৎ অনুৎপাদাৎ বা স্থিতা। ধত্তে ইতি ধর্ম্মঃ কারণং, ধ্রিয়তে ইতি ধর্ম্মঃ কার্য্যম্। যস্মিন্ সতি যৎ উৎপদ্যতে, অসতি চ ন উৎপদ্যতে তৎ তস্য কারণং কার্য্যং চ, ন চেতনঃ কশ্চিৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে অপেক্ষিতব্যঃ ইত্যর্থঃ। স্থিতধর্ম্মতা ইত্যেতৎ স্বয়মেব সূত্রকৃৎ বিভজতে—"ধর্ম্মস্থিতিতা" ইতি। কার্য্যতাম্ আহ—"কার্য্যস্য হি" ধর্ম্মস্য কারণাৎ অনতিপ্রসঙ্গেন কালবিশেষে স্থিতিঃ ভবতি ইতি স্বার্থিকঃ তল্প্রত্যয়ঃ। "ধর্ম্মনিয়ামকতা" ইতি। কারণতামাহ ধর্ম্মস্য কারণস্য কার্য্যং প্রতি নিয়ামকতা ইত্যর্থঃ। নন্বেবম্বিধমেব কার্য্যকারণত্বং ন চেতনাৎ ঋতে সিধ্যতি, তত্রাহ—"প্রতীত্যে"তি। কারণে সতি তৎপ্রতীত্য প্রাপ্য সমুৎপাদে অনুলোমতা অনুসারিতা যা সা এব ধর্ম্মতা, সা চ উৎপাদাৎ অনুৎপাদাদ্ বা ধর্ম্মাণাং স্থিতা, ন চেতনঃ কশ্চিৎ উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।

সূত্রদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—"অথ পুনরয়মি"তি। হেতোঃ একস্য কার্য্যেণ উপনিবন্ধঃ তথোক্তঃ। প্রত্যয়ানাং মিলিতানাং নানাকারণানাং কার্য্যেণ উপনিবন্ধঃ তথা অভিহিতঃ।

হেতূপনিবন্ধে উদাহরণম্ উক্ত্বা তত্রৈব উৎপাদাৎ বা ইতি সূত্রং যোজয়তি—"অসতি বীজে" ইত্যাদিনা। যাবৎ পুষ্পফলোদাহরণং তাবৎ অসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি ইত্যাদি ব্যতিরেকো দ্রষ্টব্যঃ ইত্যাহ—"যাবৎ অসতি" ইতি। চৈতন্যং বীজাদীনাং বা অভ্যুপগম্যতে কিংবা তদতিরিক্তস্য কস্যচিৎ ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্ব্বা? নাদ্য ইত্যাহ—"তত্র বীজস্য" ইত্যাদিনা। "যাবৎপুষ্পস্যে"তি। পুষ্পপর্য্যন্তস্য ইত্যর্থঃ। ফলেঽপি যাবচ্ছব্দো যোজ্যঃ। "ন দ্বিতীয়ঃ" ইত্যাহ—"অসতি অপিচ অন্যস্মিন্" ইতি। অঙ্কুরাদ্যুৎপত্তৌ চেতনব্যাপারানুপলম্ভাৎ ইত্যর্থঃ। ন চ সোঽনুমেয়ঃ তদন্যহেতৌ সতি কার্য্যানুৎপাদাদর্শনাৎ ইতি।

---

* "ইদং প্রত্যয়ফলম্" হইতে পর পৃষ্ঠার "আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ ইতি" পর্য্যন্ত শালিস্তম্বসূত্রের পাঠ বলিয়াই মনে হয়। পরপৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতীর অনুবাদ।

যদ্যপি ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—"প্রতীত্যসমুৎপাদের" লক্ষণ বুদ্ধদেব **ইদং প্রত্যয়ফলম্** ইত্যাদি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ—কারণসকল পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপত্তি অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি। **ইদং প্রত্যয়ফলম্** অর্থ—**ইদং** অর্থ—ইহা, অর্থাৎ কার্য্য, **প্রত্যয়-ফলম্** অর্থ—প্রত্যয়ের অর্থাৎ কারণসমুদায়মাত্রের ফল। (অর্থাৎ কারণ সকল হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, কোন চেতনের অপেক্ষা করে না।) বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন—তথাগতগণের মতে অর্থাৎ বুদ্ধগণের মতে, ধর্ম্মসকলের অর্থাৎ কার্য্য ও কারণসকলের এই যে ধর্ম্মতা অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব, তাহা উৎপাদ এবং অনুৎপাদ হইতেই স্থিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মশব্দের অর্থ কার্য্য ও কারণ উভয়ই হয়। উৎপাদ অর্থ—অন্বয়, অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য থাকা, এবং অনুৎপাদ অর্থ—ব্যতিরেক, অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য না থাকা। এই অন্বয়ব্যতিরেক হইতেই কার্য্যকারণভাব নিরূপিত হইয়া থাকে। সেই কার্য্যরূপ ধর্ম্মের যে স্থিতিতা অর্থাৎ কারণের অধীন হইয়া কালবিশেষে স্থিতি, তাহাই কার্য্যতা, এবং কারণরূপ ধর্ম্মের কার্য্যের প্রতি যে নিয়ামকতা অর্থাৎ কারণের অধীনে কার্য্যের ব্যবস্থা করা, তাহাই কারণতা। এই প্রতীত্যসমুৎপাদে অর্থাৎ কারণসকলের মিলনবশতঃ কার্য্যোৎপত্তিবিষয়ে অনুলোমতা অর্থাৎ কারণের অনুসরণ করাই কার্য্যের স্বভাব। অতএব কার্য্যোৎপত্তিতে চেতনের কোন আবশ্যকতা নাই।

আর এই প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি দুইটি কারণবশতঃ হইয়া থাকে—**হেতূপনিবন্ধতঃ** অর্থাৎ এক একটি কারণসম্বন্ধবশতঃ, এবং **প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ** অর্থাৎ কারণসমূহের সম্বন্ধবশতঃ। পুনর্ব্বার তাহা দুই প্রকার—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক।

তাহার মধ্যে বাহ্যিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ—এই যে—বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে পত্র হয়, পত্র হইতে কাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা হয়, কাণ্ড হইতে নাল অর্থাৎ ডাঁটা হয়, নাল হইতে গর্ভ অর্থাৎ কুঁড়ির সূক্ষ্ম অবস্থা হয়, গর্ভ হইতে শুক অর্থাৎ কুঁড়ি হয়, শুক হইতে পুষ্প হয়, এবং পুষ্প হইতে ফল হয়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না, বীজ হইতে পুষ্প পর্য্যন্ত পদার্থগুলি না থাকিলে ফল হয় না, কিন্তু বীজ থাকিলে অঙ্কুর হয়, এবং বীজ হইতে পুষ্প পর্য্যন্ত পদার্থগুলি থাকিলে ফল হয়। এস্থলে বীজের এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি অঙ্কুরকে উৎপন্ন করিতেছি; অঙ্কুরেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; এবং পুষ্পপর্য্যন্ত পদার্থগুলির এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি ফলকে উৎপন্ন করিতেছি, এইরূপ ফলেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও এবং অন্য কেহ অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ এই সকলের নিয়ামক কোন কর্ত্তা না থাকিলেও কার্য্যকারণভাবের নিয়ম দেখা যায়। ইহা হেতূপনিবন্ধ বলা হইল।

ভামতী।

প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্যসমুৎপাদস্য উচ্যতে। প্রত্যয়ঃ হেতূনাং সমবায়ঃ। হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণি ইতি, তেষাম্ অয়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়ঃ, সমবায়ঃ ইতি যাবৎ। যথা ষণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াৎ বীজহেতুঃ অঙ্কুরো জায়তে। তত্র চ পৃথিবীধাতুঃ বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোতি, যতঃ অঙ্কুরঃ কঠিনো ভবতি। অব্ধাতুঃ বীজং স্নেহয়তি, তেজোধাতুঃ বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুধাতুঃ বীজম্ অভিনির্হরতি, যতঃ অঙ্কুরঃ বীজাৎ নির্গচ্ছতি, আকাশধাতুঃ বীজস্য অনাবরণকৃত্যং করোতি, ঋতুঃ অপি বীজস্য পরিণামং করোতি। তৎ এতেষাম্ অবিকলানাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহতি অঙ্কুরো জায়তে, নান্যথা। তত্র পৃথিবীধাতোঃ নৈবং ভবতি অহং বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোমি ইতি। যাবৎ ঋতোঃ নৈবং ভবতি অহং বীজস্য পরিণামং করোমি ইতি। অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি অহম্ এভিঃ প্রত্যয়ৈঃ নির্বর্ত্তিতঃ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ ইত্যত্র প্রত্যয়শব্দঃ ইণঃ ধাতোঃ ভাবার্থীয়াচ্ প্রত্যয়ান্তস্য রূপম্। তথাচ সমুদিতত্ববাচী ইত্যাহ—"অয়মানানাম্" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

এখন প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ বলিতেছি। প্রত্যয়শব্দের অর্থ—হেতুসকলের পরস্পর মিলন বা সম্বন্ধ। এক একটি হেতুর প্রতি অন্য হেতুসকল গমন করে বলিয়া সেই অয়মান অর্থাৎ গতিশীল

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতীর অনুবাদ।

হেতুসকলের ভাব অর্থাৎ স্বরূপকে প্রত্যয় বলে। ইহার ফলিতার্থ সমবায়, অর্থাৎ হেতুসকলের মিলনের নাম প্রত্যয়। যেমন ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ মিলনবশতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে। তাহার মধ্যে পৃথিবীধাতু বীজের সংগ্রহকৃত্য অর্থাৎ সঙ্কলনরূপ কার্য্য করে, যেজন্য অঙ্কুর কঠিন হয়। জলধাতু বীজকে স্নিগ্ধ করে, তেজঃ ধাতু বীজকে পরিপাক করে, বায়ুধাতু বীজকে অভিনির্হরণ করে অর্থাৎ সঞ্চালিত করে, যেজন্য বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়, আকাশ ধাতু বীজের অনাবরণ অর্থাৎ অবকাশরূপ কার্য্য করিয়া দেয়, ঋতুও বীজের পরিণাম করিয়া দেয়। অতএব অবিকৃত এই সকল ধাতুর মিলন হইলে এবং বীজ বপন করিলে অঙ্কুর জন্মে, ইহা না হইলে হয় না। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ধাতুর এরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজের সংগ্রহকার্য্য করিতেছি। ঋতুপর্য্যন্ত পদার্থগুলির এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজের পরিণাম করিতেছি। অঙ্কুরেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি এই সকল কারণসমুদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।

ভামতী।

তথা আধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ।

তত্র অস্য হেতূপনিবন্ধঃ—যৎ ইদম্ অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ যাবৎ জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণাদি ইতি। অবিদ্যা চেৎ ন অভবিষ্যৎ নৈব সংস্কারা অজনিষ্যন্ত। এবং যাবৎ জাতিশ্চেৎ ন অভবিষ্যৎ নৈব জরামরণাদয় উদপৎস্যন্ত। তত্র অবিদ্যায়া নৈবং ভবতি অহং সংস্কারান্ অভিনির্বর্ত্তয়ামি ইতি। সংস্কারাণাম্ অপি নৈবং ভবতি বয়ম্ অবিদ্যয়া নির্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবতি অহং জরামরণাদি অভিনির্বর্ত্তয়ামি ইতি। জরামরণাদীনাম্ অপি নৈবং ভবতি বয়ম্ জাত্যাদিভিঃ নির্বর্ত্তিতা ইতি। অথচ সৎসু অবিদ্যাদিষু স্বয়ম্ অচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষু অপি সংস্কারাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, বীজাদিষু ইব সৎসু অচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষু অপি অঙ্কুরাদীনাম্। ইদং প্রতীত্য প্রাপ্য ইদম্ উৎপদ্যতে ইত্যেতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠানস্য অনুপলব্ধেঃ। সোঽয়ম্ আধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্য-সমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"তত্র অস্য হেতূপনিবন্ধঃ"। উচ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। উদাহরণম্ আহ—"যৎ ইদম্" ইতি। অবিদ্যারূপাঃ প্রত্যয়াঃ যাস্তয়ঃ ইত্যর্থঃ। তথা সংস্কারাশ্চ উত্তরত্র ব্যাখ্যাস্যমানা এতৎ আরভ্য যাবজ্জাতিপ্রত্যয়ং জাতিরূপং কারণং যাবচ্চ জরামরণাদি তৎসর্ব্বম্ আধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্যসমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধে উদাহরণম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

সেইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক প্রতীত্যসমুৎপাদও দুইটি কারণ হইতে হয়,—হেতূপনিবন্ধতঃ অর্থাৎ একএকটি কারণ হইতে, এবং প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ—অর্থাৎ কারণসমুদায় হইতে।

তাহার মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ বলিতেছি। এই যে অবিদ্যাপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যারূপ কারণ হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিপ্রত্যয় অর্থাৎ জাতিরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন জরামরণাদিপর্য্যন্ত এই সমস্তই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধের উদাহরণ। যদি অবিদ্যা না থাকিত, তাহা হইলে সংস্কার জন্মিত না, এইরূপ জাতিপর্য্যন্ত যদি না থাকিত, তাহা হইলে জরামরণাদি উৎপন্ন হইত না। এস্থলে অবিদ্যার এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি সংস্কারসকলকে উৎপাদন করিতেছি, সংস্কারসমূহেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমরা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপ জাতিপর্য্যন্ত পদার্থগুলিরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি জরামরণাদি উৎপাদন করিতেছি। জরামরণাদিরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমরা জাত্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। কিন্তু স্বয়ং অচেতন অবিদ্যাদি থাকিলে এবং তাহারা অন্য কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলেও তাহা হইতে সংস্কারাদির উৎপত্তি হয়, যেমন স্বয়ং অচেতন বীজাদি থাকিলে এবং তাহারা কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয়। ইহাকে (কারণকে) প্রতীত্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া ইহা (কার্য্য) উৎপন্ন হয়, কেবল এই পর্য্যন্তই দেখা যায় বলিয়া কোন চেতনরূপ অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না। ইহাই সেই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ।১৯]

"অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ—পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশবিজ্ঞানধাতূনাং সমবায়াৎ ভবতি কায়ঃ। তত্র কায়স্য পৃথিবীধাতুঃ কাঠিন্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি। অব্ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ম্। তেজোধাতুঃ কায়স্য অশিতপীতে পরিপাচয়তি। বায়ুধাতুঃ কায়স্য শ্বাসাদি করোতি। আকাশধাতুঃ কায়স্য অন্তঃ সুষিরভাবং করোতি। যস্তু নামরূপাঙ্কুরম্ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানকায়সংযুক্তং * সাস্রবং চ মনোবিজ্ঞানং, সোঽয়ম্ উচ্যতে বিজ্ঞানধাতুঃ। যদাহি আধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদি-ধাতবঃ ভবন্তি অবিকলাঃ, তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াৎ ভবতি কায়স্য উৎপত্তিঃ। তত্র পৃথিব্যাদি-ধাতূনাং নৈবং ভবতি, বয়ং কায়স্য কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি। কায়স্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং এভিঃ প্রত্যয়ৈঃ অভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি। অথচ পৃথিব্যাদিধাতুভ্যঃ অচেতনেভ্যঃ চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যঃ অঙ্কুরস্য ইব কায়স্য উৎপত্তিঃ। সোঽয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দৃষ্টত্বাৎ ন অন্যথয়িতব্যঃ।"

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বিজ্ঞানধাতুং ব্যাচষ্টে—"যস্তু" ইতি। দেবদত্তাদিনাম্নঃ শৌক্ল্যাদিরূপস্য চ আশ্রয়ঃ শরীরং নামরূপং তস্য চ সূক্ষ্মাবস্থা কললবুদ্‌বুদাদিকা অত্র নামরূপম্, স এব অঙ্কুরঃ তং শব্দাদিবিষয়ৈঃ পঞ্চভিঃ বিজ্ঞানৈঃ কার্য্যৈঃ সংযুক্তং যঃ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। আস্রবতি অনুগচ্ছতি কর্ত্তারম্ ইতি আস্রবঃ কর্ম্ম, তৎসহিতং সমনন্তরপ্রত্যয়রূপমনোবিজ্ঞানং যঃ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি স বিজ্ঞানধাতুঃ ইতি উচ্যতে, তচ্চ আলয়বিজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

তাহার পর প্রত্যয়োপনিবন্ধ বলা হইতেছে। যথা—পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ ও বিজ্ঞানধাতুর মিলনবশতঃ শরীর উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে পৃথিবী ধাতু শরীরকে কঠিন করিয়া দেয়, জলধাতু শরীরকে স্নিগ্ধ করে, তেজোধাতু শরীরের খাদ্য দ্রব্যকে পরিপাক করে। বায়ুধাতু শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া দেয়। আকাশধাতু শরীরের সুষিরভাব অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া দেয়। আর যে ধাতু নাম ও রূপের অঙ্কুর অর্থাৎ শরীরের কলল বুদ্‌বুদাদি সূক্ষ্ম অবস্থাকে এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্ত সাস্রব অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিমলের সহিত মনোবিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে, তাহাকে বিজ্ঞানধাতু অর্থাৎ মন বলে। যখন আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক পৃথিব্যাদি ধাতুসকল অবিকল অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়, তখন তাহাদের সকলের মিলনবশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। এস্থলে পৃথিব্যাদিধাতুর এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমরা শরীরের কাঠিন্যকে সম্পাদন করিতেছি, শরীরেরও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি এই সকল কারণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইলাম। কিন্তু অন্য কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া অচেতন পৃথিব্যাদি ধাতু হইতে অঙ্কুরের মত শরীরের উৎপত্তি হয়। ইহাই সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ইহাকে অন্যথা করা যাইবে না।

ভামতী।

তত্র এতেষু এব ষট্‌সু ধাতুষু যা একসংজ্ঞা, পিণ্ডসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্ত্বসংজ্ঞা, পুদ্‌গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃদুহিতৃসংজ্ঞা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা, সেয়ম্ অবিদ্যা সংসারানর্থ-সম্ভারস্য মূলকারণং, তস্যাম্ অবিদ্যায়াং সত্যাং "সংস্কারাঃ" রাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তিঃ "বিজ্ঞানং", বিজ্ঞানাৎ চত্বারোঽরূপিণঃ উপাদানস্কন্ধাঃ তৎ নাম, তানি উপাদায় রূপম্ অভিনির্ব্বর্ত্ততে, তৎ ঐকধ্যম্ অভিসংক্ষিপ্য "নামরূপং" নিরুচ্যতে—শরীরস্য এব কলল-বুদ্‌বুদাদ্যবস্থা। নামরূপসংমিশ্রিতানি ইন্দ্রিয়াণি "ষড়ায়তনং", নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ "স্পর্শঃ", স্পর্শাৎ "বেদনা" সুখাদিকা, বেদানায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যম্ এতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসানং "তৃষ্ণা" ভবতি, তত উপাদানং বাক্‌কায়চেষ্টা ভবতি। ততো "ভবঃ" ভবতি অস্মাৎ জন্ম ইতি ভবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তদ্ধেতুকঃ স্কন্ধপ্রাদুর্ভাবো "জাতিঃ" জন্ম। জন্মহেতুকা উত্তরে জরামরণাদয়ঃ। জাতানাং স্কন্ধানাং পরিপাকো "জরা", স্কন্ধানাং নাশো "মরণম্"। ম্রিয়মাণস্য মূঢ়স্য সাভিষঙ্গস্য পুত্রকলত্রাদৌ অন্তর্দাহঃ "শোকঃ"। তদুত্থং প্রলপনং হা মাতঃ! হা তাত! হা

---

* এষপাঠঃ শালিস্তম্বসূত্রে দৃশ্যতে, কল্পতরুসম্মতস্তু পাঠঃ বিজ্ঞানকায়সংযুক্তমিতি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

।

চ মে পুত্রকলত্রাদি ইতি "পরিদেবনা", পঞ্চবিজ্ঞানকায়সংযুক্তম্ * অসাধ্বনুভবনং "দুঃখম্"। মানসং চ দুঃখং "দৌর্ম্মনস্যম্"। এবং জাতীয়কাশ্চ উপায়াসা † উপক্লেশা গৃহ্যন্তে। তে অমী পরস্পরহেতুকা জন্মাদিহেতুকা অবিদ্যাদয়ঃ অবিদ্যাদিহেতুকাশ্চ জন্মাদয়ঃ ঘটীযন্ত্রবৎ অনিশম্ আবর্ত্তমানাঃ সন্তি ইতি তদেতৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ আক্ষিপ্তঃ সঙ্ঘাত ইতি ‡।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দেহাকারপরিণতেষু ধাতুষু শিরঃপাণ্যাদিমত্ত্বেন পিণ্ডসংজ্ঞা, অতএব একসংজ্ঞা একৈকস্মিন্ ধাতৌ নিত্যসংজ্ঞা সত্ত্বসংজ্ঞা প্রাণিসংজ্ঞা পূর্য্যতে গলতি ইতি পুদ্গলসংজ্ঞা বৃদ্ধিহ্রাসসংজ্ঞা ইত্যর্থঃ। "বস্তুবিষয়ে"তি। ন আলয়ত্বাদিবিশেষঃ অপেক্ষ্যঃ অপিতু সামান্যেন বস্তুবিষয়া ইত্যর্থঃ। নামরূপং ব্যাচষ্টে—"বিজ্ঞানাৎ" ইতি। বিজ্ঞানাৎ হেতোঃ অভিনির্বর্ত্ততে ইতি সম্বন্ধঃ। চত্বারঃ পৃথিব্যাদয়ঃ যে উপাদান-কারণস্কন্ধপ্রভেদাঃ তৎ নাম ইতি উচ্যতে। বিধেয়াপেক্ষয়া একবচনং নামাশ্রয়ত্বাচ্চ নামত্বম্। তানি চ উপাদানানি উপাদায় কারণত্বেন স্বীকৃত্য রূপং সিতাদিরূপবৎ শরীরম্ অভিনির্ব্বর্ত্ততে নিষ্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। ননু নামরূপয়োঃ দ্বিত্বাৎ কথম্ একবচনম্ অত আহ "তৎ ঐকধ্যম্" ইতি। একধা ইত্যর্থঃ। "একাদ্ধোধ্যমুঞন্যতরস্যাম্" ইতি এক শব্দাৎ পরস্য ধা-প্রত্যয়স্য ধ্যমুঞাদেশে রূপম্ ঐকধ্যম্ ইতি। কার্য্যকারণে একীকৃত্য ঐক্যনির্দ্দেশঃ ইত্যর্থঃ। জাতেঃ উপরি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইহ গর্ভাভ্যন্তরে দেহাভিধানম্ ইত্যাহ—"শরীরস্যৈব" ইতি। ষড়ায়তনং ব্যাচষ্টে—"নামরূপসংমিশ্রিতানি" ইতি। ষট্ পৃথিব্যাদিধাতবঃ আয়তনানি যস্য করণবৃন্দস্য তৎ তথা। "উপক্লেশাঃ" মদমানাদয়ঃ তে উপায়াঃ দুঃখাদীনাং তে চ ভাষ্যগতৈবংজাতীয়কশব্দনির্দ্দেশ্যা ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এখানে এই ছয়টী ধাতুতে যে এক বলিয়া ব্যবহার হয়, পিণ্ড বলিয়া ব্যবহার হয়, নিত্য বলিয়া ব্যবহার হয়, সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী বলিয়া ব্যবহার হয়, পুদ্গল অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন ও বিনাশ হয় (দেহ) বলিয়া ব্যবহার হয়, মনুষ্য বলিয়া ব্যবহার হয়, মাতা ও কন্যা প্রভৃতি বলিয়া ব্যবহার হয়, আমি ও আমার বলিয়া ব্যবহার হয়, ইহাই সেই সংসাররূপ অনিষ্টসমূহের মূলকারণ—অবিদ্যা; সেই অবিদ্যা হইতে বিষয়ে সংস্কার অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। (পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ দেবতা মনুষ্যাদি শরীরলাভ হইলে সেই সংস্কার হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।) কোন বস্তুর জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে, বিজ্ঞান হইতে রূপভিন্ন পৃথিব্যাদি চারিটি উপাদানস্কন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাই নাম, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া রূপ—শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেহ উৎপন্ন হয়। তাহাকে একবারে সংক্ষেপ করিয়া বলা হয় নামরূপ তাহা শরীরেরই কললবুদ্বুদাদি সূক্ষ্ম অবস্থা, এবং নামরূপ মিশ্রিত ইন্দ্রিয়সকল—ষড়ায়তন। নামরূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সন্নিপাত অর্থাৎ মিলন—স্পর্শ। স্পর্শবশতঃ যে সুখাদির জ্ঞান হয়, তাহা বেদনা। বেদনা হইলে আমি আবার এই সুখজনককার্য্য করিব এইরূপ নিশ্চয়ের নাম তৃষ্ণা, তাহা হইতে উপাদান অর্থাৎ বাক্য ও শরীরের চেষ্টা হয়। তাহা হইতে ভব অর্থাৎ যাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাই ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। তাহা হইতে উৎপন্ন হয় যে স্কন্ধপ্রাদুর্ভাব, তাহাই জাতি অর্থাৎ জন্ম। জন্মবশতঃ পরে জরামরণাদি হইয়া থাকে। উৎপন্ন স্কন্ধ সকলের পরিপাকের নাম জরা, স্কন্ধ-সকলের নাশ—মরণ। ম্রিয়মাণ অর্থাৎ যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, মূঢ় অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহে আচ্ছন্ন, এবং যে ব্যক্তি পুত্র পত্নীপ্রভৃতিতে অতিশয় আসক্তিযুক্ত, তাহার যে অন্তর্দাহ অর্থাৎ মানসিকপীড়া, তাহাই

---

* এবং পাঠঃ শালিস্তম্বসূত্রে দৃশ্যতে। মুদ্রিত গ্রন্থেষু তু কার্য্যসংযুক্তমিতি।

† "উপায়াসা" ইতি পাঠঃ শালিস্তম্বসূত্রে মাধ্যমিককারিকায়াং চন্দ্রকীর্ত্তি ব্যাখ্যায়াং চ দৃষ্টঃ। কল্পতরুসম্মতশ্চ পাটঃ "উপায়াস্তে" ইতি।

‡ ভামতীর এই বৌদ্ধমতবিবৃতিটী সম্ভবতঃ অভিধর্ম্মকোষের কোন ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃত—ইহা বরোদা হইতে প্রকাশিত "তত্ত্বসংগ্রহ" নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে ৫ম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়। বস্তুতঃ এই বিবৃতির ভাষাটীও ভামতী-কারের ভাষার মত নহে। বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের এই ব্যাখ্যা যশোমিত্রের ব্যাখ্যা কিনা তাহাও অনুসন্ধেয়। সংঘভদ্রকৃত বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষ গ্রন্থের প্রতিবাদ গ্রন্থের সঙ্গেও সাদৃশ্য থাকিতে পারে। কারণ, ভামতীর সব কথা বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের সহিত ঐক্য হয় না। তবে চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিককারিকার টীকায় এই সব কথা প্রায় এইরূপ ভাষায় শালিস্তম্বসূত্র নামক গ্রন্থের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্য মাধ্যমিককারিকা ২৬শ প্রকরণ ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয়ে ২১৯ পৃষ্ঠায় এই সব কথাই শালিস্তম্বসূত্রের নামেই উদ্ধৃত। কিন্তু পাঠভেদ যথেষ্ট আছে। ভামতীকারের পাঠের সঙ্গে উভয়েরই বহু ঐক্য থাকিলেও কোনটীরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। পূর্ব্ববৎ পাঠভেদ যথেষ্ট দেখা যায়। এই সব কারণে মনে হয়, শালিস্তম্বসূত্রের কোন সর্ব্ববাদিসম্মত পাঠ ছিল কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ বুদ্ধবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ বহু পরে সেই বাক্যের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের সাক্ষাতে উহা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। বুদ্ধদেবও লিখেন নাই বা লেখান্ নাই। এজন্য এরূপ পাঠভেদেই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত হীনযান ও মহাযানের মধ্যে মহাবিবাদই আছে যে, বুদ্ধদেব পালিভাষায় বলিয়াছিলেন কি সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন। অতএব প্রকৃত বুদ্ধবাক্য সংরক্ষিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক ভামতীকার এস্থলে এই সব কথা শালিস্তম্বসূত্র হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতীর অনুবাদ।

শোক। তদুত্থ অর্থাৎ সেইজন্য উৎপন্ন হয় যে—হা মাতঃ, হা পিতঃ, হায় আমার পুত্র পত্নীপ্রভৃতি ইত্যাদি প্রলাপ, তাহাই পরিদেবনা। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে কষ্টদায়ক বস্তুর সম্বন্ধবশতঃ যে অপ্রীতিকর জ্ঞান, তাহাই দুঃখ, এবং মানসিক দুঃখই—দৌর্ম্মনস্য। এই প্রকার যে সকল দুঃখের উপায় আছে, তাহারা উপক্লেশ, সেই এই সকল বস্তু পরস্পর হইতে উৎপন্ন হয়। জন্মাদিহেতু হইতে অবিদ্যাদি হয়, অবিদ্যাদিহেতু হইতে জন্মাদি হয়, ইহারা ঘটীযন্ত্রের মত নিরন্তর আসিতেছে ও যাইতেছে, অতএব অবিদ্যাকর্তৃক আক্ষেপবশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয়।

ভামতী।

তদেতৎ দূষয়তি—তন্ন, কুতঃ? "উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ" ইতি।

অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—যৎ খলু হেতূপনিবদ্ধং কার্য্যং তৎ অন্যানপেক্ষং হেতুমাত্রাধীনোৎপাদত্বাৎ উৎপদ্যতাং নাম। পঞ্চস্কন্ধসমুদায়স্তু প্রত্যয়োপনিবদ্ধঃ ন হেতুমাত্রাধীনোৎপত্তিঃ, অপি তু নানাহেতুসমবধানজন্মা। ন চ চেতনম্ অন্তরেণ অন্যঃ সন্নিধাপয়িতা অস্তি কারণানাম্ ইত্যুক্তম্। বীজাৎ অঙ্কুরোৎপত্তেরপি প্রত্যয়োপনিবদ্ধায়া বিবাদাধ্যাসিতত্বেন পক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ, পক্ষেণ চ ব্যভিচারোদ্ভাবনায়াম্ অতিপ্রসঙ্গেন সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

উৎপাদানুৎপাদাভ্যাং হেতুহেতুমদ্ভাবে সমর্থিতে তাবন্মাত্রানুবাদোঽয়ং দৃশ্যতে—"উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাদি"তি।

ততশ্চ অসঙ্গতিম্ আশঙ্ক্য আহ—"অয়ম্ অভিসন্ধিরি"তি। অঙ্গীকৃত্য হেতূপনিবদ্ধস্য চেতনানপেক্ষাং প্রত্যয়োপনিবদ্ধস্য সা বার্য্যতে ইত্যর্থঃ। চেতনম্ অন্যম্ অনপেক্ষ্য স্কন্ধানাম্ অণূনাং চ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতরেতরমিলিতত্বাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ ইতি চেৎ? ন, অচেতনানাং কার্য্যোৎপত্তিমাত্রে নিমিত্তত্বাৎ তৎসঙ্ঘাতে তু অস্তি চেতনাপেক্ষা ইতি সূত্রার্থঃ। হেতূপনিবদ্ধস্তু স্বরূপতঃ এব পরেষাং ন সম্ভবতি ইতি উত্তরসূত্রে এব "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" (২।২।২০) ইত্যত্র বক্ষ্যতে ইতি। নন্বু মিলিতেভ্যঃ পৃথিবীধাত্বাদিভ্যঃ চেতনম্ অন্তরেণৈব অঙ্কুরোৎপত্তিঃ উক্তা, তদ্বৎ দেহোৎপাদোঽপি কিং ন স্যাৎ অত আহ "বীজাদি"তি। তত্রাপি ঈশ্বরঃ অস্তি সংহন্তা ইত্যর্থঃ। ন চ সর্ব্বত্র হেতুত্বে কেবলব্যতিরেকাপেক্ষা। তথা সতি আদ্যজ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরজন্যত্বং সংলগ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন ভবদ্ভিঃ ন অভ্যুপেয়েত। শুক্রাদিপরিণামমাত্রজন্যত্বসম্ভবাৎ ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

তন্ন এই গ্রন্থদ্বারা এই সেই বৌদ্ধমতে দোষ দিতেছেন। কেন? **উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ** অর্থাৎ ইহারা কেবল পরস্পরের উৎপত্তির প্রতিই নিমিত্ত হয়, সঙ্ঘাতের প্রতি নিমিত্ত হয় না।

অভিপ্রায় এই যে—যে কার্য্য হেতূপনিবদ্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া কেবল একএকটি হেতু হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া উৎপন্ন হয় হউক। (বাস্তবিক কিন্তু তাহাও হয় না—ইহা পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইবে।) কিন্তু প্রত্যয়োপনিবদ্ধ হইতে যে পঞ্চস্কন্ধসমুদায় উৎপন্ন হয় তাহা কেবল একটি হেতু হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নানাহেতুর মিলনবশতঃ উৎপন্ন হয়। আর চেতনব্যতীত যে কারণসকলের সন্নিধাপয়িতা অর্থাৎ এক স্থানে মিলনকর্ত্তা অপর কেহ নাই—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ, প্রত্যয়োপনিবদ্ধবশতঃ যে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তাহাও বিবাদের বিষয় বলিয়া পক্ষনিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্দেহের বিষয় হয়, এবং পক্ষদ্বারা ব্যভিচার কল্পনা করিলে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া সকল অনুমানেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। (ইহার বিবরণ এই পাদে ৩য় সূত্রে বলা হইয়াছে।)

ভামতী।

স্যাদেতৎ—অনপেক্ষা এব অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তাঃ ক্ষিত্যাদয়ঃ অঙ্কুরম্ আরভন্তে। তেষাং তু উপসর্পণপ্রত্যয়বশাৎ পরস্পরসমবধানম্। ন চ একস্মাদেব কারণাৎ কার্য্যসিদ্ধেঃ কিম্ অন্যৈঃ কারণৈঃ ইতি বাচ্যম্, কারণচক্রানন্তরং কার্য্যোৎপাদাৎ সিদ্ধম্ ইত্যেব নাস্তি। ন চ একোঽপি তৎকরণসমর্থ ইতি অন্যে উদাসতে ইতি যুক্তম্। ন হি তে প্রেক্ষাবন্তঃ যেন এবম্ আলোচয়েয়ুঃ

---

৯২ পৃষ্ঠার পাদটীকার—"ইদং প্রত্যয়ফলম্" হইতে "আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ" ইতি—এই সমস্ত অংশই শালিস্তম্ভ সূত্রের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু "ইদং প্রত্যয়ফলম্" হইতে "প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি" পর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের কিয়দংশ অর্থাৎ "উৎপাদাৎ বা" হইতে "প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি" এই অংশটী লঙ্কাবতার সূত্রে দেখা গেল। তথায় পাঠ যথা—"উৎপাদাদ্ বা তথাগতানাম্ অনুৎপাদাদ্ বা স্থিতৈবৈষা ধর্ম্মতা ধর্ম্মানিয়ামতা ধর্ম্মস্থিতিতা সর্ব্বশ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধতীর্থকরাভিসময়েষু ন তু গগনে ধর্ম্মস্থিতি ভবতি"। (পঞ্চম পরিবর্ত্ত, ২১৮ পৃঃ) ভামতীতে উদ্ধৃত অংশ, চন্দ্রকীর্ত্তির উদ্ধৃত শালিস্তম্বসূত্রের "এবমাধ্যাত্মিকোঽপি প্রতীত্যসমুৎপাদো" হইতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতী।

অস্মাসু সমর্থঃ একোঽপি কার্য্যে ইতি কৃতং নঃ সন্নিধিনা ইতি। কিন্তু উপসর্পণপ্রত্যয়াধীন-পরস্পরসন্নিধানোৎপাদা ন অনুৎপত্তুং নাপি অসন্নিধাতুম্ ঈশতে। তাংশ্চ সর্ব্বান্ অনপেক্ষান্ প্রতীত্য কার্য্যম্ অপি ন নোৎপত্তুম্ অর্হতি। ন চ স্বমহিম্না সর্ব্বে কার্য্যম্ উৎপাদয়ন্তোঽপি নানাকার্য্যাণাম্ ঈশতে, তত্রৈব তেষাং সামর্থ্যাৎ। ন চ কারণভেদাৎ কার্য্যভেদঃ, সামগ্র্যা একত্বাৎ।, তদ্‌ভেদস্য চ কার্য্যনানাত্বহেতুত্বাৎ তথা দর্শনাৎ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সংহতানাং হেতুত্বে সংহন্ত্রা ভাব্যম ইত্যুক্তং, তত্র সঙ্ঘাতস্য অপ্রয়োজকত্বং, ততশ্চ ন সংহন্তুঃ অনুমানম্ ইতি শঙ্কতে—"স্যাদেতদি"-ত্যাদিনা। যদি অনপেক্ষাঃ তর্হি কুশূলনিহিতবীজাদিভ্যঃ কিমিতি অঙ্কুরো ন জায়তে? তত্রাহ—"অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা" ইতি। অঙ্কুরোৎ-পত্তেঃ আদ্যক্ষণঃ বীজাদীনাম্ অন্ত্যক্ষণঃ তং প্রাপ্তা এব কারণং ন পূর্ব্বম্, তথৈব দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। একৈকশ্যেন কার্য্যজননসমর্থানাং কিং সঙ্ঘাতেন? তত্রাহ "তেষাং তু" ইতি।" উপসর্পণম্" ইতরেতরসমীপগমনং তস্য "প্রত্যয়ঃ" কারণং তদ্বশাৎ পরস্পরসন্নিধানপ্রয়োজকং জায়তে ইত্যর্থঃ। একস্মাদেব কার্য্যসিদ্ধেঃ কিম্ অন্যৈঃ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ কিম্ একস্মাৎ কার্য্যস্য নিষ্পন্নত্বাৎ অন্যেষাং ব্যর্থতা, উত জনয়িতব্যে কার্য্যে একস্মাৎ কারণাৎ সিধ্যতি ন তৎকারণস্য কারণান্তরেষু অপেক্ষা ইতি। নাদ্যঃ ইত্যাহ—"কারণচক্রে"তি। ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—"ন চ একোঽপি" ইতি। "কিন্তু" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তনিগমনম্। পরস্পরং সন্নিধানম্ উৎপাদশ্চ যেষাং তে তথা। যদি প্রত্যেকং কার্য্যজননসামর্থ্যং হেতূনাং, তর্হি প্রতিকারণম্ একৈককার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ "ন চ স্বমহিম্না" ইতি। "তত্রৈব" একস্মিন্ এব ইত্যর্থঃ। বীজেন হি অঙ্কুরো জনয়িতব্যঃ মৃদাদিভিরপি স এব, তত্র লাঘবাৎ সর্ব্বৈঃ এক এব জন্যতে ইত্যর্থঃ। নন্বঙ্কুর এব সর্ব্বৈঃ কিমিতি জনয়িতব্যঃ? কারণভেদাৎ বিজাতীয়কার্য্যজন্ম কিং ন স্যাৎ, মহীহেমভ্যাম্ ইব ঘটকটকৌ। তত্রাহ—"ন চ কারণভেদাদি"তি। অস্মিন্ মতে যেষাং মিলিতৈব হেতুতা তেষাং নিরপেক্ষাণাম্ অপি সামগ্রীতা, তদ্ভেদে চ বিজাতীয়কার্য্যোৎপাদঃ ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল অন্য কাহার অপেক্ষা না করিয়া অন্ত্যক্ষণ অর্থাৎ অঙ্কুর উৎপত্তির আদ্যক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীপ্রভৃতি অঙ্কুর উৎপন্ন করে, এবং তাহাদের উপসর্পণপ্রত্যয়বশতঃ পরস্পরের মিলন হয় অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের সমীপবর্ত্তিতার যে কারণ, সেই কারণ হইতেই তাহাদের পরস্পরের মিলন হইয়া থাকে। আর একটি কারণ হইতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়া অন্য কারণের প্রয়োজন নাই—ইহা বলিতে পার না। কারণ-সমূহের মিলনের অনন্তর কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া (একটি কারণ হইতে কার্য্য) সিদ্ধ হয়—ইহাই হয় না। আর একটি কারণই কার্য্য করিতে পারে, অতএব অপরে উদাসীন থাকে—ইহাও ঠিক্ নহে; কারণ, তাহারা ত বুদ্ধিমান্ নয় যে, এইরূপ আলোচনা করিবে—আমাদের মধ্যে একজনই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, অতএব আমাদের আর মিলিত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উপসর্পণপ্রত্যয়বশতঃ অর্থাৎ পরস্পরের সমীপগমনের কারণ হইতে যাহাদের পরস্পরসন্নিধানোৎপাদ অর্থাৎ পরস্পরের নৈকট্য ও উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা উৎপন্ন না হইতে বা নিকটবর্ত্তী না হইতে পারে না, এবং সেই অনপেক্ষ অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ হেতুসকলকে পাইয়া কার্য্যও উৎপন্ন না হইতে পারে না। আর হেতুসকল নিজের সামর্থ্যবশতঃ কার্য্য উৎপাদন করিলেও নানাকার্য্য করিতে পারে না। কারণ, একটি মাত্র কার্য্যেই তাহাদের সামর্থ্য আছে। আর কারণের ভেদবশতঃ কার্য্যেরও ভেদ হইবে না; কারণ, সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি একটিমাত্র, যেহেতু সামগ্রীর ভেদই কার্য্য ভেদের প্রতি কারণ, যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভামতী।

তন্ন, যদি অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা অনপেক্ষাঃ স্বকার্য্যোপজননে, হন্ত অনেন ক্রমেণ ততঃ পূর্ব্বে ততঃ পূর্ব্বে সর্ব্বে এব অনপেক্ষাঃ তত্তৎস্বকার্য্যোপজননে ইতি কুশূলস্থত্বাবিশেষেঽপি যেন বীজ-ক্ষণেন কুশূলস্থেন স্বকার্য্যক্ষণপরম্পরয়া অঙ্কুরোৎপত্তিসমর্থো বীজক্ষণো জনয়িতব্যঃ, স অনপেক্ষঃ এব বীজক্ষণঃ স্বকার্য্যোপজননে, এবং সর্ব্বে এব তদনন্তরানন্তরবর্ত্তিনঃ বীজক্ষণা অনপেক্ষা ইতি কুশূলনিহিতবীজ এব স্যাৎ কৃতী কৃষীবলঃ, কৃতম্ অস্য দুঃখবহুলেন কৃষিকর্ম্মণা। যেন হি বীজক্ষণেন স্বক্ষণপরম্পরয়া অঙ্কুরো জনয়িতব্যঃ, তস্য অনপেক্ষা অসৌ ক্ষণপরম্পরা কুশূলে এব অঙ্কুরং করিষ্যতি ইতি। তস্মাৎ পরম্পরাপেক্ষা এব অন্ত্যা বা মধ্যা বা পূর্ব্বে বা ক্ষণাঃ কার্য্যোপজননে ইতি বক্তব্যম্। যথাহুঃ—

"ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ব্বসম্ভবঃ" ইতি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতী।

তচ্চ ইদং সমবধানং কারণানাং বিন্যাসভেদতৎপ্রয়োজনাভিজ্ঞপ্রেক্ষাবৎপূর্ব্বকং দৃষ্টম্ ইতি ন অচেতনাৎ ভবিতুম্ অর্হতি। তদিদম্ উক্তং "ভবেৎ উপপন্নঃ সঙ্ঘাতঃ যদি সঙ্ঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যেত" ইতি। "ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি" ইতি—ইতরেতরহেতুত্বেঽপি ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরু।

ইত্থং সঙ্ঘাতাপ্রযোজকত্বম্ উক্তং দূষয়তি, "তন্নে"তি। যদি অনপেক্ষাৎ অন্ত্যক্ষণাৎ কার্য্যজন্ম, তর্হি উপান্ত্যাদয়োঽপি স্বকার্য্যজননে অনপেক্ষাঃ স্যুঃ, ততঃ কিং জাতম্? অতঃ আহ —"কুশূলস্থত্বাবিশেষেঽপি" ইতি। কুশূলে হি অঙ্কুরজননোপযোগিবীজসন্তাননির্ব্বর্ত্তকঃ বীজক্ষণঃ অন্তে চ বীজাক্ষণাঃ সন্তি। তত্র কুশূলগতবিমতবীজক্ষণঃ অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজক্ষণম্ * অনপেক্ষঃ নজনয়েৎ, কুশূলস্থত্বাৎ, তৎকালোদ্ধৃতভক্ষিতবীজক্ষণবৎ ইত্যাশঙ্ক্য কুশূলস্থত্বাবিশেষেঽপি ইত্যুক্তম্। অঙ্কুরোপযোগিবীজসন্তানান্তঃপাতিত্বম্ উপাধিঃ ইত্যর্থঃ। "স্বকার্য্যোপজননে" ইতি। অনন্তরজন্যবীজজননে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ আদ্যক্ষণাৎ অনন্তরানন্তরবর্ত্তিনঃ উপর্য্যুপরিবর্ত্তিনঃ অনপেক্ষাঃ স্বস্বকার্য্যজননে ইতি অনুষঙ্গঃ। নন্বনন্তরক্ষণপরম্পরা বহির্ভবতু, কুতঃ কুশূলে এব অঙ্কুরসিদ্ধিঃ তত্রাহ—"যেন হি" ইতি। অনপেক্ষস্য দেশভেদেঽপি অপেক্ষাবিরহসাম্যাৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এই মত ঠিক্ নহে। যদি হেতুসকল অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির আদ্যক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের কার্য্য উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে এই প্রকারে তাহার পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কারণই নিজনিজ কার্য্য উৎপত্তিতে অনপেক্ষ অর্থাৎ কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, অতএব কুশূলস্থত্বাবিশেষ অর্থাৎ ধান্যের গোলাতে থাকিলেও যে বীজক্ষণ কুশূলে থাকিয়া নিজের কার্য্য পরপম্পরাক্রমে অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ বীজক্ষণকে উৎপাদন করিবে, সেই বীজক্ষণ নিজের কার্য্য উৎপত্তিতে অর্থাৎ কারণের অব্যবহিত অনন্তরক্ষণে উৎপদ্যমান যে বীজ সেই বীজের উৎপত্তিতে নিশ্চয়ই কাহাকেও অপেক্ষা করিবে না, এইরূপ তাহার পরপরবর্ত্তী সকল বীজক্ষণই নিজ নিজ কার্য্যোৎপত্তিতে অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না; অতএব ধান্যের গোলাতে বীজ রাখিয়াই কৃষক কৃতার্থ হইবে; তাহার বহু কষ্টকর কৃষিকার্য্য করিবার আর কোন প্রয়োজন হইবে না। কারণ, যে বীজক্ষণ নিজক্ষণের পরপরবর্ত্তী ক্ষণপরম্পরা (কার্য্যপরম্পরা) ক্রমে অঙ্কুর উৎপাদন করিবে, তাহার অনপেক্ষা অর্থাৎ অপরের কোন অপেক্ষা করে না যে পরপরবর্ত্তীক্ষণ, তাহা ধান্যের গোলাতেই অঙ্কুর উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ যে বীজক্ষণ উত্তরোত্তর বীজক্ষণক্রমে মৃত্তিকাতে আসিয়া অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেই বীজক্ষণ যখন অঙ্কুর উৎপাদন করিতে কাহারও অপেক্ষা করে না, তখন মৃত্তিকাদির অপেক্ষা না করিয়া, উত্তরোত্তরক্ষণক্রমে গোলাতেই কেন অঙ্কুর উৎপাদন করে না? অতএব অন্ত্যক্ষণ মধ্যক্ষণ বা পূর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্য উৎপন্ন করিতে নিশ্চয়ই পরস্পরকে অপেক্ষা করে, ইহা বলিতে হইবে, যেমন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ব্বসম্ভবঃ"।

অর্থাৎ কোন একটি বস্তু একটি মাত্র কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়, এবং এই যে কারণসকলের একত্র মিলন, তাহা কারণসকলের বিন্যাসভেদ অর্থাৎ ব্যবস্থাবিশেষ এবং তাহার প্রয়োজন কি, তাহা যিনি জানেন—এইরূপ কোন চেতন হইতেই হইয়া থাকে দেখা যায়, অতএব অচেতন হইতে হইতে পারে না। এই জন্য ভাষ্যকার—**"ভবেদুপপন্নঃ সঙ্ঘাতঃ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। **ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি** ইহার অর্থ—পরস্পর পরস্পরের কারণ হইলেও।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বু অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে সঙ্ঘাত ইত্যুক্তম্। অত্র উচ্যতে—যদি তাবৎ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ—অবিদ্যাদয়ঃ সঙ্ঘাতম্ অন্তরেণ আত্মানম্ অলভমানা অপেক্ষন্তে সঙ্ঘাতম্ ইতি, ততঃ তস্য সংঘাতস্য নিমিত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যেষু অপি অণুষু অভ্যুপগম্যমানেষু আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু চ ভোক্তৃষু সৎসু ন সম্ভবতি ইত্যুক্তং বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্। কিম্ অঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেষু অপি অণুষু ভোক্তৃরহিতেষু আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু বা অভ্যুপগম্যমানেষু সম্ভবেৎ।

* "অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজক্ষণং" স্থলে মুদ্রিত পুস্তকে "অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজসন্তাননির্ব্বর্ত্তকো বীজক্ষণঃ" এইরূপ পাঠ আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ অবিদ্যাদয় এব সংঘাতস্য নিমিত্তম্ ইতি, কথং তমেব আশ্রিত্য আত্মানং লভমানাঃ তস্যৈব নিমিত্তং স্যুঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল—অবিদ্যাদি প্রয়োজনবশতঃ সংঘাতকে আক্ষেপ করে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছ। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি তোমার এই অভিপ্রায় হয় যে, অবিদ্যাদি সংঘাতব্যতীত আত্মলাভ করে না অর্থাৎ হইতে পারে না বলিয়া সংঘাতকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই সংঘাতের নিমিত্ত কি—তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা নিত্য অণুসকল স্বীকার করিলেও এবং আশ্রয়াশ্রয়িভূত ভোক্তা থাকিলেও অর্থাৎ অদৃষ্টের আশ্রয়স্বরূপ ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা থাকিলেও সম্ভব হয় না, ইহা বৈশেষিকমতপরীক্ষায় বলিয়াছি। আর ভোক্তৃজীবরহিত আশ্রয়াশ্রয়িশূন্য অর্থাৎ উপকার্য্য ও উপকারকত্ববিহীন ক্ষণিক অণু স্বীকার করিলে তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে ?

আর যদি এই অভিপ্রায় হয় যে, অবিদ্যাই সঙ্ঘাতের নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, তাহা হইলে সেই অবিদ্যাদি, সংঘাতকেই অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করিয়া অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া কি করিয়া তাহারই অর্থাৎ সেই অবিদ্যারই নিমিত্ত হইবে ?

ভামতী।

উক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ পরিচোদয়তি—"নন্বু অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে" ইতি। পরিহরতি—"অত্র উচ্যতে। যদি তাবদি"তি। কিম্ আক্ষেপঃ উৎপাদনম্, আহো জ্ঞাপনম্ ? তত্র ন তাবৎ কারণম্ অন্যথানুপপদ্যমানং কার্য্যম্ উৎপাদয়তি, কিন্তু স্বসামর্থ্যেন। তস্মাৎ জ্ঞাপনং বক্তব্যম্। তথাচ জ্ঞাপিতস্য অন্যৎ উৎপাদকং বক্তব্যম্, তচ্চ স্থিরপক্ষেঽপি সত্যপি চ ভোক্তরি অধিষ্ঠাতারং চেতনম্ অন্তরেণ ন সম্ভবতি, কিম্ অঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেষু ভাবেষু ? ভোক্তুঃ ভোগেনাপি কদাচিৎ আক্ষিপ্যেত সঙ্ঘাতঃ, স তু ভোক্তাপি নাস্তি ইতি দূরোৎসারিতত্বং দর্শয়তি—"ভোক্তৃরহিতেষু" ইতি। অপিচ বহবঃ উপকার্য্যোপকারকভাবেন স্থিতাঃ কার্য্যং জনয়ন্তি। ন চ ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্যোপকারকভাবঃ অস্তি, ভাবস্য উপকারানাস্পদত্বাৎ। ক্ষণস্য অভেদ্যত্বাৎ অনুপকৃতোপকৃতত্বাসম্ভবাৎ। কালভেদেন বা তদুপপত্তৌ ক্ষণিকত্বব্যাঘাতাৎ। তদিদম্ আহ—"আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু চ" ইতি।

"অথ অয়মভিপ্রায়ঃ" ইতি। যদা হি প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো ভবেৎ, তদা চেতনঃ অধিষ্ঠাতা অপেক্ষেতাপি, ন তু প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ, অপিতু হেতূপনিবন্ধনঃ। তথাচ কৃতম্ অধিষ্ঠাত্রা। হেতুঃ স্বভাবতঃ এব কার্য্যসঙ্ঘাতং করিষ্যতি কেবলঃ ইতি ভাবঃ। অস্তু তাবৎ যথা কেবলাৎ হেতোঃ কার্য্যং ন উপজায়তে ইতি, অন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গঃ অস্মিন্ পক্ষে ইত্যাশয়বান্ আহ—"কথং তমেব" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ন অসংহতস্য সামগ্রীত্বং, সংহত্যা চ ন তব ইত্যুক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাভিঃ কারণসঙ্ঘাতস্য য আক্ষেপঃ স উৎপাদঃ উত জ্ঞাপনম্ ? নাদ্য ইত্যাহ—"তত্রে"তি। যৎ কার্য্যং তৎ অন্যথানুপপদ্যমানং সৎ কারণং নোৎপাদয়তি, অন্যথানুপপদ্যমান-দশায়াং তস্য অসত্ত্বাৎ, কিন্তু যদি জনকং, তর্হি স্বসামর্থ্যেন, সামর্থ্যং চ অবিদ্যমানস্য নাস্তি ইত্যর্থঃ। ন কেবলং সংঘাতানুপপত্তিঃ, কিন্তু সংহতানাং য ইতরেতরম্ উপকারঃ সোঽপি ন ইত্যাহ—"অপি চে"তি। ভাবস্য অনুকৃতোপকারস্য চ কিম্ একক্ষণবর্ত্তিত্বম্, উত জাতে ভাবে উত্তরক্ষণে উপকারঃ। নাদ্য ইত্যাহ —"ভাবস্যে"তি। যো হি একস্মিন্ ক্ষণে উপকারাভাবাৎ হেতুতাম্ অনশ্নুবানঃ ক্ষণান্তরে তৎকৃতম্ উপকারম্ আসাদ্য হেতুতাং ভজতে, তস্য স উপকারঃ অন্যকৃতঃ ইতি জ্ঞায়তে। অপরথা স তস্য স্বভাবঃ কিং ন স্যাৎ ? তব তু মতে পদার্থক্ষণস্য অভেদ্যত্বাৎ বস্তুন উপকৃতত্বানুপকৃতত্বে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চ ভাবস্য উপকারানাস্পদত্বম্। তথাচ ন উপকার্য্যোপকারকভাবঃ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—"কালভেদেন বা" ইতি। ক্ষণিকত্বব্যাঘাতাৎ কালভেদেনাপি ন উপকার্য্যোপকারকভাব ইতি অধস্তনেন অন্বয়ঃ। ভাষ্যে "আশ্রয়িভূতেষু" ইত্যেতৎ অণুবিশেষণম্। চকারকশ্চ ভোক্তৃষু সৎসু ইত্যুপরি সম্বন্ধনীয়ঃ। আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু ইত্যত্র চ ভাবপ্রাধান্যম্ আশ্রয়াশ্রয়িত্বশূন্যেষু ইত্যর্থঃ। "আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু" ইতি তু পাঠে ভোক্তৃবিশেষণম্। আশ্রয়শ্চ অদৃষ্টমিতি। উক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ ইতি যদুক্তং তদ্বিশদয়তি—"অত্র তাবদি"তি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[**ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯**]

ভামতীর অনুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় না জানিয়া শঙ্কা করিতেছেন—**নমু অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে** ইত্যাদি। **অত্র উচ্যতে** এই গ্রন্থে তাহার পরিহার করিতেছেন। **যদি তাবৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এইরূপ—আক্ষেপশব্দের অর্থ কি উৎপাদন অথবা জ্ঞাপন? তন্মধ্যে উৎপাদনপক্ষ সঙ্গত নহে। যেহেতু কার্য্য অন্যথানুপপদ্যমান হইয়া অর্থাৎ কারণের অভাবে কার্য্য অনুপপন্ন হয় বলিয়া কার্য্য কারণের উৎপাদক হয়—ইহা বলা যায় না। যেহেতু কার্য্য কারণব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। আর যদি কার্য্য কারণের জনক হয়, বলা হয়, তাহা হইলে কার্য্য নিজসামর্থ্যদ্বারা কারণের জনক হইবে। কিন্তু অবিদ্যমানের সামর্থ্য কোথায়? অতএব কার্য্য কারণের উৎপাদক হয় না। অতএব আক্ষেপশব্দের অর্থ জ্ঞাপন বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে জ্ঞাপিতবস্তুর উৎপাদক অন্য কিছু বলিতে হইবে। তাহা কিন্তু স্থিরপক্ষেও অর্থাৎ যাঁহারা নিত্য পরমাণু স্বীকার করেন, সেই বৈশেষিকমতেও ভোক্তা থাকিলেও অধিষ্ঠাতা চেতনব্যতীত সম্ভব হয় না, ক্ষণিকভাবসকলে অর্থাৎ ক্ষণিক পরমাণুতে আর কি করিয়া সম্ভব হইবে? ভোক্তার ভোগবশতঃ সঙ্ঘাতের আক্ষেপ অর্থাৎ কল্পনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু সে ভোক্তাও নাই; অতএব তাহা দূরে পরাহত হইয়াছে—ইহাই **ভোক্তৃরহিতেষু** এই গ্রন্থে দেখাইয়েছেন। আরও বহুপদার্থ উপকার্য্য উপকারকভাবে স্থিত হইয়া অর্থাৎ কেহ উপকৃত হয়, এবং কেহ উপকারক হয়, অর্থাৎ উপকার করে, এইরূপ ভাবে থাকিয়া কার্য্য উৎপাদন করে। (যেমন মৃত্তিকাদি উপকৃত হয় এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি তাহার উপকার করে, এইরূপে ঘট শরীরপ্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হয়)। কিন্তু ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না; কারণ, কোন বস্তুই উপকারের বিষয় হয় না। যেহেতু ক্ষণকে ভেদ করা যায় না বলিয়া অনুপকার এবং উপকার সম্ভব হয় না। আর যদি কালভেদে তাহার অর্থাৎ উপকার্য্য-উপকারকভাবের উপপত্তি করা হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হয়। এইজন্য **আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায় এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যখন প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ বহুকারণের মিলনবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইবে অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তি হইবে, তখন তাহার অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তা চেতনের অপেক্ষা হইলেও হইতেও পারে, কিন্তু কার্য্যপদার্থ প্রত্যয়োপনিবন্ধন নহে, কিন্তু হেতুপনিবন্ধন হয়, অর্থাৎ এক একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। আর তাহা হইলে অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তার আবশ্যক নাই। কেবল হেতুই অর্থাৎ একাকী হেতুই স্বভাববশতই কার্য্যসংঘাত প্রস্তুত করিবে। আচ্ছা, কেবল হেতু হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহা এখন থাক্। এই পক্ষে অর্থাৎ অনেক কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই মতে অন্যোন্যাশ্রয় প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে **কথং তদেব** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ মন্যসে সঙ্ঘাতা এব অনাদৌ সংসারে সন্তত্য অনুবর্ত্তন্তে, তদাশ্রয়াশ্চ অবিদ্যাদয় ইতি, তদাপি সংঘাতাৎ সঙ্ঘাতান্তরম্ উৎপদ্যমানং নিয়মেন বা সদৃশমেব উৎপদ্যেত, অনিয়মেন বা সদৃশং বিসদৃশং বা উৎপদ্যেত। নিয়মাভ্যুপগমে মনুষ্যপুদ্গলস্য দেবতির্য্যগ্-যোনিনারকপ্রাপ্ত্যভাবঃ প্রাপ্নুয়াৎ। অনিয়মাভ্যুপগমেঽপি মনুষ্যপুদ্গলঃ কদাচিৎ ক্ষণেন হস্তী ভূত্বা দেবো বা পুনর্মনুষ্যো বা ভবেৎ ইতি প্রাপ্নুয়াৎ। উভয়মপি অভ্যুপগমবিরুদ্ধম্।

অপিচ যদ্ভোগার্থঃ সঙ্ঘাতঃ স্যাৎ স নাস্তি স্থিরো ভোক্তা ইতি তব অভ্যুপগমঃ। ততশ্চ ভোগঃ ভোগার্থ এব স নান্যেন প্রার্থনীয়ঃ। তথা মোক্ষঃ মোক্ষার্থ এব ইতি মুমুক্ষুণা নান্যেন ভবিতব্যম্। অন্যেন চেৎ প্রার্থ্যেত উভয়ং, ভোগমোক্ষকালাবস্থায়িনা তেন ভবিতব্যম্। অবস্থায়িত্বে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমবিরোধঃ। তস্মাৎ ইতরেতরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বম্ অবিদ্যা-দীনাং যদি ভবেৎ ভবতু নাম, ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ। ভোক্ত্রভাবাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ।১৯

ভাষ্যানুবাদ।

আর যদি মনে কর, সঙ্ঘাতসকল অনাদি সংসারে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যাদি থাকে, তাহা হইলেও সঙ্ঘাত হইতে অন্য সঙ্ঘাত উৎপন্ন হইলে তাহা নিয়মিতভাবে

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ।১৯]

ভাষ্যানুবাদ।

সমান সঙ্ঘাত উৎপন্ন হইবে, অথবা অনিয়মিতভাবে সমান বা অসমান সঙ্ঘাত উৎপন্ন হইবে। নিয়ম স্বীকার করিলে মনুষ্যপুদ্গল অর্থাৎ মনুষ্যদেহের দেবশরীর পশুশরীর ও নরক প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর নিয়ম না স্বীকার করিলেও মনুষ্যদেহ কখনও ক্ষণকালের মধ্যে হস্তী হইয়া দেবতা অথবা মনুষ্য হইবে। এই দুইটিই আপনারা যাহা স্বীকার করেন, তাহার বিরুদ্ধ।

আরও যাহার ভোগের জন্য সংঘাত হইবে, সেই স্থায়ী ভোক্তা (জীব) নাই—এইটিই তোমার মত। তাহা হইলে ভোগের জন্যই ভোগ হইবে, তাহা অপরের প্রার্থনীয় হইবে না। তদ্রূপ মোক্ষ মোক্ষের জন্যই হইবে, অন্য কেহ মুমুক্ষু হইবে না। আর যদি অন্য কেহ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ভোগ ও মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া উচিত। যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা বিরুদ্ধ হয়। অতএব অবিদ্যাদি যদি কেবল পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তির হেতু হয়, তবে তাহা না হয় হউক, কিন্তু তাহা হইলেও সংঘাত সিদ্ধ হইবে না। কারণ, ভোক্তা কেহ নাই, ইহাই অভিপ্রায়।১৯

ভামতী।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদম্ আস্থায় চোদয়তি—"অথ মন্যসে সঙ্ঘাতা এব" ইতি। অস্থিরা অপি হি ভাবাঃ সদা সংহতা এব উদয়ন্তে ব্যয়ন্তে চ, ন পুনঃ ইতস্ততঃ অবস্থিতাঃ কেনচিৎ পুঞ্জীক্রিয়ন্তে। তথাচ কৃতম্ অত্র সংহন্ত্রা চেতনেন ইতি ভাবঃ। "অনাদৌ" ইতি পরস্পরাশ্রয়ং নিবর্ত্তয়তি। তদেতৎ বিকল্প্য দূষয়তি—"তদাপি সংঘাতাৎ" ইতি। স খলু সংঘাতসন্ততিবর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্মাহ্বয়ঃ সংস্কারসন্তানঃ যথাযথং সুখদুঃখে জনয়ন্ আগন্তুকং কঞ্চন অনাসাদ্য স্বতএব জনয়েৎ আসাদ্য বা। অনাসাদ্য জননে সদৈব সুখদুঃখে জনয়েৎ, সমর্থস্য অনপেক্ষস্য ক্ষেপাযোগাৎ। আসাদ্য জননে তদাসাদনকারণং প্রেক্ষাবান্ অভ্যুপেয়ঃ। তথাচ ন প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ। তস্মাৎ অনেন আগন্তুকানপেক্ষস্য সংঘাতসন্তানস্যৈব সদৃশজননে বিসদৃশজননে বা স্বভাবঃ আস্থেয়ঃ, তথাচ ভাষ্যোক্তং দূষণম্ ইতি।

"অপিচ যদ্‌ভোগার্থং সংঘাতঃ স্যাৎ" ইতি। অপ্রাপ্তভোগো হি ভোগার্থী ভোগম্ আপ্তু-কামঃ তৎসাধনে প্রবর্ত্ততে ইতি প্রত্যাত্মসিদ্ধম্। সেয়ং প্রবৃত্তিঃ ভোগাৎ অন্যস্মিন্ স্থিরে ভোক্তরি ভোগতৎসাধনসময়ব্যাপিনি কল্প্যতে ন অস্থিরে। ন চ ভোগাৎ অনন্যস্মিন্। ন হি ভোগঃ ভোগায় কল্প্যতে, নাপি অন্যঃ ভোগায় অন্যস্য, এবং মোক্ষেঽপি দ্রষ্টব্যম্। তত্র বুভুক্ষুমুমুক্ষু চেৎ স্থিরৌ আস্থীয়েয়াতাং, তদা অভ্যুপেতহানম্। অস্থৈর্য্যে বা অপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। "ন তু সঙ্ঘাতঃ সিধ্যেৎ ভোক্ত্রভাবাৎ" ইতি। ভোক্ত্রভাবেন প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ কর্ত্রভাবঃ। ততঃ কর্ম্মাভাবাৎ সঙ্ঘাতাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।১৯

বেদান্তকল্পতরু।

অদৃষ্টাৎ সংঘাতোৎপত্তিব্যবস্থাসিদ্ধেঃ ভাষ্যোক্তদূষণানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ "স খলু" ইতি। ভোক্তুঃ ভোগাৎ অন্যত্বে হেতুম্ আহ "অপ্রাপ্তভোগো হি" ইতি। ভোক্তুঃ স্থিরতায়াং হেতুঃ "ভোগার্থী" ইতি। অর্থিদশায়াং ভোগদশায়াং চ অনুবৃত্তেঃ স্থৈর্য্যম্ ইত্যর্থঃ। অস্য বিবরণং—"ভোগমাপ্তুকাম" ইতি। ইতরথা হি ভোগশ্চ অসৌ অর্থী চ ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ ইতি। অন্যস্য ভোগায় অন্যো ন কল্প্যতে ইত্যর্থঃ। নন্‌ সংঘাতাসিদ্ধৌ কর্ত্রভাবো বাচ্যঃ, ন ভোক্ত্রভাবঃ কর্ত্তুঃ হি হেতুতা, তত্রাহ—"ভোক্ত্রভাবেনে"তি।১৯

ভামতীর অনুবাদ।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ বহুকারণের সম্বন্ধবশতঃ যে প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া **অথ মন্যসে সংঘাতা এব** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভাব অর্থাৎ বস্তুসকল অস্থির অর্থাৎ ক্ষণিক হইলেও সর্ব্বদা সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা যে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে পুঞ্জীকৃত করে, তাহা নহে; আর তাহা হইলে তাহাদের মিলনকারী কোন চেতনের আবশ্যকতা নাই। **অনাদৌ** এই শব্দটী অন্যোন্যাশ্রয়দোষ বারণ করিতেছে। **তদাপি সংঘাতাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা সেই এই মতকে বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন। সংঘাত-সন্ততিবর্ত্তী অর্থাৎ সংঘাতধারার অন্তর্গত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০ *

ভামতীর অনুবাদ।

সংস্কারধারা যথাযথভাবে সুখ ও দুঃখকে উৎপাদন করিতে গিয়া আগন্তুক কাহাকেও অবলম্বন না করিয়া স্বয়ংই উৎপাদন করিবে, অথবা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন করিবে। যদি কাহাকেও অবলম্বন না করিয়াই সুখদুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সুখদুঃখ উৎপাদন করিবে, যে সমর্থ ও অনপেক্ষ অর্থাৎ অপর কাহারও অপেক্ষা করে না, তাহার ক্ষেপ অর্থাৎ বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। আর যদি অপরকে অবলম্বন করিয়া সুখদুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই আসাদনের অর্থাৎ অবলম্বনের কারণরূপ কোনও প্রেক্ষাবান্ অর্থাৎ চেতন স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে প্রত্যয়োপনিবন্ধনবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইল না। অতএব **আগন্তুকানপেক্ষ** অর্থাৎ যে আগন্তুককে অপেক্ষা করে না, এইরূপ সজ্ঘাতধারার সদৃশ অর্থাৎ সমানাকার বস্তুর উৎপত্তিকে অথবা বিসদৃশ অর্থাৎ অসমানাকারবস্তুর উৎপত্তিকে স্বভাব বলিয়াই ইনি স্বীকার করিবেন। আর তাহা হইলে ভাষ্যের যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, সেই দোষই হইল।

অপি চ যদ্ ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যে ভোগ পায় নাই অথচ ভোগের অপেক্ষা করে, সে ব্যক্তি ভোগ পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, ইহা প্রত্যাত্মসিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুভবসিদ্ধ। সেই এই প্রবৃত্তি ভোগ ও তাহার সাধনের সময়ে বর্ত্তমান ভোগভিন্ন কোন স্থায়ী ভোক্তাতে কল্পনা করা হয়, ক্ষণিক কোন বস্তুতে নহে। আর ভোগের সহিত অভিন্ন ব্যক্তিতেও নহে; কারণ, ভোগের জন্য ভোগ হয় না এবং অন্যের ভোগে অন্য ব্যক্তিও সমর্থ হয় না। এইরূপ মোক্ষস্থলেও দেখিতে হইবে। সেস্থলে যদি বুভুক্ষুঅর্থাৎ ভোগেচ্ছু ও মুমুক্ষু মোক্ষেচ্ছু কোন স্থির বস্তু স্বীকার কর, তাহা হইলে অভ্যুপেতহানি হয়, অর্থাৎ সকল বস্তুকে যে তোমরা ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা পরিত্যাগ করা হয়। আর যদি, ক্ষণিক স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, (ইহার কারণ 'সেই এই প্রবৃত্তি' এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে)। **ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ ভোক্ত্রভাবাৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—ভোক্তার অভাবশতঃ প্রবৃত্তি না হওয়ায় কর্ত্তার অভাব হইবে। অতএব কর্ম্ম না হওয়ায় সংঘাত সিদ্ধ হইবে না।১৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০

উক্তম্ এতৎ অবিদ্যাদীনাম্ উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ন সঙ্ঘাতসিদ্ধিঃ অস্তি ইতি। তদপি তু উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বং ন সম্ভবতি ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদ্যতে। ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ অয়ম্ অভ্যুপগমঃ—উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বক্ষণো নিরুধ্যতে ইতি। ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োর্হেতুফলভাবঃ শক্যতে সম্পাদয়িতুম্। নিরুধ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা পূর্ব্বক্ষণস্য অভাবগ্রস্তত্বাৎ উত্তরক্ষণহেতুত্বানুপপত্তেঃ। অথ ভাবভূতঃ পরিনিষ্পন্নাবস্থঃ পূর্ব্বক্ষণঃ উত্তরক্ষণস্য হেতুঃ, ইতি অভিপ্রায়ঃ, তথাপি ন উপপদ্যতে, ভাবভূতস্য পুনর্ব্ব্যাপারকল্পনায়াং ক্ষণান্তরসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ। অথ ভাব এব অস্য ব্যাপারঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ, তথাপি নৈব উপপদ্যতে, হেতুস্বভাবানুপরক্তস্য ফলস্য উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। স্বভাবোপরাগাভ্যুপগমে চ হেতুস্বভাবস্য ফলকালাবস্থায়িত্বে সতি ক্ষণভঙ্গাভ্যুপগমত্যাগপ্রসঙ্গঃ, বিনৈব বা স্বভাবোপরাগেণ হেতুফলভাবম্ অভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্র তৎপ্রাপ্তেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—উত্তরোৎপাদে চ আর উত্তরের উৎপাদে অর্থাৎ কার্য্যক্ষণের উৎপত্তি হইলে **পূর্ব্বস্য** পূর্ব্বের অর্থাৎ কারণক্ষণের **নিরোধাৎ** নিরোধ হয় বলিয়া অবিদ্যাদি এক একটী পদার্থ সংস্কারাদি উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে না; কারণ, দেখা যায় পটাদিকার্য্যে তন্তুপ্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান থাকে।

ভাষ্যার্থ—পূর্ব্ব সূত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যাদি কেবল উৎপত্তির প্রতি হেতু হয় বলিয়া সঙ্ঘাত সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বও হইতে পারে না, অর্থাৎ কেবল উৎপত্তির হেতুও

* এস্থলে কোন প্রথমান্তপদ নাই এবং "চ"কার থাকায়, ইহা আরব্ধ অধিকরণেরঅঙ্গ সূত্র হইল।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০]

ভাষ্যানুবাদ।

হইতে পারে না, ইহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে। ক্ষণভঙ্গবাদিগণ অর্থাৎ ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করেন যে, উত্তরক্ষণ উৎপদ্যমান হইলে অর্থাৎ পরবর্ত্তী বস্তু যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু নিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নষ্ট হয়। যিনি এইরূপ স্বীকার করেন, তিনি পূর্ব্বক্ষণ ও উত্তরক্ষণের হেতুফলভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব সম্পাদন করিতে পারেন না। কারণ, নিরুধ্যমান যাহা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নষ্ট হইয়াছে) এবং নিরুদ্ধ (যাহা বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে—এইরূপ) পূর্ব্বক্ষণ অভাবগ্রস্ত বলিয়া উত্তরক্ষণের হেতু হইতে পারে না। আর যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, ভাবভূত অর্থাৎ সৎস্বরূপ পরিনিষ্পন্নাবস্থ, অর্থাৎ যাহা এইমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ পূর্ব্বক্ষণটী উত্তরক্ষণের হেতু, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ, ভাবভূত পদার্থের যদি ব্যাপার কল্পনা কর, তাহা হইলে ক্ষণান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়ে। আর যদি ভাবই তাহার ব্যাপার, ইহাই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ, হেতুস্বভাবানুপরক্ত ফলের, অর্থাৎ উপাদানকারণের সহিত তাদাত্ম্যবিহীন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর যদি স্বভাবের উপরাগ স্বীকার কর অর্থাৎ কারণ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে হেতুস্বভাব অর্থাৎ কারণের স্বভাব ফলকালাবস্থায়ী হইলে অর্থাৎ কার্য্যকালপর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, ক্ষণিকমত ত্যাগের আপত্তি হইবে। আর কারণস্বভাবের উপরাগ ব্যতীত অর্থাৎ সম্বন্ধব্যতীত কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিলে তাহার মতে সকলস্থানেই তাহা পাওয়া যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি চ উৎপাদনিরোধৌ নাম বস্তুনঃ স্বরূপমেব বা স্যাতাম্, অবস্থান্তরং বা বস্ত্বন্তরমেব বা? সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। যদি তাবৎ বস্তুনঃ স্বরূপমেব উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং ততঃ বস্তুশব্দঃ উৎপাদনিরোধশব্দৌ চ পর্য্যায়াঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। অথ অস্তি কশ্চিৎ বিশেষ ইতি মন্যেত, উৎপাদনিরোধশব্দাভ্যাং মধ্যবর্ত্তিনো বস্তুনঃ আদ্যন্তাখ্যে অবস্থে অভিলপ্যেতে ইতি, এবমপি আদ্যন্তমধ্যক্ষণত্রয়সম্বন্ধিত্বাৎ বস্তুনঃ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ। অথ অত্যন্তব্যতিরিক্তৌ এব উৎপাদনিরোধৌ বস্তুনঃ স্যাতাম্ অশ্বমহিষবৎ, ততঃ বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ। যদি চ দর্শনাদর্শনে বস্তুনঃ উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাম্, এবমপি দ্রষ্টৃধর্ম্মৌ তৌ ন বস্তুধর্ম্মৌ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ এব। তস্মাদপি অসঙ্গতং সৌগতং মতম্।২০

ভাষ্যানুবাদ।

আরও উৎপত্তি ও নিরোধশব্দের অর্থ—বস্তুর স্বরূপই হইবে; অথবা অবস্থান্তর হইবে? অথবা অন্যবস্তু হইবে? কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। যদি উৎপাদ ও নিরোধশব্দের অর্থ—বস্তুর স্বরূপই হয়, তাহা হইলে বস্তুশব্দ এবং উৎপাদ ও নিরোধশব্দ পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ একার্থবাচক হইয়া পড়িবে। আর যদি কিছু বিশেষ আছে—ইহা মনে কর, তাহা হইলে উৎপত্তি ও নিরোধশব্দদ্বারা মধ্যবর্ত্তি বস্তুর আদি ও অন্ত অবস্থাকে অভিলপিত করা হয় অর্থাৎ বলা হয়; কিন্তু এইরূপ বলিলেও আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিন সময়ের সহিতই সম্বন্ধ থাকায় বস্তুর ক্ষণিকত্ব নষ্ট হয়। আর যদি অশ্ব ও মহিষের মত উৎপত্তি ও বিনাশশব্দ বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হয়, তাহা হইলে বস্তুটী উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত অত্যন্ত সম্বন্ধবিহীন হইল। অতএব বস্তু শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়িল। আর যদি দর্শন ও অদর্শন—বস্তুর উৎপত্তি ও নিরোধ হয়, তাহা হইলেও তাহারা দুইটি অর্থাৎ দর্শন ও অদর্শন দ্রষ্টার ধর্ম্ম হইল, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, অতএব বস্তু শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়িবেই। সেইজন্যও বৌদ্ধমত অসঙ্গত।

ভামতী।

পূর্ব্বসূত্রেণ সঙ্গতিম্ অস্য আহ—"উক্তমেতদি"তি। হেতূপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদম্ অভ্যুপেত্য প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দূষিতঃ। সম্প্রতি হেতূপনিবন্ধনম্ অপি তং দূষয়তি ইত্যর্থঃ। দূষণমাহ—"ইদম্ ইদানীম্" ইতি। "নিরুধ্যমানস্যে"তি। ন তাবৎ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ।২০]

ভামতী।

বৈশেষিকবৎ নিরোধকারণসান্নিধ্যং নিরুধ্যমানতা স্বীক্রিয়তে বৈনাশিকৈঃ অকারণং বিনাশম্ অভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ, তস্য অনিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ বিনাশগ্রস্তত্বম্ অচিরনিরুদ্ধত্বং নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যম্। নিরুদ্ধত্বং চ চিরনিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতং, তথাচ উভয়োরপি অভাবগ্রস্তত্বাৎ হেতুত্বানুপপত্তিঃ। শঙ্কতে—"অথ ভাবভূত" ইতি। কারণস্য হি কার্য্যোৎপাদাৎ প্রাক্‌কালসত্তা অর্থবতী, ন কার্য্যকালে, তদা কার্য্যস্য সিদ্ধত্বেন তৎসিদ্ধ্যর্থায়াঃ সত্তায়া অনুপযোগাৎ ইতি ভাবঃ। তদেতৎ লোকদৃষ্ট্যা দূষয়তি—"ভাবভূতস্যে"তি। ভূত্বা ব্যাপৃত্য ভাবাঃ প্রায়েণ হি কার্য্যং কুর্ব্বন্তঃ লোকে দৃশ্যন্তে। তথাচ স্থিরত্বম্, ইতরথা তু লোকবিরোধঃ ইতি।

পুনঃ শঙ্কতে—"অথ ভাব এবে"তি। যথাহুঃ—

"ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে"। ইতি।

ভবতু এবং ব্যাপারবত্তা, তথাপি ক্ষণিকস্য ন কারণত্বম্ ইত্যাহ—"তথাপি নৈব উপপদ্যতে" ক্ষণিকস্য কারণভাবঃ। মৃৎসুবর্ণকারণা হি ঘটাদয়শ্চ রুচকাদয়শ্চ মৃৎসুবর্ণাত্মানঃ অনুভূয়ন্তে। যদি চ ন কার্য্যসময়ে কারণং সৎ, কথং তেষাং তদাত্মনা অনুভবঃ। ন চ কারণসাদৃশ্যং কার্য্যস্য ন তু তাদাত্ম্যম্ ইতি বাচ্যম্, অসতি কস্যচিদ্রূপস্য অনুগমে সাদৃশ্যস্যাপি অনুপপত্তেঃ। অনুগমে বা তদেব কারণং, তথাচ তস্য কার্য্যতাদাত্ম্যম্ ইতি সিদ্ধম্ অক্ষণিকত্বম্ ইত্যর্থঃ। সর্বথা বৈলক্ষণ্যে তু হেতুফলভাবঃ তন্তুঘটাদৌ অপি প্রাপ্ত ইতি অতিপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ—"বিনৈবে"তি। ন চ তদ্‌ভাবভাবো নিয়ামকঃ, তস্য একস্মিন্ ক্ষণে অশক্যগ্রহত্বাৎ। সামান্যস্য চ অকারণত্বম্। কারণত্বে বা ক্ষণিকত্বহানেঃ অস্মৎপক্ষপাতপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি ভাবঃ। অপিচ উৎপাদনিরোধয়োঃ বিকল্পত্রয়েঽপি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ—"অপিচ উৎপাদনিরোধৌ নাম" ইতি। পর্য্যায়ত্বাপাদনেঽপি নিত্যত্বাপাদনং মন্তব্যম্। "বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টমিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ"। সংসর্গেঽপি অসতা সংসর্গানুপপত্তেঃ। সত্ত্বাভ্যুপগমে শাশ্বতত্বম্ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্ ।২০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নন্বু নিরুদ্ধস্য অস্তু অভাবগ্রস্ততা নিরুধ্যমানস্য কথম্, অত আহ—"ন তাবদি"তি। যথাহি আরম্ভকতন্ত্বাদিসংযোগস্য নাশক্ষণে পটাদেঃ বিদ্যমানস্যৈব বিনশ্যদবস্থা বৈশেষিকৈঃ স্বীকৃতা, ন তথা বৈনাশিকৈঃ ইত্যর্থঃ। নন্বু উভয়োঃ বিনাশগ্রস্তত্বে কো ভেদঃ, তত্রাহ—"তস্মাদি"তি। যৎ বিনাশগ্রস্তত্বং তৎ অচিরনিরুদ্ধত্বরূপং সৎ নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যং, তদেব চিরনিরুদ্ধত্বরূপং সৎ নিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ। কার্য্যকালে কারণস্য অসত্ত্বেঽপি পূর্ব্বক্ষণসত্ত্বেন হেতুত্বং ভাষ্যোক্তম্ অযুক্তম্, মৃদাদীনাং কার্য্যে অন্বীয়মানানাম্ উপাদানত্বোপলম্ভাৎ ইতি, তত্রাহ—"কারণস্য হি" ইতি। "প্রায়েণ" ইতি ক্রিয়াজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যর্থম্। এষাং পদার্থানাং যা ভূতিঃ উৎপত্তিঃ, সৈব ক্রিয়া কারকম্ ইতি চ উচ্যতে। "তদেব কারণমি"তি। সামান্যং হি ভেদবিকল্পাধিষ্ঠানত্বেন কারণম্ ইত্যর্থঃ। নন্বু সাদৃশ্যসিদ্ধৌ তদ্‌বলাৎ অনুগতরূপসিদ্ধিঃ, তদেব নাস্তি, অসত্যপি সাদৃশ্যে সাদৃশ্যভ্রমাৎ, অত আহ—"সর্বথা" ইতি। নন্বু বৈসাদৃশ্যেঽপি তন্তুভাবে পটভাবাৎ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"নচে"তি। একস্মিন্ পদার্থক্ষণে তদ্‌ভাবভাবস্য অশক্যগ্রহত্বাৎ রাসভাদৌ অপি প্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। অথ জাত্যুপাধৌ কারণত্বং তর্হি জাতিরেব কারণং, ব্যক্তয়ঃ তদবস্থাঃ স্যুঃ নাস্যাঃ। অন্যকারণত্বস্য অন্যত্র অযোগাৎ ত্বয়াচ এতৎ নেষ্টম্ ইত্যাহ—"সামান্যস্য চে"তি। ভাষ্যে উৎপাদাদিশব্দস্য বস্তুশব্দস্য চ পর্য্যায়ত্বাপাদনেঽপি বস্তুনঃ নিত্যত্বাপাদনং দ্রষ্টব্যং, তথা সতি উৎপাদনিরোধয়োঃ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ ।২০

ভামতীর অনুবাদ।

উক্তম্ এতৎ এই গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বসূত্রের সহিত ইহার সঙ্গতি বলিতেছেন। অর্থাৎ হেতুপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদ স্বীকার করিয়া লইয়া প্রত্যয়োপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদে দোষ দেওয়া হইয়াছে; সম্প্রতি হেতুপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদেও দোষ দিতেছেন। **ইদম্ ইদানীং** এই গ্রন্থদ্বারা সেই দোষ কি, তাহাই বলিতেছেন। **নিরুধ্যমানস্য** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—বৈশেষিকের মত নিরোধ অর্থাৎ বিনাশের কারণের সান্নিধ্যকেই বৌদ্ধগণ নিরুধ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করেন না; কারণ, বৈনাশিকগণ অর্থাৎ বৌদ্ধগণ—যাঁহারা অকারণ অর্থাৎ বিনাকারণে—স্বভাবতঃই বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের তাহা অনিষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে। অতএব নিরুধ্যমান বলিতে বিনাশগ্রস্ত বা অচিরনিরুদ্ধ অর্থাৎ অতি শীঘ্র যাহার বিনাশ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০

ভামতীর অনুবাদ।

হইয়াছে, তাহাই বলিতে হইবে। আর নিরুদ্ধ বলিতে—চিরনিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহা বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে উভয়ই অভাবগ্রস্ত হওয়ায় হেতু হইতে পারিল না। **অথ ভাবভূত** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে—কারণের কার্য্যোৎপত্তির প্রাক্‌কালসত্তা অর্থাৎ পূর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকাই অর্থবতী অর্থাৎ প্রয়োজন, কিন্তু কার্য্যকালে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনীয় নহে। কারণ, তখন কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য কারণের বিদ্যমান থাকার উপযোগিতা নাই। সেই এই বিষয়টীকে **ভাবভূতস্য** এই গ্রন্থদ্বারা লোকদৃষ্টি অনুসারে দোষ দিতেছেন। প্রায়ই বস্তুসকল উৎপন্ন হইয়া তাহার পর ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে—এইরূপ লোকমধ্যে দেখা যায়। আর তাহা হইলে স্থিরত্বই সিদ্ধ হইল; অন্যথা লোকব্যবহার বিরুদ্ধ হয়।

অথ ভাব এব এই গ্রন্থদ্বারা পুনর্ব্বার শঙ্কা করিতেছেন। যথা, বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে। *

অর্থাৎ এই সকল পদার্থের যে ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া এবং কারকও তাহাই বলা হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধমতে ব্যাপার বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু স্বীকার করা হয় না। যাহা হউক, এইরূপ ব্যাপারবত্তা হয় হউক, অর্থাৎ ব্যাপার বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কিছু না থাকে না থাকুক, তাহা হইলেও ক্ষণিকবস্তু কারণ হয় না—ইহাই **তথাপি নৈব উপপদ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন, অর্থাৎ ক্ষণিকপদার্থ কারণ হইতে পারে—ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, **মৃৎসুবর্ণাদিকারণা** অর্থাৎ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি যাহাদের কারণ হয়—এইরূপ ঘটাদি ও রুচকাদি মৃত্তিকা ও সুবর্ণস্বরূপ দেখা যায়। আর যদি কার্য্যকালে কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মৃত্তিকাদিস্বরূপে দেখা যায় কেন? আর যদি বল, কার্য্য কারণের সদৃশ কিন্তু তদাত্ম নহে, অর্থাৎ তৎস্বরূপ নহে—ইহা বলিতে পার না। কারণ, কোন রূপের অনুগম অর্থাৎ অনুবৃত্তি না হইলে সাদৃশ্যও হইতে পারে না। আর যদি অনুগম হয় তাহা হইলে তাহাই কারণ। আর তাহা হইলে কারণ কার্য্যস্বরূপ হইল, এই প্রকারে অক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ক্ষণিকত্বের ভঙ্গ হইল। আর কার্য্য ও কারণের সম্পূর্ণরূপে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য হইলে, তন্তুঘটাদিতেও হেতু-ফলভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব হইয়া যায়, অতএব অতিব্যাপ্তি হয়—ইহাই **বিনৈব** এই শব্দদ্বারা বলিতেছেন। আর তদ্‌ভাবভাব অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য থাকে অর্থাৎ এতাদৃশ অন্বয়টী নিয়ামক অর্থাৎ কার্য্যকারণের ব্যবস্থাপকও নহে; কারণ, একক্ষণে তাহা অশক্যগ্রহ হয় অর্থাৎ জানিতে পারা যায় না, এবং সামান্য অর্থাৎ জাতিও কারণ নহে। যেহেতু জাতি যদি কারণ হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হয় বলিয়া আমাদের মতেই আসিয়া পড়ে—ইহাই অভিপ্রায়। আরও উৎপাদ ও নিরোধ শব্দের তিন প্রকার বিকল্প করিলেও বস্তু শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়ে—ইহাই **অপিচ উৎপাদনিরোধৌ নাম** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। পর্য্যায়ত্বের অর্থাৎ একার্থত্বের আপাদন অর্থাৎ আপত্তি দেখাইলেও নিত্যত্বের আপাদন অর্থাৎ আপত্তি দেখান হইল, জানিতে হইবে। অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিরোধ, বস্তু অপেক্ষা ভিন্ন না হওয়ায় তাহা উৎপত্তি ও নিরোধবিশিষ্ট হইল না, অতএব নিত্য হইয়া পড়িল। (অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা অনিত্য, কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশ বস্তুস্বরূপ হইলে বস্তু উৎপত্তি বিনাশযুক্ত না হওয়ায় নিত্য হইয়া পড়িবে)। **বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ** (এই ভাষ্য গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু বলিতেছেন।) উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলেও অসৎ অর্থাৎ ক্ষণিক বলিয়া অবিদ্যমান বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, এবং সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে বস্তু নিত্য হইয়া পড়িবে—ইহাও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তু যদি সৎ হয়, আর তাহার সহিত উৎপত্তির সম্বন্ধ হইলে বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল বলিতে হইবে অন্যথা তাহার সহিত উৎপত্তির সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলে তৎকালে বস্তু ছিল বলিতে হইবে, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশকালেও থাকায় বস্তু নিত্য হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট ভাষ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।২০

---

* এই শ্লোকার্দ্ধটীর মূল কোথায় তাহা জানিতে পারি নাই। এই বিষয় তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে কমলশীল বুদ্ধবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কোন গ্রন্থের নাম করেন নাই। ইহার পূর্ণরূপ এই—

ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ অস্থিরাণাং কুতঃ ক্রিয়া। ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে॥ (১১ পৃঃ বরোদা সংস্করণ)

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ।২১ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ।২১

ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্বক্ষণো নিরোধগ্রস্তত্বাৎ ন উত্তরস্য ক্ষণস্য হেতুর্ভবতি ইত্যুক্তম্। অথ অসত্যেব হেতৌ ফলোৎপত্তিং ব্রূয়াৎ ততঃ প্রতিজ্ঞোপরোধঃ স্যাৎ, চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে—ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত; নির্হেতুকায়াং চ উৎপত্তৌ অপ্রতিবন্ধাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র উৎপদ্যেত। অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবৎ অবতিষ্ঠতে পূর্ব্বক্ষণঃ—ইতি ব্রূয়াৎ, ততো যৌগপদ্যং হেতুফলয়োঃ স্যাৎ। তথাপি প্রতিজ্ঞোপরোধ এব স্যাৎ। ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারা ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা উপরুধ্যেত ।২১

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অসতি অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও কার্য্য হয়—ইহা স্বীকার করিলে, **প্রতিজ্ঞোপরোধঃ** অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হয়; কারণ, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষয় ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ ও সংস্কার এই চতুর্বিধ হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ত অর্থাৎ নীলাদিজ্ঞান ও সুখাদির উৎপত্তি হয়। **অন্যথা** অর্থাৎ আর যদি বল, উত্তরক্ষণের উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে **যৌগপদ্যম্** অর্থাৎ কার্য্য ও করণের যৌগপদ্য হয় অর্থাৎ এক সময়ে স্থিতি হয় বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকত্ব ভঙ্গ হয়।

ভাষ্যার্থ—ক্ষণভঙ্গবাদে অর্থাৎ ক্ষণিকমতে পূর্ব্বক্ষণ অভাবগ্রস্ত হয় বলিয়া উত্তরক্ষণের হেতু হয় না—ইহা বলা হইয়াছে। আর যদি বল, হেতু না থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয়, অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ হেতুকে (বিষয় ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ ও সংস্কারকে) প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ত অর্থাৎ নীলাদিজ্ঞান ও সুখাদির উৎপত্তি হয়—তোমার এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়। আর নির্হেতুক অর্থাৎ বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হইলে প্রতিবন্ধক না থাকায় সকল কার্য্যই সকল স্থানে উৎপন্ন হউক। আর যদি বল—উত্তরক্ষণের উৎপত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের যৌগপদ্য হয় অর্থাৎ একত্র স্থিতি হয়। তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয় অর্থাৎ ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ সকল সংস্কার অর্থাৎ কার্য্যই ক্ষণিক তোমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ।২১

ভামতী।

নীলাভাসস্য হি চিত্তস্য নীলাৎ আলম্বনপ্রত্যয়াৎ নীলাকারতা। সমনন্তরপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্ব-বিজ্ঞানাৎ বোধরূপতা। চক্ষুষঃ অধিপতিপ্রত্যয়াৎ রূপগ্রহণপ্রতিনিয়মঃ। আলোকাৎ সহ-কারিপ্রত্যয়াৎ হেতোঃ স্পষ্টার্থতা, এবং সুখাদীনাম্ অপি চৈত্তানাং চিত্তাভিন্নহেতুজানাং চত্বারি এতান্যেব কারণানি। সেয়ং প্রতিজ্ঞা চতুর্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে ইতি অভাবকারণত্বে উপরুধ্যেত। "অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবৎ অবতিষ্ঠতে" ইতি। উৎপত্তিঃ উৎপদ্যমানাৎ ভাবাৎ অভিন্না, তথাচ ক্ষণিকত্বহানিঃ ইতি প্রতিজ্ঞাহানিঃ ।২১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রতিজ্ঞোপরোধং ব্যাখ্যাতুং চতুর্বিধানিত্যাদি-প্রতিজ্ঞাং বৌদ্ধীয়াং ভাষ্যোক্তাং দর্শয়তি—"নীলাভাসস্যে"ত্যাদিনা। তত্র তাবৎ চতুর্ণাং কারণানাম্ একস্মিন্ নীলপ্রত্যয়ে সমুচ্চয়েন কারণত্বসিদ্ধ্যর্থং স্বরূপভেদঃ প্রদর্শ্যতে। আলম্বনং চ তৎ প্রত্যয়ঃ কারণং চ ইতি তথোক্তম্। উদিতস্য জ্ঞানস্য রসাদিসাধারণ্যে প্রাপ্তে রূপনিয়ামকং চক্ষুঃ অধিপতিঃ, লোকে নিয়ামকস্য অধিপতিত্বাৎ ইতি। এবং চিত্তানাং জ্ঞানানাং চতুর্ভ্য উৎপত্তিম্ উক্ত্বা চৈত্তানাম্ অপি দর্শয়তি—"এবমি"তি। সুখং জ্ঞানং, মনোজন্যত্বে সতি অপরোক্ষত্বাৎ, সম্মতবৎ ইত্যর্থঃ। অপরোক্ষত্বম্ অদৃষ্টাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্। একবিধসামগ্রীজন্যেন চিত্তসম্বন্ধো বৌদ্ধশাস্ত্রে চৈত্তশব্দার্থঃ। চত্বারি এতানি কারণানি। অতএব চিত্তাভিন্নহেতুজত্বম্। উত্তরক্ষণোৎপত্তিকালে পূর্ব্বক্ষণস্থিতৌ অপি ন স্থায়িত্বং সিধ্যতি। একক্ষণেঽপি উভয়সত্ত্বাৎ উত্তরক্ষণস্য

---

* এস্থলে "প্রতিজ্ঞোপরোধঃ" এবং "যৌগপদ্যম্" এই প্রথমমান্ত পদদ্বয় থাকাতেও অধিকরণ আরম্ভ হইল না। কারণ, নিষেধার্থক পদ প্রথমান্ত হয় নাই। যথা—"নাভাব উপলব্ধেঃ" (২৮ সূত্র) এবং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" (৩৩ সূত্রে) ইত্যাদি সূত্রে এই পাদের একাদৃশ বিশেষ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "অসতি" পদের অর্থ "না থাকায়" এইরূপ হওয়ায় ইহা "ইতি চেৎ ন" এই শব্দঘটিত সূত্রজাতীয় হইতেছে এবং ইহাতে পূর্ব্ব সূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। এজন্য এস্থলে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ হইল না।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২ *

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দ্বিতীয়ক্ষণো ভবতু ইতি আশঙ্ক্য আহ—"উৎপত্তিঃ" ইতি। ভূতিতৎকর্ত্রোঃ অভেদোপগমাৎ উত্তরভাবক্ষণতদুৎপত্তী অভিন্নে। তথাচ পূর্ব্বক্ষণস্য উত্তরক্ষণং যাবৎ অবস্থিতৌ স্থায়িত্বম্ ইত্যর্থঃ ।২১

ভামতীর অনুবাদ।

নীলাভাস অর্থাৎ নীলজ্ঞানরূপ চিত্ত নীলবস্তুরূপ আলম্বনপ্রত্যয় অর্থাৎ বিষয়রূপ কারণ হইতে নীল আকার হয়। পূর্ব্বজ্ঞানরূপ সমনন্তর প্রত্যয় অর্থাৎ অতি নিকটবর্ত্তি কারণ হইতে বোধরূপ হয়। চক্ষুরূপ অধিপতি প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ হইতে রূপেরই জ্ঞান হয়। আলোকরূপ সহকারিকারণ হইতে বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়। এইরূপ চিত্তরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন চৈত্ত সুখাদিরও এই চারিটিই কারণ। সেই এই প্রতিজ্ঞা—চারি প্রকার হেতুকে প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ত সকল উৎপন্ন হয়, ইহা—অভাবকে কারণ বলিলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। **অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবৎ অবতিষ্ঠতে** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—উৎপত্তি উৎপদ্যমান পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে, এবং তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের হানি হইল—ইহাই প্রতিজ্ঞাহানি ।২১

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২

অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াৎ অন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ ইতি। তদপি চ ত্রয়ং প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ আকাশং চ ইতি আচক্ষতে। ত্রয়ম্ অপিচ এতৎ অবস্তু অভাবমাত্রং নিরুপাখ্যম্ ইতি মন্যতে।

বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ কিল বিনাশঃ ভাবানাং প্রতিসংখ্যানিরোধো নাম ভাষ্যতে, তদ্বিপরীতঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ, আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইতি। তেষাম্ আকাশং পরস্তাৎ প্রত্যাখ্যাস্যতি। নিরোধদ্বয়ম্ ইদানীং প্রত্যাচষ্টে। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োঃ অপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ? অবিচ্ছেদাৎ। এতৌ হি প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ সন্তানগোচরৌ বা স্যাতাং ভাবগোচরৌ বা? ন তাবৎ সন্তানগোচরৌ সম্ভবতঃ, সর্বেষু অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্য অসম্ভবাৎ। নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ। ন হি ভাবানাং নিরন্বয়ো নিরুপাখ্যো বিনাশঃ সম্ভবতি, সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু প্রত্যভিজ্ঞানবলেন অন্বয্যবিচ্ছেদদর্শনাৎ। অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাসু অপি অবস্থাসু কচিৎ দৃষ্টেন অন্বয্যবিচ্ছেদেন অন্যত্রাপি তদনুমানাৎ। তস্মাৎ পরপরিকল্পিতস্য নিরোধদ্বয়স্য অনুপপত্তিঃ ।২২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ যে দুই প্রকার বিনাশ স্বীকার করেন, যথা—**প্রতিসংখ্যানিরোধ** অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক বস্তুর বিনাশ, এবং **অপ্রতিসংখ্যানিরোধ** অর্থাৎ যাহার জ্ঞানপূর্ব্বক বিনাশ হয় না অর্থাৎ যাহার স্বয়ং বিনাশ হয়। এই দুইপ্রকার বিনাশেরই **অপ্রাপ্তি** অর্থাৎ সম্ভব নাই **অবিচ্ছেদাৎ** অর্থাৎ কারণ, কোন বস্তুরই বিচ্ছেদ হয় না।

ভাষ্যার্থ—আরও বৌদ্ধগণ কল্পনা করেন যে, তিনটী ব্যতীত যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপন্ন এবং ক্ষণিক। আর সেই তিনটি—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং

* এখানে "প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ" এইরূপ নিষেধার্থক প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভকসূত্র হওয়া উচিত ছিল। কারণ, "সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ" এই (১৮শ) অনুরূপ পূর্ব্ববর্ত্তীসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানে "অপ্রাপ্তিঃ" পদের পর "অবিচ্ছেদাৎ" এই হেতুপদ থাকায় এবং পরসূত্রে চকারদ্বারা অন্য হেতুর উল্লেখ থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক হইল না। অবশ্য অন্য কোন আচার্য্যই ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করেন নাই। ভাস্কর ভাষ্যে "অবিচ্ছেদাৎ" পদের পরিবর্ত্তে "অসম্ভবঃ" পাঠ আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২

ভাষ্যানুবাদ।

আকাশ, ইহা বলেন। আর এই তিনটিই অবস্তু, অভাবমাত্র, * নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ-তুচ্ছ,—ইহাই তাঁহারা মনে করেন।

ভাবসকলের অর্থাৎ বস্তুসকলের যে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশ, অর্থাৎ এই বস্তুটিকে বিনাশ করিব, এইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক যে বিনাশ, তাহাকে প্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। তাহার বিপরীত বিনাশকে অর্থাৎ স্বভাবতঃই বস্তুর যে বিনাশ হয়, সেই বিনাশকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলে। তাহাদের মধ্যে আকাশকে পরে খণ্ডন করিবেন। + এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের খণ্ডন করিতেছেন। অর্থাৎ **প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অপ্রাপ্তি** হয়, অর্থাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কি, অর্থাৎ কেন অসম্ভব? তদুত্তরে বলা হইল **অবিচ্ছেদাৎ** অর্থাৎ যেহেতু বিচ্ছেদ হয় না। কারণ, এই প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কি সন্তানগোচর হইবে। অর্থাৎ পদার্থের কার্য্যকারণভাবে যে প্রবাহ চলে, সেই প্রবাহবিষয়ক হইবে? অথবা ভাবগোচর হইবে? অর্থাৎ একএকটি পদার্থবিষয়ক হইবে? তন্মধ্যে সন্তানবিষয়ক সেই নিরোধদ্বয় সম্ভব হয় না; কারণ, সকল সন্তানেই অর্থাৎ সকল ধারাতেই সন্তানীর অর্থাৎ প্রবাহের অন্তর্গত একএকটি বস্তুর অবিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কার্য্যকারণভাব হওয়ায় সন্তানবিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। (ভামতীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য) আর ভাবগোচরও সেই নিরোধদ্বয় হয় না, অর্থাৎ একএকটি পদার্থবিষয়ক, ঐ দুইপ্রকার নিরোধও সম্ভব হয় না। কারণ, কোন বস্তুরই নিরন্বয় বিনাশ সম্ভব হয় না। অতএব নিরুপাখ্য বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হওয়া রূপ বিনাশও সম্ভব হয় না। কারণ,

---

* এই তিনটীকে অভাবাত্মক বস্তু বলিতে বুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ ইচ্ছা করেন নাই। বৈভাষিকমতে এই তিনটী নিত্য, সৌত্রান্তিকমতে কিন্তু কল্পিত। বিজ্ঞানবাদীর মতে ইহারাও বিজ্ঞানস্বরূপ ও ক্ষণিক, আর শূন্যবাদীর মতেও ইহারা কল্পিত, ইহাদের সাংবৃতিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্ত্ব আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ ইহারাও নাই অর্থাৎ শূন্য। শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে ইহাদের খণ্ডনের খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধমতের মণ্ডন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেখানে বৈভাষিকমতে ইহাদিগকে জলধারার নিরোধে জলের ন্যায় ভাববস্তু বলিবার জন্য আগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়—বৈদিকগণের আক্রমণের ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরোধদ্বয়কে অভাব বলাই প্রাচীন বৌদ্ধগণের লক্ষ্য ছিল। কারণ, নিরোধশব্দদ্বারা ইহারা যে সমুদায়ের ধ্বংসস্বরূপ, তাহাই স্পষ্ট বোধ হয়। তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর ধ্বংস হইলে ইহাদের নিত্যতাও সিদ্ধ হয়। কারণ, ধ্বংসের ধ্বংস নাই। কিন্তু এই মতই সূত্রকার খণ্ডন করেন বলিয়া বুদ্ধদেব হইতে শান্তরক্ষিত প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ ইহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ ইহাদিগকে ভাববস্তু বলিলে এই মত নিতান্ত অযৌক্তিকই হয়। কারণ, ভাববস্তু বলিলে যে যুক্তির দ্বারা বৈশেষিকমত খণ্ডিত হইয়াছে, সেই যুক্তির দ্বারাও ইহারা খণ্ডিত হইবে। আকাশের ভাবাভাবত্বসম্বন্ধে ২৪শ সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

+ ভাষ্যে "প্রত্যাখ্যাস্যতি" পদ দেখিয়া মনে হয়, এই বৌদ্ধমতখণ্ডন সূত্রকারেরই খণ্ডন। ভাষ্যকার যেখানে নিজে কিছু বলেন, সেখানে উত্তমপুরুষের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"প্রদর্শয়িষ্যাম" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সূত্রকারের সময় একটা বৌদ্ধমত ছিল। ইহারই কথা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে আছে। এজন্য যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত থাকায় ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের কথা অসঙ্গত। বৌদ্ধগণও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ২২ জন বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে বৌদ্ধ শান্তরক্ষিত বেদের "নিমিত্ত" নামক শাখায় সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের উল্লেখ আছে বলিয়াছেন,—বরোদা সংস্করণ ৯০৮-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বেদান্তসার গ্রন্থে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের মূলভূত শ্রুতি উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শবরভাষ্যেও ১।১।৫ম অধিকরণে বৌদ্ধগণ আত্মপ্রত্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের "বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—এই বচনটী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন এবং বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী উপবর্ষাচার্য্য তাহার খণ্ডন করিতেছেন। এজন্য বেদোক্ত বৌদ্ধমত ব্রহ্মসূত্রের সময় ছিল, আর তাহাই সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। পুরাণেও শুদ্ধোদনপুত্র বুদ্ধ ভিন্ন ব্রাহ্মণ-বুদ্ধ, অঞ্জনসুত বুদ্ধ, বিষ্ণুশরীরোদ্ভূত মায়ামোহরূপ বুদ্ধ প্রভৃতি অন্য বুদ্ধের কথাও আছে। এই বেদোক্ত সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধের মতকে সর্ব্বজ্ঞ কপিলের মতের ন্যায় বেদান্তিগণ বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাহারই খণ্ডন করায় ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বত্র যে শ্রুতিসঙ্গতি আছে, তাহা এস্থলে রক্ষিত হইল। ব্রহ্মসূত্রে এমন কোন কথা থাকিতে পারে না, যাহাতে শ্রুতিসঙ্গতি নাই। যেহেতু ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ্ মীমাংসার জন্যই রচিত। এই বেদোক্ত বৌদ্ধমতই গৌতম বুদ্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার সংস্কারসাধন করিলেও বেদের নিন্দা করায় তিনি বেদবাহ্য হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি শাক্যসিংহ ও পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ বৈদিক বৌদ্ধমতেরই বিস্তার সাধন করিয়াছেন বলিয়া সেই বৌদ্ধমতের বিবৃতির জন্য ভাষ্যকার পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কপিল বেদ মানিলেও অংশতঃ অবৈদিক হইয়াছেন। ফলতঃ বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আবার নিজ গুরুর মতের বিকৃত করেন; কারণ, তাঁহারা পরস্পরে বিরুদ্ধমতবাদী হইয়াছেন। বস্তুতঃ সূত্রকার বেদোক্ত বুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন, আর ভাষ্যকার বেদোক্ত বৌদ্ধমত ও শাক্যসিংহীয় বৌদ্ধমত উভয়ই খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু বেদোক্ত পূর্ব্বপক্ষভূত বৌদ্ধমতেরই ইঁহারা কোথাও পুষ্টিসাধন এবং কোথাও বিকৃতিসাধন করিয়াছেন। আর সূত্রার্থমধ্যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধমত খণ্ডন না করায়, এই ব্যাখ্যা যে সম্প্রদায়লব্ধ তাহাও বুঝা গেল। মহাভারতেও বৌদ্ধমতখণ্ডন আছে (শাঃ মোঃ ২১৮ অঃ)। তথায় "কেচিৎ" পদদ্বারা উক্তমতের অবতারণা করা হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তথায় পরবর্ত্তী বৌদ্ধমতের বিবৃতি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মসূত্র বুদ্ধের পরবর্ত্তী নহে, এবং বৌদ্ধমতও প্রাচীন বৌদ্ধমতের পরিপুষ্টিবিশেষ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ।২২

ভাষ্যানুবাদ।

সকল অবস্থাতেই প্রত্যভিজ্ঞাবলে, অন্বয়ীর অবিচ্ছেদ দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া অর্থাৎ পিণ্ড কপাল ঘট প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই মৃত্তিকা এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, অন্বয়ীর অর্থাৎ সকল অবস্থায় অনুগত মৃত্তিকাদির বিচ্ছেদ হয় না, দেখা যায়। আর অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞান-অবস্থা-সকলেও অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় প্রত্যভিজ্ঞান স্পষ্ট হয় না, সেখানেও কচিদ্দৃষ্ট অন্বয়ীর অবিচ্ছেদদ্বারা অর্থাৎ কোন কোন স্থলে যথা ঘটাদিতে অন্বয়ী-মৃত্তিকাদির অবিচ্ছেদ দেখা যায় বলিয়া অন্যত্রও অর্থাৎ যেখানে বিচ্ছেদ দেখা যায়, সেস্থলেও সেই অবিচ্ছেদের অনুমান হয়। অতএব বৌদ্ধকল্পিত নিরোধদ্বয় অসঙ্গত।২২

ভামতী।

ভাবপ্রতীপা সংখ্যা বুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা, তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। সন্তম্ ইমম্ অসন্তং করোমি ইত্যেবমাকারতা চ বুদ্ধেঃ ভাবপ্রতীপত্বম্। এতেন অপ্রতিসংখ্যানিরোধোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। সন্তানগোচরো বা নিরোধঃ? সন্তানিক্ষণগোচরো বা? ন তাবৎ সন্তানস্য নিরোধঃ সম্ভবতি। হেতুফলভাবেন হি ব্যবস্থিতাঃ সন্তানিন এব উদয়ব্যয়ধর্ম্মাণঃ সন্তানঃ। তত্র যোঽসৌ অন্ত্যঃ সন্তানী, যন্নিরোধাৎ সন্তানোচ্ছেদেন ভবিতব্যং, স কিং ফলং কিঞ্চিৎ আরভতে ন বা? আরভতে চেৎ, নান্ত্যঃ। তথাচ ন সন্তানোচ্ছেদঃ। অনারম্ভে তু ভবেৎ অন্ত্যঃ কিন্তু স্যাৎ অসন্; অর্থক্রিয়াকারিতায়াঃ সত্ত্বলক্ষণস্য বিরহাৎ। তদসত্ত্বে তজ্জনকম্ অপি অসজ্জনকত্বেন অসৎ ইত্যনেন ক্রমেণ অসন্তঃ সর্ব্বে এব সন্তানিনঃ ইতি তৎসন্তানঃ নিতরাম্ অসন্, ইতি কস্য প্রতিসংখ্যয়া নিরোধঃ। ন চ সভাগানাং সন্তানিনাং হেতুফলভাবঃ সন্তানঃ, তস্য বিসভাগোৎপাদঃ নিরোধঃ, বিসভাগোৎপাদক এব চ ক্ষণঃ সন্তানস্য অন্ত্যঃ। তথা সতি রূপবিজ্ঞানপ্রবাহে রসাদিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ সন্তানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। কথঞ্চিৎসারূপ্যে বা বিসভাগেঽপি অস্তুতঃ সত্তয়া তৎ অস্তি ইতি ন সন্তানোচ্ছেদঃ। তৎ অনেন অভিসন্ধিনা আহ—"সর্ব্বেষু অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্য অসম্ভবাৎ" ইতি।

"নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ" প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ। অত্র তাবৎ উৎপন্নমাত্রাপ্রবৃত্তস্য ভাবস্য ন প্রতিসংখ্যানিরোধঃ সম্ভবতি, তস্য পুরুষপ্রযত্নাপেক্ষাভাবাৎ ইতি অস্ত্যেব দূষণং, তথাপি দোষান্তরম্ উভয়স্মিন্ অপি নিরোধে ব্রূতে—"ন হি ভাবানাম্" ইতি। যতঃ নিরন্বয়ঃ বিনাশঃ ন সম্ভবতি, অতঃ নিরুপাখ্যোঽপি ন সম্ভবতি তেনৈব অন্বয়িনা রূপেণ ভাবস্য নষ্টস্যাপি উপাখ্যেয়ত্বাৎ। নিরন্বয়বিনাশাভাবে হেতুম্ আহ—"সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু" ইতি। যৎ যদন্বয়িরূপং তৎ তৎপরমার্থসদ্ভাবঃ। অবস্থাস্তু বিশেষাখ্যা, উপজনাপায়ধর্ম্মাণঃ, তাসাং সর্ব্বাসাম্ অনির্ব্বচনীয়তয়া স্বতঃ ন পরমার্থসত্ত্বম্। অন্বয়ি এব তু রূপং তাসাং তত্ত্বম্। তস্য চ সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিনাশঃ, ইতি অবস্থাবতঃ অবিনাশাৎ ন অবস্থানাং নিরন্বয়ো বিনাশ ইতি। তাসাং তত্ত্বস্য অন্বয়িনঃ সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদাৎ।

স্যাদেতৎ, মৃৎপিণ্ড-মৃদ্ঘট-মৃৎকপালাদিষু সর্ব্বত্র মৃৎতত্ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ভবতু এবম্। তপ্তোপলতলপতিতনষ্টস্য তু উদবিন্দোঃ কিম্ অস্তি রূপম্ অন্বয়ি প্রত্যভিজ্ঞায়মানং, যেন অস্য ন নিরন্বয়ো নাশঃ স্যাৎ, ইত্যত আহ—"অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাসু অপি" ইতি। অত্রাপি তৎ তোয়ং তেজসা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্ অম্বুদত্বায় নীয়তে ইতি অনুমেয়ং, মৃদাদীনাম্ অন্বয়িনাম্ অবিচ্ছেদদর্শনাৎ। শক্যং তু তত্র বক্তুম্—

উদবিন্দৌ চ সিন্ধৌ চ তোয়ভাবো ন ভিদ্যতে।
বিনষ্টেঽপি ততো বিন্দাবস্তি তস্যান্বয়োঽম্বুধৌ॥

তস্মাৎ ন কশ্চিদপি নিরন্বয়ো নাশ ইতি সিদ্ধম্।২২

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ।২২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রতিশব্দঃ প্রাতিলোম্যার্থঃ, সংখ্যাশব্দঃ বুদ্ধিবচনঃ ইতি ব্যাচষ্টে—"ভাবে"তি। "প্রতীপা" বিরোধিনী। নন্বন্ত্যসন্তানিনঃ ন ফলানারম্ভকত্বং, যতঃ অসত্ত্বাপত্তিঃ। ন চ ফলারম্ভে সন্তানানুচ্ছেদঃ, ন হি হেতুফলভাবমাত্রং সন্তানঃ, কিন্তু সজাতীয়ানাং হেতুফলভাবঃ, তত্র বিরুদ্ধবিজাতীয়ক্ষণোৎপত্তৌ অপি সজাতীয়হেতুফলভাবরূপসন্তানঃ নিবর্ত্ততে, ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন চ সভাগানাম্" ইতি। হেতুম্ আহ—"তথা সতি" ইতি। সাদৃশ্যং হি সন্তানিনাং জ্ঞানানাং তুল্যজাতীয়বিষয়ত্বেন। বিষয়াণাং চ তুল্যজাতীয়ত্বং কিম্ অপরজাত্যা উত পরজাত্যা? নাদ্যঃ, চৈত্রসন্তানে অনুবর্ত্তমানে এব রূপজ্ঞানসন্তানবিরমে রসজ্ঞানোদয়ে সন্তানোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যুক্তা দ্বিতীয়ং দূষয়তি—"কথঞ্চিৎ" ইতি। সত্তয়া জাত্যা তৎসারূপ্যম্ অস্তি ইতি সোপপ্লবসন্তানোপরমে সতি বিশুদ্ধসন্তানোদয়েঽপি ন সন্তানোচ্ছেদঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। সন্তানগোচরো নিরোধো ভাবগোচরো বা ইতি বিকল্প্য আদ্যং নিরস্য দ্বিতীয়ং নিরস্যতি—"নাপি ভাবগোচরৌ" ইতি। ভাষ্যগতনিরন্বয়-নিরুপাখ্যত্বপদয়োঃ হেতুহেতুমদ্ভাবম্ আহ—"যত" ইতি। অপরিশিষ্যমাণরূপত্বং নিরন্বয়ত্বম্, অসত্ত্বম্ নিরুপাখ্যত্বম্। নন্বস্য ঘটাদেঃ বিনাশঃ স ন অন্বয়ী, যস্য তু সামান্যস্য অন্বয়ঃ তৎ ন নশ্যতি, তৎ কথং সান্বয়ত্বং নাশস্য অত আহ—"যৎ যদন্বয়িরূপম্" ইতি। তপ্তশিলাতলপতিতস্য উদবিন্দোঃ দৃশ্যমানান্বয়িরূপাভাবম্ অঙ্গীকৃত্য অনুমানাৎ অন্বয়ঃ সমর্থিতঃ, ইদানীং প্রত্যক্ষেণ অনুবৃত্তিম্ আহ—"শক্যং তু" ইতি। উদবিন্দৌ উপলতলপতিতে, সিন্ধৌ সমুদ্রে চ তোয়ভাবঃ তোয়ত্বসামান্যং ন ভিদ্যতে। তস্মাৎ উদবিন্দৌ বিনষ্টেঽপি তস্য বিন্দোঃ সামান্যরূপেণ অম্বুধৌ অস্তি অন্বয়ঃ ইতি আন্তরশ্লোকস্য অর্থঃ।২২

ভামতীর অনুবাদ।

ভাব অর্থাৎ বস্তু তাহার প্রতীপ অর্থাৎ প্রতিকূল যে সংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা তাহার দ্বারা যে নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ। বিদ্যমান এই বস্তুকে অবিদ্যমান করিব—বুদ্ধির এই প্রকার অবস্থাকে ভাবপ্রতীপত্ব বলে। ইহার দ্বারাই অপ্রতিসংখ্যানিরোধও ব্যাখ্যা করা হইল। নিরোধটী কি সন্তানগোচর হইবে, অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে বস্তুর যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহার হইবে? অথবা নিরোধটী সন্তানিক্ষণগোচর হইবে? অর্থাৎ সন্তানী—একএকটী বস্তুর নিরোধ হইবে? কিন্তু সন্তানের নিরোধ সম্ভব নহে; কারণ, হেতুফলভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে ব্যবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যমান উদয়ব্যয়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল সন্তানীসকলই সন্তান নামে অভিহিত হয়। তাহার মধ্যে অন্ত্য অর্থাৎ সকলের শেষে উৎপন্ন হয় যে সন্তানী—যাহার বিনাশবশতঃ সন্তানের উচ্ছেদ হইবে, সেই সন্তানী কোন ফল আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন করে কিনা? যদি উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সে অন্ত্য অর্থাৎ সকলের শেষে বর্ত্তমান হইবে না, এবং তাহা হইলে সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না। আর যদি কোন ফল উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সে অন্ত্য হইবে বটে, কিন্তু অসৎ হইবে, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। কারণ, তাহার (তোমার অভিপ্রেত) অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তা নাই। তাহা অসৎ হইলে অসতের জনক বলিয়া তাহার কারণও অসৎ হইবে—এই প্রকারে সকল সন্তানীই অসৎ হইবে, অতএব সেই সন্তানীর সন্তানও একেবারেই অসৎ হইবে। অতএব প্রতিসংখ্যার দ্বারা কাহার নিরোধ হইবে? আর সভাগ অর্থাৎ সজাতীয় সন্তানীসকলের কার্য্যকারণভাবই সন্তান, তাহার বিসভাগ অর্থাৎ বিজাতীয় সন্তানীর উৎপাদই নিরোধ, এবং বিজাতীয় সন্তানীর উৎপাদকক্ষণই সন্তানের অন্ত্যক্ষণ—ইহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে রূপবিজ্ঞানপ্রবাহের মধ্যে রসজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে সন্তানের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। আর যদি যে কোনপ্রকার সারূপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকিলেই সন্তান থাকে, তাহা হইলে বিজাতীয় সন্তানীতেও অন্ততপক্ষে সত্তার দ্বারা সারূপ্য থাকে, অতএব সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না। সেইজন্য এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**সর্ব্বেষু অপি সন্তানেষু** ইত্যাদি।

আর বস্তুর প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ সম্ভব নহে; এখানে (যদিও) উৎপন্ন হইবামাত্র অপ্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তিশূন্য যে বস্তু, তাহার প্রতিসংখ্যানিরোধ সম্ভব নহে; কারণ, তাহার পুরুষের প্রযত্নের কোন অপেক্ষা নাই, এই দোষই হয়, তাহা হইলেও **ন হি ভাবানাম্**—এই গ্রন্থে উভয় নিরোধেই অন্যদোষ বলিতেছেন। যেহেতু নিরন্বয় বিনাশ অর্থাৎ যে বিনাশের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এইরূপ বিনাশ সম্ভব নহে, অতএব নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ বা নিঃস্বরূপ হওয়াও সম্ভব নহে। কারণ, সেই অন্বয়িরূপের দ্বারাই অর্থাৎ যে রূপ কার্য্য নষ্ট হইলেও অবশিষ্ট বস্তুতে অনুগত হয়, যেমন ঘটের মৃত্তিকাত্ব, সেই রূপের দ্বারাই বিনষ্ট কার্য্যও উপাখ্যেয় অর্থাৎ নির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ব্যবহারের যোগ্য হয়। **সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু** এই গ্রন্থে নিরন্বয় বিনাশ না হওয়ার পক্ষে হেতু বলিতেছেন। যাহা যাহার (ঘটাদিকার্য্যের) অন্বয়িরূপ অর্থাৎ যে রূপ সকল অবস্থাতেই অনুগত হয়, তাহাই তাহার (ঘটাদিকার্য্যের) পরমার্থসদ্ভাব অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তা। কিন্তু বিশেষাখ্য অর্থাৎ ঘট শরাব ইত্যাদি বিশেষনামযুক্ত অবস্থাসকল উপজনাপায়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল, সেই সকল অবস্থাই অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বভাবতই তাহারা বাস্তবিক সত্য নহে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উভয়থা চ দোষাৎ।২৩

ভামতীর অনুবাদ।

তাহাদের অন্বয়িরূপই সত্য, এবং সকল অবস্থাতেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া বিনাশ হয় না, এইরূপে অবস্থাবিশিষ্টের বিনাশ না হওয়ায় অবস্থাসকলের নিরন্বয়বিনাশ হয় না। কারণ, তাহাদের অন্বয়িতত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কার্য্যে অনুগত যথার্থ রূপের সকল অবস্থাতেই অবিচ্ছিন্নভাব থাকে।

আচ্ছা—মৃৎপিণ্ড, মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট, মৃৎকপালাদি সকল অবস্থাতে মৃত্তিকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া এরূপ হইতে পারে। কিন্তু উত্তপ্ত শিলার উপর পতিত হইবামাত্র বিনষ্ট জলবিন্দুর প্রত্যভিজ্ঞা হইবার উপযুক্ত অন্বয়িরূপ কি আছে, যেজন্য ইহার নিরন্বয় বিনাশ হইবে না। এইজন্য **অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্বপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। এখানেও সেই জল তেজঃদ্বারা মেঘ হইবার জন্য সূর্য্যমণ্ডলে নীত হয়, ইহা অনুমান করিতে হইবে; কারণ, অন্বয়িমৃত্তিকাদির অবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ইহা বলিতে পার—

উদবিন্দৌ চ সিন্ধৌ চ তোয়ভাবো ন ভিদ্যতে।
বিনষ্টেঽপি ততো বিন্দাবস্তি তস্যান্বয়োঽম্বুধৌ॥

অর্থাৎ বিন্দুমাত্র জলে এবং সমুদ্রে জলত্বের কোন ভেদ নাই, অতএব বিন্দু নষ্ট হইলেও জলত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম-পুরস্কারে সমুদ্রে তাহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে। অতএব কোন বিনাশই নিরন্বয় হয় না।২২

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়থা চ দোষাৎ।২৩

যোঽয়ম্ অবিদ্যাদিনিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধান্তঃপাতী পরপরিকল্পিতঃ স সম্যগ্‌-জ্ঞানাৎ বা সপরিকরাৎ স্যাৎ স্বয়মেব বা। পূর্ব্বস্মিন্ বিকল্পে নির্হেতুকবিনাশাভ্যুপগম-হানিপ্রসঙ্গঃ। উত্তরস্মিংস্তু মার্গোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। এবম্ উভয়থাপি দোষপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমিদং দর্শনম্।২৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—তোমার মতে অবিদ্যাবিনাশ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয়, অথবা স্বভাববশতই হয়। প্রথমপক্ষে বিনা কারণে অবিদ্যার নাশ হয়, ইহা যে স্বীকার করিয়াছ, তাহা নষ্ট হয়, দ্বিতীয়পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের যে উপায় বলিয়াছ, তাহা বৃথা হয়। **উভয়থা চ** এই উভয়প্রকারেই **দোষাৎ** অর্থাৎ দোষ হয় বলিয়া বৌদ্ধমত অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—এই যে অবিদ্যাদির বিনাশকে প্রতিসংখ্যানিরোধের অন্তর্গত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা যমনিয়মাদি পরিকর অর্থাৎ সামগ্রীসহকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইতে হয়, অথবা স্বভাবশতই হয়? প্রথমপক্ষে বিনা কারণে অবিদ্যার বিনাশ হয়, ইহা যে স্বীকার করিয়াছ, তাহার হানি হয়, এবং দ্বিতীয়পক্ষে মার্গোপদেশ অর্থাৎ জগত ক্ষণিক ইত্যাদি ভাবনা করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে, এইরূপ উভয়প্রকারেই দোষের আপত্তি হয় বলিয়া বৌদ্ধমত অসঙ্গত।২৩

ভামতী।

পরিকরঃ সামগ্রী সম্যগ্‌জ্ঞানস্য যমনিয়মাদিঃ শ্রবণমননাদিশ্চ। মার্গাঃ ক্ষণিকনৈরাত্ম্যাদি ভাবনাঃ। অতিরোহিতম্ অন্যৎ।২৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মোক্ষাপ্তিহেতুত্বাৎ ভাবনায়া মার্গত্বম্।

ভামতীর অনুবাদ।

পরিকর অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের সামগ্রী, যম নিয়ম ইত্যাদি এবং শ্রবণ মনন ইত্যাদি। মার্গ অর্থাৎ ক্ষণিক ও নৈরাত্ম্যাদি ভাবনা। অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক, এবং তাহাদের আত্মা নাই—এইরূপ ভাবনা। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।২৩

* ইহাতে প্রথমান্তপদ নাই, সুতরাং ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্রবিশেষ। "চ"কার দ্বারাও তাহাই স্পষ্ট হইতেছে। এই সূত্রটী ভাস্করভাষ্যে নাই।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

আকাশে চাবিশেষাৎ।২৪

।

আকাশে চাবিশেষাৎ।২৪

যচ্চ তেষাম্ এব অভিপ্রেতং নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ নিরুপাখ্যম্ ইতি, তত্র নিরোধদ্বয়স্য নিরুপাখ্যত্বং পুরস্তাৎ নিরাকৃতম্। আকাশস্য ইদানীং নিরাক্রিয়তে। আকাশে চ অযুক্তো নিরুপাখ্যত্বাভ্যুপগমঃ, প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরিব বস্তুত্বপ্রতিপত্তেঃ অবিশেষাৎ। আগমপ্রামাণ্যাৎ তাবৎ "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতিভ্য আকাশস্য চ বস্তুত্বসিদ্ধিঃ। বিপ্রতিপন্নান্ প্রতি তু শব্দগুণানুমেয়ত্বং বক্তব্যম্। গন্ধাদীনাং গুণানাং পৃথিব্যাদিবস্তাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ।

অপিচ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতাম্, একস্মিন্ সুপর্ণে পততি আবরণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সুপর্ণান্তরস্য উৎপিৎসতঃ অনবকাশত্বপ্রসঙ্গঃ। যত্র আবরণাভাবঃ তত্র পতিষ্যতি ইতি চেৎ? যেন আবরণাভাবঃ বিশিষ্যতে, তৎ তর্হি বস্তুভূতম্ এব আকাশং স্যাৎ, ন আবরণাভাবমাত্রম্।

অপিচ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশং মন্যমানস্য সৌগতস্য স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ প্রসজ্যেত। সৌগতে হি সময়ে—

"পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়া"

ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাদীনাম্ অন্তে—

"বায়ুঃ কিংসংনিশ্রয়ঃ"

ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি—

"বায়ুঃ আকাশসংনিশ্রয়ঃ" ইতি।

তৎ আকাশস্য অবস্তুত্বে ন সমঞ্জসম্ স্যাৎ। তস্মাৎ অপি অযুক্তম্ আকাশস্য অবস্তুত্বম্। অপিচ নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ ত্রয়মপি এতৎ নিরুপাখ্যম্ অবস্তু নিত্যং চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন হি অবস্তুনঃ নিত্যত্বম্ অনিত্যত্বং বা সম্ভবতি, বস্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্য। ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে হি ঘটাদিবৎ বস্তুত্বমেব স্যাৎ, ন নিরুপাখ্যত্বম্।২৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—শ্রুতি ও অনুমানদ্বারা **আকাশে চ** অর্থাৎ আকাশেও পৃথিব্যাদির মত বস্তু বলিয়া বোধ হইবার পক্ষে **অবিশেষাৎ** অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকায় আকাশ নিরুপাখ্য নহে।

ভাষ্যার্থ—আর তাঁহারা যে মনে করেন—নিরোধদ্বয় ও আকাশ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বা তুচ্ছ, তাহার মধ্যে নিরোধদ্বয় যে নিরুপাখ্য; তাহা পূর্ব্বে নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে আকাশের নিরুপাখ্যত্ব নিরাস করা হইতেছে। আকাশেও নিরুপাখ্যত্ব স্বীকার করা উচিত নহে; কারণ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের মত বস্তুত্বপ্রতিপত্তির পক্ষে অর্থাৎ বস্তু বলিয়া বোধ হইবার পক্ষে কোন বিশেষ নাই। বেদের প্রামাণ্যবশতঃ যথা—**আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ** অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আকাশ যে বস্তু, তাহা সিদ্ধ হয়। আর বিপ্রতিপন্নের প্রতি অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিকে শ্রদ্ধা করে না তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, শব্দরূপ গুণদ্বারা আকাশের অনুমান হয়। কারণ, গন্ধাদি গুণসকল পৃথিব্যাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহা দেখা যায়।

আরও যাঁহারা আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে একটি সুপর্ণ অর্থাৎ

* এ সূত্রটীও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র। কারণ, এখানেও প্রথমান্ত পদ নাই, এবং হেতুর সমুচ্চয়বোধক চকার রহিয়াছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[আকাশে চাবিশেষাৎ ।২৪]

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষী আকাশে বিচরণ করিলে আবরণ হওয়ায় অন্য পক্ষী উড়িতে ইচ্ছা করিলে তাহার অবকাশ না হউক ! অর্থাৎ একটি পক্ষী আকাশে উড়িতে থাকিলে আবরণের অভাব ত থাকিল না, অতএব আবরণের অভাবরূপ আকাশ না থাকায় অপর পক্ষীর উড়িবার অবকাশ থাকিবে না। যদি বল যেখানে আবরণ নাই, সেখানে উড়িবে ? তাহা হইলে যাহার দ্বারা আবরণের অভাবকে বিশেষ করিবে, তাহা বস্তুস্বরূপই আকাশ হইবে, কেবল আবরণের অভাব নহে।

আরও যিনি আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলিয়া মনে করেন, সেই বৌদ্ধের মতে, তিনি নিজে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহারও সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। কারণ, বৌদ্ধমতে—

পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়া ?

"হে ভগবন্ ! পৃথিবী কাহাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরপ্রবাহে পৃথিব্যাদির শেষে—

বায়ুঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ

"বায়ু কাহাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে" এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—

বায়ুঃ আকাশসন্নিশ্রয়ঃ

"বায়ু আকাশকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে"।* আকাশ যদি বস্তু না হয়, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় না। (কারণ, অবস্তু কখনও কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না।) অতএব আকাশ বস্তু নহে—ইহা অসঙ্গত।

---

* এস্থলে "পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়া, বায়ুঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ, বায়ুরাকাশসন্নিশ্রয়ঃ" ইহার মূল বুদ্ধবাক্য আমরা পাইলাম না। ত্রিপিটকের অন্তর্গত দীঘ্‌নিকায় মহাপরিনির্ব্বাণসুত্তে দেখা যায়, যথা—"অয়ম্ আনন্দ মহাপঠ্‌ঠবী উদকে পতিঠ্‌ঠিতা, উদকং বাতে পতিঠ্‌ঠিতম্ বাতো আকাশঠ্‌ঠো হোতি"। মনতুঙ্গ সংস্করণ ৬৬ পৃষ্ঠা। ইহাই আবার নাগসেনকে সম্বোধন করিয়া মিলিন্দা প্রশ্নে আছে। ইহারই সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থেও আছে। কিন্তু ইহা ভূমিকম্পের কারণনির্ণয়প্রসঙ্গে তথায় উক্ত—প্রশ্নপ্রতিবচনরূপে আশ্রয়নির্ণয়-প্রসঙ্গে নহে। কিন্তু অভিধর্ম্মকোষের যশোমিত্রের টীকায় আছে—"উক্তং হি ভগবতা পৃথিবী ভো গৌতম কুত্র প্রতিষ্ঠিতা ? পৃথিবী ব্রাহ্মণ অপ্‌মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা। অপ্‌মণ্ডলং ভো গৌতম ক্ব প্রতিষ্ঠিতম্ ? বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতম্। বায়ুঃ ভো গৌতম ক্ব প্রতিষ্ঠিতঃ ? আকাশে প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশং ভো গৌতম কুত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ? অতিসরসি মহাব্রাহ্মণ, অতিসরসি মহাব্রাহ্মণ, আকাশং ব্রাহ্মণ অপ্রতিষ্ঠিতম্ অনালম্বনমিতি বিস্তরঃ, তস্মাৎ অস্তি আকাশম্ ইতি বৈভাষিকা।" জাপানী সংস্করণ ১ম ভাগ, ১৫ পৃঃ। যাহা হউক এস্থলেও শঙ্করাচার্য্যধৃতপাঠের সহিত কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও অর্থ ও প্রসঙ্গের সাম্য আছে। কিন্তু তাহা হইলেও যশোমিত্র আকরগ্রন্থের নাম করিলেন না। সুতরাং কোন্ গ্রন্থ হইতে আচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জানা গেল না। ফলতঃ, যাঁহারা আজকাল আচার্য্যের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা কল্পনা করিয়া বলেন—আচার্য্যকর্ত্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডিত হয় নাই—তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পূর্ব্বতন অনেক টীকাকারেরও এই গ্রন্থের নাম বা সন্ধান জানা নাই, দেখা যাইতেছে। যশোমিত্র ও চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি টীকাকারগণ বৈভাষিকমতে আকাশকে ভাবপদার্থ বলেন। শান্তরক্ষিতও এ বিষয়ে মীমাংসকের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অনাবরণস্বভাবের স্পষ্ট অর্থ আবরণের অভাবই হয়। আর জড় ভাববস্তুর নিত্যতা অসঙ্গত হয় বলিয়া সূত্রকারের সময় বৌদ্ধগণই ইহাকে অভাবপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সূত্রকারপ্রভৃতির এই খণ্ডন দেখিয়া বুদ্ধদেবের সময় হইতে ইহাকে ভাবপদার্থ বলা হয়। ভাস্করভাষ্যেও আকাশের বস্তুত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য একটী বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা—

আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ। তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াজ্ জগদ্‌দুঃখানি নিঘ্নতঃ॥ (২।২।২৪ ভাষ্য)

এইজন্য প্রাচীন ও বৈদিক বৌদ্ধমত একটা স্বীকার্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধমতখণ্ডনে কপিলমতখণ্ডনের ন্যায় ভাষ্যকারকর্ত্তৃক বেদপ্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় বৈদিকপূর্ব্বপক্ষরূপ বৌদ্ধমতের সত্তাই সিদ্ধ হয়। আকাশের অবস্তুত্বসম্বন্ধে শূন্যবাদীর লঙ্কাবতারসূত্রের (জাপান সংস্করণ ১৭৭ পৃষ্ঠায়) ৩য় পরিচ্ছেদে আছে—

"নির্ব্বাণাকাশনিরোধানাং মহামতে তত্ত্বমেব নোপলভ্যতে সংখ্যায়াম্"।

চতুঃশতক ও আর্য্যাসচর্য্যগাথাতেও আকাশের নিরূপাখ্যতা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। মাধ্যমিককারিকা টীকায় চতুঃশতকবচন, যথা—

"আকাশং শশশৃঙ্গং চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ। অসন্তশ্চাভিলপ্যন্তে তথা ভাবেষু কল্পনা"॥ ৫২৮ পৃঃ

এবং আর্য্যাসচর্য্যগাথাবচন, যথা—

"আকাশনিশ্রিতসমারুত আপস্কন্ধো তন্নিশ্রিতা মহী পৃথিবী জগচ্চ" ১৬৬।১০ পৃঃ।

আর বৌদ্ধমতের মতভেদদ্বারা সামঞ্জস্য করিতে গেলে বৌদ্ধমতের বিকৃতি তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল—ইহাই সিদ্ধ হইবে। এইজন্য মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিকৃতি বা সংস্কার বুদ্ধদেবের দ্বারা হয়, এবং তাঁহার মতও আবার তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা বিকৃত বা সংস্কৃত হয়। আর সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতটী সৌত্রান্তিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ সাধারণ একটী মতবাদ। কারণ, বিষ্ণুপুরাণের (৩।১৭।৯—৩।১৮।৩৩ শ্লোকে) বৌদ্ধমতটী শ্রীধরস্বামী তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বেদান্তসারে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদেরই মূলস্বরূপ শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সূত্রমধ্যে সৌত্রান্তিক মতখণ্ডন আছে। এস্থলে বুদ্ধবাক্যের দ্বারা বৌদ্ধমতখণ্ডনটী নবীন ও প্রাচীন বৌদ্ধমতের সত্তা যেরূপ সিদ্ধ করে, তদ্রূপ তাহাদের বিরোধও প্রমাণিত করে। অতএব বেদবাক্যদ্বারা সেই বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতটীই বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপ প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিতে হয়।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[আকাশে চাবিশেষাৎ।২৪]

ভাষ্যানুবাদ।

আরও নিরোধদ্বয় ও আকাশ এই তিনটিই তুচ্ছ অবস্তু ও নিত্য—ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিরুদ্ধ। কারণ, অবস্তুর নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহার বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইলে ঘটাদির মত আকাশ বস্তুই হইবে—তুচ্ছ নহে।২৪

ভামতী।

"আকাশে চ অবিশেষাৎ" এতৎ ব্যাচষ্টে—"যচ্চ তেষামি"তি। বেদপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্নান্ অপি প্রতি শব্দগুণানুমেয়ত্বম্ আকাশস্য বক্তব্যম্। তথাহি—জাতিমত্ত্বেন সামান্যবিশেষসমবায়েভ্যো বিভক্তস্য শব্দস্য অস্পর্শত্বে [জাতিমত্ত্বে চ] সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বেন গন্ধাদিবৎ গুণত্বম্ অনুমিতম্। নায়ম্ আত্মগুণঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ গন্ধবৎ। অতএব ন মনোগুণঃ, তদ্‌গুণানাম্ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ। ন পৃথিব্যাদিগুণঃ, তদ্‌গুণগন্ধাদিসাহচর্য্যানুপলব্ধেঃ। তস্মাৎ গুণো ভূত্বা গন্ধাদিবৎ অসাধারণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ যদ্‌দ্রব্যম্ অনুমাপয়তি, তৎ আকাশং পঞ্চমং ভূতং বস্তু ইতি।

"অপি চ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছত" ইতি। নিষেধ্য-নিষেধাধিকরণনিরূপণাধীননিরূপণো নিষেধঃ ন অসতি অধিকরণনিরূপণে শক্যঃ নিরূপয়িতুম্। তচ্চ আবরণাভাবাধিকরণম্ আকাশং বস্তু ইতি। অতিরোহিত[ার্থ]ম্ অন্যৎ।২৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

শব্দস্য আকাশাশ্রয়ত্বং পরিশেষতঃ সাধয়তি—"তথাহি" ইতি। তস্য হি ন তাবৎ দ্রব্যাদিভ্যঃ অন্যত্র প্রসঙ্গঃ। প্রসক্তে চ তেষু ষট্‌সু অন্তর্ভাবে সামান্যাদিত্রয়ে তাবৎ অনন্তর্ভাবম্ আহ—"জাতিমত্ত্বেন" ইতি। ত্রয়াণাং নিঃসামান্যরূপত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্রব্যকর্ম্মণোঃ অনন্তর্ভাবম্ আহ—গুণত্বেন শব্দস্য আকাশাশ্রয়ত্বসিদ্ধয়ে—"অস্পর্শে"তি। শব্দো গুণঃ জাতিমত্ত্বে সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ গন্ধবৎ ইত্যর্থঃ। "বায়ুঃ স্পার্শনপ্রত্যক্ষঃ" ইতি মতে তস্মিন্ ব্যভিচারাভাবায়—"অস্পর্শত্বে"ত্যুক্তিঃ। দিগাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্ "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে"তি। দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যদ্রব্যবারণায় "একে"তি। একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগন্ধত্বাদিজাতেঃ অপাকরণায়—"জাতিমত্ত্বে সতি" ইতি। তথাবিধাত্মব্যুদাসায় বাহ্যেতি উক্তম্।২৪

ভামতীর অনুবাদ।

আকাশে চ অবিশেষাৎ এই সূত্রকে **যচ্চ তেষাম্** এই গ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাহারা বেদের প্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদিগের প্রতিও শব্দগুণদ্বারা আকাশ অনুমেয়, ইহা বলিতে হইবে। যথা—জাতিবিশিষ্ট বলিয়া সামান্য বিশেষ ও সমবায় হইতে ভিন্ন শব্দ, স্পর্শশূন্য হইয়াও জাতিবিশিষ্ট হইয়া একটিমাত্র বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া, গন্ধাদির মত গুণ, ইহা অনুমান করা হইয়াছে। এই শব্দ আত্মগুণ নহে; কারণ, ইহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যেমন গন্ধ। এই জন্যই মনের গুণ নহে; কারণ, মনোগুণগুলি প্রত্যক্ষ হয় না। পৃথিবী প্রভৃতির গুণও নহে; কারণ, তাহাদের গুণ গন্ধাদির সাহচর্য্য অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত সমানাধিকরণ বলিয়া উপলব্ধ হয় না। অতএব গুণ হইয়া গন্ধাদির ন্যায় অসাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে জানিতে পারা যায়, সেই শব্দ, যে দ্রব্যকে অনুমান করাইয়া দিতেছে, তাহা পঞ্চম ভূত—আকাশ বস্তু, অবস্তু নহে।

"অপি চ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতঃ" এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—নিষেধ্য-নিষেধাধিকরণনিরূপণাধীননিরূপণ নিষেধটী অর্থাৎ যাহার নিষেধ করা হইতেছে সেই প্রতিযোগীর, এবং নিষেধের যাহা অধিকরণ, তাহার নিরূপণবশতঃ যাহার নিরূপণ অর্থাৎ নিশ্চয় করা হয়, এইরূপ যে নিষেধপদার্থ, তাহা অধিকরণের নিশ্চয় না হইলে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কোন স্থানে কোন বস্তুর নিষেধ করিতে হইলে যাহার নিষেধ করা হইতেছে, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং যেখানে নিষেধ করিতেছি, সেই স্থানেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত নিষেধ করা যায় না। যেমন **ভূতলে ঘট নাই** বলিলে ভূতলের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং ঘটেরও জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। ইহা না হইলে ভূতলে ঘট নাই—ইহা বলা যায় না। আর সেই আবরণাভাবের অধিকরণ আকাশ বস্তু। (তুচ্ছ বা নিঃস্বরূপ নহে) অবশিষ্টভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।২৪

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫

অপি চ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ক্ষণিকতাম্ অভ্যুপয়ন্ উপলব্ধুরপি ক্ষণিকত্বাম্ অভ্যুপেয়াৎ। ন চ সা সম্ভবতি, অনুস্মৃতেঃ। অনুভবম্ উপলব্ধিম্ অনু উৎপদ্যমানং স্মরণমেব অনুস্মৃতিঃ। সা চ উপলব্ধ্যেককর্ত্তৃকা সতী সম্ভবতি, পুরুষান্তরোপলব্ধিবিষয়ে পুরুষান্তরস্য স্মৃত্যদর্শনাৎ। কথং হি 'অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্ ইদং পশ্যামি' ইতি চ পূর্ব্বোত্তর-দর্শিনি একস্মিন্ অসতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ?

অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি একস্মিন্ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রসিদ্ধঃ—অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্ ইদম্ পশ্যামি ইতি। যদি চ তয়োঃ ভিন্নঃ কর্ত্তা স্যাৎ ততঃ অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি প্রতীয়াৎ। ন তু এবং প্রত্যেতি কশ্চিৎ। যত্র এবং প্রত্যয়ঃ তত্র দর্শনস্মরণয়োঃ ভিন্নমেব কর্ত্তারং সর্ব্বলোকঃ অবগচ্ছতি—স্মরামি অহম্ অসৌ অদঃ অদ্রাক্ষীৎ ইতি। ইহ তু অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্ ইতি দর্শনস্মরণয়োঃ বৈনাশিকোঽপি আত্মানমেব একং কর্ত্তারম্ অবগচ্ছতি। ন নাহম্ ইতি আত্মনো দর্শনং নির্ব্বৃত্তং নিহ্নুতে। যথা অগ্নিঃ অনুষ্ণঃ অপ্রকাশ ইতি বা। তত্র এবং সতি একস্য দর্শনস্মরণলক্ষণক্ষণদ্বয়সম্বন্ধে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরিহার্য্যা বৈনাশিকস্য স্যাৎ।

তথা অনন্তরাম্ অনন্তরাম্ আত্মন এব প্রতিপত্তিং প্রত্যভিজানন্ এককর্ত্তৃকাম্ আ উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ অতীতাশ্চ প্রতিপত্তীঃ আজন্মনঃ আত্মৈককর্ত্তৃকাঃ প্রতিসন্দধানঃ কথং ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিকঃ ন অপত্রপেত।

স যদি ব্রূয়াৎ সাদৃশ্যাৎ এতৎ সংপৎস্যতে ইতি। তং প্রতিব্রূয়াৎ—তেন ইদং সদৃশম্ ইতি দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সাদৃশ্যস্য ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ সদৃশয়োঃ দ্বয়োঃ বস্তুনোঃ গ্রহীতুঃ একস্য অভাবাৎ, সাদৃশ্যনিমিত্তং প্রতিসন্ধানম্ ইতি মিথ্যাপ্রলাপঃ এব স্যাৎ। স্যাচ্চেৎ পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ সাদৃশ্যস্য গ্রহীতা একঃ, তথা সতি একস্য ক্ষণদ্বয়াবস্থানাৎ ক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা পীড্যেত।

তেন ইদং সদৃশম্ ইতি প্রত্যয়ান্তরমেব ইদং, ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণনিমিত্তম্ ইতি চেৎ? ন, তেন ইদম্ ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ। প্রত্যয়ান্তরমেব চেৎ সাদৃশ্যবিষয়ং স্যাৎ তেন ইদম্ সদৃশম্ ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ অনর্থকঃ স্যাৎ। সাদৃশ্যম্ ইত্যেব প্রয়োগঃ প্রাপ্নুয়াৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অনুভবের পর জন্মে যে স্মৃতি, তাহা **অনুস্মৃতি,** সেই অনুস্মৃতি হয় বলিয়া, যাহার অনুভব হয়, সেই আত্মা ক্ষণিক নহে।

ভাষ্যার্থ—আরও বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক স্বীকার করিয়া উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা আত্মারও ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ, অনুস্মৃতি হয়। অনুভব অর্থাৎ উপলব্ধির পরে উৎপন্ন হয় যে স্মরণ, তাহাই অনুস্মৃতি। আর তাহা **উপলব্ধ্যেককর্ত্তৃকা** অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনুভবের কর্ত্তা, সেই স্মরণের কর্ত্তা হইলে সম্ভব হয়। কারণ, অন্য ব্যক্তির অনুভূতবিষয়ে অন্যব্যক্তির স্মৃতি হইতে

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় এবং হেতু সমুচ্চয়বোধক "চ"কার থাকায়, ইহাও আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্র।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভাষ্যানুবাদ।

দেখা যায় না। "আমি উহা দেখিয়াছিলাম" এবং "ইহা দেখিতেছি"—এই প্রত্যয় পূর্ব্বাপর বস্তুর দ্রষ্টা একব্যক্তি না হইলে কি করিয়া হয় ?

আরও দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা একব্যক্তিতে যে প্রত্যভিজ্ঞারূপপ্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, ইহা সকল লোকেরই নিকট প্রসিদ্ধ। যথা, যে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম সেই আমি তাহা আজ স্মরণ করিতেছি এবং যে আমি ইহা দেখিয়াছিলাম সেই আমি আজ ইহা দেখিতেছি, ইত্যাদি। যদি তাহাদের কর্ত্তা ভিন্ন হইত, তাহা হইলে, "আমি স্মরণ করিতেছি" এবং "অপর ব্যক্তি দেখিয়াছিল"—ইহা মনে হইত। কিন্তু এরূপ ত কেহ মনে করে না। যেখানে এইরূপ মনে হয়, সেখানে দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা ভিন্নই লোকে মনে করে, যথা—"আমি ইহা স্মরণ করিতেছি," এবং "সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছিল"। এখানে কিন্তু "আমি ইহা দেখিয়াছিলাম"—এই রূপে দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা এক আত্মাকেই বৌদ্ধও অনুভব করেন। "আমি দেখি নাই"—এই বলিয়া পূর্ব্বে নিষ্পন্ন আত্মার দর্শনকে নিহ্নব অর্থাৎ গোপন করেন না, যেমন অগ্নি উষ্ণ নহে, অথবা প্রকাশযুক্ত নহে। সেখানে এইরূপ হইলে একব্যক্তির দর্শন ও স্মরণরূপ দুইক্ষণের সহিত সম্বন্ধ হইলে বৌদ্ধের পক্ষে সকল বস্তুর ক্ষণিকত্বস্বীকারের ব্যাঘাত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

আর এখন হইতে উত্তম উচ্ছ্বাস অর্থাৎ শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত **অনন্তরাম্ অনন্তরাম্** অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎপন্ন নিজেরই জ্ঞানকে **এককর্ত্তৃক** অর্থাৎ আমিই ইহা করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা করিয়া, এবং জন্ম হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অতীত জ্ঞানগুলিকে একমাত্র আত্মকর্ত্তৃক উৎপন্ন অর্থাৎ আমারই এই সকল জ্ঞান হইয়াছে—ইহা প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ জানিয়া ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ লজ্জিত হইবেন না কেন ?

তিনি যদি বলেন—সাদৃশ্যবশতঃ ইহা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মবাদী তাহাকে বলিবে—ইহা তাহার সদৃশ, এই সাদৃশ্যটি ইহা (অনুযোগী) তাহার (প্রতিযোগীর) এই দুইটির অধীন বলিয়া ক্ষণিকবাদীর মতে সদৃশবস্তুদ্বয়ের জ্ঞানকর্ত্তা একব্যক্তি না থাকায় সাদৃশ্যবশতঃ এই জ্ঞান হইয়াছে, ইহা কেবল মিথ্যাপ্রলাপ করা হইবে। সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে পারে, যদি পূর্ব্বাপর বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্যজ্ঞানের কর্ত্তা একজন হয়, তাহা হইলে একব্যক্তির দুইক্ষণে অবস্থান হওয়ায় সকল বস্তুই ক্ষণিক বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা নষ্ট হইবে।

যদি বলেন—ইহা তাহার তুল্য—এই জ্ঞানটি স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান, পূর্ব্বাপর বস্তুদ্বয়ের জ্ঞানজন্য নহে। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, ইহা তাহার সদৃশ—এই জ্ঞানটি ইদং পদার্থ ও তৎ পদার্থ এই দুইটি ভিন্ন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য জ্ঞানটি (যদি বস্তুদ্বয়ের জ্ঞানজন্য না হইয়া) অন্য একটি জ্ঞানই হইত, তাহা হইলে ইহা তাহার তুল্য—এইরূপ বাক্যব্যবহার অনর্থক হইত। কেবল **সদৃশ** এইরূপ বাক্যপ্রয়োগই হইত।

ভামতী।

বিভজতে—"অপি চ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ" ইতি। যস্তু সত্যপি এতস্মিন্ উপলব্ধি-স্মর্ত্রোঃ অন্যত্বেঽপি সমানা[কারা]য়াং সন্ততৌ কার্য্যকারণভাবাৎ স্মৃতিঃ উপপদ্যতে ইতি মন্যমানঃ ন পরিতুষ্যতি তং প্রতি প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাতপ্রত্যক্ষবিরোধম্ আহ—"অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি" ইতি। "ততঃ অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি প্রতীয়াৎ" অহং স্মরামি, অন্যস্তু অদ্রাক্ষীৎ ইত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষবিরোধপ্রপঞ্চস্তু উত্তরঃ। "আজন্মনঃ আ চ উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ" আমরণাৎ ইত্যর্থঃ। ন চ সাদৃশ্যনিবন্ধনং প্রত্যভিজ্ঞানং, পূর্ব্বাপরক্ষণদর্শিনঃ একস্য অভাবে তদনুপপত্তেঃ। শঙ্কতে—"তেনেদং সদৃশম্" ইতি। অয়মর্থঃ—বিকল্পপ্রত্যয়োঽয়ং, বিকল্পশ্চ স্বাকারং বাহ্যতয়া অধ্যবস্যতি, ন তু তত্ত্বতঃ পূর্ব্বাপরৌ ক্ষণৌ তয়োঃ সাদৃশ্যং বা গৃহ্ণাতি। তৎ কথম্ একস্য অনেকদর্শিনঃ স্থিরস্য প্রসঙ্গ ইতি ? নিরাকরোতি—"ন, তেন ইদম্ ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ" ইতি। নানাপদার্থসংভিন্নবাক্যার্থাবভাসঃ তাবৎ অয়ং বিকল্পঃ প্রথতে। তত্র এতে নানাপদার্থা ন প্রথন্তে ইতি ব্রুবাণঃ স্বসংবেদনং বাধেত। ন চ একস্য জ্ঞানস্য নানাকারত্বং সম্ভবতি, একত্ববিরোধাৎ। ন চ তাবন্তি এব জ্ঞানানি ইতি যুক্তং ;

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ।২৫]

ভামতী।

তথা সতি প্রত্যাকারং জ্ঞানানাং সমাপ্তেঃ, তেষাং চ পরস্পরবার্ত্তাজ্ঞানাভাবাৎ নানা ইত্যেব ন স্যাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বাপরক্ষণতৎসাদৃশ্যগোচরত্বং জ্ঞানস্য বক্তব্যম্। ন চ এতৎ পূর্ব্বাপরক্ষণাবস্থায়িনম্ একং জ্ঞাতারং বিনা, ইতি ক্ষণভঙ্গভঙ্গপ্রসঙ্গঃ।

বেদান্তকল্পতরু।

"সত্যপি এতস্মিন্" অনুস্মরণে ইত্যর্থঃ। উপলব্ধিস্মর্ত্রোঃ অন্যত্বেঽপি স্মৃতিঃ উপপংস্যতে ইত্যন্বয়ঃ। অস্মিন্ মতে ক্রিয়াতিরিক্তকর্ত্রভাবাৎ উপলব্ধিস্মৃতী এব উপলব্ধৃস্মর্ত্তারৌ তয়োর্ভেদেঽপি একসন্ততিগতত্বেন কার্য্যকারণভাবাৎ ন অতিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং ভবতি। প্রত্যভিজ্ঞাত্বেন সমাজ্ঞাতঃ সম্যক্ জ্ঞাতম্। অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি যথাশ্রুতে অপপ্রয়োগতা স্যাৎ তাং পরিহরতি—"অহং স্মরামি" ইতি। পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণাভাবে তেন ইদম্ ইত্যাকারপ্রত্যয়োদয়াযোগাৎ ভাষ্যস্থশঙ্কানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—"ন তু তস্যৈত" ইতি। ক্ষণভঙ্গবাদী প্রষ্টব্যঃ তেন ইদং সদৃশম্ ইতি প্রত্যয়ে তত্তেদন্তাবচ্ছিন্নৌ অর্থৌ তয়োঃ সাদৃশ্যং চ কিং ন ভাসন্তে, ভাসমানানি বা কিং জ্ঞানস্য আকারাঃ, উত তস্মাৎ ভিন্নানি, যদা জ্ঞানাকারত্বং তদা তজ্জ্ঞানং কিম্ একম্ উত নানা ইতি। নাদ্য ইত্যাহ—"স্বসংবেদনম্" ইতি। জ্ঞানাকারত্বপক্ষে একস্য নানাত্বং ব্যাহতম্ ইত্যাহ "ন চ একস্য" ইতি। জ্ঞানভেদঃ নিরাচষ্টে—"ন চ তাবত্যস্তি" ইতি। একজ্ঞানেন নানাপদার্থোল্লেখে হি নানা ইতি উল্লেখো ভবতি, ন জ্ঞানভেদে ইত্যর্থঃ। পরিশেষাৎ জ্ঞানাৎ ভিন্নঃ অর্থঃ অভ্যুপেয়ঃ তস্য চ নানাকারস্য তত্তেদন্তাস্পদস্য পরামর্শঃ স্থায়িনি আত্মনি সতি সম্ভবতি ইত্যাহ—"তস্মাদি"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

অপিচ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ এই গ্রন্থদ্বারা বিভাগ করিতেছেন। আর যিনি ইহা হইলেও অর্থাৎ অনুস্মরণ হইলেও উপলব্ধিকর্ত্তা ও স্মর্ত্তা অর্থাৎ অনুভবকর্ত্তা ও স্মরণকর্ত্তা ভিন্ন হইলেও সমান সন্তানে কার্য্যকারণভাব থাকায় স্মৃতি হইতে পারিবে—ইহা মনে করিয়া সন্তুষ্ট না হন, তাঁহার প্রতি **অপিচ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি** এই গ্রন্থদ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞারূপে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত প্রত্যক্ষবিরোধ বলিতেছেন। **ততঃ অহং অদ্রাক্ষীৎ** এই গ্রন্থের অর্থ—আমি স্মরণ করিতেছি, এবং অপরে দেখিয়াছিল। বিস্তার করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের যে বিরোধ দেখাইয়াছেন—তাহাই ইহার উত্তর। **আজন্মনঃ** অর্থ—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া **আচ উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ** অর্থাৎ—উত্তম উচ্ছ্বাস—শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ মরণপর্য্যন্ত। আর সাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞান হয়—ইহা বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বাপরক্ষণ দর্শন করেন—এইরূপ এক ব্যক্তি যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। **তেনেদং সদৃশম্** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা বিকল্প জ্ঞান, এবং বিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে বাহ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বাপরবস্তু অথবা তাহাদের সাদৃশ্যকে গ্রহণ করে না। অতএব কি করিয়া এক ব্যক্তি অনেককে দর্শন করিতেছে বলিয়া তাহার স্থিরত্বের আপত্তি হইবে? **ন** এই গ্রন্থদ্বারা তাহা নিরাস করিতেছেন। **তেন ইদমিতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—এই বিকল্পটি নানাপদার্থঘটিত বাক্যার্থজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জ্ঞানে এই নানাপদার্থ ভাসমান হয় না—ইহা যিনি বলেন, তিনি নিজের জ্ঞানকেই বাধা দিবেন, এবং এক জ্ঞানের নানা আকার হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, তাহা একত্বের বিরোধী, অর্থাৎ এক ব্যক্তি নানা হইবে কিরূপে? আর আকার যতগুলি জ্ঞানও ততগুলি—ইহা বলাও উচিত নহে; কারণ, তাহা হইলে প্রতি আকার জ্ঞান সমাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধেরই জ্ঞান না হওয়ায় নানা ইহাই হইতে পারে না, অতএব বাধ্য হইয়া পূর্ব্বাপর বস্তু ও তাহাদের সাদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান হয়—ইহা বলিতে হইবে, এবং ইহা পূর্ব্বাপর কালে বর্ত্তমান জ্ঞানকর্ত্তা এক ব্যক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব ক্ষণভঙ্গবাদ ভঙ্গ হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদাহি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈঃ ন পরিগৃহ্যতে, তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষদোষো বা উভয়মপি উচ্যমানং পরীক্ষকাণাম্ আত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসন্তানম্ আরোহতি। এবম্ এব এষঃ অর্থ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যম্। ততঃ অন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ। ন চ অয়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারো যুক্তঃ। তদ্ভাবাবগমাৎ তৎসদৃশভাবানবগমাচ্চ। ভবেৎ অপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি বিপ্রলম্ভসম্ভবাৎ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদেব ইদং স্যাৎ তৎসদৃশং বা ইতি সন্দেহঃ। উপলব্ধরি তু সন্দেহোঽপি ন কদাচিৎ ভবতি স এব অহং স্যাং তৎসদৃশো বা ইতি, য এব অহং পূর্ব্বেদ্যুঃ অদ্রাক্ষং স এব অহম্ অদ্য স্মরামি ইতি নিশ্চিততদ্ভাবোপলম্ভাৎ। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ ।২৫

ভাষ্যানুবাদ।

যখন লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থকে পরীক্ষকগণ অর্থাৎ বিচারকগণ স্বীকার না করেন, তখন স্বপক্ষসিদ্ধি অর্থাৎ নিজমতস্থাপন অথবা পরমতের দোষ এই উভয় বলা হইলেও পরীক্ষকগণের এবং নিজেরও সত্য বলিয়া বুদ্ধিসন্তানে আরোহণ করে না, অর্থাৎ মনে বিশ্বাস হয় না। (অর্থাৎ বিচার করিতে হইলে নিজমত ও পরমত জানিয়া স্বপক্ষস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করিতে হয়, এস্থলে ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিলে নিজমত ও পরমত বুঝিয়া স্থাপন ও খণ্ডন করা সম্ভব হয় না; কারণ, উহা অনেকক্ষণসাপেক্ষ।) "এই পদার্থটি এই প্রকারই," এইরূপে যাহা নিশ্চয় করা হইয়াছে, তাহাই বলা উচিত। তাহা ভিন্ন বলিলে কেবল নিজে যে অতিশয় প্রলাপ করিতেছেন, তাহাই প্রকাশ করা হইবে, এবং সাদৃশ্যবশতঃ এই ব্যবহার হওয়া উচিত নহে। কারণ, আমি সেই ব্যক্তি এইরূপ বোধ হয় কিন্তু আমি তাহার সদৃশ—এরূপ বোধ হয় না। হইতে পারে—কখনও বাহ্যিক বস্তুতে বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বাধা সম্ভব হওয়ায়—ইহা তাহাই হইবে, অথবা তাহার মত হইবে—এইরূপ সন্দেহ। কিন্তু উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তাতে সেই ব্যক্তিই আমি হইব অথবা তাহার মত হইব—এইরূপ সন্দেহও কখন হইতে পারে না। কারণ, যে আমিই পূর্ব্বদিনে দেখিয়াছি, সেই আমিই আজ স্মরণ করিতেছি—এইরূপ তদ্ভাবের নিশ্চয় হয় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই আমি এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। এজন্যও বৌদ্ধমত অসঙ্গত ।২৫

ভামতী।

যদি উচ্যেত অস্তি এতস্মিন্ বিকল্পে তেন ইদং সদৃশম্ ইতি পদদ্বয়প্রয়োগঃ ন তু ইহ তত্তেদন্তাস্পদৌ পদার্থৌ তয়োশ্চ সাদৃশ্যম্ ইতি বিবক্ষিতম্, অপি তু এবমাকারতা জ্ঞানস্য কল্পিতা ইতি, তত্রাহ—"যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থ" ইতি। একাধিকরণবিপ্রতিষিদ্ধধর্ম্মদ্বয়াভ্যুপগমো বিবাদঃ। তত্র একঃ স্বপক্ষং সাধয়তি অন্যশ্চ তৎসাধনং দূষয়তি। ন চ এতৎ সর্ব্বম্ অসতি বিকল্পানাং বাহ্যালম্বনত্বে অসতি চ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্বে ভবিতুম্ অর্হতি। জ্ঞানাকারত্বে হি বিকল্পপ্রতিভাসিনাং নিত্যত্বানিত্যত্বাদীনাম্ একার্থবিষয়ত্বাভাবাৎ জ্ঞানানাং চ ধর্ম্মিণাং ভেদাৎ ন বিরোধঃ। ন হি আত্মনিত্যত্বং বুদ্ধ্যনিত্যত্বং চ ব্রুবাণৌ বিপ্রতিপদ্যেতে। ন চ অলৌকিকার্থেন অনিত্যশব্দেন আত্মনি বিভুত্বং বিবক্ষিত্বা অনিত্যশব্দঃ প্রযুঞ্জানঃ লৌকিকার্থং নিত্যশব্দম্ আত্মনি প্রযুঞ্জানেন বিপ্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ অনেন স্বপক্ষং প্রতিতিষ্ঠাপয়িষতা পরপক্ষসাধনং চ নিরাচিকীর্ষতা বিকল্পানাং লোকসিদ্ধপদার্থকতা বাহ্যালম্বনতা চ বক্তব্যা।

যদি উচ্যেত—দ্বিবিধো হি বিকল্পানাং বিষয়ঃ, গ্রাহ্যশ্চ অধ্যবসেয়শ্চ। তত্র স্বাকারো গ্রাহ্যঃ, অধ্যবসেয়স্তু বাহ্যঃ। তথা চ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহলক্ষণা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসিদ্ধপদার্থকত্বং চ উপপদ্যতে ইত্যত আহ—"এবমেব এষঃ অর্থঃ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যং, ততঃ অন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ"। অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—কেয়ম্ অধ্যবসেয়তা বাহ্যস্য? যদি গ্রাহ্যতা, ন দ্বৈবিধ্যম্। অথ অন্যা সা উচ্যতাং; নন্য উক্তা তৈরেব "স্বপ্রতিভাসে অনর্থে অর্থাধ্যবসায়েন প্রবৃত্তি"রিতি। অথ বিকল্পাকারস্য কোঽয়ম্ অর্থাধ্যবসায়ঃ? কিং করণম্ আহো যোজনম্ উত আরোপ ইতি। ন তাবৎ করণং, নহি অন্যৎ অন্যৎ কর্ত্তুং শক্যম্। নহি জাতু সহস্রমপি শিল্পিনো ঘটং পটয়িতুম্ ঈশতে। ন চ আন্তরং বাহ্যেন যোজয়িতুম্। অপি চ তথা সতি যুক্ত ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন চ অস্তি। আরোপোঽপি কিং গৃহ্যমাণে বাহ্যে উত অগৃহ্যমাণে। যদি গৃহ্যমাণে তদা কিং বিকল্পেন আহো

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভামতী।

তৎসময়জেন অবিকল্পকেন। ন তাবৎ বিকল্পঃ অভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচরঃ অশক্যাভিলাপসময়ং স্বলক্ষণং দেশকালাননুগতং গোচরয়িতুম্ অর্হতি। যথাহুঃ—

"অশক্যসময়ো হ্যাত্মা সুখাদীনামনন্যভাক্। তেষামতশ্চ স্বসংবিত্তি র্নাভিজল্পানুষঙ্গিণী॥" ইতি। ন চ তৎসময়ভাবিনা নির্ব্বিকল্পকেন গৃহ্যমাণে বাহ্যে বিকল্পেন অগৃহীতে তত্র বিকল্পঃ স্বাকারম্ আরোপয়িতুম্ অর্হতি। ন হি রজতজ্ঞানাপ্রতিভাসিনি পুরোবর্ত্তিনি বস্তুনি রজতজ্ঞানেন শক্যং রজতম্ আরোপয়িতুম্। অগৃহ্যমাণে তু বাহ্যে স্বাকার ইত্যেব স্যাৎ ন বাহ্য ইতি। তথা চ ন আরোপণম্। অপি চ অয়ং বিকল্পঃ; স্বসংবেদনং সন্তং বিকল্পং কিং বস্তুসন্তং স্বাকারং গৃহীত্বা পশ্চাদ্ বাহ্যম্ আরোপয়তি, অথ যদা স্বাকারং গৃহ্ণাতি তদৈব আরোপয়তি। ন তাবৎ ক্ষণিকতয়া ক্রমবিরহিণো জ্ঞানস্য ক্রমবর্ত্তিনী গ্রহণারোপণে কল্পেতে। তস্মাৎ যদৈব স্বাকারম্ অনর্থং গৃহ্ণাতি, তদৈব অর্থম্ আরোপয়তি ইতি বক্তব্যম্। ন চ এতৎ যুজ্যতে। স্বাকারো হি স্বসংবেদনপ্রত্যক্ষতয়া অতিবিশদঃ। বাহ্যং চ আরোপ্যমাণম্ অবিশদং সৎ ততঃ অন্যদেব স্যাৎ, ন তু স্বাকারঃ সমারোপিতঃ। ন চ ভেদাগ্রহমাত্রেণ সমারোপাভিধানম্, বৈশদ্যাবৈশদ্যরূপতয়া ভেদগ্রহস্য উক্তত্বাৎ। অপি চ অগৃহ্যমাণে চেৎ বাহ্যে অবাহ্যাৎ স্বলক্ষণাৎ ভেদাগ্রহেণ তদভিমুখী প্রবৃত্তিঃ, হন্ত তর্হি ত্রৈলোক্যত এব অনেন ন ভেদো গৃহীতঃ ইতি যত্র ক্বচন প্রবর্ত্তেত অবিশেষাৎ। এতেন জ্ঞানাকারস্যেব অলীকস্যাপি বাহ্যত্বসমারোপঃ প্রত্যুক্তঃ। তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তং "ততোঽন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ প্রখ্যাপয়েৎ" ইতি।

অপি চ সাদৃশ্যনিবন্ধনঃ সংব্যবহারঃ, তেন ইদং সদৃশম্ ইত্যেবমাকারবুদ্ধিনিবন্ধনো ভবেৎ ন তু তদেব ইদম্ ইত্যাকারবুদ্ধিনিবন্ধন ইত্যাহ—"ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারঃ" ইতি। নন্বু জ্বালাদিষু সাদৃশ্যাৎ অসত্যাম্ অপি সাদৃশ্যবুদ্ধৌ তদ্ভাবাবগমনিবন্ধনঃ সংব্যবহারো দৃশ্যতে যথা, তথা ইহাপি ভবিষ্যতি ইতি পূর্ব্বাপরিতোষেণ আহ—"ভবেৎ অপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি" ইতি। তথাহি—বিবিধজনসঙ্কীর্ণগোপুরেণ পুরং নিবিশমানং নরান্তরেভ্য আত্মনির্দ্ধারণায় অসাধারণং চিহ্নং বিদধতম্ উপহসন্তি পাশুপতং পৃথগ্‌জনা [অপি] ইতি।২৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নন্বু ন বয়ম্ অর্থস্য জ্ঞানে অবভাসম্ অপজানীমহে, যেন প্রতীতিং বিরুদ্ধীমহি। কিন্তু সোঽর্থঃ প্রতীতৌ আরোপিতঃ ন বহিরস্তি, ন চ প্রতীতিসত্তাবন্মাত্রঃ ততশ্চ ন জ্ঞানস্য একস্য নানার্থাকারত্বপ্রযুক্তো ব্যাঘাতঃ, ন চ বাহ্যার্থাভ্যুপগমপ্রসঙ্গ ইতি বিকল্পপ্রত্যয়োঽয়ম্ ইত্যাদিশঙ্কাগ্রন্থোক্তম্ অর্থম্ আবিষ্করোতি—"যদি উচ্যেত" ইতি। কল্পিতোঽপি জ্ঞানে অর্থাকারঃ তস্মাৎ ভিন্নঃ অভিন্নো বা ইতি বক্তব্যম্। অনির্ব্বাচ্যত্বানঙ্গীকারাৎ, ভিন্নত্বে জ্ঞানান্তরবৎ অকল্পিতঃ স্যাৎ, তথাচ তেন ইতি ইদম্ ইতি সদৃশম্ ইতি চ প্রতিভাসমানানাম্ অর্থানাম্ একজ্ঞানাভেদাভ্যুপগমে পরস্পরমপি অভেদপ্রসঙ্গঃ। তথাচ ইতরেতরভেদেন লোকপ্রসিদ্ধাঃ পদার্থা নিহ্নূয়েরন্, জ্ঞানাচ্চ জ্ঞেয়স্য ভেদঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি অপলপ্তঃ স্যাৎ। ওমিতি বদন্তং প্রতি সপক্ষসাধনপরপক্ষাক্ষেপানুপপত্তিঃ উক্তা ভাষ্যে, তাং বিশদয়তি—"একাধিকরণে"তি। ইদং নিত্যম্ ইদম্ অনিত্যম্ ইতি ভিন্নয়োঃ জ্ঞানয়োঃ আকারৌ। তথাচ ধর্ম্মিভেদেন ব্যবস্থাপনাৎ বিবাদো ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ। অসতি বাহ্যালম্বনত্বে ইত্যেতৎ বিবৃণোতি—"জ্ঞানাকারত্বে হি" ইতি। "বিষয়ত্বাভাবাৎ" আশ্রিতত্বাভাবাৎ। অসতি চ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্বে ইত্যস্য বিবরণং "ন চ অলৌকিকার্থেন" ইতি। অনিত্যশব্দঃ যদি অলৌকিকার্থঃ তর্হি তেন বিভুত্বম্ অপি বক্তুম্ শক্যং, তথাচ নিত্যত্বেন তস্য ন বিরোধঃ ইত্যর্থঃ। "প্রতিতিষ্ঠাপয়িষতা" স্থাপয়িতুম্ ইচ্ছতা। এবং তাবৎ তন্ত্রেদন্তাস্পদাদিঃ অর্থঃ জ্ঞানস্য আন্তরঃ আকারঃ ইতি বিজ্ঞানবাদিমতং বাহ্যার্থবাদদূষণমধ্যেঽপি প্রসঙ্গাৎ আশঙ্ক্য প্রতিচিক্ষেপ।

ইদানীম্ অস্তি বাহ্যঃ অর্থঃ, স তু ক্ষণিকঃ নির্বিকল্পকে চকাস্তি, সবিকল্পকপ্রত্যয়াস্তু বিকল্পাঃ তদ্গতসাদৃশ্যাত্মাকারেণ নির্ভাসন্তে, অতঃ বিপ্রতিপত্ত্যাদিব্যবহারসিদ্ধিঃ ইতি বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্যৈব শঙ্কতে "যদি উচ্যেত" ইতি। নন্বু স্বগ্রাহকস্য জ্ঞানস্য স্বয়ং তাবৎ গ্রাহ্যং [illegible] অস্য বাহ্যাকারবিষয়ত্বম্ অত আহ—"দ্বিবিধো হি" ইতি। স্বাকারস্য নির্বিকল্পস্য অবসায়াৎ অধি উপরি অবসেয়ঃ অধ্যবসেয়ঃ। অধ্যবসেয়স্য বাহ্যার্থস্য নিশ্চিতত্বাৎ অনিশ্চিতার্থত্বাপাদকং ভাষ্যম্ অযুক্তম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ—"অয়ম্ অভিসন্ধিঃ" ইতি। স্বমেব জ্ঞানং প্রতিভাসো যস্য তৎ তথা। "অনর্থ" ইতি। অবাহ্য ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ বাহ্যাত্মত্বাধ্যবসায়াৎ প্রবৃত্তিঃ হানাদিঃ লোকস্য ইত্যর্থঃ। আন্তরস্য অনভিধেয়স্য জ্ঞানাকারস্য তদ্বিপরীতবাহ্যাকাররূপেণ অধ্যবসায়ো নাম কিং তদ্রূপেণ নিষ্পাদনম্ উত তেন সম্বন্ধনং কিংবা তেন আকারেণ আরোপণম্ ইতি বিকল্পার্থঃ। আন্তরং বাহ্যেন সহ যোজয়িতুং চ নেশতে ইতি যোজনা। গৃহ্যমাণে বাহ্যে জ্ঞানাকারস্য

.।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আন্তরস্য আরোপ ইতি পক্ষে অধিষ্ঠানস্য বাহ্যস্য কেন গ্রহণং? কিং যস্য আকার আরোপ্যঃ তেনৈব সবিকল্পকপ্রত্যয়েন উত তৎসমসময়ভুবা নির্ব্বিকল্পকেন। প্রথমে কিং বাহ্যম্ অভিমতং যত্র আরোপঃ স্বলক্ষণং বা সামান্যং বা? নাদ্য ইত্যাহ—"ন তাবৎ বিকল্প" ইতি। বিকল্পঃ সবিকল্পকপ্রত্যয়ঃ তাবৎ অভিলাপসংসর্গযোগ্যজাতিবিশিষ্টবস্তুগোচরঃ। অভিলাপস্য চ শব্দস্য সামান্যেনৈব সহ সময়ঃ শক্যঃ গ্রহীতুং ন স্বলক্ষণেন, তস্য দেশকালানমুগতত্বেন আনন্ত্যাৎ তত্র সঙ্গতিগ্রহাযোগাৎ। অতঃ শব্দোল্লিখিতসবিকল্পক-প্রত্যয়স্য ন স্বলক্ষণবিষয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ। সুখাদীনাং ক্ষণিকভাবানাম্ আত্মা স্বরূপম্ অশক্যসময়ঃ। যতঃ অনন্তভাক্ অন্যানমুগতো হি সঃ। অতঃ তেষাং স্বসংবিত্তিঃ অসাধারণাকারবিষয়া বিত্তিঃ অভিজল্পানুষঙ্গিণী ন ভবতি, কিন্তু নির্বিকল্পিকৈব ইতি শ্লোকার্থঃ। এতেন সামান্যাত্মকবাহ্যস্য সবিকল্পকবোধেন গ্রহণম্ অপাস্তম্, ব্যক্তিম্ অগৃহীত্বা তদ্গ্রহণাযোগাৎ, ব্যক্তেশ্চ উক্তমার্গেণ অশক্যগ্রহত্বাৎ ইতি; দ্বিতীয়ং নিষেধতি "নচে"তি। বিকল্পেন অগৃহীতে বাহ্যে বিকল্পসমসময়েন নিবিকল্পকেন গৃহীতে বিকল্পঃ স্বাকারম্ আরোপয়িতুং নার্হতি ইত্যর্থঃ। আদ্যয়োঃ দ্বিতীয়ং নিষেধতি—"অগৃহ্যমাণে তু" ইতি। অধিষ্ঠানাগ্রহণে আরোপ্যমাত্রং প্রতীয়তে ন আরোপ ইত্যর্থঃ। এবং তাবৎ অধিষ্ঠানপ্রতিভাসাসম্ভবাৎ বাহ্যে জ্ঞানস্বরূপস্য আরোপঃ প্রতিষিদ্ধঃ, ইদানীম্ আরোপ্যাস্ফুরণাযোগাচ্চ ন আরোপ ইত্যাহ—"অপি চে"তি। স্বসংবেদনং সন্তং বিকল্পং যদা বাহ্যং বাহ্যত্বেন আরোপয়তি, তদা কিং বস্তুসন্তং স্বাকারং গৃহীত্বা পশ্চাৎ আরোপয়তি ইতি যোজনা। যুগপৎ স্বাকারস্য গ্রহণং বাহ্যত্বেন চ আরোপণম্ ইতি পক্ষে কিং স্বাকারবাহ্যয়োঃ ঐক্যস্ফুরণম্ আরোপঃ, উত অখ্যাতি-মত ইব বিবেকাগ্রহমাত্রম্। নাদ্য ইত্যাহ—"স্বাকারো হি" ইতি। স্বপ্রকাশত্বপরপ্রকাশত্বাভ্যাং ভেদাবভাসাৎ ন ঐক্যস্ফুরণসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। "অন্যদেব স্যাৎ" সিধ্যেৎ প্রথেত ইত্যর্থঃ। "ন তু স্বাকারঃ সমারোপিত" ইতি। যঃ স্বাকারঃ সঃ সমারোপিতাত্মকো ন তু স্যাৎ ইতি অনুষঙ্গঃ। ন স্ফুরেৎ ইত্যেবার্থঃ। দ্বিতীয়ে কিং বাহ্যে গৃহ্যমাণে বিবেকাগ্রহঃ মৃষাব্যবহারং প্রসূতে অগৃহ্যমাণে বা। নাদ্য ইত্যাহ—"ন চে"তি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"অপি চ" ইতি। অপিচকারঃ সমুচ্চয়ার্থে। এতৎ উপপত্তিসাহিত্যং প্রাচ্যা বক্তি এবং তাবৎ বস্তুসত্ত্বম্ ইত্যারভ্য। পরমার্থজ্ঞানাকারস্য বাহ্যবস্ত্বাত্মনা সমারোপঃ প্রতিক্ষিপ্তঃ, ইদানীং বাসনাপরিপ্রাপিতস্য কল্পিতজ্ঞানাকারস্য বাহ্যে সমারোপং পরাকরোতি—"এতেনে"তি। তস্যাপি স্বপ্রকাশজ্ঞানবত্বেন বাহ্যাৎ ভেদগ্রহস্য সমত্বাৎ ইত্যর্থঃ। পাশুপতস্য হি তপস্বিনঃ আত্মজ্ঞানায় চিহ্নং কুর্ব্বতঃ প্রমাণাকুশলজনৈঃ অপি উপহাসাৎ আত্মস্বপ্রকাশত্বম্ অবগতম্।২৫

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল—এই বিকল্পে 'ইহা তাহার সদৃশ' এই দুইটি পদের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এখানে তত্তা এবং ইদন্তার আস্পদপদার্থদ্বয় অর্থাৎ তৎপদ ও ইদংপদের বিষয় পদার্থদুটী এবং তাহাদের সাদৃশ্য ইহা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু জ্ঞানেরই এইরূপ আকার বর্ণিত হইয়া থাকে—তদুত্তরে—**যদা তু লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থঃ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। এক অধিকরণে বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের স্বীকার করাকে বিবাদ বলে। তাহার মধ্যে একজন নিজপক্ষ স্থাপন করেন, এবং অন্যব্যক্তি সেই স্থাপনে দোষ দেন। আর এই সকল বিবাদই সবিকল্পজ্ঞানের বাহ্যালম্বনত্ব বা লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্ব না হইলে অর্থাৎ বাহ্যপদার্থ সবিকল্পজ্ঞানের বিষয় না হইলে এবং লোকে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে সেই প্রসিদ্ধ পদার্থগুলি বিষয় না হইলে হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প-প্রতিভাসি অর্থাৎ বিকল্পজ্ঞানে প্রকাশমান নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদি যদি জ্ঞানাকার হয় অর্থাৎ জ্ঞানেরই যদি ইহারা আকার হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বলিয়া যদি কোন বাহ্যপদার্থ না থাকে, তাহা হইলে একার্থবিষয় না হওয়ায় অর্থাৎ সেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি এক অধিকরণে না থাকায় এবং ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয় জ্ঞানসকল পরস্পর ভিন্ন হওয়ায় বিরোধ হয় না। কারণ, আত্মা নিত্য ও বুদ্ধি অনিত্য বলিলে বাদিদ্বয় বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরোধী হন না। আর অলৌকিকার্থ অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ লোকে প্রসিদ্ধ নহে, সেই অপ্রসিদ্ধার্থ অনিত্য শব্দদ্বারা আত্মাতে বিভুত্বের বিবক্ষা করিয়া যিনি অনিত্যশব্দের প্রয়োগ করেন তিনি, যিনি লৌকিকার্থ অর্থাৎ লোকে প্রসিদ্ধ অর্থযুক্ত অনিত্যশব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার বিরোধী হন না। অতএব যিনি নিজ পক্ষের স্থাপনা করিতে ইচ্ছা করেন, এবং পরপক্ষসাধনের নিরাকরণ অর্থাৎ দোষ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিকল্পজ্ঞানসকলের লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্ব এবং বাহ্যালম্বনত্ব অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থ এবং বাহ্যপদার্থ তাহার বিষয় হয়, ইহা বলিতে বাধ্য হইবেন।

যদি বলেন জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার—গ্রাহ্য এবং অধ্যবসেয়। তাহার মধ্যে স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞানাকার গ্রাহ্য এবং বহিঃস্থিত যে বিষয়, তাহাই অধ্যবসেয়। আর তাহা হইলে পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহলক্ষণা অর্থাৎ নিজমত ও পরমতের জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ এবং জ্ঞানের বিষয় প্রসিদ্ধপদার্থও সম্ভব হয়, এইজন্য **এবমেব এষঃ অর্থঃ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যং, ততঃ অন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে—বাহ্যপদার্থকে তুমি যে অধ্যবসেয় বলিলে এই অধ্যবসেয়তা পদার্থটি কি? তাহা যদি গ্রাহ্যতা (জ্ঞানাকারতা) হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার হইতে পারে না। আর যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা বল।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভামতীর অনুবাদ।

হাঁ তাঁহারাই ত বলিয়াছেন যে—স্বপ্রতিভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ অনর্থ অর্থাৎ অবাহ্যে অর্থাৎ জ্ঞানাকার ঘটত্বাদিতে বাহ্যস্বরূপে অধ্যবসায়বশতঃ যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গ্রহণ ও বর্জ্জন, তাহাই অধ্যবসেয়তা। আচ্ছা, বিকল্পাকার অর্থাৎ আন্তর সবিকল্প জ্ঞানের এই অধ্যবসায় পদার্থটি কি? তাহা কি করণ? অর্থাৎ বাহ্যপদার্থরূপে নিষ্পাদন? অথবা যোজন অর্থাৎ বহিঃপদার্থের সহিত সম্বন্ধন? অথবা আরোপ অর্থাৎ বাহ্যাকারে আরোপণ? (তন্মধ্যে) করণ বলিতে পার না; কারণ, একপদার্থকে অন্যপদার্থ করিতে পারে না; কারণ, সহস্র সহস্র শিল্পীও কখনও ঘটকে পট করিতে পারে না। আর আন্তর পদার্থকে অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞানকে বাহ্যপদার্থের সহিত কেহ যোগ করিতে পারে না। আরও তাহা হইলে সবিকল্পজ্ঞান বহিঃপদার্থের সহিত যুক্ত এইরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না। আর আরোপও কি গৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বাহ্যিক পদার্থে হয় অথবা অগৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অগৃহীত বাহ্য পদার্থে হয়? যদি গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে হয়, তাহা হইলে কি সবিকল্পক জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ অথবা তৎসময়জ অর্থাৎ তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্প জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ? (তাহার মধ্যে) অভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচর অর্থাৎ ঘট পট ইত্যাদি শব্দের সহিত সঙ্কেতযোগ্য ঘটত্বপটত্বাদি জাতিবিশিষ্ট যে বস্তু, তদ্বিষয়ক যে সবিকল্পক জ্ঞান তাহা, অশক্যাভিলাপসময় অর্থাৎ শব্দসঙ্কেতের অযোগ্য, এবং দেশ ও কালের সহিত অননুগত স্বলক্ষণ-মাত্রকে অর্থাৎ সামান্যাতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রকে বিষয় করিতে পারে না। যথা বৌদ্ধগণ বলেন—

"অশক্যসময়ো হ্যাত্মা সুখাদীনামনন্যভাক্।
তেষামতঃ স্বসংবিত্তির্নাভিজল্পানুষঙ্গিণী" ॥ * (তত্ত্বসংগ্রহ ১২৬৪ শ্লোক)

অর্থাৎ সুখাদি ক্ষণিকপদার্থের স্বরূপ অশক্যসময় অর্থাৎ তাহাকে শব্দের শক্তিরূপ সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহা অনন্যভাক্ অর্থাৎ শব্দাদি অন্য কোন পদার্থের সহিতই সম্বদ্ধ হয় না। অতএব তাহাদের স্বসংবিত্তি অর্থাৎ স্বলক্ষণমাত্রের জ্ঞান অভিজল্পানুষঙ্গিণী অর্থাৎ শব্দসম্বন্ধযোগ্য নহে। কিন্তু নির্ব্বিকল্পকই হইয়া থাকে। আর তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্পজ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থ, সবিকল্পজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত না হইলে, তাহাতে সবিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে আরোপ করিতে পারে না। কারণ, রজতজ্ঞানদ্বারা অপ্রকাশিত পুরোবর্ত্তী পদার্থে রজতজ্ঞান রজতকে আরোপ করিতে পারে না। আর অগৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে বিকল্পাকারের আরোপ স্বীকার করিলে তাহা স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞানাকারই হইবে, বাহ্যপদার্থ হইবে না, অর্থাৎ জ্ঞানের আকার এইরূপই বোধ হইবে, বাহ্যবস্তুর আকার এইরূপ বোধ হইবে না। অতএব আরোপ পক্ষ ত সঙ্গত হইল না। আরও এই সবিকল্পপ্রত্যয় অর্থাৎ বিকল্পরূপ স্বাকার স্বসংবেদন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহাকে যখন বাহ্যস্বরূপে আরোপ করে, তখন এই স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ঘটত্বাদি আকার বাস্তবিক সত্য, ইহা জানিয়া তাহার পর আরোপ করে? অথবা যখন স্বাকারের জ্ঞান হয়, তখনই আরোপ করে; অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক সত্য কিনা ইহা বিবেচনা না করিয়াই আরোপ করে। (তাহার মধ্যে) ক্ষণিক বলিয়া ক্রমরহিত সবিকল্পজ্ঞানের ক্রমশঃ উৎপত্তিশীল জ্ঞান ও আরোপের কল্পনা (সম্ভাবনা) হইতে পারে না। সেইজন্য বিকল্পপ্রত্যয় যখনই জ্ঞানাকার অনর্থ অর্থাৎ আন্তরপদার্থকে গ্রহণ করে, তখনই বাহ্যস্বরূপে আরোপ করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। কারণ, জ্ঞানাকার পদার্থ স্বপ্রকাশরূপ প্রত্যক্ষ বলিয়া অতিশয় স্পষ্ট। আর আরোপ্যমাণ অর্থাৎ যাহাকে আরোপ করা হইতেছে, সেই বাহ্যবস্তু (পরপ্রকাশ বলিয়া) অবিশদ অর্থাৎ স্পষ্ট না হওয়ায় তাহা অপেক্ষা ভিন্নই হইবে, সুতরাং জ্ঞানাকারের সমারোপ হইবে না। (কারণ, একমাত্র জ্ঞানাকার বস্তু বিরুদ্ধ উভয়াকার হইতে পারে না)। আর কেবল ভেদজ্ঞান না হওয়ায় আরোপ হয়, ইহা বলিতে পার না; কারণ, একটি বিশদ এবং একটি অবিশদ হওয়ায় ভেদজ্ঞান হয়, ইহা বলিয়াছি। আর বাহ্যবস্তু জ্ঞাত না হইলেও অবাহ্য অর্থাৎ জ্ঞানগত এবং স্বলক্ষণ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় যদি বাহ্যপদার্থের দিকে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকের কোন বস্তুর সহিতই ত ইহার ভেদজ্ঞান হয় নাই, অতএব যে কোন বস্তুতেই প্রবৃত্তি হইবে; কারণ, পুরোবর্ত্তী বস্তু হইতে অন্যান্য বস্তুর

* এই শ্লোকটী শান্তরক্ষিতবিরচিত তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়। তথায় "নীলাদি" স্থলে "সুখাদী" এবং "শ্চ" "হ্য"পদ আছে। এইমাত্র প্রভেদ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬ *

ভামতীর অনুবাদ।

ভেদাগ্রহে কোন বিশেষ নাই। ইহার দ্বারা বাস্তব জ্ঞানাকারের মত আরোপিত জ্ঞানাকারেরও বাহ্যবদ্রূপে আরোপ খণ্ডন করা হইল। অতএব **ততোঽন্যৎ উচ্যমানং** ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীনই হইয়াছে। আরও সাদৃশ্যবশতঃ যে ব্যবহার হয়, 'ইহা তাহার সদৃশ' এই প্রকার বুদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহাই এইপ্রকার বুদ্ধিবশতঃ হয় না, **ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহার** এই গ্রন্থ দ্বারা ইহা বলিতেছেন। যদি বল প্রদীপজ্বালাদিতে সাদৃশ্যবুদ্ধি না থাকিলেও সাদৃশ্যবশতই তদ্ভাবাবগমনিবন্ধন অর্থাৎ ইহাই সেই দীপশিখা এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যেমন ব্যবহার দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ হইবে। অতএব পূর্ব্ব কথাতে সন্তোষ না হওয়ায় **ভবেদপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যথা—পাশুপত সম্প্রদায়ের কোন সাধক নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ নগরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার সময় অন্যলোক হইতে নিজেকে নির্দ্ধারণ অর্থাৎ পৃথক্ করিবার জন্য অসাধারণ চিহ্ন ধারণ করায়, সাধারণ লোকে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া উপহাস করে ।২৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬

ইতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ, যতঃ স্থিরম্ অনুযায়িকারণম্ অনভ্যুপগচ্ছতাম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইত্যেতৎ আপদ্যতে। দর্শয়ন্তি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিম্— "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" (ন্যায় দঃ ৪।১।১৪) **ইতি †। বিনষ্টাৎ হি কিল বীজাৎ অঙ্কুর উৎপদ্যতে, তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাৎ দধি, মৃৎপিণ্ডাচ্চ ঘটঃ। কূটস্থাৎ চেৎ কারণাৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যেত, অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত। তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যো বীজাদিভ্যঃ অঙ্কুরাদীনাম্ উৎপদ্যমানত্বাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি মন্যন্তে।**

তত্র ইদম্ উচ্যতে—"ন অসতঃ অদৃষ্টত্বাৎ" ইতি। ন অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যতে, যদি অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যেত, অভাবত্বাবিশেষাৎ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অনর্থকঃ স্যাৎ। ন হি বীজাদীনাম্ উপমৃদিতানাং যঃ অভাবঃ তস্য অভাবস্য শশবিষাণাদীনাং চ নিঃস্বভাবত্বা-বিশেষাৎ অভাবত্বে কশ্চিৎ বিশেষোঽস্তি, যেন বীজাদেব অঙ্কুরঃ জায়তে, ক্ষীরাদেব দধি— ইত্যেবংজাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অর্থবান্ স্যাৎ। নির্বিশেষস্য তু অভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে শশবিষাণাদিভ্যোঽপি অঙ্কুরাদয়ঃ জায়েরন্। ন চ এবং দৃশ্যতে। যদি পুনঃ অভাবস্যাপি বিশেষঃ অভ্যুপগম্যেত, উৎপলাদীনাম্ ইব নীলত্বাদিঃ, ততো বিশেষ-বত্ত্বাদেব অভাবস্য ভাবত্বম্ উৎপলাদিবৎ প্রসজ্যেত। নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তি-হেতুঃ স্যাৎ, অভাবত্বাদেব শশবিষাণাদিবৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ অভাবান্বিতম্ এব সর্ব্বং কার্য্যং স্যাৎ। ন চ এবং দৃশ্যতে। সর্ব্বস্য চ বস্তুনঃ স্বেন স্বেন রূপেণ ভাবাত্মনা এব উপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ো ভাবাঃ তন্ত্বাদিবিকারাঃ কেনচিৎ অভ্যুপগম্যন্তে। মৃদ্বিকারানেব তু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইতেছে।

† ইহা গৌতমসূত্রের অনুবাদ। সেই সূত্রটী—"অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ৪।১।১৪। তথায় বৌদ্ধমত খণ্ডনে ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। এস্থলে অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বলায় ইহা মহর্ষি গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং গৌতমবুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্যবাদী বৌদ্ধমত বলা হয়। বস্তুতঃ নাগার্জ্জুনের শূন্য অসৎ নহে, কিন্তু চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত। এইজন্য প্রাচীন শূন্যবাদের মতই "অসৎখ্যাতিবাদ" এই কথা সঙ্গত হয়। আর তজ্জন্য ইহা প্রাক্‌গৌতমবুদ্ধমত বলিতে হইবে। আর ইহা বৈদিক পূর্ব্বপক্ষও বটে। যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১ বাক্যে "তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং, তস্মাদ্ অসতঃ সজ্জায়ত"। এবং তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭।১ বাক্যে "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত" এই বাক্য দৃষ্ট হয়। এস্থলে বীজাঙ্কুরের কথাটীও ব্যাৎস্যায়নভাষ্যে আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।২৬]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ যে বলেন—অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা **ন** অর্থাৎ উচিত নহে, কারণ, **অসতঃ** অর্থাৎ শশশৃঙ্গপ্রভৃতি তুচ্ছ অভাব হইতে **অদৃষ্টত্বাৎ** অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায় না।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও বৈনাশিকসময় অর্থাৎ বৌদ্ধমত অসঙ্গত, যেহেতু যাঁহারা স্থির অনুযায়ি কারণ অর্থাৎ কার্য্যে অনুগত কারণ স্বীকার না করেন, তাঁহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা আসিয়া পড়ে। আর **ন অনুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ** (গৌতম সূত্র ৪।১।১৪) অর্থাৎ অনুপমৃদ্য অর্থাৎ কারণকে বিনাশ না করিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয় না বলিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট উৎপন্ন হয়। যদি কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অবিশেষপ্রযুক্ত অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকায় সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইত। অতএব অভাবগ্রস্ত বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া **অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ** (গৌতম সূত্র ৪।১।১৪) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা মানিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে উত্তর বলিতেছেন—**ন অসতোঽদৃষ্টত্বাৎ** অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না; কারণ, সেরূপ দেখা যায় না। অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না, যদি অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অভাবের কোন বিশেষ না থাকায় কারণবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক হইত। কারণ, উপমৃদিত অর্থাৎ বিনষ্ট বীজাদির যে অভাব, সেই অভাবের ও শশশৃঙ্গাদির নিঃস্বভাবত্বে অর্থাৎ তুচ্ছত্ববিষয়ে কোন বিশেষ না থাকায় অভাব হওয়ার পক্ষে কোন বিশেষ নাই, যে জন্য বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, দুগ্ধ হইতেই দধি—এই জাতীয় যে কারণবিশেষ স্বীকার করা হয়, তাহা সার্থক হইবে। আর নির্বিশেষ অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে শশশৃঙ্গপ্রভৃতি হইতেও অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হউক। এরূপ ত দেখা যায় না। আর যদি অভাবেরও বিশেষ স্বীকার কর, যেমন উৎপলাদির নীলত্বাদি অন্য নীলত্ব অপেক্ষা বিশেষ, তাহা হইলে বিশেষবিশিষ্ট হওয়াই উৎপলাদির মত অভাবও ভাব হইয়া পড়িবে। আর অভাব কাহারও উৎপত্তির হেতু হয় না; কারণ, তাহা অভাব, যেমন শশশৃঙ্গ। আর অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে সব কার্য্যই অভাবযুক্ত হইত। কিন্তু এরূপ ত দেখা যায় না, কারণ, সকলবস্তুই নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে ভাবস্বরূপেই দেখা যায়। আর মৃত্তিকানুগত শরাবাদি ভাবপদার্থসকল তন্তুপ্রভৃতির বিকার, ইহা কেহ স্বীকার করে না। কিন্তু মৃত্তিকানুগত শরাবাদি-ভাবপদার্থ সকলকে মৃত্তিকার বিকার বলিয়াই লোকে দেখিয়া থাকে।

ভামতী।

"ইতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ" ইতি। অস্থিরাৎ কার্য্যোৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তো বৈনাশিকা অর্থাৎ অভাবাদেব ভাবোৎপত্তিম্ আহুঃ। উক্তমেতৎ অধস্তাৎ। নিরপেক্ষাৎ কার্য্যোৎপত্তৌ পুরুষকর্ম্মবৈয়র্থ্যম্। সাপেক্ষতায়াং চ ক্ষণস্য অভেদ্যত্বেন উপকৃতত্বানুপকৃতত্বানুপপত্তেঃ, অনুপকারিণি চ অপেক্ষাভাবাৎ অক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ। সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োশ্চ অন্যতরনিষেধস্য অন্যতরবিধাননান্তরীয়কত্বেন প্রকারান্তরাভাবাৎ ন অস্থিরাৎ ভাবাৎ ভাবোৎপত্তিরিতি ক্ষণিকপক্ষঃ অর্থাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি পরিশিষ্যতে ইত্যর্থঃ। ন কেবলম্ অর্থাৎ আপদ্যতে দর্শয়ন্তি চ—"নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ইতি। এতৎ বিভজতে—"বিনষ্টাদ্ধি কিলেতি"। কিলকারঃ অনিচ্ছায়াম্। "কূটস্থাচ্চেৎ কারণাৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যেত অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত" অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—কূটস্থো হি কার্য্যজননস্বভাবো বা স্যাৎ অতৎস্বভাবো বা। স চেৎ কার্য্যজননস্বভাবঃ, ততঃ যাবৎ অনেন কার্য্যং কর্ত্তব্যং, তাবৎ সহসা এব কুর্য্যাৎ, সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। অতৎস্বভাবে তু ন কদাচিদপি কুর্য্যাৎ। যদি উচ্যেত—সমর্থোঽপি ক্রমবৎ-সহকারিসচিবঃ ক্রমেণ কার্য্যাণি করোতি ইতি; তৎ অযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। কিম্ অস্য সহকারিণঃ কঞ্চিৎ উপকারম্ আদধতি ন বা। অনাধানে অনুপকারিতয়া সহকারিণঃ ন অপেক্ষেরন্। আধানেঽপি ভিন্নম্ অভিন্নম্ বা উপকারম্ আদধ্যুঃ। অভেদে তদেব অভিহিতম্

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।২৬]

ইতি কৌটস্থ্যং ব্যাহন্যেত। ভেদে তু উপকারস্য তস্মিন্ সতি কার্য্যস্য ভাবাৎ অসতি চ অভাবাৎ সত্যপি কূটস্থে কার্য্যানুৎপাদাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ উপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি ন অর্থক্রিয়াকারী ইতি ভাবঃ। তদুক্তম্—

"বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।
চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ"॥ (ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিকম্ ?)

তথাচ অকিঞ্চিৎকরাদপি চেৎ কূটস্থাৎ কার্য্যং জায়েত, সর্ব্বং সর্ব্বস্মাৎ জায়েত ইতি সুক্তম্। উপসংহরতি—"তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যঃ" ইতি।

"তত্রেদম্ উচ্যতে—নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ইতি"। ন অভাবাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ, কস্মাৎ? অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি শশবিষাণাৎ অঙ্কুরাদীনাং কার্য্যাণাম্ উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে। যদি তু অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ততঃ অভাবত্বাবিশেষাৎ শশবিষাণাদিভ্যোঽপি অঙ্কুরোৎপত্তিঃ। ন হি অভাবঃ বিশিষ্যতে। বিশেষণযোগে বা সোঽপি ভাবঃ স্যাৎ, ন নিরুপাখ্যঃ ইত্যর্থঃ। বিশেষণ-যোগম্ অভাবস্য অভ্যুপেত্য আহ—"নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তিহেতুঃ ইতি। অপি চ যৎ যেন অনন্বিতং, ন তৎ তস্য বিকারঃ, যথা ঘটশরাবোদঞ্চনাদয়ঃ হেম্না অনন্বিতাঃ ন হেমবিকারাঃ। অনন্বিতাশ্চ এতে বিকারাঃ অভাবেন। তস্মাৎ ন অভাববিকারাঃ। ভাব-বিকারাস্তু তে, ভাবস্য তেন অন্বিতত্বাৎ ইত্যাহ—"অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বৌদ্ধৈঃ অভাবস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বানভ্যুপগমাৎ কথম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ তৎসিদ্ধান্তত্বেন অনূদ্য নিরস্যতে? তত্রাহ—"অস্থিরাদি"তি। আপাদ্যানুবাদঃ অয়ম্ ইতি বদিষ্যন্ ক্ষণিকস্য কারণত্বাসম্ভবম্ আহ—"উক্তম্ এতৎ" ইত্যাদিনা। ক্ষণিকং কারণম্ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ তৎ কিম্ অনপেক্ষং সাপেক্ষং বা ইতি। নাদ্যঃ, "ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদি"তি সূত্রবিবরণাবসরে যদি অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা অনপেক্ষা ইত্যাদিনা নিরস্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োঽপি তৎসূত্রব্যাখ্যানসময়ে এব ন ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্যোপকারকভাবঃ অস্তি ইত্যাদিনা গ্রন্থেন প্রত্যুক্তঃ। তৎসূত্রোক্তং নিরাসপ্রকারম্ অনুবদতি—"সাপেক্ষতায়াং চ" ইতি। সাপেক্ষতায়াং চ অক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষণিকোঽপি সাপেক্ষ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ স কিম্ অন্যকৃতোপকারস্য আশ্রয়ো ন বা ইতি। আদ্যস্য নিরসনং—"ক্ষণস্য" ইতি। পূর্ব্বম্ অনুপকৃতস্য পশ্চাৎ উপকারসম্বন্ধে হি উপকৃতত্বং জ্ঞাতুং শক্যম্। ইতরথা উপকারস্য স্বাভাবিকত্বসম্ভবেন অন্যকৃতত্বাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রতি আহ—"অনুপকারিণি চ" ইতি। ততশ্চ উপকৃতত্বানুপকৃতত্বজ্ঞানায় ক্ষণদ্বয়স্থায়িত্বং বস্তুনো মন্তব্যম্ ইত্যুক্তং ভবতি। যদি ক্ষণিকস্য ন উপকৃতত্বং সম্ভবতি, অনুপকৃতস্য চ ন সাপেক্ষত্বং, নিরপেক্ষস্য চ কারণত্বম্ অতিপ্রসঙ্গি, তর্হি ক্ষণিকো ন সাপেক্ষঃ নাপি নিরপেক্ষঃ, কিন্তু প্রকারান্তরযোগী ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োশ্চ" ইতি। কূটস্থস্যাপি নিয়তশক্তিকত্বাৎ ভাষ্যে সর্ব্বতঃ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য সর্ব্বতঃ সর্ব্বাবস্থাৎ তজ্জন্যসর্ব্বোৎপত্তিঃ ইতি কার্য্যযৌগপদ্যাপত্তিপরতয়া ব্যাচষ্টে—"অয়ম অভিসন্ধিঃ" ইতি। অন্যকৃতোপকারস্য ভাবাৎ অভেদে সতি উপকারশব্দেন ভাবরূপমেব অভিহিতং স্যাৎ, তস্য চ অন্যকৃতত্বে কৌটস্থ্যং ব্যাহন্যেত ইত্যর্থঃ। "চর্ম্মোপমশ্চেৎ" স্থিরঃ কারণত্বাভিমতঃ পদার্থঃ উপকারাশ্রয়শ্চেৎ ইত্যর্থঃ। উপকারাৎ অভেদে ভাবস্য স ভাবঃ অনিত্যঃ, ভেদে স উপকারঃ অনিত্যঃ, স এব চ কারণম্ ন ভাব ইত্যর্থঃ। উপকারানাশ্রয়ত্বে দূষণম্ "অসৎফল" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

ইতশ্চ অনুপপন্নো বৈনাশিকসময়ঃ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যাঁহারা অস্থির অর্থাৎ ক্ষণিক পদার্থ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, সেই বৌদ্ধগণ ফলতঃ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিরপেক্ষ অর্থাৎ যে অপরকে অপেক্ষা করে না, তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইলে পুরুষের প্রযত্ন বৃথা হয়। আর যদি সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ক্ষণকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না বলিয়া উপকৃত এবং অনুপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না, এবং উপকারের আশ্রয় না হইলে অপরের অপেক্ষা থাকে না, সুতরাং ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে। সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব এই দুইটির মধ্যে কোন একটির নিষেধ করিলে তাহা অন্যতর বিধানের নান্তরীয়ক অর্থাৎ অন্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া (অর্থাৎ সাপেক্ষত্বের নিষেধ করিলে নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে এবং নিরপেক্ষত্বের নিষেধ করিলে সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে বলিয়া) অন্য কোন প্রকার না থাকায় ক্ষণিকপদার্থ হইতে ভাবের উৎপত্তি হইবে না, অতএব ক্ষণভঙ্গবাদীর মত ফলতঃ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহাতেই পর্য্যবসিত হইল। কেবল ফলতই এই আপত্তি হয় না, কিন্তু স্পষ্টই তাহারা বুঝাইয়াছেন যে, বীজাদিকে বিনাশ না করিয়া অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয় না। **বিনষ্টাদ্ধি কিল** এই গ্রন্থদ্বারা

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।২৬]

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রকে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এখানে যে কিল এই অব্যয় পদটি রহিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য এই মতে ভাষ্যকারের ইচ্ছা নাই। কূটস্থাৎ চেৎ ইত্যাদি গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে—যাহা কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য, তাহা কার্য্যজননস্বভাব অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি করা তাহার স্বভাব ? অথবা অতৎস্বভাব অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি না করা তাহার স্বভাব ? তাহা যদি কার্য্যজননস্বভাবই হয়, তাহা হইলে যখন ইহা কার্য্য করিবে, তখন হঠাৎই করিবে ; কারণ, যে সমর্থ তাহার বিলম্ব হইতে পারে না। আর যদি কার্য্যজননস্বভাব না হয়, তাহা হইলে কখনও কার্য্যের উৎপত্তি করিবে না। যদি বল, সমর্থ হইয়াও ক্রমবিশিষ্ট সহকারী কারণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ কার্য্যসকল উৎপাদন করে, তাহা ঠিক নহে ; কারণ, বিকল্প সহ্য করিতে পারে না। যথা—সহকারী সকল ইহার (কূটস্থের) কোন উপকার করে কি না ? যদি কোন উপকার না করে, তাহা হইলে কোন উপকার পাইল না বলিয়া সহকারী কারণসকলকে অপেক্ষা করিবে না। যদি কোন উপকার করে, তাহা হইলেও কূটস্থ অপেক্ষা ভিন্ন অথবা অভিন্ন উপকার করিবে ? যদি অভিন্ন উপকার করে, তাহা হইলে তাহাই অভিহিত হইল ক্ষণিক উপকারের সহিত অভিন্ন কূটস্থ কারণ হইলে ক্ষণিকই কারণ হইবে, ইহাই বলা হইল। আর যদি উপকার হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপকার থাকিলে কার্য্য হয় বলিয়া, এবং উপকার না থাকিলে কার্য্য হয় না বলিয়া, এবং কূটস্থ থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া, অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ উপকারই কার্য্য করিয়া থাকে, ভাব অর্থাৎ কূটস্থ নহে। অতএব ভাব অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না ইহাই অভিপ্রায়। বৌদ্ধগণ তাহাই বলিয়াছেন—

বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।

চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ ॥ (ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক ?)

অর্থাৎ বর্ষা ও আতপদ্বারা ব্যোম অর্থাৎ আকাশের কি ফল হয় ? অর্থাৎ কিছুই হয় না, কিন্তু চর্ম্মেতে বর্ষা ও আতপের ফল হয়। যাহাকে তোমরা কারণ বলিয়া মনে কর, সেই ভাবপদার্থ যদি চর্ম্মের মত হয়, অর্থাৎ উপকারের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে তাহা অর্থাৎ কারণ ক্ষণিক হইবে। অর্থাৎ কারণ যদি ক্ষণিক উপকার হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকই হইবে, এবং যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপকারই কার্য্য করিবে ; কারণ কিছুই করিবে না। আর যদি খতুল্য অর্থাৎ আকাশের মত উপকারের অনাশ্রয় হয়, তাহা হইলে অসৎফল অর্থাৎ কার্য্যাকারী হইবে না। অতএব অকিঞ্চিৎকর, অর্থাৎ যে কিছুই করে না, এরূপ কূটস্থ ভাবপদার্থ হইতে যদি কার্য্য জন্মিত, তাহা হইলে সকল হইতেই সকল কার্য্য জন্মিত—ইহা ভালই বলা হইয়াছে। তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্য এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন। অত্রেদম্ উচ্যতে—নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ এই সূত্রের অর্থ—অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কেন ? যেহেতু দেখা যায় না। অর্থাৎ শশশৃঙ্গ হইতে অঙ্কুরাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায় না। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অভাবের কোন বিশেষ না থাকায় শশশৃঙ্গাদি অভাব হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। কারণ, অভাবকে বিশেষ করা যায় না। অথবা যদি বিশেষণ যোগ কর, তাহা হইলে তাহাও ভাব হইবে, নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ হইবে না। অভাবের বিশেষণযোগ স্বীকার করিয়াই নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তিহেতুঃ এই গ্রন্থ বলিতেছেন। আরও যাহা যাহার সহিত অনুগত না হয়, তাহা তাহার বিকার নহে, যেমন ঘটশরাব উদঞ্চন (জালা) প্রভৃতি স্বর্ণের সহিত অনুগত হয় না, অতএব তাহারা স্বর্ণের বিকার নহে। আর এই সকল বিকার অভাবের সহিত অনুগত নহে, অতএব অভাবের বিকার নহে ; কিন্তু তাহারা ভাবের বিকার, কারণ, তাহাদের সহিত ভাবের অর্থাৎ মৃত্তিকাদির অনুগতি আছে, অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্তু উক্তং স্বরূপোপমর্দ্দম্ অন্তরেণ কস্যচিৎ কূটস্থস্য বস্তুনঃ কারণত্বানুপপত্তেঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ইতি তৎ দুরুক্তম্, স্থিরস্বভাবানাম্ এব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং রুচকাদিকার্য্যকারণভাবদর্শনাৎ। যেষু অপি বীজাদিষু স্বরূপোপমর্দো লক্ষ্যতে, তেষু অপি নাসৌ উপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়াঃ কারণম্ অভ্যুপগম্যতে,

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অনুপমৃদ্যমানানাম্ এব অনুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানাম্ অঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ অসদ্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদুৎপত্ত্যদর্শনাৎ সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সদুৎপত্তিদর্শনাৎ অনুপপন্নোঽয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ। অপি চ চতুর্ভিঃ চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে পরমাণুভ্যশ্চ ভূতভৌতিকলক্ষণঃ সমুদায় উৎপদ্যতে ইতি অভ্যুপগম্য পুনঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিং কল্পয়দ্ভিঃ অভ্যুপগতম্ অপহ্নুবানৈঃ বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোকঃ আকুলীক্রিয়তে ।২৬

ভাষ্যানুবাদ।

আর যে তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বরূপের উপমর্দ অর্থাৎ বিনাশ ব্যতীত কোন নিত্যবস্তুর কারণতা হইতে পারে না বলিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হওয়াই উচিত, তাহা বলা দুষ্কর ; কারণ, স্থিরস্বভাব অর্থাৎ স্থায়ী অথচ প্রত্যভিজ্ঞায়মান অর্থাৎ যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, এইরূপ সুবর্ণাদির কার্য্যকারণভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর বীজাদি যেসকল বস্তুতে স্বরূপের বিনাশ লক্ষিত হয়, সে সকলেও সেই পূর্ব্ব অবস্থা বিনষ্ট হইয়া উত্তর অবস্থার কারণ হয়, ইহা স্বীকার করা হয় না। কারণ, অনুপমৃদ্যমান অর্থাৎ যাহারা বিনষ্ট হয় না, এইরূপ অনুযায়ী অর্থাৎ কার্য্যে অনুগত বীজাদির অবয়বকে অঙ্কুরাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শশশৃঙ্গ হইতে সতের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া এবং সত্য সুবর্ণাদি হইতে সত্য রুচকাদির উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত। আরও চারিটি হইতে চিত্ত অর্থাৎ মন এবং চৈত্ত অর্থাৎ কামরাগাদি উৎপন্ন হয়, পৃথিব্যাদি পরমাণু হইতে পৃথিব্যাদি ভৌতিক অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ সমুদায় উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিয়া, আবার যাঁহারা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া নিজের স্বীকৃত পদার্থের অপলাপ করেন, সেই বৌদ্ধকর্তৃক সকল লোকই বিব্রত হইয়া পড়ে ।২৬

ভামতী।

অভাবকারণবাদিনো বচনম্ অনুভাষ্য দূষয়তি—"যৎ তু উক্তম্" ইতি। স্থিরোঽপি ভাবঃ ক্রমবৎসহকারিসমবধানাৎ ক্রমেণ কার্য্যাণি করোতি। ন চ অনুপকারকাঃ সহকারিণঃ। স চ অস্য সহকারিভিঃ আধীয়মানঃ উপকারঃ ন ভিন্নঃ, নাপি অভিন্নঃ, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য এব। অনির্ব্বাচ্যাচ্চ কার্য্যম্ অপি অনির্ব্বাচ্যমেব জায়তে। ন চ এতাবতা স্থিরস্য অকারণত্বম্, তদুপাদানত্বাৎ কার্য্যস্য, রজ্জূপাদানত্বমিব ভুজঙ্গস্য ইত্যুক্তম্। তথাচ শ্রুতিঃ—

"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।১।৪) ইতি।

অপি চ যে অপি সর্ব্বতো বিলক্ষণানি স্বলক্ষণানি বস্তুসন্তি আস্থিষত, তেষামপি কিমিতি বীজজাতীয়েভ্যঃ অঙ্কুরজাতীয়ানি এব জায়ন্তে কার্য্যাণি, ন তু ক্রমেলকজাতীয়ানি। ন হি বীজাৎ বীজান্তরস্য বা ক্রমেলকস্য বা অত্যন্তবৈলক্ষণ্যে কশ্চিৎ বিশেষঃ। ন চ বীজাঙ্কুরত্বে সামান্যে পরমার্থসতী, যেন এতয়োঃ ভাবিকঃ কার্য্যকারণভাবো ভবেৎ। তস্মাৎ কাল্পনিকাদেব স্বলক্ষণোপাদানাৎ বীজজাতীয়াৎ তথাবিধস্যৈব অঙ্কুরজাতীয়স্য উৎপত্তিনিয়ম আস্থেয়ঃ। অন্যথা কার্য্যহেতুকানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। দিঙ্মাত্রম্ অত্র সূচিতম্। প্রপঞ্চস্তু ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষান্যায়কণিকয়োঃ কৃত ইতি নেহ প্রতন্যতে বিস্তরভয়াৎ ।২৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদুক্তম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ উপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি, তত্রাহ—"ন চ এতাবতা" ইতি। পরমার্থাশ্রিতত্বাৎ কার্য্যকল্পনায়া ভাব উপাদানং তদ্ধর্ম্মস্তু অনির্ব্বাচ্য উপকারঃ কার্য্যোপযোগী ইত্যর্থঃ। শ্রুতৌ মৃদ্দৃষ্টান্তস্য সত্যত্বাভিধানাৎ দার্ষ্টান্তিকস্য মূলকারণস্য সত্যত্বম্ উক্তম্। ভেদাভেদাভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যেন উপকারেণ উপকৃতং কারণং কার্য্যম্ অনির্ব্বাচ্যং করোতি ইত্যুক্তম্, তৎ অযুক্তম্, ভেদনিষেধে অভেদাপত্তেঃ অভেদনিষেধে চ ভেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাশঙ্ক্য বৌদ্ধং প্রতি প্রতিবন্দীমাহ—"অপিচ যেঽপি" ইতি। কিং ব্যক্ত্যোরেব কার্য্যকারণভাবঃ সামান্যয়োর্ব্বা তদুপহিতব্যক্ত্যোর্ব্বা। ন প্রথমঃ, অতিপ্রসঙ্গাৎ, ইতি অভিসন্ধায় দ্বিতীয়ে সামান্যে বস্তুনী অবস্তুনী বা? নাদ্যঃ অপরাদ্ধান্তাৎ ইত্যাহ—"ন চ বীজাঙ্কুরত্বে" ইতি। অবস্তুনোরেব সামান্যয়োঃ কার্য্যকারণভাবোঽপি অর্থক্রিয়াকারিণঃ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।২৭ *

বেদান্তকল্পতরুঃ।

স্বত্বাভ্যুপগমাৎ অপরাদ্ধান্তাবহ এব। অবস্তুসামান্যোপহিতানাং ব্যক্তীনাং কার্য্যকারণত্বাভ্যুপগমে তদ্বৎ উপকারকার্য্যয়োরপি অবস্তুত্বসম্ভবসিদ্ধিঃ ইত্যাহ—"তস্মাদি"তি। "কাল্পনিকাৎ" কাল্পনিকসামান্যোপহিতাৎ ইত্যর্থঃ। যদি সামান্যোপাদানম্ অন্তরেণ ব্যক্তীনামেব কার্য্যকারণভাবঃ তত্র দোষান্তরমাহ—"অন্যথে"তি। অনুমানং হি সামান্যোপাধৌ প্রবর্ত্ততে, ব্যক্তীনাম্ আনন্ত্যেন ব্যাপ্তিগ্রহাযোগাৎ ইত্যর্থঃ ।২৬

ভামতীর অনুবাদ।

যাহারা অভাবকে কারণ বলে, তাহাদের বাক্য **যত্তু উক্তম্** এই গ্রন্থদ্বারা উল্লেখ করিয়া দোষ দিতেছেন। স্থায়ী ভাবপদার্থও ক্রমবিশিষ্ট সহকারিকারণের সমবধান অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ ক্রমশঃ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সহকারী কারণসকল উপকার করে না যে, তাহা নহে। আর কারণের সহকারিকর্ত্তৃক যে উপকার জন্মে, তাহা ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্যই। অনির্ব্বাচ্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যও অনির্ব্বাচ্যই হয়। আর ইহার দ্বারা স্থায়ীভাব পদার্থের অকারণত্ব হইল না; কারণ, ভাবপদার্থই কার্য্যের উপাদান। রজ্জু যেমন সর্পের উপাদান হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"। (ছাঃ উঃ ৬।১।৪)

অর্থাৎ মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। আরও যাহারাও সকল বস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন স্বলক্ষণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সত্যবস্তু স্বীকার করে, তাহাদের মতে কেন বীজজাতীয় বস্তু হইতে অঙ্কুরজাতীয় কার্য্যই উৎপন্ন হয়, ক্রমেলক অর্থাৎ উষ্ট্রজাতীয় কার্য্য জন্মে না কেন? কারণ, বীজ হইতে অন্য বীজের অথবা উষ্ট্রের কোন বিশেষ নাই। আর বীজত্ব ও অঙ্কুরত্বরূপ সামান্য অর্থাৎ জাতিদ্বয় বাস্তবিক সত্য নহে, যে জন্য এই দুইটির কার্য্যকারণভাব সত্য হইবে। অতএব কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা বীজজাতীয় স্বলক্ষণ কারণ হইতেই সেইরূপই অঙ্কুরজাতীয়ের উৎপত্তি হয়—এই নিয়মই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কার্য্যকে হেতু করিয়া যে অনুমান করা হয়, তাহার উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। এখানে কেবল দিক্‌মাত্র সূচনা করা হইল। ইহার বিস্তার ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা ও ন্যায়কণিকাতে করিয়াছি, গ্রন্থ বিস্তার হইয়া যায় বলিয়া এখানে বিস্তার করিলাম না।২৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।২৭

যদি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ অভ্যুপগম্যেত এবং সতি উদাসীনানাম্ অনীহমানানামপি জনানাম্ অভিমতসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অভাবস্য সুলভত্বাৎ। কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণি অপ্রযতমানস্যাপি শস্যনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। কুলালস্য চ মৃৎসংক্রিয়ায়াম্ অপ্রযতমানস্যাপি অমত্রোৎপত্তিঃ। তন্তুবায়স্যাপি তন্তূন্ অতন্বানস্যাপি তন্বানস্যেব বস্ত্রলাভঃ। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ ন কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ সমীহেত। ন চ এতদ্ যুজ্যতে অভ্যুপগম্যতে বা কেনচিৎ। তস্মাদপি অনুপপন্নঃ অয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ।২৭ [ইতি চতুর্থং সমুদায়াধিকরণম্।]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে **উদাসীনানামপি** অর্থাৎ যাহারা উদাসীন অর্থাৎ কোন কার্য্য করিতে আগ্রহ করে না, তাহাদেরও **এবং সিদ্ধিঃ** অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি হউক? কারণ, অভাব ত সেখানেও আছে। অতএব অভাব কারণ হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—আর যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে উদাসীন অর্থাৎ অনীহমান অর্থাৎ যাহারা কোন যত্ন করে না, তাহাদেরও অভিমত ফললাভ হউক, কেননা অভাবও সকলেরই সুলভ। কৃষক ক্ষেত্রের কার্য্যে যত্নবান্ না হইলেও তাহার শস্য উৎপন্ন হউক। কুম্ভকার মৃত্তিকাসংস্কারে যত্নবান্

* ইহাতে প্রথমান্ত "সিদ্ধিঃ" পদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক হয় বটে, কিন্তু, "অপি" ও "চ" থাকায় আরব্ধাধিকরণের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, এবং পরবর্ত্তী সূত্রে প্রথমান্তপদ থাকায়, ইহাতেই অধিকরণ শেষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রথমান্তপদটী শেষে থাকায় ইহা উপসংহার সূত্রই হইল। অধ্যায় বা পাদারম্ভ ব্যতীত স্থলে প্রথমান্তপদ শেষে থাকিলে অধিকরণ আরম্ভ হয় না।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।২৭]

ভাষ্যানুবাদ।

না হইলেও তাহার অমত্র অর্থাৎ ভাণ্ডপ্রভৃতি উৎপন্ন হউক। তন্তুবায়েরও বয়ন না করিয়াই বয়নকারীর মত বস্ত্রলাভ হউক। স্বর্গ এবং মোক্ষেও কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে যত্নবান্ না হউক। ইহা কিন্তু ঠিক্ নহে, এবং কেহ স্বীকারও করে না। এজন্য এই অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা উচিত নহে।২৭

ভামতী।

ভাষ্যম্ অস্য সুগমম্।৩৭

বেদান্তকল্পতরুঃ। (এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই।)

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রের ভাষ্য সরল।

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অধিকরণে বৈশেষিক মতের খণ্ডন করিয়া তৎসাম্যপ্রযুক্ত বৌদ্ধমত এই চতুর্থ অধিকরণে খণ্ডন করা হইতেছে। কারণ, ইহাদের সঙ্গেই বৈশেষিকের সাম্য অধিক। যথা—বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণবাদী বৌদ্ধগণও সেই দুই প্রমাণবাদী। বৌদ্ধগণের মধ্যে নানা শাখাভেদ থাকিলেও তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা—বৈভাষিক সৌত্রান্তিক যোগচার এবং মাধ্যমিক। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া এই মতদ্বয়কে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত বলা হয়। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী এবং সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যপদার্থকে অনুমেয় বলেন। কিন্তু বাহ্যাস্তিত্ববিষয়ে ইঁহারা একমত বলিয়া এই দুই সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া এই অধিকরণে সেই মতের খণ্ডন করা হইতেছে। এস্থলে বৈশেষিক, জগৎপ্রপঞ্চের পরমাণুপ্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাদের কার্য্যপ্রভৃতিকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, বৈভাসিকও ক্ষণিকপরমাণুর পরিণামী নিত্যতা এবং আকাশও নিরোধদ্বয়ের কূটস্থ নিত্যতা এবং কার্য্যপদার্থের অনিত্যতা স্বীকার করেন। এইরূপে কতক নিত্য এবং কতক অনিত্য স্বীকার করায় বৈশেষিকের ন্যায় ইহারাও অর্দ্ধবৈনাশিক। আর তজ্জন্য বৈশেষিক-খণ্ডনে তাহাদের খণ্ডন হইয়াছে। ভাষ্যকার যে বৌদ্ধগণকে সর্ব্ববৈনাশিক বলিয়াছেন, তাহা সৌত্রান্তিক যোগাচার ও শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া—বুঝিতে হইবে। সৌত্রান্তিকাদি মতে সব বস্তুই ক্ষণিক ও নিরন্বয়বিনাশী।*

এই সমস্ত বৌদ্ধমতের মূল, বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে কথিত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকে বেদতাৎপর্য্যবিরোধী বেদোক্ত বৌদ্ধমত বলা যায়। কালে ইহাদের প্রাবল্য হওয়ায়, কপিল গৌতম কণাদ ব্যাস ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দর্শনে বেদ ও যুক্তিদ্বারা সেই সব মত খণ্ডন করেন। অতঃপর কলির প্রাবল্যে গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া বেদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই খণ্ডিত বৌদ্ধমত, ঋষিগণপ্রদর্শিত দোষসমূহ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া নিজ উপলব্ধ সত্য বলিয়া আবার প্রচার করিলেন। ক্রমে বেদসংস্কারবর্জ্জিত মনীষাসম্পন্ন বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত উক্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া সেই গৌতমবুদ্ধের মত সুপ্রচারিত করেন। এইজন্য ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পরিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া এই অধিকরণের অন্তর্গত সূত্রগুলির ভাষ্যমুখে বিবৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সূত্রগুলি এই—

১। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮
২ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯
উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০
৪। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা।২১
৫। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ।২২
৬। উভয়থা চ দোষাৎ।২৩
৭। আকাশে চাবিশেষাৎ।২৪
৮। অনুস্মৃতেশ্চ।২৫
৯। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।২৬
১০। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।২৭

এইগুলি সমস্তই সিদ্ধান্তসূত্র। ইহাদের অক্ষরার্থ এইরূপ—

১। পরমাণুহেতুক বাহ্যসমুদায় এবং স্কন্ধহেতুক আধ্যাত্মিকসমুদায় যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সমুদায়ের অর্থাৎ সংঘাতের প্রাপ্তি হয় না। কারণ, পরমাণু ও স্কন্ধগুলি অচেতন। এজন্য তাহারা স্বতঃ সমুদায়রূপ প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ মিলিত হইতে পারে না। অন্য স্থির চেতনকে সেই সমুদায়ের কর্ত্তা স্বীকার করা আবশ্যক। এজন্য বৌদ্ধমত ভ্রান্তিমূলক।

* বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের মতভেদ শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ হইতে গৃহীত হইল।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।২৭]

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য্য ।

২। স্কন্ধসকল ও অণুসকল অন্য কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের কারণ হয় বলিয়া সংঘাত উপপন্ন হয়—ইহা যদি বল, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, অবিদ্যাদি পদার্থসকল কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের সংঘাতের প্রতি কোনরূপ হেতু হয় না।

৩। আর কার্য্যক্ষণের উৎপত্তি সময়ে কারণক্ষণের নিরোধ হয় বলিয়া অবিদ্যাদি এক একটী পদার্থ কখন সংস্কারাদি-উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়—পটাদি কার্য্যের উৎপত্তিকালে তন্তুপ্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান থাকে।

৪। হেতু না থাকিলেও কার্য্য হয়—ইহা স্বীকার করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হয়; কারণ, তোমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আলম্বনপ্রত্যয়রূপ বিষয়, অধিপতিপ্রত্যয়রূপ ইন্দ্রিয়, আলোকাদিরূপ সহকারিকারণ ও সমনন্তর প্রত্যয়রূপ সংস্কার—এই চতুর্ব্বিধ হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ত উৎপন্ন হয়। আর উত্তরক্ষণের উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ থাকে বলিলে কার্য্যকারণ এক সময়ে থাকে—বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকত্বভঙ্গ হয়।

৫। বৌদ্ধমতে জ্ঞানপূর্ব্বক বিনাশ ও স্বয়ং বিনাশ স্বীকার করা হয়, কিন্তু কোন বস্তুরই বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া উক্ত দ্বিবিধ বিনাশেরই অপ্রাপ্তি হয়।

৬। বৌদ্ধমতে অবিদ্যাবিনাশ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয়, অথবা স্বভাবতঃই হয়। প্রথমপক্ষে বিনাকারণে অবিদ্যা-নাশ স্বীকার করায় তাহা নষ্ট হয়। দ্বিতীয়পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়কথা ব্যর্থ হয়—এইরূপ উভয়পক্ষেই দোষ হয়।

৭। শ্রুতি ও অনুমানদ্বারা দেখা যায়, পৃথিবীপ্রভৃতির মত আকাশকেও বস্তু বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে কোন বিশেষ নাই, এজন্য আকাশ নিরুপাখ্য নহে।

৮। অনুভবের পরে জন্মে যে স্মৃতি তাহাই অনুস্মৃতি, সেই অনুস্মৃতি হয় বলিয়া সেই অনুভবকর্ত্তা আত্মা ক্ষণিক হইতে পারে না।

৯। আর অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা দেখা যায় না। যেমন শশশৃঙ্গ নাই, অতএব তাহা হইতে কোন কার্য্য জন্মিতে দেখাও যায় না। মৃদাদি সৎ হইতেই কার্য্য হয়—ইহাই দেখা যায়।

১০। আর অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে উদাসীন পুরুষগণেরও নিজ নিজ অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব প্রবৃত্তিই হইবে না। এই সকল কারণে, সর্ব্বাস্তিত্বমতবাদ ভ্রান্তিমূলক মত, প্রামাণিক মত নহে।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—প্রসঙ্গ সঙ্গতি। অর্থাৎ বৈশেষিকমতের সহিত এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য থাকায় বৈশেষিকমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে তাহারও খণ্ডন করা হইতেছে।

(২) **বিষয়**—বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত।

(৩) **সংশয়**—বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত ভ্রান্তিমূলক কি প্রমাণমূলক ?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—পৃথিব্যাদি চারিটী—ভূতপদবাচ্য এবং পরমাণুপুঞ্জস্বরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ পদার্থগুলি ভৌতিকপদবাচ্য। তন্মধ্যে পরমাণুহেতুক পৃথিব্যাদিসমুদায় বাহ্য, এবং রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কাররূপ পঞ্চস্কন্ধহেতুক রূপাদিসমুদায় আধ্যাত্মিক—এই মতটী প্রমাণমূলক।

(৫) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—এই মত ভ্রান্তিমূলক।

(৬) **ফলভেদ**—ফল পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ এবং সিদ্ধান্তে সেই বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ।

অভাবাধিকরণং নাম

পঞ্চমম্ অধিকরণম্।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮ *

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রদর্পণে এই অধিকরণের সার যেভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

প্রাপ্তে হেতৌ ফলোৎপত্তের্হেতুবৃন্দানপেক্ষণাৎ।
স্বসন্তানান্তরং হেতুঃ ক্ষণিকঃ স্বফলং সৃজেৎ॥

অর্থাৎ এক একটি কারণ থাকিলেই কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণসমূহের কোন অপেক্ষা না থাকায়, ক্ষণিককারণ অন্য সন্তানরূপ নিজের কার্য্য উৎপাদন করিবে—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

অন্ত্যক্ষণবদন্যেষাং স্বকার্য্যেষ্বনপেক্ষতঃ।
কুসূল এব শালিভ্যঃ শালীনামুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ বীজের অন্ত্যক্ষণ যেমন নিজের কার্য্য উৎপাদন করিতে অপরকে অপেক্ষা করে না। এইরূপ উপান্ত্যক্ষণ-প্রভৃতিও নিজ নিজ কার্য্য করিতে অপরের অপেক্ষা না করায় গোলাতেই ধান্য হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হউক। ইহাই সিদ্ধান্ত।

ভারতীতীর্থ মুনি তাঁহার অধিকরণমালায় যে দুইটী শ্লোকদ্বারা এই অধিকরণার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই—

সমুদায়াবুভৌ যুক্তাবযুক্তৌ বাঽণুহেতুকঃ।
একোঽপরঃ স্কন্ধহেতুরিত্যেবং যুজ্যতে দ্বয়ম্ ॥১
স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ং চাঽচেতনত্বতঃ।
ন স্কন্ধানামণূনাং বা সমুদায়োঽত্র যুজ্যতে ॥২

অন্বয়ঃ—উভৌ সমুদায়ৌ যুক্তৌ অযুক্তৌ বা ? একঃ অণুহেতুকঃ, অপরঃ স্কন্ধহেতুঃ—ইতি দ্বয়ং যুজ্যতে।১ স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ং চ অচেতনত্বতঃ স্কন্ধানাম্ অণূনাং বা সমুদায়ো ন যুজ্যতে।২

অর্থ—উভয় প্রকার সমুদায় যুক্ত কি অযুক্ত ? একটী অণুহেতুক অন্যটী স্কন্ধহেতুক—এইরূপে দুইটী সম্ভব হয়।১ (না তাহা নহে !) স্থির চেতন নাই বলিয়া এবং নিজে অচেতন বলিয়া স্কন্ধগণের বা অণুসকলের সমুদায় সম্ভব হয় না।১

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮

এবং বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্য সমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদিষু দূষণেষু উদ্ভাবিতেষু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ইদানীং প্রত্যবতিষ্ঠতে। কেষাঞ্চিৎ কিল বিনেয়ানাং বাহ্যে বস্তুনি অভিনিবেশম্ আলক্ষ্য তদনুরোধেন বাহ্যার্থবাদপ্রক্রিয়া ইয়ং বিরচিতা, নাসৌ সুগতাভিপ্রায়ঃ। তস্য তু বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদ এব অভিপ্রেতঃ। তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ অন্তঃস্থ এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্ব্ব উপপদ্যতে। সত্যপি বাহ্যে অর্থে বুদ্ধ্যারোহম্ অন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যবস্তুর **ন অভাবঃ** অভাব নাই ; **উপলব্ধেঃ** কারণ, তাহার উপলব্ধি হয়।

ভাষ্যার্থ—এইরূপে বাহ্যার্থবাদ অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যিকপদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া সমুদায়ের অসম্ভব হয়, ইত্যাদি দোষ কল্পনা করা হইলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এক্ষণে বিরোধিতা করিতেছেন। কতিপয় শিষ্যের বাহ্যবস্তুতে আগ্রহ দেখিয়া তাহাদের অনুরোধে এই বাহ্যার্থবাদের প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকরণ রচনা করা হইয়াছে। তাহা কিন্তু বুদ্ধের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার একমাত্র বিজ্ঞানবাদই

---

* এখানে "ন অভাব" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এই সূত্র হইতে অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভাষ্যানুবাদ।

অভিপ্রেত। আর সেই বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়রূপে অর্থাৎ জ্ঞানে কল্পিত আকার দ্বারা অন্তঃস্থ অর্থাৎ জ্ঞানগত হইয়াই প্রমাণপ্রমেয়ফলের সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হয়। কারণ, বাহ্যপদার্থ থাকিলেও বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানগত না হইয়া প্রমাণাদি ব্যবহার হয় না।

ভামতী।

পূর্ব্বাধিকরণসঙ্গতিম্ আহ—“এবম্” ইতি। বাহ্যার্থবাদিভ্যঃ বিজ্ঞানমাত্রবাদিনাং সুগতাভিপ্রেততয়া বিশেষমাহ—“কেষাঞ্চিৎ কিল” ইতি। অথ প্রমাতা প্রমাণং প্রমেয়ং প্রমিতিঃ ইতি হি চতসৃষু বিধাসু তত্ত্বপরিসমাপ্তিঃ, আসাম্ অন্যতমাভাবেঽপি তত্ত্বস্য অব্যবস্থানাৎ। তস্মাৎ অনেন বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়তা চতস্রো বিধা এষিতব্যাঃ, তথাচ ন বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রং তত্ত্বম্। ন হি অস্তি সম্ভবঃ * বিজ্ঞানমাত্রং চতস্রো বিধাশ্চ ইত্যত আহ—“তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ” ইতি।

যদ্যপি অনুভবাৎ ন অন্যঃ অনুভাব্যঃ অনুভবিতা অনুভবনম্, তথাপি বুদ্ধ্যারূঢ়েন বুদ্ধি-পরিকল্পিতেন অন্তঃস্থ এব এষ প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ প্রমাতৃব্যবহারশ্চ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ন পারমার্থিক ইত্যর্থঃ।। এবঞ্চ ন সিদ্ধসাধনম্। ন হি ব্রহ্মবাদিনঃ নীলাদ্যাকারাং বিত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়ং নীলাদি ইতি। তথাহি—স্বরূপং বিজ্ঞানস্য অসত্যাকারযুক্তং প্রমেয়ং, প্রমেয়প্রকাশনং প্রমাণফলং, তৎপ্রকাশনশক্তিঃ প্রমাণম্। বাহ্যবাদিনোরপি বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ কাল্পনিক এব প্রমাণফলব্যবহারঃ অভিমত ইত্যাহ—“সত্যপি বাহ্যে অর্থে” ইতি। ভিন্নাধিকরণত্বে হি প্রমাণফলয়োঃ তদ্‌ভাবো ন স্যাৎ। ন হি খদিরগোচরে পরশৌ পলাশে দ্বৈধীভাবো ভবতি। তস্মাৎ অনয়োঃ ঐকাধিকরণ্যং বক্তব্যম্। কথং চ তদ্ ভবতি? যদি জ্ঞানস্থে এব প্রমাণফলে ভবতঃ। ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণম্ অনংশম্ অংশাভ্যাং বস্তুসদ্‌ভ্যাং যুজ্যতে। তদেব জ্ঞানম্ অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতজ্ঞানত্বাংশং ফলম্। অশক্তিব্যাবৃত্তিপরি-কল্পিতাত্মানাত্মপ্রকাশনশক্ত্যংশং প্রমাণম্। প্রমেয়ং তু অস্য বাহ্যমেব। এবং সৌত্রান্তিক-সময়েঽপি †। জ্ঞানস্য অর্থসারূপ্যম্ অনীলাকারব্যাবৃত্ত্যা কল্পিতনীলাকারত্বং প্রমাণং, ব্যবস্থাপন-হেতুত্বাৎ। অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতং চ জ্ঞানত্বং ফলম্, ব্যবস্থাপ্যত্বাৎ। তথাচ আহুঃ—

“ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্‌বেদনা যুক্তা, তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ।
তাং তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্‌ঘটয়েৎ” ইতি।

বেদান্তকল্পতরু।

রূপাদিরহিতব্রহ্মজগদুপাদানত্ববাদিসমন্বয়স্য বিজ্ঞানং নীলাদ্যাকারম্ ইত্যনুমানবিরোধাবিরোধসন্দেহে পূর্ব্বোক্তসমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদি-দূষণানি উপজীব্য বাহ্যার্থাপলাপাৎ হেতুহেতুমল্লক্ষণাং “সঙ্গতিমাহ” ইত্যর্থঃ। ব্যাঘাতেন পূর্ব্বপক্ষানুত্থানম্ আশঙ্কতে “অথে”তি। চোদ্যপ্রারম্ভার্থঃ অথশব্দঃ। বস্তুব্যবস্থিতৌ প্রমাণাদি অভ্যুপগম্য তন্নিষেধঃ ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ। “বুদ্ধিপরিকল্পিতেনে”তি। বিভাগমাত্রং জ্ঞেয়াদ্যাকারাণাং পরিকল্পিতং জ্ঞেয়াদিরূপত্বং বুদ্ধেঃ বাস্তবমেব। ননু নীলাদ্যাকারং বিজ্ঞানম্ ইত্যনুমানে বেদান্তিনাং সিদ্ধসাধনম্, ব্রহ্মণো বিজ্ঞানাত্মকস্য নীলাদ্যাত্মকত্বাৎ, অন্যথা তদদ্বৈতাসিদ্ধেঃ অত আহ—“এবঞ্চে”তি। বৌদ্ধা হি বিত্তেঃ বিজ্ঞানস্য আন্তরং নীলাদি-রূপম্ আচক্ষতে, ন বয়মিত্যর্থঃ। বুদ্ধৌ পরিকল্পিতং জ্ঞেয়াদিবিভাগম্ উপপাদয়তি—“তথাহী”তি। “অসত্যাকারে”তি। আকারস্য অসত্যত্বং বাহ্যরূপেণ অসত্যেন আন্তররূপেণ সত্যেন আকারেণ যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। ননু বাহ্যার্থসত্যত্বে প্রমাণাদয়ঃ সত্যাঃ সিধ্যন্তি, কিং কল্পিতত্বেন ইত্যাশঙ্ক্য তন্মতে প্রমেয়বিভাগঃ সত্যঃ উপলভ্যেতাপি, প্রমাণফলবিভাগঃ তাবৎ মিথ্যা, তথাচ অর্থাৎ প্রমেয়মিথ্যাত্বম্ আপৎস্যতে ইত্যভিপ্রেত্য আহ—“বাহ্যবাদিনোরপি” ইতি। বৈভাষিকমতে প্রমাণফলবিভাগস্য কল্পিতত্বম্ উপপাদয়তি—“ভিন্নাধিকরণত্বে হি” ইতি। প্রমাণম্ হি করণং প্রমিতিঃ ফলং তয়োঃ ভিন্নাধিকরণত্বে করণফলভাবো ন স্যাৎ। করণফলভাবঃ একাধিকরণয়োরেব ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—“নহী”তি। যদ্যপি পরশুঃ স্বাবয়বেষু সমবেতঃ দ্বৈধীভাবস্তু খদিরে, তথাপি ব্যাপারাবিষ্টকরণীভূতঃ পরশুঃ সংযোগেন খদিরাধিকরণ ইতি করণফলয়োঃ ঐকাধিকরণ্যম্। ভবতু প্রমাণফলয়োঃ একাধিকরণতা, তাবতা কথং তদ্বিভাগস্য কল্পিতত্বসিদ্ধিঃ অত আহ—“কথং চে”তি। যদি জ্ঞানস্থে এব প্রমাণফলে ভবতঃ, তর্হি এব তদৈকাধিকরণ্যং ভবতি ইতরথা কথং ভবতি ইত্যর্থঃ। ননু ভবেতাং জ্ঞানস্থে এব

* ন হি অস্তি সম্ভবঃ=“ন সম্ভবঃ” পাঠান্তর।

† সময়ে=নয়ে পাঠান্তর।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রমাণফলে অতো বা কিং জাতম্ অত আহ—"ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণমি"তি। ন তাবৎ কুণ্ডে বদরবৎ জ্ঞানে প্রমাণফলয়োঃ অবস্থানসম্ভবঃ, জ্ঞানস্য অসংযোগিত্বাৎ তাদাত্ম্যেন তু স্যাৎ অবস্থানং, ন চ বস্তুতো ভিন্নাভ্যাম্ একস্য ঐক্যোপপত্তিঃ ততঃ কাল্পনিকপ্রমাণফলভেদ ইত্যর্থঃ। তমেব দর্শয়তি—"তদেবে"তি। অজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যাত্মকাপোহরূপেণ কল্পিতো জ্ঞানত্বসামান্যরূপঃ অংশঃ যস্য তৎ তথা উক্তম্। অশক্তিব্যাবৃত্তিরূপেণ কল্পিতা বিজ্ঞানস্য আত্মানং স্বম্ অনাত্মানম্ অর্থং প্রতি চ যা প্রকাশনশক্তিঃ সঃ অংশোঃ যস্য তৎ বিজ্ঞানং তথা। তচ্চ প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ। বৈভাষিকস্য বাহ্যঃ অর্থঃ প্রত্যক্ষঃ সৌত্রান্তিকস্য জ্ঞানগতাকারবৈচিত্র্যেণ অনুমেয়ঃ। তন্মতেঽপি প্রমাণফলবিভাগস্য কল্পিতত্বমাহ—"এবমি"তি। জ্ঞানগতং বাহ্যনীলসারূপ্যং ভাসমানম্ অনীলাকারাপোহরূপেণ কল্পিতং, তচ্চ বাহ্যম্ অর্থং ব্যবস্থাপয়তি, প্রতিবিম্বমিব বিম্বম্, অতঃ প্রমাণম্। জ্ঞানাৎ সকাশাৎ যৎ অন্যৎ তদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ কল্পিতং জ্ঞানত্বং সামান্যং ফলং, তদ্ধি সারূপ্যবলাৎ নীলজ্ঞানত্বেন ব্যবস্থাপ্যতে। অস্মিন্ অপি মতে প্রমেয়ং পরমার্থভিন্নম্ ইতি সারূপ্যস্য জ্ঞানজ্ঞেয়ভাবব্যবস্থাপকত্বে সৌত্রান্তিকবচনমাহ—"তথাচে"তি। "বিত্তিসত্ত্বৈব তদ্বেদনা"। তস্য অর্থস্য বেদনা ন যুক্তা, কুতঃ? তস্যাঃ বিত্তিসত্তায়াঃ সর্ব্বত্র অর্থে বিশেষাভাবাৎ। জ্ঞানমাত্রং হি সর্ব্বজ্ঞেয়সাধারণম্। তস্মাৎ তাং তু বিত্তিং সারূপ্যম্ আবিশৎ ঘটয়েৎ। কিং ঘটয়েৎ ইত্যত আহ—"সরূপয়ৎ তৎ" ইতি। তৎ বাহ্যং বস্তু সরূপয়ৎ স্বেন রূপেণ সরূপাং বিত্তিং কুর্ব্বৎ "ঘটয়েৎ" বিত্ত্যা সহ বিষয়ভাবেন যোজয়েৎ ইত্যর্থঃ। সরূপয়ন্তম্ ইতি পাঠে অর্থমিতি শেষঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এবম্ ইত্যাদি এই গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণের সহিত সঙ্গতি বলিতেছেন। **কেষাঞ্চিৎ কিল** এই গ্রন্থদ্বারা বাহ্যার্থবাদী অপেক্ষা বিজ্ঞানমাত্র বাদীর মত বুদ্ধের অভিপ্রেত বলিয়া বিশেষ বলিতেছেন। প্রমাতা অর্থাৎ প্রমিতির কর্ত্তা, প্রমাণ অর্থাৎ প্রমিতির করণ, প্রমেয় অর্থাৎ তাহার বিষয় এবং প্রমিতি অর্থাৎ জ্ঞান—এই চারিটি প্রকার থাকিলে তত্ত্বপরিসমাপ্তি হয়, ইহাদের মধ্যে একটিরও অভাব হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না। অতএব যিনি একমাত্র বিজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন, সেই বিজ্ঞানবাদীও এই চারিটী প্রকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এবং তাহা হইলে একমাত্র বিজ্ঞানস্কন্ধই তত্ত্ব হইল না। কারণ, একমাত্র বিজ্ঞানস্কন্ধই তত্ত্ব এবং উক্ত চারিটী প্রকারও আছে—ইহা ত সম্ভব নহে, এইজন্য **তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।

যদিও অনুভবের বিষয়টী, অনুভবের কর্ত্তা, অনুভবের করণ ও অনুভব অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, তাহা হইলেও বুদ্ধ্যারূঢ় অর্থাৎ বুদ্ধিতে কল্পিত আকারদ্বারা অন্তরেই এই প্রমাণ প্রমেয় ও ফলের ব্যবহার এবং প্রমাতার ব্যবহার হয়—ইহাও জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহা পারমার্থিক নহে। এইরূপ বলিলে সিদ্ধসাধন দোষ হইল না, অর্থাৎ বেদান্ত ও বুদ্ধের সিদ্ধান্ত এক হইল না। কারণ, বেদান্তিগণ নীলাদি-আকারাত্মক জ্ঞান স্বীকার করেন না, অর্থাৎ জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ নীল ইত্যাদি, সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত নীল প্রভৃতি কোন বাহ্যবস্তু নাই—ইহা স্বীকার করে না, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় নীলাদি বস্তু স্বীকার করেন। যথা—অসত্য আকারযুক্ত বিজ্ঞানের যে স্বরূপ, তাহাই প্রমেয় অর্থাৎ বিষয়, প্রমেয়ের প্রকাশরূপ যে বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণের ফল, আর প্রমেয়কে প্রকাশ করিবার বিজ্ঞানের যে শক্তি, তাহাই প্রমাণ। বাহ্যপদার্থ স্বীকার করেন যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক, তাঁহাদেরও প্রমাণ ও ফলের ব্যবহার কাল্পনিক, ইহাই তাহাদের অভিমত—এই কথাই **সত্যপি বাহ্যে অর্থে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। কারণ, প্রমাণ ও ফল পৃথক্ অধিকরণে থাকিলে তদ্ভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব হইবে না। কারণ, খদিরকাষ্ঠে কুঠারসংযোগ হইলে পলাশকাষ্ঠে দ্বৈধীভাব অর্থাৎ ছেদন হয় না। অতএব ইহাদের অর্থাৎ প্রমাণ ও ফলের একাধিকরণে বর্ত্তমানতাই বলিতে হইবে। (যদি বল) কি করিয়া তাহা হয়? তাহা হইলে বলিব—যদি প্রমাণ ও ফল উভয়েই জ্ঞানে থাকে। আর স্বলক্ষণ অর্থাৎ কোনরূপ কল্পনারহিত কেবল বিশুদ্ধ, এবং অংশরহিত যে জ্ঞান, তাহা বাস্তবিক সত্য—এইরূপ দুইটি অংশের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। সেই জ্ঞানই অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়ায় তদ্দ্বারা তাহাতে যে জ্ঞানস্বরূপ অংশের কল্পনা করা হয়, তদ্‌যুক্ত হইলে তাহাই ফলস্বরূপ হয়। (অর্থাৎ বৌদ্ধমতে অতদ্ব্যাবৃত্তত্বই বস্তুর স্বরূপ, যেমন জ্ঞানপদার্থটি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়ায় অজ্ঞানব্যাবৃত্ত হইয়াছে, আর অজ্ঞানব্যাবৃত্ত হওয়ায় তাহাতে জ্ঞানত্বের কল্পনা করা হয়, আর তাহা হইলে সেই জ্ঞানই তখন ফল হইয়া দাঁড়াইল।) এইরূপ অশক্তিব্যাবৃত্তিরূপ হেতুদ্বারা নিজেকে ও পরকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যরূপ অংশযুক্ত হইলে সেই জ্ঞানই প্রমাণ হয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুই এই জ্ঞানের প্রমেয়। সৌত্রান্তিকমতেও এইরূপ। জ্ঞানের যে অর্থসারূপ্য অর্থাৎ নীলভিন্ন আকার হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় যে নীল আকার হওয়ার কল্পনা করা হয়, তাহাই প্রমাণ; কারণ, তাহাই ব্যবস্থাপনের অর্থাৎ বস্তু স্থির করিবার হেতু। আর অজ্ঞানব্যাবৃত্তিরূপ হেতুদ্বারা যে জ্ঞানত্বের কল্পনা করা হয়, তাহাই ফল। কারণ, তাহারই ব্যাবস্থা করা হয়, অর্থাৎ স্থির করা হয়। আর তাঁহারা সেইরূপই বলেন—

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাবঃ উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা, তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ, তাং তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্ঘটয়েৎ। ইতি

অর্থাৎ বিত্তিসত্তা অর্থাৎ জ্ঞানের অস্তিত্বই যে বিষয়ের জ্ঞানস্বরূপ হইবে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, তাহা অর্থাৎ জ্ঞানের সত্তা সকল বিষয়েই আছে, তাহার ত কোন বিশেষ নাই, কিন্তু বিষয়ের সারূপ্য অর্থাৎ জ্ঞানে বিষয়ের যে আকার প্রতিফলিত হয়, তাহা জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানকে নিজের মত করিয়া দিয়া বাহ্যবস্তুকে জ্ঞানের সহিত বিষয়রূপে যোগ করিয়া দেয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং পুনঃ অবগম্যতে অন্তস্থ এব অয়ং সর্ব্বব্যবহারঃ, ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ বাহ্যঃ অর্থঃ অস্তি ইতি। তদসম্ভবাৎ ইত্যাহ। স হি বাহ্যঃ অর্থঃ অভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বা স্যুঃ, তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হন্তি, পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ। নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়ঃ, তেষাং পরমাণুভ্যঃ অন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ। এবং জাত্যাদীন্ অপি প্রত্যাচক্ষীত। অপি চ অনুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য জায়মানস্য যোঽয়ং প্রতিবিষয়ং পক্ষপাতঃ স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি, নাসৌ জ্ঞানগত-বিশেষম্ অন্তরেণ উপপদ্যতে—ইতি অবশ্যং বিষয়সারূপ্যম্ জ্ঞানস্য অঙ্গীকর্ত্তব্যম্। অঙ্গীকৃতে চ তস্মিন্ বিষয়াকারস্য জ্ঞানেনৈব অবরুদ্ধত্বাৎ অপার্থিকা বাহ্যার্থসদ্ভাবকল্পনা।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল—কি করিয়া বুঝা যাইবে যে, এই ব্যবহার সকলই অন্তস্থ অর্থাৎ জ্ঞানগত, এবং জ্ঞানব্যতীত বাহ্যপদার্থ কিছুই নাই? এ বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, তাহার কারণ, বিজ্ঞানব্যতীত বাহ্যপদার্থের সম্ভব হয় না। কারণ, বাহ্যপদার্থ স্বীকার করিলে সেই বাহ্য স্তম্ভাদি বস্তু কি, এক একটী পরমাণুস্বরূপ হইবে? অথবা তাহার সমষ্টিস্বরূপ হইবে? তন্মধ্যে পরমাণুসকল স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ স্তম্ভাদিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বহুপরমাণুর জ্ঞান কখনও এক-স্থূল-স্তম্ভবিষয়ক হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুবিষয়ক প্রত্যক্ষ উপপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ যে জ্ঞান একত্ব, স্থূলত্ব ও নীলত্বের গ্রাহক, সেই জ্ঞান পরম সূক্ষ্ম বহু পরমাণুরও গ্রাহক—ইহা কখনই উপপন্ন হয় না। আর পরমাণুসমষ্টিও স্তম্ভাদি হইতে পারে না; কারণ, তাহারা পরমাণুসকল হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। এইরূপে জাতি-গুণ-কর্ম্মপ্রভৃতিরও প্রত্যাখ্যান করিবে। আরও কেবল অনুভবরূপে যে সাধারণ জ্ঞান জন্মে, তাহার যে এই প্রত্যেক বিষয়ে পক্ষপাত, যথা—স্তম্ভের জ্ঞান, দেওয়ালের জ্ঞান, ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান ইত্যাদি, তাহা জ্ঞানগত বিশেষ ব্যতিরেকে উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব অবশ্যই জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য অর্থাৎ বিষয়ের মত আকার হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়সারূপ্য অবরুদ্ধ হয় বলিয়া অর্থাৎ জ্ঞানগত বিশেষাকারদ্বারাই ব্যবহার নির্ব্বাহ হইয়া যায় বলিয়া বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা নিরর্থক।

ভামতী।

প্রশ্নপূর্ব্বকং বাহ্যার্থাভাবে উপপত্তীঃ আহ—"কথং পুনঃ অবগম্যতে" ইতি। স হি বিজ্ঞানালম্বনত্বাভিমতঃ বাহ্যঃ অর্থঃ পরমাণুঃ তাবৎ ন সম্ভবতি। এক-স্থূল-নীলাভাসং হি জ্ঞানং ন পরমসূক্ষ্মপরমাণ্বাভাসম্। ন চ অন্যাভাসম্ অন্যগোচরং ভবিতুম্ অর্হতি। অতিপ্রসঙ্গেন সর্ব্বগোচরতয়া সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রতিভাসধর্ম্মঃ স্থৌল্যম্ ইতি যুক্তম্। বিকল্পা-সহত্বাৎ। কিম্ অয়ং প্রতিভাসস্য জ্ঞানস্য ধর্ম্মঃ, উত প্রতিভাসনকালে অর্থস্য ধর্ম্মঃ। যদি পূর্ব্বঃ কল্পঃ, অদ্ধা, তথা সতি স্বাংশালম্বনমেব বিজ্ঞানম্ অভ্যুপেতং ভবতি। এবঞ্চ কঃ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

প্রতিকূলীভবতি অনুকূলম্ আচরতি ? দ্বিতীয়ঃ ইতি চেৎ, তথাহি—রূপপরমাণব এব নিরন্তরম্ উৎপন্না একবিজ্ঞানোপারোহিণঃ স্থৌল্যম্। ন চ অত্র কস্যচিৎ ভ্রান্ততা। ন হি ন তে রূপপরমাণবঃ। ন চ ন নিরন্তরম্ উৎপন্নাঃ। ন চ একবিজ্ঞানানুপারোহিণঃ। তেন মা ভূৎ নীলত্বাদিবৎ পরমাণুধর্ম্মঃ, প্রত্যেকং পরমাণুষু অভাবাৎ। প্রতিভাসদশাপন্নানাং তু তেষাং ভবিষ্যতি বহুত্বাদিবৎ সাংবৃতং স্থৌল্যম্। যথাহুঃ—

"গ্রহেঽনেকস্য চৈকেন কিঞ্চিদ্রূপং হি গৃহ্যতে। সাংবৃতং প্রতিভাসস্থং তদেকাত্মন্যসম্ভবাৎ॥
ন চ তদ্দর্শনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্‌যতঃ। সাংবৃতং গ্রহণং নান্যন্ন চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ॥"

ইতি। তন্ন নৈরন্তর্য্যাবভাসস্য ভ্রান্তত্বাৎ। গন্ধরসস্পর্শপরমাণ্বন্তরিতা হি তে রূপপরমাণবঃ ন নিরন্তরাঃ। তস্মাৎ আরাৎ সান্তরেষু বৃক্ষেষু এক-ঘন-বনপ্রত্যয়বৎ এষ স্থূলপ্রত্যয়ঃ পরমাণুষু সান্তরেষু ভ্রান্ত এব ইতি পশ্যামঃ। তস্মাৎ কল্পনাপোঢ়ত্বেঽপি ভ্রান্তত্বাৎ ঘটাদিপ্রত্যয়স্য পীতশঙ্খাদিজ্ঞানবৎ ন প্রত্যক্ষতা পরমাণুগোচরত্বাভ্যুপগমে। তৎ ইদম্ উক্তম্—"ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হন্তি। নাপি তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ" অবয়বিনঃ। তেষাম্ অভেদে পরমাণুভ্যঃ পরমাণব এব। তত্র চ উক্তং দূষণম্। ভেদে তু গবাশ্বস্যেব অত্যন্তবৈলক্ষণ্যমিতি ন তাদাত্ম্যম্। সমবায়শ্চ নিরাকৃত ইতি। এবং ভেদাভেদবিকল্পেন জাতি-গুণ-কর্ম্মাদীন্ অপি প্রত্যাচক্ষীত। তস্মাৎ যৎ যৎ প্রতিভাসতে তস্য সর্ব্বস্য বিচারাসহত্বাৎ অপ্রতিভাসমানসদ্‌ভাবে চ প্রমাণাভাবাৎ ন বাহ্যালম্বনাঃ প্রত্যয়া ইতি।

অপি চ ন তাবৎ বিজ্ঞানম্ ইন্দ্রিয়বৎ নিলীনম্ অর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ অর্হতি। ন হি যথা ইন্দ্রিয়ম্ অর্থবিষয়ং জ্ঞানং জনয়তি এবং বিজ্ঞানম্ অপরং বিজ্ঞানং জনয়িতুম্ অর্হতি। তত্রাপি সমানত্বাৎ অনুযোগস্য অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। ন চ অর্থাধারং প্রাকট্যলক্ষণং ফলম্ আধাতুম্ উৎসহতে, অতীতানাগতেষু তদসম্ভবাৎ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ অপ্রত্যুৎপন্নো ধর্ম্মী ধর্ম্মশ্চ অস্য প্রত্যুৎপন্ন ইতি। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপপ্রত্যক্ষতা এব অর্থপ্রত্যক্ষতা অভ্যুপেয়া। তচ্চ অনাকারং সৎ আজানতো ভেদাভাবাৎ কথম্ অর্থভেদং ব্যবস্থাপয়েৎ ইতি। তদ্‌ভেদব্যবস্থাপনায় আকার-ভেদঃ অস্য এষিতব্যঃ। তদুক্তম্—

"ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনাযুক্তা তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ।
তাং তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্‌ঘটয়েৎ"॥ ইতি।

একশ্চ অয়ম্ আকারঃ অনুভূয়তে। স চেৎ বিজ্ঞানস্য, ন অর্থসদ্‌ভাবে কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি ইত্যাহ—"অপিচ অনুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনঃ জ্ঞানস্য" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং সম্ভাবিতে পূর্ব্বপক্ষে সাধকপ্রমাণানি কথয়িতি ইত্যাহ—"প্রশ্নপূর্ব্বকমি"তি। স্তম্ভাদ্যর্থঃ কিং পরমাণুঃ তৎকৃতঃ অবয়বী বা ? প্রথমে কিং পরমাণুমাত্রঃ তদ্‌গোচরপ্রতীতিবিশেষকৃতো বা। তত্র পরমাণুমাত্রত্বং নিষেধতি—"স হী"তি। ভাসমানাৎ অন্যগোচরত্বমাত্রম্ অতিপ্রসঙ্গঃ। আদ্যদ্বিতীয়ং দ্বেধা বিকল্প্য দূষয়তি—"ন চে"তি। প্রতিভাসনকালে তদুপাধিং কৃত্বা অর্থস্য ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। "স্বাংশঃ" স্বাকারঃ। "গ্রহেঽনেকস্যে"তি। অনেকস্য পরমাণোঃ একেন জ্ঞানেন গ্রহণে কিঞ্চিৎ স্থূলং রূপং গৃহ্যতে তচ্চ সাংবৃতম্। সাংবৃতত্বস্য বিবরণং—"প্রতিভাসস্থমি"তি। বিশকলিতপরমাণুতত্ত্বাচ্ছাদকত্বাৎ সংবৃতিঃ বুদ্ধিঃ। স্বাভাবিকত্বাভাবে হেতুমাহ—"একাত্মনী"তি। একপরমাণ্বাত্মনি ঔপাধিকবিষয়ত্বে স্থূলবুদ্ধেঃ ভ্রান্তিত্বম্ আশঙ্ক্য দ্বিতীয়শ্লোকেন পরিহ্রিয়তে—"নচে"তি। তস্য স্থূলস্য দর্শনং ন চ ভ্রান্তং, যতঃ কারণাৎ নানাবস্তূনাং পরমাণূনাং গ্রহণাৎ সকাশাৎ সাংবৃতস্য স্থূলস্য গ্রহণম্ অন্যৎ ন ভবতি। যে এব হি ভিন্নধীগৃহীতাঃ তে এব নিরন্তরাঃ পরমাণবঃ একধিয়া গৃহ্যমাণাঃ স্থূলমিতি নির্ভাসন্তে। তে চ বস্তু এব বস্তুগ্রহশ্চ ন ভ্রমঃ ইত্যর্থঃ। এবং স্থূলনীলাবভাসস্য সালম্বনত্বং বাহ্যার্থবাদিনা সমর্থিতং বিজ্ঞানবাদী দূষয়তি—"তন্নে"তি। যদি নিরন্তরা নীলপরমাণবঃ একধীগোচরা নীলং, তর্হি নৈরন্তর্য্যম্ অসিদ্ধম্। নীলপদার্থে চ রসগন্ধস্পর্শপরমাণূনাম্ অপি সত্ত্বেন রূপপরমাণূনাং নৈরন্তর্য্যাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। "আরাৎ" দূরাৎ। "ঘনং" নিবিড়ং তদেব বনম্। ননু স্থূলপ্রত্যয়স্য ন ভ্রান্তিত্বং যুক্তম্, স্বলক্ষণবিষয়ত্বেন নির্ব্বিকল্পকত্বাৎ, সবিকল্পকং হি অবস্তুভূতসামান্যবিষয়ত্বাৎ ভ্রান্তম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"তস্মাদি"তি। "কল্পনা" অভিলাপঃ। "তদপোঢ়ং" তদ্রহিতম্। যদ্যপি স্থূলং ব্যক্তিজ্ঞানং ব্যক্তৌ সম্বন্ধ-

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

গ্রহস্য অভাবেন শব্দবাচ্যত্বাভাবাৎ তথাপি ভ্রান্তত্বাৎ ন অস্য প্রত্যক্ষতা "কল্পনাপোঢ়ম্ অভ্রান্তমিতি" প্রত্যক্ষলক্ষণকরণাৎ ইত্যর্থঃ। আদ্যকল্পয়োঃ দ্বিতীয়ং নিরাকরোতি—"নাপি তৎসমূহা" ইতি। পরমাণুভ্যঃ স্তম্ভাদীনাং ভেদে সম্বন্ধঃ অস্তি ন বা? যদি ন, কথং তর্হি উপাদানোপাদেয়ভাবঃ? অস্তি চেৎ তর্হি সম্বন্ধঃ তাদাত্ম্যং সমবায়ো বা? নাদ্যঃ, ব্যাঘাতাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বৈশেষিকাধিকরণে হি (ব্রঃ অঃ ২।২।১২) ভিন্নয়োঃ সমবায়ো নিরস্তঃ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যকারেণ জ্ঞানে ভাসমানস্তম্ভাদ্যাকারবৈচিত্র্যান্যথানুপপত্ত্যা স্তম্ভাদেঃ জ্ঞানাকারত্বম্ উক্তম্, তৎ অযুক্তম্, ভিন্নস্যৈব অর্থস্য জ্ঞানেন প্রকাশনসম্ভবাৎ ইতি আশঙ্ক্য ভেদাভ্যুপগমে অর্থস্য অপরোক্ষতা ন স্যাৎ ইত্যাহ—"ন তাবদি"ত্যাদিনা। মা ভূৎ জ্ঞানং অর্থবিষয়জ্ঞানান্তরস্য জনকং, মা চ বিষয়াশ্রিতং প্রাকট্যম্ অনেনাজনি, তথাপি স্বভাবসম্বন্ধাৎ অর্থবিষয়ব্যবহারং জনয়েৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"তচ্চে"তি। জ্ঞানমাত্রাকারস্য সর্ব্বজ্ঞেয়সাধারণ্যাৎ নীলাকারবজ্জ্ঞানং নীলব্যবহারহেতুঃ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানবাদী সৌত্রান্তিকস্যাপি সম্মতম্ ইতি বদন্ তদুক্তিমাহ—"তদুক্তমি"তি। নন্ন ন সৌত্রান্তিকেন জ্ঞানস্যৈব নীলম্ আকার ইত্যুচ্যতে, কিন্তু বাহ্যনীলসদৃশঃ জ্ঞানস্য নীলাকারঃ অস্তি ইতি তৎকথম্ অর্থস্য জ্ঞানাকারত্বসম্মতিঃ অতঃ আহ—"একস্যেতি। স্বীকৃতে জ্ঞাননিষ্ঠনীলাকারে তেনৈব ব্যবহারোপপত্তেঃ ন বাহ্যসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

প্রশ্নপূর্ব্বক বাহ্যার্থ না থাকার প্রতি যুক্তি বলিতেছেন—**কথং পুনঃ অবগম্যতে** ইতি। বিজ্ঞানের বিষয়রূপে যাহাকে মনে করা হয়, সেই বাহ্য পদার্থ পরমাণু হইতে পারে না। কারণ, এক স্থূল ও নীল বিষয়ের জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম পরমাণুবিষয়ক হয় না। আর, অন্যের জ্ঞান অন্যবিষয়ক হইতে পারে না। যেহেতু অতিপ্রসঙ্গবশতঃ সর্ব্ববিষয়ক হয় বলিয়া সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়ে। আর স্থূলতা জ্ঞানের ধর্ম্ম ইহা বলা ঠিক্ নহে; কারণ, তাহা বিকল্প সহ্য করে না। ইহা কি প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম? অথবা প্রকাশের সময়ে পদার্থের ধর্ম্ম? যদি বল—প্রথমপক্ষ, তাহা হইলে বলিব—হাঁ ঠিক্ বলিয়াছ; কারণ, তাহা হইলে বিজ্ঞান নিজের অংশকেই অবলম্বন করে, অর্থাৎ বিষয় করে—ইহাই স্বীকার করা হইল। আর তাহা হইলে যে অনুকূলতা করে, তাহার প্রতি আর কে প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ তুমি আমার মতেই আসিয়া পড়িলে, তোমার সহিত আমি আর বিবাদ করিব কেন? আর যদি দ্বিতীয়পক্ষ তোমার অভিপ্রেত হয়, যথা—রূপপরমাণু সকল নিরন্তর অর্থাৎ মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং একবিজ্ঞানোপারোহী হইয়া অর্থাৎ এক-জ্ঞানের বিষয় হইয়া স্থূল হয়, আর এ বিষয়ে কাহারও ভ্রম হয় না; কারণ, তাহারা যে রূপপরমাণু নয় তাহা নহে, এবং মিলিত হইয়া যে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা নহে; আর যে একজ্ঞানের বিষয় নহে তাহাও নহে; সেইজন্য নীলত্বাদির মত স্থৌল্য পরমাণুধর্ম্ম না হউক; কারণ, স্থৌল্য প্রত্যেক পরমাণুতে থাকে না। কিন্তু প্রতিভাসদশাপন্ন পরমাণুসকলের বহুত্বের মত সাংবৃত অর্থাৎ ব্যাবহারিক স্থৌল্য হইবে। (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর পার্থক্যকে আবরণ করে বলিয়া জ্ঞানকে এখানে সংবৃতি বলা হয়, সেই জ্ঞানকালে বিষয়ে স্থূলতার অনুভব হয় বলিয়া তাহাকে সংবৃত বলা হইয়াছে।) যেমন সৌত্রান্তিকগণ বলিয়া থাকেন—

> **"গ্রহেঽনেকস্য চৈকেন কিঞ্চিদ্রূপং হি গৃহ্যতে।**
> **সাংবৃতং প্রতিভাসস্থং তদেকাত্ম্যসম্ভবাৎ॥"**
> **"ন চ তদ্দর্শনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্ যতঃ।**
> **সাংবৃতং গ্রহণং নান্যন্ন চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ॥"**

অর্থাৎ একটি জ্ঞানের দ্বারা অনেক পরমাণুর জ্ঞান হইলে কোন একটি রূপ অর্থাৎ স্থূলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাংবৃত অর্থাৎ প্রতিভাসস্থ অর্থাৎ জ্ঞানের সময় বস্তুতে প্রকাশ পায়, তাহা স্বাভাবিক নহে; কারণ, সেই স্থৌল্য একটিমাত্র পরমাণুতে থাকে না। আর তাহার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ভ্রম নহে, যেহেতু নানাবস্তুর জ্ঞান অপেক্ষা সাংবৃতের অর্থাৎ স্থূলের জ্ঞান ভিন্ন নহে, আর বস্তুর জ্ঞান কখনও ভ্রম হয় না। অর্থাৎ যে পরমাণু-গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়, সেই গুলিকে একসঙ্গে দেখিলে তাহারাই স্থূল হয়, প্রত্যেকটি পরমাণু সত্য হওয়ায় সমষ্টিও সত্য হইবে, অতএব তাহার জ্ঞান মিথ্যা হইবে কেন? (ইহাই সৌত্রান্তিকের মত)।

ইহা ঠিক্ নহে—কারণ, তাহাদের যে নৈরন্তর্য্যজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম; কারণ, গন্ধ রস ও স্পর্শ পরমাণুর দ্বারা সেই রূপপরমাণুসকলের ব্যবধান আছে, অতএব তাহারা নিরন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত নহে। অতএব আরাৎ অর্থাৎ দূরে অবকাশযুক্ত বৃক্ষসকলে যেমন একটিমাত্র নিবিড় বন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অবকাশযুক্ত পরমাণুসকলে এই যে স্থূলজ্ঞান হয়, তাহা ভ্রমই—ইহা আমরা স্থির করিতেছি। অতএব কল্পনাপোঢ় অর্থাৎ নামজাত্যাদির কল্পনারহিত হইলেও ভ্রম বলিয়া ঘটাদিজ্ঞান যদি

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

পরমাণুবিষয়ক হয় বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে "শঙ্খ পীতবর্ণ" ইত্যাদি জ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সেইজন্য **ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হন্তি। নাপি তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ অবয়বিনঃ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। তাহারা (স্তম্ভাদি) পরমাণু হইতে অভিন্ন হইলে পরমাণুই হইবে। আর তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ এক-স্থূল-নীলজ্ঞান বহুপরমাণু-বিষয়ক হয় না। আর যদি (স্তম্ভাদি) পরমাণু অপেক্ষা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে গো ও অশ্বের মত অত্যন্ত-ভিন্নই হইবে, তাদাত্ম্য হইবে না। আর সমবায় পূর্ব্বেই (বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায়) খণ্ডন করিয়াছি। এইরূপে ভেদাভেদ-বিকল্পদ্বারা জাতি-গুণ-কর্ম্মাদির প্রত্যাখ্যান করিবে। অতএব যাহা যাহা দেখা যায়, সেই সকলই বিচারসহ নহে বলিয়া এবং যাহা দেখা যায় না তাহার সত্তাতে প্রমাণ না থাকায় জ্ঞানসকল বাহ্যপদার্থবিষয়ক নহে।

আর বিজ্ঞানবস্তু ইন্দ্রিয়ের মত নিলীন অর্থাৎ অপ্রকাশ বা অজ্ঞাত হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় যেমন অর্থবিষয়ক জ্ঞানকে উৎপাদন করে, সেইরূপ একবিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিতে পারে না। সেখানেও আপত্তি সমান বলিয়া অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যদি অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করে, সেও অন্য বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিবে—এইরূপে অনবস্থাদোষ হয়। আর বিজ্ঞান অর্থাধার প্রাকট্য লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়রূপ আশ্রয়ে প্রকাশরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুতে তাহার সম্ভব হয় না। কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, ধর্ম্মী জন্মে নাই অথচ তাহার ধর্ম্ম জন্মিয়াছে। অতএব জ্ঞানের স্বরূপের প্রত্যক্ষই অর্থের প্রত্যক্ষ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা আকারহীন হইয়া আজ্ঞানতঃ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে ভেদ না থাকায় কি করিয়া বিষয়ভেদের ব্যবস্থা করিবে ? অতএব বিষয়ভেদের ব্যবস্থা করিবার জন্য জ্ঞানের আকারভেদ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা বলিয়াছেন—

ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেনা যুক্তা তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ তাং তু সারূপ্যমবিশৎ সরূপয়েৎ তদ্ ঘটয়েৎ ইত্যাদি। (ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। আর এই আকার একটিমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যদি বিজ্ঞানেরই হয়, তাহা হইলে আর বিষয় থাকার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এই কথাই **অপি চ অনুভবমাত্রেণ** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাৎ অভেদঃ বিষয়বিজ্ঞানয়োঃ আপততি। ন হি অনয়োঃ একস্য অনুপলম্ভে অন্যস্য উপলম্ভঃ অস্তি। ন চ এতৎ স্বভাববিবেকে যুক্তং, প্রতিবন্ধকারণা-ভাবাৎ। তস্মাৎ অপি অর্থাভাবঃ।

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি, এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি ইতি অবগম্যতে, প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ। কথং পুনঃ অসতি বাহ্যার্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে। বাসনাবৈচিত্র্যাৎ ইত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চ অন্যোন্যনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে।

অপি চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যম্ ইত্যবগম্যতে। স্বপ্নাদিষু অন্তরেণাপি অর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য উভাভ্যাম্ অপি আবাভ্যাম্ অভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। অন্তরেণ তু বাসনাম্ অর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য ময়া অনভ্যুপ-গম্যমানত্বাৎ। তস্মাৎ অপি অভাবঃ বাহ্যার্থস্য ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

আরও সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ বিষয় ও জ্ঞানের অভেদ আসিয়া পড়ে। (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিতই নিয়মিতভাবে বিষয়ের জ্ঞান হয় বলিয়া, অর্থাৎ কোন বস্তু যে আছে তাহা একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই জানিতে

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভাষ্যানুবাদ।

পারা যায় বলিয়া, জ্ঞানব্যতীত বিষয়ের সত্তাতে কোন প্রমাণ নাই, যখনই বিষয় প্রকাশ পায়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পায়, অতএব জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন)। কারণ, এই দুইটির মধ্যে একটির জ্ঞান না হইলে অন্যের জ্ঞান হয় না। আর ইহা অর্থাৎ সহোপলম্ভনিয়ম স্বভাববিবেক হইলে অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের স্বাভাবিক ভেদ থাকিলে হইতে পারে না; কারণ, প্রতিবন্ধকারণ নাই, অর্থাৎ জ্ঞান ক্ষণিক বলিয়া বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবার কোন কারণ নাই। সেজন্যও বিষয়ের অভাব জানিবে।

আর স্বপ্নাদির মতও ইহা জানিবে। যেমন স্বপ্ন মায়া মরীচিজল গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি জ্ঞানসকল বাহ্য-বিষয় ব্যতীতও গ্রাহ্য-গ্রাহক আকার হয়, এইরূপ জাগরণকালে যাঁহাদের জ্ঞান হয় সে ইস্তম্ভাদির জ্ঞানসকলও বাহ্যবিষয়ব্যতীতও গ্রাহ্য-গ্রাহক আকার হয়, ইহা জানা যায়। কারণ, ইহারাও জ্ঞান। যদি বল বাহ্যপদার্থ না থাকিলে কি করিয়া প্রত্যয়বৈচিত্র্য অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞান হইতে পারে? ইহাতে তাঁহারা বলেন যে, বাসনাবিশেষই তাহার কারণ। যেহেতু অনাদিসংসারে বীজাঙ্কুরের মত বিজ্ঞান ও বাসনা সকলের পরস্পর কার্য্যকারণভাবে বৈচিত্র্য হওয়া বিরুদ্ধ নহে।

আরও বাসনাবশতঃই যে জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা বুঝা যায়। কারণ, স্বপ্নাদিস্থলে বাহ্যপদার্থব্যতীতও বাসনাবশতঃ যে জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করি। কিন্তু বাসনা ব্যতীত কেবল বাহ্যপদার্থবশতঃ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয়—ইহা আমি স্বীকার করি না। সেজন্যও বাহ্যপদার্থের অভাব হয়। (পূর্ব্বপক্ষ)

ভামতী।

"অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইতি। যৎ যেন নিয়তসহোপলম্ভনং তৎ ততো ন ভিদ্যতে, যথা একস্মাৎ চন্দ্রমসো দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ। নিয়তসহোপলম্ভশ্চ অর্থঃ জ্ঞানেন ইতি ব্যাপক-বিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। নিষেধ্যো হি ভেদঃ সহোপলম্ভানিয়মেন ব্যাপ্তঃ, যথা ভিন্নৌ অশ্বিনৌ ন অবশ্যং সহ এব উপলভ্যেতে কদাচিৎ অভ্রাপিধানে অন্যতরস্য একস্য উপলব্ধেঃ। সোঽয়ম্ ইহ ভেদব্যাপকানিয়মবিরুদ্ধো নিয়মঃ উপলভ্যমানঃ তদ্ব্যাপ্যং ভেদং নিবর্ত্তয়তি ইতি। তদুক্তম্—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে। ইতি (ধর্ম্মকীর্ত্তেঃ প্রমাণবার্ত্তিকম্)

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যো যঃ প্রত্যয়ঃ স সর্ব্বঃ বাহ্যানালম্বনঃ, যথা স্বপ্নমায়াদি-প্রত্যয়ঃ, তথাচ এষ বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রত্যয় ইতি স্বভাবহেতুঃ। বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়ত্ব মাত্রানুবন্ধিনী বৃক্ষতা ইব শিংশপাত্বমাত্রানুবন্ধিনী ইতি তন্মাত্রানুবন্ধিনি নিরালম্বনত্বে সাধ্যে ভবতি প্রত্যয়ত্বং স্বভাবহেতুঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং প্রত্যক্ষেণ জ্ঞানাভেদম্ অর্থস্য সমর্থ্য অনুমানাদপি সমর্থয়তে—"যৎ যেন সহ" ইত্যাদিনা। বিজ্ঞানবাদিনা যো জ্ঞানার্থয়োঃ ভেদঃ নিষিধ্যতে তদ্ব্যাপকস্য সহোপলম্ভনিয়মাভাবস্য বিরুদ্ধো যঃ সহোপলম্ভনিয়মঃ তদুপলব্ধিঃ ততশ্চ ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাভেদাভাবঃ ইতি। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিং প্রপঞ্চয়তি—"নিষেধ্যো হি" ইতি। "অশ্বিনৌ" নক্ষত্রে। যো যন্মাত্রানুবন্ধী যদাত্মা চ স তত্র স্বভাবহেতুঃ। উক্তং হি "তদ্ভাবমাত্রাম্বয়িনি স্বভাবো হেতুঃ আত্মনি" ইতি।

তদ্ভাবং প্রকৃতে দর্শয়তি—"বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়ত্বমাত্রানুবন্ধিনী"তি। তদাত্মা চ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। নিরালম্বনত্বস্য অভাবস্য প্রত্যয়রূপভাবাত্মকত্বাৎ। উক্তং হি "নহি অভাবাংসর্গিণঃ ভাবাৎ অন্যঃ অভাবঃ" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যাহা যাহার সহিত নিয়মিতভাবে একসঙ্গে জ্ঞাত হয়, তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, যেমন একচন্দ্র হইতে দ্বিতীয়চন্দ্র। বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের সহিত নিয়ত-সহোপলম্ভ অর্থাৎ নিয়মিতভাবে এককালে জ্ঞাত হয়, এইরূপে ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধি হইল। যথা—এখানে ভেদ হইল নিষেধের বিষয়, তাহা সহোপলম্ভের অনিয়মের ব্যাপ্য হয়, যেমন অশ্বিনীনক্ষত্রদ্বয় পরস্পর ভিন্ন, অতএব নিয়মিতভাবে একসঙ্গে দেখা যায় না, কখনও মেঘে আচ্ছন্ন হইলে দুইটীর মধ্যে একটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এই সেই ভেদের ব্যাপক—অনিয়মের বিরুদ্ধ যে নিয়ম, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার ব্যাপ্য ভেদকে নিবৃত্ত করে অর্থাৎ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

যেখানে ব্যাপকের বিরুদ্ধ কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে সেখানে তাহার ব্যাপ্য নাই, যেমন হ্রদে ধূমব্যাপক বহ্নির বিরুদ্ধ জল দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সেখানে ধূম থাকে না, প্রকৃতস্থলে ভেদব্যাপক যে সহোপলম্ভের অনিয়ম, তাহার বিরুদ্ধ সহোপলম্ভনিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়, অনিয়মের ব্যাপ্য ভেদকে নিবৃত্ত করে। অতএব জ্ঞান ও তাহার বিষয় এই দুইটি অভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞানভিন্ন বিষয় নাই ইহাই স্থির হইল। তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।

ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈ র্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥" (ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক)

অর্থাৎ সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ নীলপদার্থ ও তাহার জ্ঞানের কোন ভেদ নাই, ভ্রমবশতঃ তাহাদের ভেদ দেখা যায়, যেমন একমাত্র চন্দ্রে দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্ঞান হয়।

স্বপ্নাদিবচ্চ-ইদং দ্রষ্টব্যম্। যত জ্ঞান আছে, তাহারা সকলেই বাহ্যবস্তুকে অবলম্বন করে না, যেমন স্বপ্ন ও মায়া ইত্যাদির জ্ঞান, বিবাদের বিষয় এই জ্ঞানও সেইরূপ, ইহা স্বাভাবিক হেতু অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। বাহ্যপদার্থকে অবলম্বন না করা রূপ ধর্ম্মটি সকলজ্ঞানের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, যেমন বৃক্ষত্ব, সকল শিশু বৃক্ষের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, অতএব সকলজ্ঞানেই সম্বন্ধযুক্ত নিরালম্বনত্বকে সাধ্য করিলে প্রত্যয়ত্বটি স্বাভাবিক হেতু হয়।

ভামতী।

অত্রান্তরে সৌত্রান্তিকঃ চোদয়তি—"কথং পুনঃ অসতি বাহ্যে অর্থে নীলমিদং পীতমিদম্ ইত্যাদিপ্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে। স হি মেনে যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাঃ তে সর্ব্বে তদতিরিক্তহেতুসাপেক্ষাঃ, যথা অবিবক্ষতি অজিগমিষতি ময়ি বচনগমনপ্রতিভাসাঃ প্রত্যয়াঃ চেতনসন্তানান্তরসাপেক্ষাঃ। তথাচ বিবাদাধ্যাসিতাঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানে ষড়পি প্রবৃত্তিপ্রত্যয়াঃ ইতি স্বভাবহেতুঃ। যশ্চ অসৌ আলয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কাদাচিৎক-প্রবৃত্তিজ্ঞানভেদহেতুঃ স বাহ্যঃ অর্থঃ ইতি। স্ব বাসনাপরিপাকপ্রত্যয়কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিৎ উৎপাদ ইতি চেৎ ?

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং তাবৎ প্রত্যয়ে নীলাকারঃ স্বীকৃতশ্চেৎ তেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ বাহ্যার্থ বৈয়র্থ্যম্ ইতি উক্তম্। তত্র প্রত্যয়গতার্থাকারজ্ঞানমেব বাহ্যার্থং কল্পয়তি ইতি প্রত্যবতিষ্ঠতে ইত্যাহ—"সৌত্রান্তিক" ইতি। বাহ্যার্থসদ্ভাবে অনুমানমাহ—"যে যস্মিন্" ইতি। সৌত্রান্তিকঃ স্বাত্মসন্তানমেব দৃষ্টান্তয়তি—"যথে"তি। "অবিবক্ষতি" বিবক্ষাম্ অকুর্ব্বতি। "অজিগমিষতি" গন্তুম্ অনিচ্ছতি। ময়ি বিবক্ষুজিগমিষু-পুরুষান্তরসন্তানাশ্রিতগমনবচনবিষয়প্রতিভাসাঃ যথা ময়ি সতি কাদাচিৎকাঃ মদ্ব্যতিরিক্তং পুরুষান্তরসন্তানম্ অপেক্ষন্তে, তথা দার্ষ্টান্তিকেঽপি ইত্যাহ "তথাচে"তি। অহমিত্যুদীয়মানালয়বিজ্ঞানেন জন্যমানাঃ তদতিরিক্তজন্যত্বাজন্যত্বাভ্যাং বিবাদাধ্যাসিতাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-সুখাদিবিষয়াঃ ষট্ অপি অর্থবিষয়প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃত্তিপ্রত্যয়াঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানে কদাচিৎ ভবন্তঃ তদতিরিক্তহেতুকা ইত্যর্থঃ। অর্থান্তরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—"যশ্চে"তি। অন্যস্য অসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। অসম্ভবঃ অসিদ্ধ ইতি শঙ্কতে—"বাসনে"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

এই সময়ে সৌত্রান্তিক শঙ্কা করিতেছেন যে—বাহ্যপদার্থ না থাকিলে কি করিয়া ইহা নীল, ইহা পীত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান হইতে পারে। তিনি মনে করেন—যে থাকিলেও যাহারা কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই তদ্ভিন্ন কোন কারণকে অপেক্ষা করে, যেমন আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা না করিলে বা যাইতে ইচ্ছা না করিলেও বচন বা গমনবিষয়ক জ্ঞানসকল অন্যচেতনসন্তান অর্থাৎ অন্য আলয়বিজ্ঞানসাপেক্ষ, অর্থাৎ আমি কথা না বলিলে বা গমন না করিলেও আমার বাক্যের বা গমনের যে জ্ঞান হয়, তাহা অন্যব্যক্তির কথা শুনিয়া বা গমন দেখিয়াই হইয়া থাকে। আলয়বিজ্ঞান থাকিলেও বিবাদের বিষয় ছয়টি প্রবৃত্তিবিজ্ঞান অর্থাৎ চাক্ষুষাদি ছয়প্রকার জ্ঞানও সেইরূপ, ইহা স্বাভাবিক হেতু। আর আলয়বিজ্ঞান ব্যতীত কদাচিৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইবার যাহা হেতু, তাহাই বাহ্যপদার্থ। যদি বল বাসনাপরিপাকের হেতু কদাচিৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রবৃত্তিবিজ্ঞান কদাচিৎ উৎপন্ন হয়।

ভামতী।

নমু একসন্ততিপতিতানাম্ আলয়বিজ্ঞানানাং তৎপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননশক্তিঃ বাসনা, তস্যাশ্চ স্বকার্য্যোপজননং প্রতি আভিমুখ্যং পরিপাকঃ, তস্য চ প্রত্যয়ঃ স্বসন্তানবর্ত্তী পূর্ব্বক্ষণঃ সন্তানান্তরাপেক্ষানভ্যুপগমাৎ, তথাচ সর্ব্বেঽপি আলয়সন্তানপতিতাঃ পরিপাকহেতবো

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

ভবেয়ুঃ। ন বা কশ্চিদপি, আলয়সন্তানপাতিত্বাবিশেষাৎ। ক্ষণভেদাৎ শক্তিভেদঃ তস্য চ কাদাচিৎকত্বাৎ কার্য্যকাদাচিৎকত্বম্ ইতি চেৎ ?

নন্বেবম্ একস্যৈব নীলজ্ঞানোপজননসামর্থ্যং তৎপ্রবোধসামর্থ্যং চ ইতি ক্ষণান্তরস্য এতৎ ন স্যাৎ। সত্ত্বে বা কথং ক্ষণভেদাৎ সামর্থ্যভেদঃ ইতি আলয়সন্তানবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে সমর্থা ইতি সমর্থহেতুসদ্‌ভাবে কার্য্যক্ষেপানুপপত্তেঃ। স্বসন্তানমাত্রাধীনত্বে নিষেধ্যস্য কাদাচিৎকত্বস্য বিরুদ্ধং যৎ সদাতনত্বং তস্য উপলব্ধ্যা কাদাচিৎকত্বং নিবর্ত্তমানং হেত্বন্তরাপেক্ষত্বে ব্যবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ। ন চ জ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষাম্ ইষ্যতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানাং বিজ্ঞানবাদিভিঃ, অপি তু কস্যচিদেব বিচ্ছিন্নগমনবচনপ্রতিভাসস্য প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

শঙ্কাগ্রন্থোক্তম্ অর্থং ব্যাখ্যানপূর্ব্বকং দূষয়তি—"নন্বি"তি। "তৎপ্রবৃত্তী"তি। তস্যাং সন্ততৌ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানি নীলাদিবিষয়াণি তজ্জননশক্তিঃ বাসনা ইত্যর্থঃ। [তৎ] প্রত্যেতি প্রত্যাগচ্ছতি উৎপদ্যতে অনেন পরিপাকঃ ইতি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনকালয়বিজ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানে যদাকদাচিৎ উৎপন্নঃ নীলাদিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যয় ইত্যুক্তম্। ননু কিমিতি স্বসন্তানপতিতপূর্ব্বক্ষণ এব উত্তরক্ষণবর্ত্তিপরিপাককারণম্ আশ্রীয়তে—সর্ব্বজ্ঞানাদিসন্তানবর্ত্তীক্ষণঃ কিং ন কারণং স্যাৎ অত আহ—"সন্তানান্তরে"তি। অত্র চ হেতুং বক্ষ্যতি —"ন চ জ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষাম্" ইতি গ্রন্থেন। এবং শঙ্কাভিপ্রায়ং বিশদীকৃত্য দূষয়তি—"তথাচে"তি। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনকালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিবাসনাপরিপাকং প্রতি সর্ব্বেঽপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিনঃ ক্ষণাঃ হেতব ইতি বক্তব্যম্। ন চেৎ একোঽপি হেতুর্ন স্যাৎ ইতি বাধকমাহ—"ন বা কশ্চিদি"তি। সর্ব্বেষাং হেতুত্বে চ দূষণং বক্ষ্যতে। ইদানীম্ একস্যৈব হেতুত্বম্ ইতি পক্ষং সৌত্রান্তিকং প্রতি বিজ্ঞানবাদী শঙ্কতে—"ক্ষণভেদাদি"তি। আলয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিক্ষণানাং ভেদাৎ অস্তি প্রতিক্ষণং শক্তিভেদঃ তস্য চ শক্তিভেদস্য কাদাচিৎকত্বাৎ শক্তৈকক্ষণানন্তরং কার্য্যস্য আলয়বিজ্ঞানক্ষণবর্ত্তিবাসনাপরিপাকস্য তজ্জন্যপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য চ কাদাচিৎকত্বং সিধ্যতি ইত্যর্থঃ।

দূষয়তি সৌত্রান্তিকঃ—"নন্বেবমি"তি। একস্য আলয়বিজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিবিজ্ঞানাখ্যনীলজ্ঞানোপজনসামর্থ্যং স্যাৎ ততঃ প্রাক্তনস্য আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনীলাদিবিজ্ঞানক্ষণস্য চ একস্যৈব তৎপ্রবোধসামর্থ্যম্ উত্তরক্ষণগতবাসনাপরিপাকাখ্যপ্রবোধসামর্থ্যং স্যাৎ ইতি দ্বে এব জ্ঞানে একস্যাম্ আলয়সন্ততৌ কারণে স্যাতাং ন ইতরাণি ইত্যর্থঃ। যদি ইতরেষাম্ অপি পূর্ব্বপূর্ব্বজ্ঞানানাং পরিপাকহেতুত্বম্ উত্তরোত্তরেষাং চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননসামর্থ্যম্ ইষ্যতে তত্রাহ—"সত্ত্বে বে"তি। ভবন্তু সর্ব্বে ক্ষণাঃ সমর্থাঃ তত্রাহ—"সমর্থহেতুসদ্‌ভাবে" ইতি। যৎ গবাদিষ্ণু সর্ব্বেষাং হেতুত্বে দূষণং বক্ষ্যতি ইতি তৎ অনেন গ্রন্থেন ক্রিয়তে। যদি অনাদিসন্ততৌ পতিতাঃ আলয়বিজ্ঞানক্ষণাঃ সর্ব্বে এব নীলজ্ঞানজননসমর্থাঃ, তর্হি ইদং নীলজ্ঞানং সদা স্যাৎ ন তু কদাচিৎ ইত্যেবং নিষেধ্যং যৎ কাদাচিৎকত্বং তস্য বিরুদ্ধং সদাতনত্বং তস্য আপত্তিদ্বারেণ উপলব্ধ্যা কাদাচিৎকত্বং নীলজ্ঞানস্য নিবর্ত্তেত, ন তু নিবর্ত্তিতুম্ অর্হতি, দর্শনাদেব। ততঃ আলয়বিজ্ঞানাৎ যৎ হেত্বন্তরং বাহ্যঃ অর্থঃ তদপেক্ষত্বে ব্যবতিষ্ঠতে। ততঃ কিং জাতম্, অত আহ—ইতি "প্রতিবন্ধসিদ্ধিরি"তি। যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাঃ তে তদতিরিক্তাপেক্ষা ইতি প্রাক্ সৌত্রান্তিকোক্তব্যাপ্যব্যাপকয়োঃ প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ ব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। ননু নীলবিজ্ঞানম্ অপেক্ষতাং হেত্বন্তরং, তদেব হেত্বন্তরম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানান্তরম্ অস্তু, কুতো বাহ্যার্থসিদ্ধিঃ ইতি অর্থান্তরতাম্ অনুমানস্য আশঙ্ক্য আহ—"ন চে"তি। চৈত্রসন্তানে বিচ্ছিন্নৌ গমনবচনপ্রতিভাসৌ যস্য তৎকালে উদয়তো মৈত্রসন্তানস্থগমনবচনবিষয়বিজ্ঞানস্য তৎ তথা উক্তম্। তস্যৈব বিজ্ঞানবাদিভিঃ সন্তানান্তরনিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে, ন তু বিবক্ষতি জিগমিষতি চ চৈত্রে যদ্‌গমনবচনপ্রতিভাসং তস্যাপি। তস্য তু চৈত্রসন্তানমাত্রহেতুকত্বং, তচ্চ নিরস্তম্ ইতি বাহ্যার্থাপেক্ষা বাচ্যা ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আচ্ছা, এক সন্তানের অন্তর্গত আলয়বিজ্ঞান সকলের সেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান উৎপন্ন হইবার যে শক্তি, তাহাই ত বাসনা এবং তাহার নিজের কার্য্য উৎপত্তির প্রতি যে আগ্রহ, তাহাই পরিপাক এবং তাহার প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ, নিজসন্তানগত পূর্ব্বক্ষণ, যেহেতু আপনারা অন্যসন্তানের অপেক্ষা স্বীকার করেন না। আর তাহা হইলে আলয়সন্তানের অন্তর্গত সকলক্ষণই পরিপাকের হেতু হইবে। অথবা কেহই হইবে না ; কারণ সকলেই আলয়সন্তানের অন্তর্গত, ইহাতে কোন বিশেষ নাই। যদি বল ক্ষণভেদবশতঃ শক্তিরও ভেদ হইবে এবং তাহা কদাচিৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া কার্য্যও কদাচিৎ হইবে।

আচ্ছা, তাহ'লে একটি ক্ষণেরই নীলজ্ঞান জন্মিবার সামর্থ্য হইবে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ক্ষণেরই বাসনা পরিপাকরূপ প্রবোধের সামর্থ্য হইবে। অতএব অন্যক্ষণের আর তাহা হইবে না। আর যদি হয়, তাহা হইলে ক্ষণভেদবশতঃ সামর্থ্যভেদ হইবে কেন ? অতএব আলয় সন্তানের অন্তর্গত সকল ক্ষণই সমর্থ হইবে, অতএব সমর্থ হেতু থাকিলে কার্য্যের বিলম্ব হইতে পারে না। নীলজ্ঞান যদি কেবল নিজসন্তানবশতঃই হয়, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদা থাকায় নীলজ্ঞানও সর্ব্বদাই হইবে, কাদাচিৎ হইবে না। অতএব নিষেধের বিষয় যে কাদাচিৎকত্ব, তাহার বিরুদ্ধ যে সদাতনত্ব, তাহার জ্ঞান হওয়ায় কাদাচিৎকত্ব নিবৃত্ত হইয়া অন্য হেতুর অপেক্ষায় থাকে। এইরূপে প্রতিবন্ধসিদ্ধি

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

হইল অর্থাৎ ব্যাপ্তি স্থির হইল অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান সর্ব্বদা থাকিলেও নীলাদিজ্ঞান সর্ব্বদা হয় না দেখা যায়, অতএব তাহার প্রতি অন্য কোন হেতু আছে স্বীকার করিতে হইবে, অতএব **"যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকা"** পূর্ব্বোক্ত এই কাদাচিৎকত্ব হেতুতে হেত্বন্তরাপেক্ষত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল। আর সেই হেত্বন্তরই বাহ্যপদার্থ; এইপ্রকারে স্থির হইল যে আলয়বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্যপদার্থ আছে। আর সকল প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই যে অন্য আলয়বিজ্ঞান হইতে হয়, ইহা বিজ্ঞানবাদিগণ স্বীকার করেন না, কিন্তু কোন কোন প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই অর্থাৎ যাহা বিচ্ছিন্নগমন-বচনের জ্ঞান, তাহাই অন্য আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন অর্থাৎ যাহার গমনেচ্ছা বা কথনেচ্ছা নাই, তাহার যে গমন বা কথনের জ্ঞান হয়, তাহাই অন্য আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হয়, ইহাই তাহাদের মত। অতএব গমনেচ্ছুক ব্যক্তির যে গমনজ্ঞান, তাহা যখন সেই ব্যক্তিরই আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হয়, তখন তাহার আলয়বিজ্ঞানরূপ কারণ সর্ব্বদা থাকায় সর্ব্বদাই তাহার গমনের জ্ঞান হউক, এই দোষ হইবে।

ভামতী।

অপি চ সত্ত্বান্তরসন্তাননিমিত্তত্বে তস্যাপি সদা সন্নিধানাৎ ন কাদাচিৎকত্বং স্যাৎ। ন হি সত্ত্বান্তরসন্তানস্য দেশতঃ কালতো বা বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ। বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানাতিরিক্ত-দেশানভ্যুপগমাৎ, অমূর্ত্তত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্ অদেশাত্মকত্বাৎ, সংসারস্য আদিমত্ত্বপ্রসঙ্গেন অপূর্ব্ব-সত্ত্বপ্রাদুর্ভাবানভ্যুপগমাচ্চ ন কালতোঽপি বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ। তস্মাৎ অসতি বাহ্যে অর্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যানুপপত্তেঃ অস্তি আনুমানিকো বাহ্যার্থ ইতি সৌত্রান্তিকাঃ প্রতিপেদিরে, তন্নিরা-করোতি—"বাসনাবৈচিত্র্যাৎ" ইত্যাহ বিজ্ঞানবাদী।

ইদমত্র আকূতম্—স্বসন্তানমাত্রপ্রভবত্বেঽপি প্রত্যয়কাদাচিৎকত্বোপপত্তৌ সন্দিগ্ধবিপক্ষ-ব্যাবৃত্তিকত্বেন হেতুঃ অনৈকান্তিকঃ। তথাহি—বাহ্যনিমিত্তকত্বেঽপি কথং কদাচিৎ নীল-সংবেদনং কদাচিৎ পীতসংবেদনম্? বাহ্যনীলপীতসন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাম্ ইতি চেৎ? অথ পীতসন্নিধানেঽপি কিমিতি নীলজ্ঞানং ন ভবতি, পীতজ্ঞানং ভবতি? তত্র তস্য সামর্থ্যাৎ অসামর্থ্যাচ্চ ইতরস্মিন্ ইতি চেৎ? কুতঃ পুনঃ অয়ং সামর্থ্যাসামর্থ্যভেদঃ? হেতুভেদাৎ ইতি চেৎ? এবং তর্হি ক্ষণানাম্ অপি স্বকারণভেদনিবন্ধনঃ শক্তিভেদো ভবিষ্যতি। সন্তানিনো হি ক্ষণাঃ কার্য্যাভেদহেতবঃ তে চ প্রতিকার্য্যং ভিদ্যন্তে চ। ন চ সন্তানো নাম কশ্চিৎ এক উৎপাদকঃ ক্ষণানাং, যদভেদাৎ ক্ষণা ন ভিদ্যেরন্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি তু তথাবিধস্যাপি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য আলয়বিজ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বম্ ইষ্যতে, তত্রাহ—"অপিচে"তি। "সত্ত্বান্তরং" প্রাণ্যন্তরম্। বিজ্ঞানানাং সমবায়ী দেশঃ অভ্যুপেয়তে সংযোগী বা যদ্ভেদাৎ বিপ্রকর্ষঃ। নাদ্যঃ, ইত্যাহ—"বিজ্ঞানাতিরিক্তে"তি। বৈশেষিকাদিবৎ ত্বয়া জ্ঞানসমবায্যাত্মানভ্যুপগমাৎ ইতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—"অমূর্ত্তত্বাচ্চ" ইতি। নাস্তি সংযোগী দেশঃ আধারো যেষাং তানি তথা তদাত্মকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সন্তানানাং কালতোঽপি ন ব্যবধানম্ ইত্যাহ—"সংসারস্যে"তি। এবং হি সন্তানান্তরস্য কালবিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ যদি সম্প্রতিতনস্য চৈত্রসন্তানসঞ্জাতনীলজ্ঞানস্য সমনন্তরপূর্ব্বক্ষণে মৈত্রসন্তানঃ উৎপদ্যেত। ইতরথা তস্যাপি অনাদিত্বে কালবিপ্রকর্ষাভাবাৎ তথাচ সংসারঃ স্যাদিঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সন্তানান্তরনিমিত্তত্বেঽপি তস্য সদা সন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য কাদাচিৎকত্বম্ অনুপপন্নম্ "তস্মাৎ" ইত্যুপসংহরতি। প্রবৃত্তিপ্রত্যয়ঃ আলয়বিজ্ঞানাতিরিক্তহেতুক ইতি পক্ষস্য স্বসন্তানমাত্রনিমিত্তকত্বং বিপক্ষঃ তস্মাৎ সন্দিগ্ধা ব্যাবৃত্তিঃ যস্য স হেতুঃ তথা তত্ত্বেন ইত্যর্থঃ।

স্বসন্তানমাত্রনিমিত্তত্বম্ উপপাদয়িতুং প্রতিবন্দীমাহ—"বাহ্যনিমিত্তকত্বেঽপি" ইত্যাদিনা। ননু আলয়বিজ্ঞানক্ষণানাং সম্বন্ধিস্বস্বহেতু-বৈচিত্র্যাৎ সামর্থ্যভেদেঽপি একসন্ততিপতিতত্বাবিশেষাৎ একবিধং সামর্থ্যং স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন চ সন্তানো নামে"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও নীলাদি জ্ঞান যদি অন্যব্যক্তিবশতঃই হয়, তাহা হইলে সেও সর্ব্বদা নিকটে থাকায় নীলজ্ঞান কদাচিৎ হইবে না অর্থাৎ সর্ব্বদাই হইবে; কারণ, অন্যব্যক্তির আলয় সন্তানের স্থানবশতঃ কালবশতঃ বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই; কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞানভিন্ন এমন কোন স্থান স্বীকার করা হয় না, যেথানে বিজ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে থাকিবে, এবং বিজ্ঞান সকল মূর্ত্ত নহে বলিয়া অদেশাত্মক অর্থাৎ তাহাদের সংযোগসম্বন্ধে থাকিবারও কোন স্থান নাই, এবং সংসার আদিমান্ হইয়া পড়ে বলিয়া নূতন কোন প্রাণীর জন্মও স্বীকার করা হয় না, একারণ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

কালবশতঃ বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ সংসারে যদি নূতন কোন প্রাণী জন্মিত, তাহা হইলে সেই প্রাণীর আলয়সন্তানবশতঃ নীলজ্ঞানও তখন নূতন হইতে পারিত, অতএব তাহার সর্ব্বদা হইবার আপত্তি দেওয়া যাইত না, কিন্তু তাহা হইলে সেই প্রাণী সংসারে নূতন জন্মিল বলিয়া তাহার পক্ষে সংসার আদিমান্ হইয়া পড়িল, ইহা কিন্তু বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না। অতএব বাহ্যবস্তু না থাকিলে নীল-পীত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান সম্ভব হয় না বলিয়া অনুমানসিদ্ধ বাহ্যপদার্থ আছে, ইহা সৌত্রান্তিকগণ স্বীকার করেন, **বাসনাবৈচিত্র্যাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা বিজ্ঞানবাদী তাহা নিরাস করিতেছেন।

এখানে ইহাই অভিপ্রায় যে—কেবল নিজের আলয়বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইলেও নীলজ্ঞানে কদাচিৎ উৎপন্ন হওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে হেতু বিপক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ থাকায় অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইল। যথা—যদি বাহ্যপদার্থবশতঃই নীলজ্ঞান হয়, তাহা হইলেও কখন নীলজ্ঞান হয়, কখন পীতজ্ঞান হয় কেন অর্থাৎ সর্ব্বদা হয় না কেন? যদি বল, বাহ্যিক নীল ও পীতবস্তু নিকটে থাকা ও না থাকাবশতঃ হয়। আচ্ছা নিকটে পীতবস্তু থাকিলেও নীলজ্ঞান হয় না কেন? এবং পীতজ্ঞানই বা হয় কেন? যদি বল, পীতজ্ঞান হওয়ার পক্ষে পীতবস্তুর সামর্থ্য আছে এবং নীলজ্ঞান হওয়ার পক্ষে তাহার সামর্থ্য নাই সেইজন্য। তাহা হইলে কেন এই সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ভেদ হইল? যদি বল হেতুর ভেদ হওয়ায় এই ভেদ হইল? তাহা হইলে এইরূপ ক্ষণসকলের নিজ কারণের ভেদবশতঃ শক্তিভেদ হইবে। সন্তানের অন্তর্গত ক্ষণসকলই কার্য্যভেদের হেতু এবং তাহারা প্রত্যেক কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর সন্তান বলিয়া সকলক্ষণের উৎপাদক কোন একটি বস্তু নাই, যাহার অভেদবশতঃ ক্ষণসকল ভিন্ন হইবে না।

ভামতী।

ননু উক্তং ন ক্ষণভেদাভেদাভ্যাং শক্তিভেদাভেদৌ, ভিন্নানাম্ অপি ক্ষণানাম্ এক-সামর্থ্যোপলব্ধেঃ। অন্যথা এক এব ক্ষণঃ নীলজ্ঞানজননসমর্থ ইতি ন ভূয়ো নীলজ্ঞানানি জায়েরন্। তৎসমর্থস্য অতীতত্বাৎ, ক্ষণান্তরাণাং চ অসামর্থ্যাৎ। তস্মাৎ ক্ষণভেদে অপি ন সামর্থ্যভেদঃ, সন্তানভেদে তু সামর্থ্যং ভিদ্যতে ইতি। তন্ন, যদি ভিন্নানাং সন্তানানাং ন একং সামর্থ্যং, হন্ত তর্হি নীলসন্তানানামপি মিথো ভিন্নানাং ন একম্ অস্তি নীলাকারাধানসামর্থ্যম্ ইতি সন্নিধানেঽপি নীলসন্তানান্তরস্য ন নীলজ্ঞানম্ উপজায়েত। তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামিব ক্ষণান্তরাণামপি স্বকারণভেদাধানোপজনানাং কেষাঞ্চিদেব সামর্থ্যভেদঃ, কেষাঞ্চিৎ ন ইতি বক্তব্যম্। তথাচ একালয়জ্ঞানসন্তানপতিতেষু কস্যচিদেব জ্ঞানক্ষণস্য স তাদৃশঃ সামর্থ্যাতিশয়ঃ বাসনাপরনামা স্বপ্রত্যয়াসাদিতঃ, যতো নীলাকারং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং জায়তে ন পীতাকারম্। কস্যচিৎ তু স তাদৃশঃ, যতঃ পীতাকারং জ্ঞানং ন নীলাকারম্ ইতি বাসনাবৈচিত্র্যাদেব স্বপ্রত্যয়া-সাদিতাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যসিদ্ধেঃ ন তদতিরিক্তার্থসদ্ভাবে কিঞ্চন অস্তি প্রমাণম্ ইতি পশ্যামঃ। আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিতমেব অসংবিদিতং জ্ঞানং বাসনা, তদ্বৈচিত্র্যাৎ নীলাদ্যনুভববৈচিত্র্যং, পূর্ব্বনীলাদ্যনুভববৈচিত্র্যাচ্চ বাসনাবৈচিত্র্যম্ ইতি অনাদিতা অনয়োঃ বিজ্ঞানবাসনয়োঃ। তস্মাৎ ন পরস্পরাশ্রয়দোষসম্ভবঃ বীজাঙ্কুরসন্তানবৎ ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অপি বাসনাবৈচিত্র্য-স্যৈব জ্ঞানবৈচিত্র্যহেতুতা ন অর্থবৈচিত্র্যস্য ইত্যাহ—"অপি চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আলয়বিজ্ঞানসন্তানৈক্যে ক্ষণভেদেঽপি ন সামর্থ্যভেদ ইতি উপপাদ্য তদ্ব্যতিরিক্তবাহ্যার্থসন্তানভেদে স্যাৎ শক্তিভেদঃ ইত্যাহ—"সন্তানভেদে তু" ইতি। আলয়বিজ্ঞানসন্তানানাং নীলাদিবাহ্যার্থসন্তানানাং চ সামর্থ্যভেদঃ। ততশ্চ আলয়বিজ্ঞানসন্তানৈঃ অজন্যমপি নীলাদিসংবেদনং বাহ্যনীলাদিসন্তানৈঃ জন্যতে ইতি চেৎ তত্র দূষণমাহ—"হন্ত তর্হী"তি। বাহ্যার্থবাদে হি ক্ষণিকত্বাৎ নীলার্থানাং প্রতি-নীলার্থভিন্নাঃ সন্তি নীলসন্তানাঃ তত্র সন্তানভেদাৎ শক্তিভেদোপগমে নীলসন্তানানাম্ অপি একবিধা শক্তি র্ন স্যাৎ, তথাচ একমেব নীলং নীলাকারজ্ঞানং জনয়েৎ, ন সন্তানান্তরবর্ত্তি ইত্যর্থঃ। চোদ্যসাম্যম্ উক্ত্বা পরিহারসাম্যমাহ -"তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামি"ত্যাদিনা। যথা নীলপীতাদিসন্তানান্তরাণাংস্বস্বকারণভেদাৎ সামর্থ্যভেদঃ, এবম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিতক্ষণান্তরাণাম্ অপি ইত্যর্থঃ। "স্বপ্রত্যয়ঃ" পূর্ব্বোদিত-নীলাদিপ্রত্যয়ঃ। বাসনাবৈচিত্র্যাদিতি ভাষ্যস্থবাসনাশব্দার্থমাহ—"আলয়বিজ্ঞানে"তি। অসংবিদিতম্ অবিজ্ঞাতম্ অর্থাৎ পূর্ব্বমিতি লভ্যতে, বর্ত্তমানস্য সংবিদিতত্বাৎ অনাগতস্য অসিদ্ধসত্তাকত্বাৎ তাদৃশজ্ঞানং বাসনা। ন হি অস্মিন্ মতে অস্তি স্থায়িনী বাসনা ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বং

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

শক্তিঃ বাসনা ইত্যুক্তম্, ইদানীং শক্তিশক্তিমতোঃ অভেদাৎ বিজ্ঞানম্ ইতি ন বিরোধঃ। নমু পূর্ব্বজ্ঞানাত্মকবাসনাবৈচিত্র্যাৎ চেৎ উত্তর-জ্ঞানবৈচিত্র্যং, তর্হি পূর্ব্বজ্ঞানবৈচিত্র্যমেব কুতঃ তত্রাহ—"পূর্ব্বনীলাদি" ইতি। অনেন "অনাদৌ সংসারে" ইতি ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্।

ভামতীর অনুবাদ।

আচ্ছা, তুমি ত বলিয়াছ যে—ক্ষণের ভেদ বা অভেদবশতঃ শক্তির ভেদ বা অভেদ হয় না ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণসকলেরও এক শক্তি থাকে দেখা যায়। তাহা না হইলে একটি ক্ষণমাত্র নীলজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ, অতএব পুনর্ব্বার নীলজ্ঞানসকল না হউক ; কারণ, সমর্থক্ষণটি ত অতীত হইয়া গিয়াছে, এবং অন্য ক্ষণসকলের সে সামর্থ্য নাই। অতএব ক্ষণভেদ হইলেও সামর্থ্যভেদ হয় না। কিন্তু সন্তানভেদ হইলে অর্থাৎ নীলপীত ইত্যাদি বাহ্যপদার্থের ভেদ হইলে সামর্থ্যভেদ হয়।

ইহা ঠিক্ নহে, যদি ভিন্ন সন্তানসকলের অর্থাৎ নীলপীতাদি নানাবিধ বাহ্যসন্তানের এক সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে পরস্পর ভিন্ন নীলসন্তানসকলেরও নীল আকার উৎপাদন করিতে এক সামর্থ্য থাকে না, অতএব অন্য নীলসন্তান নিকটে থাকিলেও নীলজ্ঞান উৎপন্ন না হউক। অতএব অন্য সন্তানের মত স্বকারণভেদাধীনোপজন অর্থাৎ নিজের কারণভেদবশতঃ যাহাদের জন্ম হইয়াছে, সেই অন্যান্য ক্ষণসকলেরও কোন কোনটিরই সামর্থ্যবিশেষ থাকে, এবং কোন কোনটির থাকে না, ইহা বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে এক আলয়জ্ঞান ধারার অন্তর্গত ক্ষণসকলের মধ্যে কোন জ্ঞানক্ষণেরই স্বপ্রত্যয়াসাদিত অর্থাৎ নিজ কারণ হইতে বাসনা নামক সামর্থ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে নীল আকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞান জন্মে, পীত আকার জন্মে না। কাহারও বা সেইরূপ সামর্থ্য হয়, যাহা হইতে পীত আকার জ্ঞান জন্মে, নীল আকার জন্মে না, অতএব নিজ কারণ হইতে উৎপন্ন বিচিত্রবাসনা-বশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়া তদ্ভিন্ন বাহ্যবস্তু থাকাতে কোন প্রমাণ নাই, ইহাই আমরা দেখিতেছি। আলয় বিজ্ঞানধারার অন্তর্গত অসংবিদিত অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তি জ্ঞানই বাসনা, তাহার বৈচিত্র্যবশতঃ নীলাদিজ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, এবং তাহার পূর্ব্বে উৎপন্ন নীলাদিজ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ বাসনার বৈচিত্র্য হয়, এই প্রকারে এই জ্ঞান ও বাসনা অনাদি। সেইজন্য বীজাঙ্কুর প্রবাহের মত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই।

অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতও বাসনাবৈচিত্র্যই জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু—বাহ্যপদার্থের বৈচিত্র্য নহে, **অন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যামপি** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"নাভাবঃ উপলব্ধেঃ" ইতি। ন খলু অভাবঃ বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যঃ অর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চ উপলভ্যমানস্যৈব অভাবঃ ভবিতুম্ অর্হতি। যথাহি কশ্চিৎ ভুঞ্জানঃ ভুজিসাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়ম্ অনুভূয়মানায়াম্ এবং ব্রূয়াৎ নাহং ভুঞ্জে ন বা তৃপ্যামি ইতি, তদ্বৎ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়ম্ উপলভমান এব বাহ্যম্ অর্থং নাহম্ উপলভে, ন চ সঃ অস্তি ইতি ব্রুবন্ কথম্ উপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

নমু নাহমেব ব্রবীমি ন কঞ্চিৎ অর্থম্ উপলভে ইতি, কিন্তু উপলব্ধিব্যতিরিক্তং ন উপলভে ইতি ব্রবীমি। বাঢ়মেবং ব্রবীষি, নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য, ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি। যত উপলব্ধিব্যতিরেকোঽপি বলাৎ অর্থস্য অভ্যুপগন্তব্যঃ উপলব্ধেরেব। ন হি কশ্চিৎ উপলব্ধিমেব স্তম্ভঃ কুড্যং চ ইতি উপলভতে। উপলব্ধিবিষয়ত্বেনৈব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে। অতশ্চ এবমেব সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যার্থমেব ব্যাচক্ষতে "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভাসতে" * ইতি। তেঽপি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধাং বহিরবভাসমানাং সংবিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যম্

---

* এই বাক্যটী দিঙ্ নাগের আলম্বনপরীক্ষার শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—

যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তু বহির্বদবভাসতে। সোঽর্থো জ্ঞানরূপত্বাৎ তৎপ্রত্যয়তয়াঽপি চ॥

তত্ত্বসংগ্রহ ৫৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অর্থং বহির্বৎ ইতি বৎকারং কুর্ব্বন্তি। ইতরথা হি কস্মাৎ বহির্বৎ ইতি ব্রূয়ুঃ। ন হি বিষ্ণুমিত্রঃ বন্ধ্যাপুত্রবৎ অবভাসতে ইতি কশ্চিৎ আচক্ষীত। তস্মাৎ যথানুভবং তত্ত্বম্ অভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ বহিরেব অবভাসতে ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগন্তুং ন তু "বহির্বৎ অবভাসতে" ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে আমরা বলি—বাহ্যবস্তু নাই—ইহা বলিতে পার না, কেন? যেহেতু (বাহ্যবস্তু) দেখা যায়। প্রতি জ্ঞানে বাহ্যবস্তু—স্তম্ভ, দেওয়াল, ঘট, পট ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহারই অভাব হইতে পারে না। যেমন কোন লোকের ভোজন করিতে করিতে ভোজনজন্য যে তৃপ্তি হয়, তাহা স্বয়ং অনুভব করিতে করিতে এইরূপ বলে যে, আমি খাইতেছি না, আমি তৃপ্ত হইতেছি না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা নিজে বাহ্যবস্তু দেখিয়া আমি দেখিতেছি না এবং তাহা নাই—এই কথা বলিলে কি করিয়া তিনি সত্যবাদী হইবেন।

যদি বল আমি ইহা বলি না যে—কোন জিনিষ দেখি না। কিন্তু জ্ঞানব্যতীত কিছু দেখি না ইহাই বলি। হাঁ তুমি ইহাই বল বটে, যেহেতু তোমার মুখ নিরঙ্কুশ অর্থাৎ স্বাধীন। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বল না; যেহেতু জ্ঞান-ব্যতীত বাহ্যবস্তুও আছে, ইহা তোমাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু অর্থ অর্থাৎ বাহ্যবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, জ্ঞানকেই স্তম্ভ বা কুড্য অর্থাৎ দেওয়াল বলিয়া কেহ দেখে না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় রূপেই স্তম্ভ কুড্য ইত্যাদিকে সকল লোকে দেখিয়া থাকে। অতএব সকল লোকে এইরূপই দেখিয়া থাকে যে যাহারা বাহ্যবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহারাও বাহ্যবস্তুকেই বলিয়া থাকে—যাহা অন্তরে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই বাহ্যবস্তুর মত মনে হয়। তাহারাও সকল লোকে প্রসিদ্ধ বাহিরে ভাসমান সংবিদ অর্থাৎ জ্ঞানকে জানিয়া এবং বাহ্যবস্তুকে অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়া বাহ্যবস্তুর মত এই মতশব্দ ব্যবহার করে। তাহা না হইলে বাহ্যবস্তুর মত ইহা বলিবে কেন? বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের মত দেখা যাইতেছে, ইহা ত কেহ বলে না। অতএব যাঁহারা অনুভব অনুসারে সত্যবস্তু স্বীকার করেন, তাঁহাদের স্বীকার করা উচিত যে বাহ্যবস্তুই দেখা যায়, বাহ্যবস্তুর মত দেখা যায় না।

ভামতী।

"এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নাভাব উপলব্ধেরি"তি। "ন খলু অভাবঃ বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে"। স হি উপলম্ভাভাবাৎ বা অধ্যবসীয়েত, সত্যপি উপলম্ভে তস্য বাহ্যাবিষয়ত্বাৎ বা, সত্যপি বাহ্যবিষয়ত্বে বাহ্যার্থবাধকপ্রমাণসদ্ভাবাৎ বা। ন তাবৎ সর্ব্বথা উপলম্ভাভাবঃ ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকম্ আহ—"কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ" ইতি। ন হি স্ফুটতরে সর্ব্ব-জনীনে উপলম্ভে সতি তদভাবঃ শক্যঃ বক্তুম্ ইত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়ং পক্ষম্ অবলম্বতে—"ননু নাহমেবং ব্রবীমি" ইতি। নিরাকরোতি—"বাঢ়ম্ এবং ব্রবীষি"। উপলব্ধিগ্রাহিণা হি সাক্ষিণা উপলব্ধিঃ গৃহ্যমাণা বাহ্যবিষয়ত্বেনৈব গৃহ্যতে ন উপলব্ধি-মাত্রম্ ইত্যর্থঃ। "অতশ্চ" ইতি বক্ষ্যমাণোপপত্তিপরামর্শঃ।

(এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই।)

ভামতীর অনুবাদ।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য—বাহ্যবস্তু নাই—ইহা কি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া বলিবে, অথবা দেখিতে পাওয়া গেলেও বাহ্যবস্তু তাহার বিষয় নহে বলিয়া বলিবে, অথবা বাহ্যবিষয় থাকিলেও বাহ্যবস্তুর বাধকপ্রমাণ থাকায় তাহা নাই বলিবে। কোন রকমেই বাহ্যবস্তু দেখা যায় না যে তাহা নয়, **কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ** এই গ্রন্থদ্বারা প্রশ্নপূর্ব্বক ইহা বলিতেছেন। কারণ, সকল ব্যক্তিরই অতিশয় স্পষ্ট বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হইলে তাহা নাই বলিতে পার না।

ননু নাহমেবং ব্রবীমি এই গ্রন্থে দ্বিতীয়পক্ষ বলিতেছেন। **বাঢ়মেবং ব্রবীষি** এই গ্রন্থে নিরাস করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—জ্ঞানের দর্শক সাক্ষী জ্ঞানকে দেখিলে ব্যাহ্যবস্তুর জ্ঞান বলিয়াই তাহাকে দেখে কেবল জ্ঞান বলিয়া দেখে না। **অতশ্চ** এই গ্রন্থের, পরে যে যুক্তি বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধ হইবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাৎ বহির্বৎ অবভাসতে ইতি অধ্যবসিতম্। নায়ং সাধুঃ অধ্যবসায়ঃ, যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ অবধার্য্যেতে, ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্ব্বিকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী। যৎ হি প্রত্যক্ষাদীনাম্ অন্যতমেনাপি প্রমাণেন উপলভ্যতে তৎ সম্ভবতি। যত্তু ন কেনচিৎ অপি প্রমাণেন উপলভ্যতে তৎ ন সম্ভবতি। ইহ তু যথাস্বং সর্ব্বৈরেব প্রমাণৈঃ বাহ্যোঽর্থঃ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈঃ ন সম্ভবতি ইত্যুচ্যেত উপলব্ধেরেব।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল, বাহ্যপদার্থ সম্ভব না হওয়ায় বাহ্যবস্তুর মত দেখা যাইতেছে, ইহা মনে করা উচিত। তাহা হইলে ইহা ভাল মনে করা হইল না। যেহেতু প্রমাণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তিপূর্ব্বক সম্ভব ও অসম্ভব স্থির করা হয়, কিন্তু সম্ভব এবং অসম্ভবপূর্ব্বক প্রমাণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি হয় না। যাহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসকলের মধ্যে একটী প্রমাণদ্বারাও জানা যায়, তাহা সম্ভব হয়। আর যাহা কোন প্রমাণদ্বারাই জানা যায় না, তাহা সম্ভব হয় না। এখানে কিন্তু প্রমাণসকলের প্রত্যেকটিদ্বারাই বাহ্যপদার্থ জ্ঞাত হইয়া ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদি বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কি না? ইত্যাদি বিকল্পবশতঃ কি করিয়া সম্ভব হয় না বলিবে, কারণ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ত হইয়াই থাকে।

ভামতী।

তৃতীয়ং পক্ষমালম্বতে—"নন্বু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাদি"তি। নিরাকরোতি—"নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ" ইতি। ইদমত্র আকূতম্—ঘটাদয়ো হি স্থূলা ভাসন্তে ন তু পরমসূক্ষ্মাঃ। তত্র ইদং নানাদিগ্‌দেশব্যাপিত্বলক্ষণং স্থৌল্যং যদ্যপি জ্ঞানাকারত্বে ন আবরণানাবরণলক্ষণেন বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গেণ যুজ্যতে জ্ঞানোপাধেঃ অনাবৃতত্বাদেব; তথাপি তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্বকম্পাকম্পত্বরক্তারক্তত্বলক্ষণৈঃ বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গৈঃ অস্য নানাত্বং প্রসজ্যমানং জ্ঞানাকারত্বেঽপি ন শক্যং শক্রেণাপি বারয়িতুম্। ব্যতিরেকাব্যতিরেকবৃত্তিবিকল্পৌ চ পরমাণোঃ অংশবত্ত্বং চ উপপাদিতানি বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্। তস্মাৎ বাহ্যার্থবৎ ন জ্ঞানেঽপি স্থৌল্যসম্ভবঃ। ন তাবৎ পরমাণ্বাভাসম্ একজ্ঞানম্, একস্য নানাত্মত্বানুপপত্তেঃ। আকারাণাং বা জ্ঞানতাদাত্ম্যাৎ একত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ যাবন্ত আকারাঃ তাবন্ত্যেব জ্ঞানানি, তাবতাং জ্ঞানানাং মিথো বার্ত্তানভিজ্ঞতয়া স্থূলানুভবাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তৎপৃষ্ঠভাবী সমস্তজ্ঞানাকারসংকলনাত্মক একঃ স্থূলবিকল্পো বিজৃম্ভতে ইতি সাম্প্রতং; তস্যাপি সাকারতয়া স্থৌল্যাযোগাৎ। যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ—

"তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুষ্বপি ন সম্ভবঃ"॥ ইতি

তস্মাৎ ভবতাপি জ্ঞানাকারং স্থৌল্যং সমর্থয়মানেন প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ আস্থেয়ৌ। তথাচ ইদন্তাস্পদম্ অশক্যং জ্ঞানাৎ ভিন্নং বাহ্যম্ অপহ্নোতুম্ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

তত্র ভগবতা ভাষ্যকারেণ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ ইতি বদতা এতদিহ সূচয়াম্বভূবে। যথা কিল জ্ঞানাদ্ভেদেন স্থূলস্য অর্থস্য অসম্ভবঃ পরেণ ভাষ্যতে, এবম্ অভেদেনাপি ময়া স সুভাষঃ ইতি অপ্রযোজকঃ অসম্ভবঃ, প্রমাণং তু আবাভ্যাম্ আদর্ত্তব্যম্ ইতি। তত্র অসম্ভবং পরমতে দর্শয়তি—"ইদম্ অত্র" ইত্যাদিনা। তত্র বৌদ্ধেন জ্ঞানাৎ ভিন্নস্য স্থূলার্থস্য অসম্ভবম্ উচ্যমানম্ অনুবদতি—"তত্রেদমি"তি। স্থৌল্যং হি অর্থস্য যুগপৎভিন্নদিক্‌ব্যাপিত্বং ভিন্নদেশব্যাপিত্বং বা। এবঞ্চ একদিগ্‌দেশে অর্থস্য আবরণম্ অন্যদিগ্‌দেশে চ অনাবরণম্ ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাৎ ভেদঃ স্যাৎ জ্ঞানাভেদে তু ন দোষঃ, জ্ঞানাবচ্ছেদকার্থস্য জ্ঞায়মানস্য তদভিন্নস্য অনাবৃতত্বাৎ আবৃতস্য চ তদাত্মত্বাভাবেন বিরোধাপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। "জ্ঞানাকারত্বে" ইতি সপ্তমী। আবরণাদিধর্ম্মসংসর্গেণ যদ্যপি ন যুজ্যতে ইতি যোজনা। ইদানীম্ এতম্ অসম্ভবম্ অনুমত্য বৌদ্ধমতেঽপি অসম্ভবম্ আহ—"তথাপী"তি। যদ্যপি অবভাসানবভাসলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গঃ অর্থস্য জ্ঞানাভেদেঽভ্যুপগতে ন প্রসজ্যেত, তথাপি একজ্ঞানপ্রকাশিতে পটে নানাদেশব্যাসক্তে তদ্দেশত্বম্ অতদ্দেশত্বং চ দৃশ্যতে, প্রদেশ-

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ভেদেন চ কম্পাকম্পৌ চিত্রে চ তস্মিন্ রক্তারক্তত্বে চ। সতি চ এবং জ্ঞানাকারত্বেঽপি অর্থস্য বর্ণিতবিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ ভেদপ্রসঙ্গঃ তুল্য ইত্যর্থঃ। অর্থস্য জ্ঞানাভেদে সতি অবয়বিনি অবয়বে চ উক্তং দোষান্তরম্ অপি জ্ঞানে দুর্ব্বারম্ ইত্যাহ—"ব্যতিরেকাব্যতিরেকে"তি। নমু কিমিতি জ্ঞানাভিন্নে অর্থে তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসপ্রসঙ্গঃ যাবতা পরমাণূনেব জ্ঞানম্ অবলম্বতাং, তে চ ন ভিন্নদেশত্বাদিমন্তঃ ইত্যত আহ—"ন তাবদি"তি। নীলজ্ঞানং যদি পরমাণূন্ আলম্বেত, তর্হি ত্বয়া জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ অভেদাভ্যুপগমাৎ জ্ঞানস্য কিং জ্ঞেয়মাত্রত্বং জ্ঞেয়ানাং বা পরমাণূনাং জ্ঞানমাত্রত্বম্। নাদ্য ইত্যাহ—"একস্যে"তি। "জ্ঞানস্য" ইত্যর্থঃ। "ন দ্বিতীয়" ইত্যাহ—"আকারাণাং চে"তি। জ্ঞানাকারাণাং পরমাণূনামিত্যর্থঃ। নমু নৈকং জ্ঞানং পরমাণূন্ গোচরয়তি, যত উক্তদোষঃ স্যাৎ, কিন্তু প্রতিপরমাণু জ্ঞানভেদ ইতি, ন ইত্যাহ—"ন চ যাবন্ত" ইতি। তর্হি একৈকজ্ঞানগৃহীতনানাপরমাণুপরামর্শাত্মকঃ প্রত্যয়ঃ স্থূলালম্বন ইতি, তত্রাহ—"ন চ তৎপৃষ্ঠে"তি। তস্যাপি প্রত্যয়স্য সাকারতয়া আকারাণাং নানাপরমাণূনাং তদভেদাৎ তস্য পরমাণুমাত্রত্বে ভেদঃ, তেষাং বিজ্ঞানমাত্রত্বে একত্বম্ ইতি স্থূলালম্বনম্ একং জ্ঞানং ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ। "তস্মান্নার্থে" ইতি। তস্মাৎ বৃত্তিবিকল্পাদেঃ তর্কাৎ অর্থে পরমাণুসমূহাত্মকে বিষয়ে ন স্থূলাভাসঃ। ন চ জ্ঞানে জ্ঞানাত্মকে অর্থে। কুতঃ? একত্র জ্ঞানে বর্ণিতেন মার্গেণ তদাত্মনঃ নানাকারস্থূলাত্মকত্বস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুষু অপি বিজ্ঞানেষু পরমাণুগোচরেষু স্থূলাভাসস্য ন সম্ভবঃ, বহূনাং পরস্পরবার্ত্তানভিজ্ঞত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

নমু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাৎ ইত্যাদি গ্রন্থে তৃতীয়পক্ষ বলিতেছেন। **নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ** এই গ্রন্থে তাহা নিরাস করিতেছেন। এই গ্রন্থের অভিপ্রায় যে ঘট পট ইত্যাদি বস্তুসকল স্থূল দেখিতে পাওয়া যায়, অতি সূক্ষ্ম নহে। সেস্থলে বাহ্যপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলে যুগপৎ নানাদিক্ ব্যাপিত্ব বা নানাদেশ ব্যাপিত্বরূপ স্থৌল্য যদিও আবরণ ও অনাবরণরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত হয় না বটে, কারণ, জ্ঞানের উপাধি অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অভিন্ন বিষয় অনাবৃতই থাকে, অর্থাৎ আবৃত হয় না, তাহা হইলেও (একখানি চিত্রবস্ত্র) তদ্দেশত্ব অতদ্দেশত্ব অর্থাৎ অনেকস্থান ব্যাপিয়া থাকে, একস্থানে থাকে না। তাহার কোন অংশ কম্পিত হয়, কোন অংশ কম্পিত হয় না, কোন অংশ রক্তবর্ণ, কোন অংশ অন্যবর্ণ, এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধদ্বারা তাহার বহুত্বের যে আপত্তি হয়, বস্তু জ্ঞানাকার হইলেও ইন্দ্রও তাহা বারণ করিতে পারেন না। ব্যতিরেকাব্যতিরেকবিকল্প অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কিনা? এইরূপ বিকল্প, বৃত্তিবিকল্প অর্থাৎ অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে সকল অবয়বদ্বারা বর্ত্তমান হয়, অথবা এক একটি অবয়বদ্বারা বর্ত্তমান হয় এইরূপ বিকল্প, এবং পরমাণুর যে অবয়ব আছে ইহা, বৈশেষিকমত খণ্ডনের স্থলে দেখাইয়াছি। অতএব বাহ্যবস্তুর মত জ্ঞানেও স্থূলতা সম্ভব হয় না। আর বহু পরমাণুবিষয়ক একটি জ্ঞানও হইতে পারে না। কারণ, একটি জ্ঞান বহু হইতে পারে না, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদে জ্ঞান ও বস্তু অভিন্ন হওয়ায় যদি জ্ঞানই পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহা হইলে একটি জ্ঞান কি করিয়া বহু পরমাণুস্বরূপ হইবে? (আর যদি বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে বলিতেছেন) অথবা আকারসকল অর্থাৎ জ্ঞানাকার পরমাণুসকল জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হওয়ায় একটিমাত্র হইয়া পড়িবে। আর যদি বল যতগুলি আকার অর্থাৎ পরমাণু, জ্ঞানও ততগুলি? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, জ্ঞানসকল ক্ষণিক বলিয়া পরস্পর কোন বার্ত্তা অর্থাৎ সংবাদ না জানায় স্থূলের জ্ঞান হইতে পারে না। আর তৎপৃষ্ঠভাবী অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক পরমাণুর এক একটি জ্ঞান হইয়া পশ্চাৎ জ্ঞানাকার পরমাণুসমষ্টি বিষয়ক একটি স্থূলজ্ঞান হয়, ইহা বলাও ঠিক্ নহে; কারণ, তাহাও সাকার অর্থাৎ পরমাণুবিষয়ক বলিয়া স্থূল হইতে পারে না। অর্থাৎ পরমাণুসকল ও জ্ঞান অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান যদি পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, আর যদি পরমাণুসকল জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে একটিমাত্র হইবে, অতএব একটি স্থূলপদার্থের জ্ঞান হইবে না। যেমন ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন—

"তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুষ্বপি ন সম্ভবঃ"॥

অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কিনা ইত্যাদি বিচারবশতঃ পরমাণুসমূহাত্মক বাহ্যপদার্থে স্থৌল্যের জ্ঞান হইতে পারে না, আর জ্ঞানাত্মক বাহ্যপদার্থেও স্থৌল্যের জ্ঞান হইতে পারে না; যেহেতু একটি জ্ঞানে নানা পরমাণুঘটিত স্থূলতা নিষিদ্ধ হওয়ায় পরমাণুবিষয়ক বহুজ্ঞানেও স্থৌল্যের জ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞানাকার স্থৌল্য স্বীকার করিলেও আপনাকেও প্রমাণের প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিপূর্ব্বক সম্ভব ও অসম্ভব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ইদং প্রত্যয়ের বেদ্য জ্ঞানভিন্ন বাহ্যবস্তু অস্বীকার করিতে পারেন না, (কারণ তাহাও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়।)

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাৎ বিষয়নাশো ভবতি, অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ, বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য। অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়োপেয়ভাবহেতুকঃ ন অভেদহেতুকঃ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। তথাচ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি বিশেষণয়োর্ভেদঃ, ন বিশেষ্যস্য জ্ঞানস্য। যথা শুক্লো গৌঃ কৃষ্ণো গৌঃ ইতি শৌক্ল্যকার্ষ্ণ্যয়োরেব ভেদঃ ন গোত্বস্য। দ্বাভ্যাং চ ভেদঃ একস্য সিদ্ধো ভবতি একস্মাচ্চ দ্বয়োঃ। তস্মাৎ অর্থজ্ঞানয়োর্ভেদঃ। তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্ ইত্যত্রাপি প্রতিপত্তব্যম্। অত্রাপি হি বিশেষ্যয়োরেব দর্শনস্মরণয়োর্ভেদঃ ন বিশেষণস্য ঘটস্য। যথা ক্ষীরগন্ধ ক্ষীররস ইতি বিশেষ্যয়োরেব গন্ধরসয়োর্ভেদঃ ন বিশেষণস্য ক্ষীরস্য তদ্বৎ।

অপি চ দ্বয়োর্বিজ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ স্বসংবেদনয়োরেব উপক্ষীণয়োঃ ইতরেতরগ্রাহ্যগ্রাহকত্বানুপপত্তিঃ। ততশ্চ বিজ্ঞানভেদপ্রতিজ্ঞা-ক্ষণিকত্বাদিধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা-স্বলক্ষণ-সামান্যলক্ষণ-বাস্যবাসকত্বাবিদ্যোপপ্লবসদসদ্ধর্ম্ম-বন্ধ-মোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞাশ্চ স্বশাস্ত্রগতাস্তা হীয়েরন্।

ভাষ্যানুবাদ।

আর জ্ঞান বিষয়ের সহিত সমানাকার হওয়ায় বিষয়ের অভাব হয় না; কারণ, বিষয় না থাকিলে (জ্ঞান) বিষয়ের সমানাকার হইতে পারে না, এবং বিষয় বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভনিয়মও উপায়-উপেয়ভাববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যকারণভাববশতঃই হয়, অভেদবশতঃ নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আরও ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এইস্থলে বিশেষণ ঘট ও পটেরই ভেদ আছে, বিশেষ্যজ্ঞানের ভেদ নাই। যেমন শুক্লবর্ণ গাভী ও কৃষ্ণবর্ণ গাভী এই স্থলে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণেরই ভেদ আছে, গোত্বের কোন ভেদ নাই। দুইটি হইতে একের ভেদ সিদ্ধ হয়, এবং এক হইতে দুইয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়। অতএব বাহ্যপদার্থ ও জ্ঞানের ভেদ সিদ্ধ হইল। সেইরূপ ঘটের দর্শন ও ঘটের স্মরণ এই স্থলেও জানিবেন। এস্থলেও বিশেষ্য দর্শন ও স্মরণেরই ভেদ আছে, বিশেষণ ঘটের ভেদ নাই। যেমন দুগ্ধের রস, দুগ্ধের গন্ধ এস্থলে বিশেষ্য গন্ধ ও রসেরই ভেদ আছে, বিশেষণ দুগ্ধের নহে, সেইরূপ।

আরও পূর্ব্ব ও উত্তরকালে উৎপন্ন দুইটি বিজ্ঞান, যাহারা কেবল নিজেকে প্রকাশ করিয়াই ধ্বংস হইয়াছে; তাঁহাদের পরস্পরের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে পারে না। তাহা হইলেই বিজ্ঞানভেদের প্রতিজ্ঞা, ক্ষণিকত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা, স্বলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ, বাস্য-বাসকত্ব, অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ সদসদ্ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাও তাহাদেরই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে এই সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভামতী।

যচ্চ জ্ঞানস্য প্রত্যর্থং ব্যবস্থায়ৈ বিষয়সারূপ্যম্ আস্থিতং, নৈতেন বিষয়ঃ অপহ্নোতুং শক্যঃ, অসতি অর্থে তৎসারূপ্যস্য তদ্ব্যবস্থায়াশ্চ অনুপপত্তেঃ ইত্যাহ—"ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাদি"তি। যশ্চ সহোপলম্ভনিয়ম উক্তঃ, সোঽপি বিকল্পং ন সহতে। যদি জ্ঞানার্থয়োঃ সাহিত্যেন উপলম্ভঃ ততঃ বিরুদ্ধো হেতুঃ ন অভেদং সাধয়িতুম্ অর্হতি, সাহিত্যস্য তদ্বিরুদ্ধভেদব্যাপ্যত্বাৎ অভেদে তদনুপপত্তেঃ।

অথ একোপলম্ভনিয়মঃ; ন, একত্বস্য অবাচকঃ সহশব্দঃ। অপি চ কিম্ একত্বেন উপলম্ভঃ, আহো এক উপলম্ভঃ জ্ঞানার্থয়োঃ। ন তাবৎ একত্বেন উপলম্ভঃ ইত্যাহ—"বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য"। অথ একোপলম্ভনিয়মঃ, তত্রাহ—"অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়োপেয়ভাবহেতুকঃ ন অভেদহেতুকঃ ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্"। যথা হি সর্ব্বং চাক্ষুষং প্রভারূপানুবিদ্ধং বুদ্ধিবোধ্যং নিয়মেন মনুজৈঃ উপলভ্যতে, ন চ এতাবতা ঘটাদিরূপং

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

ভামতী।

প্রভাত্মকং ভবতি, কিন্তু প্রভোপায়ত্বাৎ নিয়মঃ, এবম্ ইহাপি আত্মসাক্ষিকানুভবোপায়ত্বাৎ অর্থস্য একোপলম্ভনিয়মঃ ইতি।

অপি চ যত্র একবিজ্ঞানগোচরৌ ঘটপটৌ তত্র অর্থভেদং বিজ্ঞানাভেদং চ অধ্যবস্যন্তি প্রতিপত্তারঃ। ন চ এতৎ ঐকাত্ম্যে অবকল্পাতে ইত্যাহ—"অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমি"তি। তথা অর্থাভেদেঽপি বিজ্ঞানভেদদর্শনাৎ ন বিজ্ঞানাত্মকত্বম্ অর্থস্য ইত্যাহ—"তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণমি"তি।

অপি চ স্বরূপমাত্রপর্য্যবসিতং জ্ঞানং জ্ঞানান্তরবার্ত্তানভিজ্ঞম্ ইতি যয়োর্ভেদঃ তে দ্বে ন গৃহীতে ইতি ভেদোঽপি তদ্‌গতো ন গৃহীত ইতি। এবং ক্ষণিকশূন্যানাত্মত্বাদ্যয়োঽপি অনেক-প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তজ্ঞানভেদসাধ্যাঃ। এবং স্বম্ অসাধারণম্ অন্যতো ব্যাবৃত্তং লক্ষণং যস্য তদপি যৎ ব্যাবর্ত্ততে যতশ্চ ব্যাবর্ত্ততে তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যম্। এবং সামান্যলক্ষণমপি বিধিরূপম্ অন্যাপোহরূপং বা অনেকজ্ঞানগম্যম্। এবং বাস্যবাসকভাবঃ অনেকজ্ঞানসাধ্যঃ। এবম্ অবিদ্যোপপ্লববশেন যৎ সদসদ্ধর্ম্মত্বং, যথা নীলমিতি সদ্ধর্ম্মঃ। নরবিষাণ*মিতি অসদ্ধর্ম্মঃ, অমূর্ত্তমিতি সদসদ্ধর্ম্মঃ। শক্যং হি শশবিষাণম্ অমূর্ত্তং বক্তুম্। শক্যং চ বিজ্ঞানম্ অমূর্ত্তং বক্তুম্। যথোক্তম্—

"অনাদিবাসনোদ্‌ভূতবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ।
শব্দার্থস্ত্রিবিধো ধর্ম্মো ভাবাভাবোভয়াশ্রয়ঃ"॥ ইতি।

এবং মোক্ষপ্রতিজ্ঞা চ যো মুচ্যতে যতশ্চ মুচ্যতে যেন মুচ্যতে তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যা। এবং বিপ্রতিপন্নং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজ্ঞা ইতি যৎ প্রতিপাদয়তি যেন প্রতিপাদয়তি যশ্চ পুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে যশ্চ প্রতিপাদয়তি তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যম্ ইতি অসতি একস্মিন্ অনেকার্থ-জ্ঞানপ্রতিসন্ধাতরি ন উপপদ্যতে। তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য স্বাংশালম্বনত্বে অনুপপন্নম্ ইত্যাহ—"অপি চ দ্বয়োর্বিজ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়ো"রিতি। অপি চ ভেদাশ্রয়ঃ কর্ম্মফলভাবঃ ন অভিন্নে জ্ঞানে ভবিতুম্ অর্হতি। নো খলু ছিদা ছিদ্যতে কিন্তু দারু। নাপি পাকাঃ পচ্যন্তে অপি তু তণ্ডুলাঃ। তৎ ইহাপি ন জ্ঞানং স্বাংশেন জ্ঞেয়ম্, আত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, অপি তু তদতিরিক্তঃ অর্থঃ, পাচ্যা ইব তণ্ডুলাঃ পাকাতিরিক্তা ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একোপলম্ভম্ উক্ত্বা যা অনুপলব্ধিঃ সা সহোপলম্ভনিয়ম ইতি ন বিরুদ্ধত্বং হেতোশ্চেৎ তর্হি সহশব্দ একত্বস্য অবাচক ইতি অবাচকশব্দপ্রয়োগাৎ তব নিগ্রহ ইত্যর্থঃ। অথ একোপলম্ভনিয়মাৎ ইত্যেব হেতুঃ তত্রাহ—"অপিচে"তি। অনুবিদ্ধং বিষয়ত্বেন সম্বদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে ইতি সাক্ষাৎকারাভিপ্রায়ম্। মনুজগ্রহণং তির্য্যগাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্। চাক্ষুষবস্তুন আলোকসাক্ষাৎকারব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধাবপি তদৈক্যাদর্শনাৎ অনৈকান্তিকো হেতুঃ ইত্যর্থঃ। জ্ঞানভেদসাধ্যা ইত্যাদৌ সর্ব্বত্র অসতি একস্মিন্ অনেকার্থজ্ঞানপ্রতি-সন্ধাতরি ন উপপদ্যতে ইতি বক্ষ্যমাণেন অন্বয়ঃ। ভাষ্যে বাস্যবাসকত্বম্ অবিদ্যোপপ্লবে হেতুঃ অবিদ্যোপপ্লবশ্চ সদসদ্ধর্ম্মেষু হেতুঃ ইতি ব্যাচষ্টে—"এবমি"তি। অবিদ্যা সবিকল্পকপ্রত্যয়ঃ। "অনাদী"তি। অনাদিবাসনাজন্যসবিকল্পকপ্রত্যয়াত্মকবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ বিষয়ীকৃতঃ যঃ শব্দার্থঃ স ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ। ত্রৈবিধ্যমেব আহ—"ভাবে"তি। ভাবং নীলাদিকং নীলত্বাদিঃ, অভাবং নরবিষাণং নরবিষাণত্বাদিঃ, উভয়ং বিজ্ঞাননরবিষাণাদিকম্ অমূর্ত্তত্বাদিঃ আশ্রয়তে ইতি তথোক্তঃ। বন্ধমোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞা ইতি ভাষ্যগতাদিশব্দং ব্যাচষ্টে—"এবং বিপ্রতি-পন্নমি"তি। প্রতিজ্ঞা ইত্যত্র ইতি শব্দঃ যস্মাদর্থে, যৎ ইতি প্রতিপাদনবিষয়নির্দ্দেশঃ, অসতি একস্মিন্ প্রতিসন্ধাতরি ন উপপদ্যতে তাবৎ লোকে, ত্বয়া চ স নেষ্ট ইত্যাহ—"তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য" ইতি। কর্ম্মফলভাবঃ জ্ঞানজ্ঞেয়ভাবঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও যে প্রত্যেক বিষয় অনুসারে ব্যবস্থার জন্য অর্থাৎ ইহা ঘটজ্ঞান, ইহা পটজ্ঞান, এইরূপ ব্যবহারের জন্য জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সমান আকার হওয়ায় স্বীকার করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা বিষয় অস্বীকার করিতে পারিবে না; যেহেতু বিষয় না থাকিলে তাহার সারূপ্য এবং ঐরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে

* "নরবিষাণম্ ঈশ্বরঃ ইতি" পাঠান্তরম্।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

না, **ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাৎ** এই গ্রন্থে ইহাই বলিতেছেন। আর যে সহোপলম্ভনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহাও বিকল্প সহ্য করে না। যথা—যদি জ্ঞান ও বিষয়ের একসঙ্গে জ্ঞানই সহোপলম্ভ হয়, তাহা হইলে হেতু বিরুদ্ধ হইল। তাহা অভেদ সাধন করিতে পারে না; কারণ, সাহিত্য অভেদের বিরুদ্ধ ভেদের ব্যাপ্য হয়। অভেদ হইলে সাহিত্য হইতে পারে না।

আর যদি বল, এক উপলম্ভের নিয়ম সহোপলম্ভনিয়ম; না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, সহশব্দ একত্বের বাচক নহে। (অবাচক শব্দ প্রয়োগ করায় তোমার নিগ্রহ অর্থাৎ পরাজয় হইল) আরও জ্ঞান ও বিষয়ের এক বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই সহোপলম্ভ, অথবা জ্ঞান ও বিষয় এই উভয় বিষয়ক যে একটি জ্ঞান, তাহাই সহোপলম্ভ। তাহার মধ্যে এক বলিয়া উপলম্ভ সহোপলম্ভ হইতে পারে না—**বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। আর যদি বল, জ্ঞান ও বিষয়ের একটি জ্ঞানই সহোপলম্ভনিয়ম, তাহার উত্তরে **অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যেমন প্রভা ও রূপযুক্ত সকল চাক্ষুষদ্রব্যই বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ হয়, (প্রভা ও রূপ না থাকিলে হয় না), ইহা নিয়মিতভাবে মানুষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা ঘটাদির রূপ ত প্রভাস্বরূপ হয় না, কিন্তু প্রভা তাহার উপায় অর্থাৎ হেতু হয় বলিয়া নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রভা থাকিলে রূপ দেখা যায়, না থাকিলে দেখা যায় না, এইরূপ নিয়ম আছে। এইরূপ এখানেও আত্মসাক্ষিক অনুভবের উপায় বলিয়া বিষয়ের একোপলম্ভনিয়ম আছে। আরও যেখানে ঘট ও পট একজ্ঞানের বিষয় হয়, সেখানে প্রতিপত্তা অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞান হয়, তাহারা, বিষয়ের ভেদ ও বিজ্ঞানের অভেদ স্থির করিয়া থাকে। ইহা কিন্তু বিষয় ও জ্ঞান এক হইলে হয় না, **অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন। সেইরূপ বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও বিজ্ঞানের ভেদ দেখা যায় বলিয়া বিষয় বিজ্ঞানস্বরূপ নহে **ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্** ইত্যাদি গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।

আরও জ্ঞান কেবলস্বরূপেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ ক্ষণিক বলিয়া কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, অন্য জ্ঞানের কোন সংবাদই রাখে না, অতএব যে দুইটির ভেদ সেই দুইটিকেই জানিল না, অতএব তাহাদের ভেদও জানিতে পারে না। আর ক্ষণিকত্ব শূন্যত্ব ও অনাত্মত্বাদির জ্ঞানও অনেক প্রতিজ্ঞা—হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ হয়। আর স্ব অর্থাৎ অসাধারণ অর্থাৎ অন্য হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, সেই স্বলক্ষণপদার্থও যে ব্যাবৃত্ত হয় এবং যাহা হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, তাহা অনেকজ্ঞানদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আর সামান্য অর্থাৎ জাতির লক্ষণও বিধিরূপই বল অথবা অন্যপদার্থের ব্যাবৃত্তিরূপই বল, তাহা অনেক জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়। আর বাস্যবাসকভাব অর্থাৎ পূর্ব্ব নীলজ্ঞান বাসক এবং পরবর্ত্তী নীলজ্ঞান বাস্য; ইহাও অনেকজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়। আর অবিদ্যা অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ যে সদসদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ নীলত্ব ইত্যাদি সতের ধর্ম্ম, নরশৃঙ্গত্ব ইত্যাদি অসতের ধর্ম্ম, অমূর্ত্তত্ব ইত্যাদি সত ও অসতের ধর্ম্ম। নরশৃঙ্গ অমূর্ত্ত, ইহা বলিতে পার। ইহাও বলিতে পার যে—বিজ্ঞান অমূর্ত্ত। যেমন বলা হইয়াছে—

"অনাদিবাসনোদ্ভূতবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ।
শব্দার্থস্ত্রিবিধো ধর্ম্মো ভাবাভাবোভয়াশ্রয়ঃ" ॥

অর্থাৎ অনাদি বাসনাবশতঃ উৎপন্ন হয় যে সবিকল্পকজ্ঞান, তাহার বিষয় যে শব্দার্থধর্ম্ম অর্থাৎ নীলত্বাদি, তাহা তিনপ্রকার জানিবে. যথা—(নীলত্বাদি) ভাবাশ্রয় অর্থাৎ নীলাদি ভাবপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, (নরশৃঙ্গত্বাদি) অভাবাশ্রয় অর্থাৎ নরশৃঙ্গাদি অভাবপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং (অমূর্ত্তত্বাদি) উভয়াশ্রয় অর্থাৎ বিজ্ঞানাদি ভাব ও নরশৃঙ্গাদি অভাব এই উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। আর মোক্ষপ্রতিজ্ঞাও অর্থাৎ যে মুক্ত হয়, যাহা হইতে মুক্ত হয়, যাহার দ্বারা মুক্ত হয়, তাহাও অনেকজ্ঞানসাধ্য। আর বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরোধী ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা, যেহেতু যাহা বুঝান হয়, এবং যাহাকে বুঝান হয়, এবং যে বুঝাইয়া দেয় তাহা অনেকজ্ঞানদ্বারা হইয়া থাকে, অতএব অনেক পদার্থজ্ঞানের কর্ত্তা একজন না থাকিলে এই সমস্ত হইতে পারে না। বিজ্ঞান যদি নিজের অংশকেই অবলম্বন করে অর্থাৎ কেবল ক্ষণিক নিজেকেই প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই সকল সঙ্গত হয় না। **অপি চ দ্বয়োর্বিজ্ঞানয়োঃ** ইত্যাদি গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।

আরও ক্রিয়া ও ফল ভিন্নবস্তুতেই হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যাহাতে থাকে, ফল তদ্ভিন্ন বস্তুতেই হইয়া থাকে, অভিন্নজ্ঞানে অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানে ক্রিয়াও তাহার ফল হইতে পারে না। যেমন—ছেদন ছিন্ন হয় না,

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

কিন্তু কাষ্ঠই ছিন্ন হয়, আর পচন স্বয়ংই পাক হয় না, কিন্তু তণ্ডুলসকল পাক হয়। সেইরূপ এখানেও জ্ঞান নিজ অংশদ্বারা জ্ঞানের বিষয় হয় না, কারণ, নিজেতে বৃত্তি হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়া হওয়া বিরুদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন বিষয়ই জ্ঞেয় হয়, যেমন পাক ভিন্ন তণ্ডুলসকলই পাকের বিষয় হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইতি অভ্যুপগচ্ছতা বাহ্যঃ অর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যম্ ইত্যেবংজাতীয়কঃ কস্মাৎ ন অভ্যুপগম্যতে ইতি বক্তব্যম্। বিজ্ঞানম্ অনুভূয়তে ইতি চেৎ, বাহ্যোঽপি অর্থঃ অনুভূয়তে এব ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগন্তুম্। অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্বয়মেব অনুভূয়তে, ন তথা বাহ্যোঽপি অর্থঃ ইতি চেৎ, অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়াম্ অভ্যুপগচ্ছসি, অগ্নিঃ আত্মানং দহতি ইতি বৎ, অবিরুদ্ধং তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যঃ অর্থঃ অনুভূয়তে ইতি ন ইচ্ছসি অহো পাণ্ডিত্যং মহৎ দর্শিতম্। ন চ অর্থাব্যতিরিক্তম্ অপি বিজ্ঞানং স্বয়মেব অনুভূয়তে স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাদেব।

নন্বু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে তদপি অন্যেন গ্রাহ্যং তদপি অন্যেন ইতি অনবস্থা প্রাপ্নোতি। অপি চ প্রদীপবৎ অবভাসাত্মকত্বাৎ জ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরং কল্পয়তঃ সমত্বাৎ অবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ কল্পনানর্থক্যম্ ইতি। তৎ উভয়মপি অসৎ, বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ। সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধৃপলভ্যভাবোপপত্তেঃ, স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

আরও বিজ্ঞান বিজ্ঞান এইরূপ যিনি স্বীকার করেন তিনি বাহ্যপদার্থ—স্তম্ভ কুড্য অর্থাৎ দেওয়াল ইত্যাদি কেন স্বীকার করেন না, ইহা বলা উচিত। যদি বল বিজ্ঞান অনুভব করা যায়, (এই জন্যই তাহা স্বীকার করি) তাহা হইলে বাহ্যপদার্থও ত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাহা স্বীকার করা উচিত। আর যদি বল, বিজ্ঞান প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রদীপের মত স্বয়ংই অনুভব হয়, বাহ্যপদার্থ কিন্তু সেরূপ নহে। তাহা হইলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ—নিজেতেই নিজের ক্রিয়া স্বীকার করিতেছে, যেমন অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করে, অথচ যাহা অবিরুদ্ধ এবং লোকেপ্রসিদ্ধ যথা—নিজ ব্যতীত বিজ্ঞানদ্বারা বাহ্যপদার্থের অনুভব হয়, ইহা স্বীকার কর না, আহা খুব পাণ্ডিত্য দেখাইলে? আর বিষয়ের সহিত অভিন্ন বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয় না; কারণ, নিজেতে নিজের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না।

যদি বল, বিজ্ঞান যদি অপর ব্যক্তিদ্বারা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা অন্যদ্বারা দেখা যাইবে, আবার তাহাও অন্যদ্বারা দেখা যাইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। আরও জ্ঞান প্রদীপের মত স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার প্রকাশের জন্য যিনি অন্য একটি জ্ঞানের কল্পনা করেন, তাঁহার মতে জ্ঞানান্তর কল্পনা করা বৃথা, কারণ উভয়জ্ঞানই সমান বলিয়া পরবর্ত্তী জ্ঞানটি প্রকাশক ও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান প্রকাশ্য এইরূপ প্রকাশ্য প্রকাশকভাব হইতে পারে না। এই দুইটিই ভাল নহে; কারণ, বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণপরিণামের জ্ঞানকালে বিজ্ঞানসাক্ষীর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না (কারণ, তাহা নিত্য সিদ্ধ); অতএব অনবস্থার আশঙ্কা হইতে পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধিপরিণামকে প্রকাশ করিবার জন্য সাক্ষীচৈতন্যকে অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সাক্ষীচৈতন্যকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হয় না; কারণ, তাহা স্বপ্রকাশ, অতএব অনবস্থা দোষ হইবে না। আর সাক্ষী ও জ্ঞানের স্বভাব পৃথক্ হওয়ায় অর্থাৎ সাক্ষী চিৎস্বরূপ হওয়ায় ও বিজ্ঞান জড়স্বরূপ হওয়ায় সাক্ষী জ্ঞানকর্ত্তা, এবং বিজ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। আর স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষীকে কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। অর্থাৎ সর্ব্বদা অভ্রান্তভাবে আত্মার প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহা নিত্যসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ আত্মা না থাকিলে ক্ষণিকজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশকে কে প্রকাশ করিবে?

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

ভূমিরচনাপূর্ব্বকমাহ—"কিঞ্চান্যৎ। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইত্যভ্যুপগচ্ছতা" ইতি। চোদয়তি—"নন্থ বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে" ইতি। অয়মর্থঃ—স্বরূপাৎ অতিরিক্তম্ অর্থং চেৎ বিজ্ঞানং গৃহ্ণাতি, ততঃ তৎ অপ্রত্যক্ষং সৎ ন অর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ অর্হতি। ন হি চক্ষুরিব তৎ নিলীনম্ অর্থে কঞ্চন অতিশয়ম্ আধত্তে, যেন অর্থম্ অপ্রত্যক্ষং সৎ প্রত্যক্ষয়েৎ। অপি তু তৎপ্রত্যক্ষতা এব অর্থপ্রত্যক্ষতা। যথাহুঃ—

"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি" ইতি। (ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ) *

তচ্চেৎ জ্ঞানান্তরেণ প্রতীয়েত, তৎ অপ্রতীতং ন অর্থবিষয়ং জ্ঞানম্ অপরোক্ষয়িতুম্ অর্হতি। এবং তত্তৎ ইতি অনবস্থা। তস্মাৎ অনবস্থায়া বিভ্যতা বরং স্বাত্মনি বৃত্তিঃ আস্থিতা। অপিচ যথা প্রদীপো ন দীপান্তরম্ অপেক্ষতে এবং জ্ঞানম্ অপি ন জ্ঞানান্তরম্ অপেক্ষিতুম্ অর্হতি সমত্বাৎ ইতি। তদেতৎ পরিহরতি—"তদুভয়মপি অসৎ। বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ"।

অয়মর্থঃ—সত্যম্ অপ্রত্যক্ষস্য উপলম্ভস্য ন অর্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি, ন তু উপলব্ধারং প্রতি তৎপ্রত্যক্ষত্বায় উপলম্ভান্তরং প্রার্থনীয়ম্, অপি তু তস্মিন্ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ অন্তঃকরণবিকারভেদে উৎপন্নমাত্রে এব প্রমাতুঃ অর্থশ্চ উপলম্ভশ্চ প্রত্যক্ষৌ ভবতঃ। অর্থো হি নিলীনস্বভাবঃ প্রমাতারং প্রতি স্বপ্রত্যক্ষত্বায় অন্তঃকরণবিকারভেদম্ অনুভবম্ অপেক্ষতে, অনুভবস্তু জড়োঽপি স্বচ্ছতয়া চৈতন্যবিম্বোদ্গ্রহণায় ন অনুভবান্তরম্ অপেক্ষতে, যেন অনবস্থা ভবেৎ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ অনুভবঃ উৎপন্নশ্চ, ন চ প্রমাতুঃ প্রত্যক্ষো ভবতি, যথা নীলাদিঃ। তস্মাৎ যথা ছেত্তা ছিদয়া ছেদ্যং বৃক্ষাদি ব্যাপ্নোতি, ন তু ছিদাং ছিদান্তরেণ, নাপি ছিদা এব ছেত্ত্রী, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ। যথা বা পক্তা পাক্যং পাকেন ব্যাপ্নোতি, ন তু পাকং পাকান্তরেণ, নাপি পাক এব পক্তা, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ, এবং প্রমাতা প্রমেয়ং নীলাদি প্রময়া ব্যাপ্নোতি ন তু প্রমাং প্রমান্তরেণ, নাপি প্রমা এব প্রমাত্রী, কিন্তু স্বত এব প্রমায়াঃ প্রমাতা ব্যাপকঃ। ন চ প্রমাতরি কূটস্থনিত্যচৈতন্যে প্রমাপেক্ষাসম্ভবঃ, যতঃ প্রমাতুঃ [প্রমায়াঃ] প্রমাত্রন্তরাপেক্ষায়াম্ অনবস্থা ভবেৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তম্ "বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ প্রমাতুঃ কূটস্থ-নিত্যচৈতন্যস্য গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ" ইতি। যদুক্তং "সমত্বাৎ অবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ" ইতি। তত্রাহ—"সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধ্রুপলভ্যভাবোপপত্তেঃ"। মা ভূৎ জ্ঞানয়োঃ সাম্যেন গ্রাহ্যগ্রাহকভাবঃ। জ্ঞাতৃজ্ঞানয়োস্তু বৈষম্যাৎ উপপদ্যতে এব। গ্রাহ্যত্বং চ জ্ঞানস্য ন গ্রাহকক্রিয়াজনিতফলশালিতয়া, যথা বাহ্যার্থস্য, ফলে ফলান্তরানুপপত্তেঃ। যথাহুঃ—

"ন সংবিদর্য্যতে ফলত্বাৎ" ইতি।

অপি তু প্রমাতারং প্রতি স্বতঃসিদ্ধপ্রকটতয়া। গ্রাহ্যোঽপি অর্থঃ প্রমাতারং প্রতি সত্যাং সংবিদি প্রকটঃ, সংবিদপি প্রকটা। যথাহুঃ অন্যে—

"নাস্যাঃ কর্ম্মভাবো বিদ্যতে" ইতি।

স্যাদেতৎ—যৎ প্রকাশতে তৎ অন্যেন প্রকাশ্যতে যথা জ্ঞানার্থৌ, তথাচ সাক্ষী, ইতি নাস্তি প্রত্যয়সাক্ষিণোঃ বৈষম্যম্ ইত্যত আহ—"স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ"। তথাহি—

* ভাস্করভাষ্যে এই শ্লোকার্দ্ধের সঙ্গে আরও একটী শ্লোক আছে। সমুদায়টী এই—

"তথাচোক্তং বিপ্রভিক্ষুণা—

অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিদ্ধ্যতি।

অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ॥

গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥ ইতি"

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

ভামতী ।

অস্য সাক্ষিণঃ সদা অসন্দিগ্ধাবিপরীতস্য নিত্যসাক্ষাৎকারতা অনাগন্তুকপ্রকাশত্বে ঘটতে। তথাহি—প্রমাতা সন্দিহানোঽপি অসন্দিগ্ধঃ, বিপর্য্যস্যন্নপি অবিপরীতঃ, পরোক্ষম্ অর্থম্ উৎপ্রেক্ষমাণোঽপি অপরোক্ষঃ, স্মরন্নপি আনুভবিকঃ প্রাণভৃন্মাত্রস্য। ন চ এতৎ অন্যাধীন-সংবেদনত্বে ঘটতে। অনবস্থাপ্রসঙ্গশ্চ উক্তঃ। তস্মাৎ স্বয়ংসিদ্ধতা অস্য অনিচ্ছতাপি অপ্রত্যাখ্যেয়া প্রমাণমার্গায়ত্তত্বাৎ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অত্যন্তবিরুদ্ধাম্ ইত্যতঃ প্রাক্তনভাষ্যেণ প্রতিবন্দীরূপা ভূমিরচনা ক্রিয়তে। তয়া চ জ্ঞেয়ার্থস্বরূপং সাধিতম্। ততঃ আরভ্য একস্য কর্ম্মক্রিয়াবিরোধ উক্তঃ। বিজ্ঞানস্য স্বব্যতিরিক্তার্থবিষয়ত্বে কুতঃ তস্য অন্যেন গ্রাহ্যত্বাপত্তিঃ? চক্ষুর্বৎ অপ্রকাশমানস্যাপি অর্থ-বোধকত্বসম্ভবাৎ অতঃ চোদ্যানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—"চোদয়তি" ইতি। "অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য" ইতি। যদি অপ্রত্যক্ষ উপলম্ভঃ স্যাৎ তর্হি চক্ষুষ ইব তস্য অর্থদৃষ্টিঃ অজন্যা স্যাৎ, সা চ ন সিধ্যতি; তস্যা অপি অন্যদৃষ্ট্যপেক্ষত্বেন অনবস্থানাৎ ইত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানং জ্ঞানান্তরপ্রত্যক্ষসদর্থপ্রকাশো ভবতু, তত্রাহ—"তচ্চেৎ" ইতি। নন্বর্থং প্রত্যক্ষয়িতুং যথা সাক্ষিণি উপলম্ভ ইষ্যতে, এবম্ উপলম্ভম্ অপি প্রত্যক্ষয়িতুম্ উপলম্ভান্তরম্ এষ্টব্যং তত্র কুতঃ নাকাঙ্ক্ষা? অত আহ—"সত্যম্"ইতি। বিজ্ঞানগ্রহমাত্রে এব অস্মাভিঃ স্বীকৃতে বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ বিজ্ঞানবিষয়গ্রহণান্তরাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ ইতি ভাষ্যার্থঃ। অনঙ্গীক্রিয়মাণং দর্শয়তি—"ন তু" ইতি। "তৎ-প্রত্যক্ষত্বায়" তস্য উপলম্ভস্য প্রত্যক্ষত্বায় ইত্যর্থঃ। স্বপ্রকাশসাক্ষিণি অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতে সতি অন্তঃকরণরিণামস্য ভাস্বরস্য স্বত এব সাক্ষিপ্রতিবিম্বাধারতয়া সিদ্ধিসম্ভবাৎ ন পরিণামান্তরাৎ অপরোক্ষতা ইতি গ্রন্থার্থঃ। যদি অনুভবাপরোক্ষ্যং প্রমান্তরাৎ তর্হি অনুভব উদিতোঽপি কদাচিৎ ন প্রকাশেত, ন চ এবম্। অতো নিত্যসাক্ষী অনুভবসিদ্ধঃ ইত্যাহ—"ন হি অস্তি সম্ভবঃ" ইতি। "প্রমাতুঃ" সাক্ষিণঃ। ন চ অনুব্যবসায়াৎ অনুভবপ্রত্যক্ষতা, তস্যাপি অপ্রত্যক্ষস্য অনুভবসিদ্ধত্বাযোগাৎ অনুভবান্তরতঃ প্রত্যক্ষত্বে অনবস্থায়াঃ উক্তত্বাৎ ইতি। ন কেবলম্ অনুভবে এব অনুভবিতুঃ ব্যাপ্তৌ অনুভবান্তরানপেক্ষা, কিন্তু ক্রিয়ামাত্রমেব কর্ত্রা ক্রিয়ান্তরম্ অন্তরেণ ব্যাপ্যতে ইত্যাহ—"যথা ছেত্তা" ইতি। মাভূৎ জ্ঞানবিষয়জ্ঞানপরিণামান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থা, সাক্ষিণস্তু সাক্ষ্যন্তরাশ্রিতপ্রমাপেক্ষয়া অনবস্থা স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য স্বপ্রকাশত্বাৎ ন ইত্যাহ—"ন চ প্রমাতরি" ইতি। অনেন সাক্ষিবিষয়গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ ইত্যেবমপি পূর্ব্বভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্। ননু সাক্ষিণং প্রতি প্রত্যয়স্য উপলভ্যত্বে তদ্বিষয় উপলম্ভঃ অন্যঃ বাচ্যঃ, তস্য প্রাক্ নিরাসাৎ পূর্ব্বাপরবিরোধ ইতি ভ্রমম্ অপনয়তি—"গ্রাহ্যত্বং চ" ইতি। ফলে অন্তঃকরণগতজ্ঞানপরিণামে স্বাভাবিকাকাশকল্পসাক্ষিচৈতন্যব্যতিরেকেণ পরিণামান্তরাপেক্ষ-ফলান্তরানুৎপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। চৈতন্যাভিব্যক্তিস্তু ফলমস্ত্যেব। তদাহুঃ অত্র ভবন্তো বার্ত্তিককারাঃ—

"বিষয়বস্তুস্বভাবাঽনুরোধাদেব ন কারকাৎ। বিয়ৎসম্পূর্ণতোৎপত্তৌ কুম্ভস্যৈবং দশা ধিয়াম্" ॥ ইতি

"ন সংবিদর্থ্যতে" জ্ঞায়তে পরিণামজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধপ্রকটতয়া জ্ঞানস্য গ্রাহ্যত্বম্ ইতি অনুষঙ্গঃ। ননু যদি পরিণামব্যাপ্তি-ব্যতিরেকেণ সংবিৎ সাক্ষিণং প্রতি অপরোক্ষা, তর্হি অর্থোঽপি স্যাৎ ব্যাপকসাক্ষিসম্বন্ধস্য সংবিদর্থয়োঃ অবিশেষাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"গ্রাহ্যোঽপি অর্থঃ" ইতি। অর্থো হি স্ববিষয়ান্তঃকরণপরিণামরূপায়াং সংবিদি সত্যাং তদধীনাভিব্যক্তিকসাক্ষিরূপানুভবাৎ প্রকটো ভবতি। সা তু সংবিৎ কেবলস্বরূপানুভবাৎ স্বপ্রতিবিম্বিতাৎ প্রকটতাং প্রতিপদ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—সর্ব্বব্যাপী সন্নপি স্বরূপানুভবঃ অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ন ভাসতে, স তু নির্ম্মলে ইব মুকুরতলে মুখং ভাস্বরস্বভাববিশেষবদন্তঃকরণে ব্যজ্যতে ইতি তদ্বৃত্তিরপি ভাস্বরা সন্নিহিতা চ ইতি ভবতি স্বভাবপ্রকটা। অর্থস্তু অন্তঃকরণং প্রতি ব্যবহিতঃ। ন চ স্বভাবাদেব চৈতন্যাভিব্যঞ্জনক্ষমঃ। দৃষ্টং চ সম্বন্ধা-বিশেষেঽপি স্বভাববিশেষাৎ ব্যঞ্জকাব্যঞ্জকত্বম্। যথা চাক্ষুষী প্রভা সম্বন্ধাবিশেষেঽপি রূপাদি এব ব্যঞ্জয়তি, ন বায়্বাদিকম্। তস্মাৎ পরিণামাভিব্যক্তানুভবাৎ অর্থসিদ্ধিঃ ইতি। "কর্ম্মভাবঃ" ইতি পরিণামক্রিয়াজন্যফলভাগিতা ইত্যর্থঃ। আত্মস্বপ্রকাশত্ববলাৎ ইদং সর্ব্বং সিধ্যতি, তদেব অসিদ্ধম্ ইতি শঙ্কতে—"স্যাদেতৎ" ইতি। আত্মা জ্ঞেয়ঃ প্রকাশমানত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানম্। ইদং তাবৎ আভাসঃ। অত্র হি যৎ প্রকাশতে তদ্ বেদ্যম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ অভ্যুপেয়া। তথা সতি অস্যাঃ ব্যাপ্তের্যা গ্রাহিকা সংবিৎ সা স্বস্যাং পরিস্ফুরতি ন বা? প্রথমে কিং কর্ম্মত্বেন কিংবা অন্যসংবিদনপেক্ষস্বব্যবহারহেতুত্বেন। নাদ্যিমঃ, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। ন চরমঃ, তস্যামেব সংবিদি ব্যভিচারাৎ। ন চরমঃ; অস্যা এব সংবিদঃ বিশেষস্য অনবভাসনাৎ কথং সকলবিশেষোপসংগ্রহবতী ব্যাপ্তিঃঅস্যাং সংবিদি পরিস্ফুরেৎ? অপরিস্ফুরণে চ কথম্ অনুমানম্ উদয়েত? এবং সিদ্ধে অস্য দৌর্ব্বল্যে স্বপ্রকাশত্বসাধনীম্ অদোষাম্ অনুমাম্ আহ কালাতীতত্বসিদ্ধয়ে—"তথাহি" ইত্যাদিনা। অনাগন্তুকপ্রকাশ ইতি প্রতিজ্ঞা। আগন্তুকঃ স্ববিষয়ী অর্থাৎ প্রকাশ ইতি লভ্যতে। স যস্য নাস্তি স চাসৌ প্রকাশশ্চ তত্ত্বে সতি ইত্যর্থঃ। অনেন অজ্ঞেয়ত্বে সতি ভাসমানত্বং স্বপ্রকাশত্বম্ ইতি নিরুক্তম্। ভাসমানত্বং চ ব্যাবহারিকবাধবিধুরং ভাসতে ইতি শব্দলক্ষ্যত্বং ন ভানবিষয়ত্বম্ ইনি ন ব্যাঘাতঃ। ন চ বেদান্তজ্ঞেয়ত্ববিরোধঃ। নিরুপাধেঃ অজ্ঞেয়ত্বাৎ বেদান্তজন্যবৃত্ত্যুপাধৌ তজ্জ্ঞেয়ত্বমপি ইতি হি উক্তং তস্য প্রশমর্ত্তব্যম্। অতএব স্বপ্রকাশস্য অনুমানজ্ঞেয়ত্ববিরোধঃ ইতি নিরস্তম্। অনুমিতেরেব জ্ঞেয়ত্বোপাধিত্বাৎ। নিত্যসাক্ষাৎ-কারতা অনাগন্তুকপ্রকাশত্বে হেতুঃ। সংবিদভিন্নত্বং চ সাক্ষাৎকারত্বং, ন তু ইন্দ্রিয়জপ্রতীতিত্বাদি। তচ্চ সংবিদঃ স্বতঃ; তদন্যস্য তদধ্যাসাৎ তৎসমর্থনার্থম্ অসন্দিগ্ধাবিপরীতস্য ইত্যুক্তম্। অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তত্বম্ উপপাদয়তি—তথাহি "প্রমাতা" ইত্যাদিনা। সন্দিহানোঽপি অস্তৎ ইতি শেষঃ,। এবং সর্ব্বত্র।

তদয়ং প্রয়োগঃ—আত্মা স্বয়ং প্রকাশঃ, শশ্বৎ অপরোক্ষত্বাৎ, শশ্বদপরোক্ষশ্চ শশ্বৎ অসন্দিগ্ধত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটবৎ। ন চ অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণত্বম্। অয়ং ঘটঃ এতদন্যজ্ঞেয়ত্বরহিতভাসমানান্যঃ, দ্রব্যত্বাৎ, পটবৎ ইতি তৎসিদ্ধেরিতি। বিপক্ষে দণ্ডমাহ—"ন চৈতদি"তি।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি নিত্যসাক্ষাৎকারত্বম্ আত্মনঃ ন স্যাৎ, তর্হি কদাচিৎ আত্মনি সন্দেহঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ—আত্মবিষয়া সংবিৎ উদেত্তোব ইতি তত্রাহ—"অনবস্থা" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

কিঞ্চন্যৎ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ভূমিকা রচনা করিয়া বলিতেছেন। **নন্বু বিজ্ঞানস্য** ইত্যাদি গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান যদি স্বরূপব্যতীত বিষয়কে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ না হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; কারণ, তাহা চক্ষুর মত নিলীন অর্থাৎ স্বয়ং অপ্রকাশ হইয়া বিষয়ে এমন কোনও বিশেষ উৎপাদন করে না, যাহা দ্বারা নিজে প্রত্যক্ষ না হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিবে, কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষ। যেমন (বৌদ্ধগণ) বলেন—

"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি"। (ধর্ম্মকীর্ত্তি)

অর্থাৎ যে উপলম্ভের অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ না হয়, সে জ্ঞানের বিষয়ের দর্শন হয় না। তাহা যদি অন্য জ্ঞানদ্বারা জানা যাইত, তাহাও প্রত্যক্ষ না হইয়া অর্থবিষয়ের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে অন্যান্য জ্ঞানের কল্পনা, তাহাও এইরূপ হইবে, এই প্রকারে অনবস্থা হয়। অতএব অনবস্থাদোষ হইতে ভয় পাইয়া বরং নিজেতেই নিজের ক্রিয়া অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রকাশ্য, এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। আরও যেমন প্রদীপ অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ জ্ঞানও অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করিতে পারে না; কারণ, উভয়েই সমান। **উভয়মপি অসৎ** ইত্যাদি গ্রন্থে এই দোষদ্বয়ের পরিহার করিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দর্শন হয় না—ইহা সত্য, কিন্তু যিনি উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের সেই পরিণামবিশেষ উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রমাতা অর্থাৎ কর্ত্তার বিষয় ও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, জড়স্বভাব বিষয় প্রমাতার প্রতি নিজের প্রত্যক্ষের জন্য অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষরূপ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, কিন্তু জ্ঞান জড় হইলেও স্বচ্ছ বলিয়া চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণের জন্য অন্য কোন জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, যেজন্য অনবস্থা হইবে। কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইল অথচ জীবের প্রত্যক্ষ হইল না, যেমন নীলাদি বস্তু। অতএব যেমন ছেদনকর্ত্তা ছিদা অর্থাৎ ছেদন-দ্বারা ছেদনের বিষয় বৃক্ষাদিতে সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু ছেদনকে অন্য ছেদনের দ্বারা সম্বদ্ধ করে না, আর ছেদনও ছেদনকর্ত্তা নহে, কিন্তু দেবদত্তাদি নিজেই ছেদনের কর্ত্তা। অথবা যেমন পাচক পাকক্রিয়াদ্বারা পাক্য অর্থাৎ পাকের বিষয় তণ্ডুলাদির সহিত সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু পাককে আর অন্য পাকের দ্বারা সম্বদ্ধ করে না। আর পাক পাকের কর্ত্তা নহে, কিন্তু স্বয়ং দেবদত্তাদিই পাকের কর্ত্তা। এইরূপ জীব প্রমাদ্বারা নীলাদি প্রমেয় পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু প্রমান্তরদ্বারা প্রমাকে সম্বদ্ধ করে না। আর জ্ঞানও জ্ঞানের কর্ত্তা হয় না, কিন্তু জীব স্বয়ংই জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হয়। আর কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ প্রমাতা অর্থাৎ জীবে প্রমার অপেক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই, যেজন্য প্রমাতার প্রমার অন্য প্রমাতার অপেক্ষা হইলে অনবস্থা হইবে। অর্থাৎ জড়পদার্থ যেমন নিজের প্রকাশের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না; কারণ, সে স্বপ্রকাশ, অতএব অনবস্থা হইবে না। অতএব ভালই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান গ্রহণ হইলেই বিজ্ঞান সাক্ষী প্রমাতা কূটস্থ নিত্যচৈতন্যের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, ইত্যাদি। আর যে বলিয়াছিলেন—সমান বলিয়া অবভাস্য ও অবভাসক ভাব হইতে পারে না, ইত্যাদি, সে বিষয়ে **সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। জ্ঞানদ্বয় সমান হওয়ায় গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব না হউক, কিন্তু জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞান সমান না হওয়ায় নিশ্চয়ই গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে পারে। আর জ্ঞানের যে গ্রাহ্যত্ব তাহা, গ্রাহকের ক্রিয়াজন্য যে ফল হয়, সেই ফলবিশিষ্ট বলিয়া নহে, যেমন বাহ্যবস্তুর হইয়া থাকে; কারণ, ফলে আর অন্যফল হইতে পারে না। যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

ন সংবিদর্য্যতে ফলত্বাৎ

অর্থাৎ সংবিৎ স্বয়ং ফল বলিয়া অন্য কোন অন্তঃকরণপরিণামজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না। কিন্তু প্রমাতার প্রতি স্বতঃপ্রকাশ বলিয়াই জ্ঞানের গ্রাহ্যত্ব। গ্রাহ্য অর্থও সংবিদ হইলেই প্রমাতার প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে, আর সংবিদও প্রকাশ হয়। যেমন অপরে বলেন—

(বিজ্ঞানবাদিমতনিরসনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

"নাস্যাঃ কর্ম্মভাবো বিদ্যতে"।

অর্থাৎ এই সংবিদের কর্ম্মভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণামরূপক্রিয়াজন্যফলভাগিতা নাই।

যদি বল যাহাই প্রকাশ হয়, তাহাই অন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, যেমন জ্ঞানও তাহার বিষয়, আর সাক্ষীও সেইরূপ, অতএব জ্ঞান ও সাক্ষীর কোন পার্থক্য নাই, এইজন্য **স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ** ইত্যাদি বলিতেছেন। যথা—সর্ব্বদা অসন্দিগ্ধ অর্থাৎ যাহা কখনও সন্দেহের বিষয় হয় না, এবং অবিপর্য্যস্ত অর্থাৎ যাহা কখনও নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের বিষয় হয় না, এইরূপ সাক্ষী যে নিত্য প্রত্যক্ষস্বরূপ হয়, তাহা যদি অনাগন্তুকপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশ হয়, তাহা হইলেই হইতে পারে। যথা প্রাণিমাত্রেরই জীবাত্মা অন্যবস্তুর প্রতি সন্দিগ্ধ হইলেও নিজের প্রতি সন্দিগ্ধ নহে, অন্যবস্তুর প্রতি ভ্রান্ত হইলেও নিজের প্রতি ভ্রান্ত নহে। অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের কল্পনা করিলেও নিজে কিন্তু প্রত্যক্ষই হয়, অন্যবস্তুর স্মরণ করিলেও নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু জীবাত্মা পরপ্রকাশ্য হইলে এই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না। আর যে অনবস্থা দোষ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব আত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ, তাহা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ। প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথতে ইতি ব্রুবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তৃকম্ ইত্যুক্তং স্যাৎ, শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপ-সহস্রপ্রথনবৎ। বাঢ়মেবম্। অনুভবরূপত্বাৎ তু বিজ্ঞানস্য ইষ্টো নঃ পক্ষঃ ত্বয়া অনুজ্ঞায়তে ইতি চেৎ? ন, অন্যস্য অবগন্তুঃ চক্ষুঃসাধনস্য প্রদীপাদিপ্রথনদর্শনাৎ। অতঃ বিজ্ঞানস্যাপি অবভাস্যত্বাবিশেষাৎ সত্যেব অন্যস্মিন্ অবগন্তরি প্রথনং প্রদীপবৎ ইতি অবগম্যতে। সাক্ষিণঃ অবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতাম্ উপক্ষিপতা স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষ এব মম পক্ষঃ ত্বয়া বাচোযুক্ত্যন্তরেণ আশ্রিত ইতি চেৎ? ন, বিজ্ঞানস্য উৎপত্তিপ্রধ্বংসানেকত্বাদি-বিশেষবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। অতঃ প্রদীপবৎ বিজ্ঞানস্যাপি ব্যতিরিক্তাবগম্যত্বম্ অস্মাভিঃ প্রসাধিতম্।২৮

ভাষ্যানুবাদ।

আরও বিজ্ঞান অন্য কোন প্রকাশের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের মত স্বয়ং প্রকাশিত হয়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহাকে বিজ্ঞান কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না এবং কেহ তাহাকে জানিতে পারে না, ইহাই বলিতে হইবে। যেমন প্রস্তর পিণ্ডের ভিতর সহস্র প্রদীপের প্রকাশ। যদি বল—হাঁ, এইরূপই বটে, কিন্তু বিজ্ঞান অনুভবস্বরূপ বলিয়া আমাদের মতই তুমি স্বীকার করিতেছ, না, তাহা নহে; কারণ, অন্য একজন দ্রষ্টা চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রদীপাদি প্রকাশ করেন, দেখিতে পাই। অতএব বিজ্ঞানও অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশ হয় বলিয়া অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞানকর্ত্তা থাকিলেই প্রদীপের মত বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়—ইহা বুঝা যায়। যদি বল, জ্ঞানকর্ত্তা সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ—ইহা উপক্ষেপ অর্থাৎ স্বীকার করিয়া বিজ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশ পায়—এই আমার মতই ত তুমি অন্য যুক্তিদ্বারা গ্রহণ করিলে, না তাহা নহে। কারণ, তুমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ ও বহুত্বাদি বিশেষধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাক। (আমি কিন্তু তাহা করি না; কারণ, আমার মতে স্বপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ চৈতন্য একটি নিত্য অখণ্ডবস্তু) অতএব প্রদীপের মত বিজ্ঞানও অন্য বস্তুদ্বারা প্রকাশিত হয়—ইহা আমরা সাধন করিয়াছি।২৮

ভামতী।

কিঞ্চ উক্তেন ক্রমেণ জ্ঞানস্য স্বয়ম্ অবগন্তৃত্বাভাবাৎ প্রমাতুঃ অনভ্যুপগমে চ "প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথতে" ইতি ব্রুবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তৃকম্ ইতি উক্তং স্যাৎ, শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ"। অবগন্তুশ্চেৎ কস্যচিৎ অপি ন প্রকাশেত, কৃতম্ অবগমেন স্বয়ংপ্রকাশেন ইতি। বিজ্ঞানমেব অবগন্তৃ ইতি মন্বানঃ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।২৯ *

ভামতী।

শঙ্কতে—"বাঢ়মেবম্। অনুভবরূপত্বাদি"তি। ন ফলস্য কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং বা অস্তি ইতি প্রদীপবৎ কত্র্যন্তরম্ এষিতব্যং, তথাচ ন সিদ্ধসাধনম্ ইতি পরিহরতি—"ন, অন্যস্য অবগন্তুরি"তি। নন্নু সাক্ষিস্থানে অস্তু অস্মদভিমতম্ এব বিজ্ঞানং, তথাচ নাম্নি এব বিপ্রতিপত্তিঃ ন অর্থে—ইতি শঙ্কতে—"সাক্ষিণঃ অবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতাম্ উপক্ষিপতা" অভিপ্রেয়তা। "স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষ এব" ইতি। নিরাকরোতি "ন" ইতি। ভবতা হি বিজ্ঞানস্য উৎপাদাদয়ঃ ধর্ম্মা অভ্যুপেতাঃ, তথাচ অস্য ফলতয়া ন অবগন্তৃত্বম্, কর্তৃফলভাবস্য একত্র বিরোধাৎ, কিন্তু প্রদীপাদিতুল্যতা ইত্যর্থঃ ।২৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"উক্তেন ক্রমেণ" ইতি। ন ক্রিয়া তয়া ব্যাপ্যতে কিন্তু কর্ত্রা ইত্যনেন ইত্যর্থঃ। অনেন বিজ্ঞানং ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যং গ্রাহ্যত্বাৎ ইতি পূর্ব্বোক্তানুমানস্য বিপক্ষে দণ্ড উচ্যতে। উক্তক্রমং স্ফোরয়তি—"ন ফলস্য" ইতি। "নার্থে" ইতি। ন অর্থেঽপি বিপ্রতিপত্তিঃ। তস্য স্বমতেঽপি মিথ্যাত্বাৎ ইত্যর্থঃ ।২৮

ভামতীর অনুবাদ।

আরও পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানের কর্ত্তা হয় না বলিয়া, এবং প্রমাতা স্বীকার না করিলে "বিজ্ঞান অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের মত স্বয়ং প্রকাশ পায়"—ইহা যিনি বলেন, তিনি প্রস্তরপিণ্ডের ভিতর সহস্র প্রদীপের প্রকাশের মত বিজ্ঞান কোন প্রমাণদ্বারা জানা যায় না এবং কেহ তাহাকে জানিতে পারে না—ইহাই বলিবেন; যদি কোন জ্ঞাতার প্রতিই প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান লইয়া কি হইবে? বিজ্ঞানই জ্ঞানের কর্ত্তা হইবে, এই মনে করিয়া **বাঢ়মেবং** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। ফল, কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয় না, অতএব প্রদীপের মত অন্য কর্ত্তা আবশ্যক হইবে, আর তাহা হইলে সিদ্ধসাধন অর্থাৎ তোমার মতই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল না। **ন অন্যস্য অবগন্তু** ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপে পরিহার করিতেছেন। যদি বল তোমার সাক্ষীর স্থানে আমার অভিপ্রেত বিজ্ঞান হউক না কেন, আর তাহা হইলে নামে মাত্র বিরোধ রহিল, বস্তুতে নহে। **সাক্ষিণঃ অবগন্তু** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা শঙ্কা করিতেছেন। উপক্ষেপ অর্থাৎ অভিপ্রায়। **ন** এই গ্রন্থে নিরাস করিতেছেন। তুমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি কারণধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ। আর তাহা হইলে ইহা ফল হওয়ায় জ্ঞাতৃ নহে; কারণ, একবস্তুতে কর্ত্তৃত্ব ও ফলত্ব বিরুদ্ধ, কিন্তু প্রদীপাদির তুল্য হইবে অর্থাৎ অপর কর্ত্তৃক প্রকাশ হইবে ।২৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।২৯

যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ ইতি, তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্র উচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি। কস্মাৎ? বৈধর্ম্ম্যাৎ। বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ। কিং পুনঃ বৈধর্ম্ম্যম্? বাধাবাধৌ ইতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু, প্রতিবুদ্ধস্য মিথ্যা ময়া উপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি। ন হি অস্তি মম মহাজনসমাগমঃ নিদ্রাগ্লানং তু মে মনঃ বভূব, তেন এষা ভ্রান্তিঃ উদ্বভূব ইতি। এবং মায়াদিষু অপি ভবতি যথাযথং বাধঃ। নৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপি অবস্থায়াং বাধ্যতে।

অপিচ স্মৃতিরেষা যৎ স্বপ্নদর্শনম্। উপলব্ধিস্তু জাগরিতদর্শনম্। স্মৃত্যুপলব্ধ্যোশ্চ প্রত্যক্ষম্ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভূয়তে অর্থবিপ্রয়োগসম্প্রয়োগাত্মকম্ ইষ্টং পুত্রং স্মরামি

* এখানে "ন" এই প্রথমান্ত পদ থাকিলেও তৎপূর্ব্বে "বৈধর্ম্ম্যাৎ চ" এই হেতু ও সমুচ্চয়বোধক শব্দ থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণারম্ভক হইল না।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।২৯]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন উপলভে উপলব্ধুম্ ইচ্ছামি ইতি। তত্র এবং সতি ন শক্যতে বক্তুং মিথ্যা জাগরিতোপলব্ধিঃ উপলব্ধিত্বাৎ স্বপ্নোপলব্ধিবৎ ইতি উভয়োঃ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভবতা। ন চ স্বানুভবাপলাপঃ প্রাজ্ঞমানিভিঃ যুক্তঃ কর্ত্তুম্।

অপিচ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ জাগরিতপ্রত্যয়ানাং স্বতো নিরালম্বনতাং বক্তুম্ অশক্নুবতা স্বপ্নপ্রত্যয়সাধর্ম্ম্যাৎ বক্তুম্ ইষ্যতে। ন চ যো যস্য স্বতো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি সঃ অন্যস্য সাধর্ম্ম্যাৎ তস্য সম্ভবিষ্যতি। ন হি অগ্নিঃ উষ্ণঃ অনুভূয়মানঃ উদকসাধর্ম্ম্যাৎ শীতো ভবিষ্যতি। দর্শিতং তু বৈধর্ম্ম্যং স্বপ্নজাগরিতয়োঃ ।২৯

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর জাগরণকালের জ্ঞান হইতে স্বপ্নদিকালের জ্ঞানের **বৈধর্ম্ম্যাৎ** অর্থাৎ পার্থক্য হওয়ায় **ন স্বপ্নাদিবৎ** অর্থাৎ স্বপ্নাদির মত জাগরণকালের জ্ঞান মিথ্যা নহে।

ভাষ্যার্থ—যিনি বাহ্যপদার্থ অস্বীকার করেন, তিনি যে বলিয়াছেন—স্বপ্নাদি জ্ঞানের মত জাগরণকালের স্তম্ভাদি জ্ঞানও বাহ্যপদার্থ ব্যতীতই হইবে; কারণ, তাহাও জ্ঞান; তাহার প্রতিবাদ করা উচিত। এ বিষয়ে বলা হইতেছে যে—জাগরণকালের জ্ঞানসকল স্বপ্নজ্ঞানের মত হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না? কারণ, পার্থক্য আছে। যেহেতু স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য আছে। যদি বল কি পার্থক্য আছে? তাহা হইলে বলি—বাধ ও অবাধ, অর্থাৎ স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা বাধিত হয়। যথা—আমার বাড়ীতে মহাত্মগণ আসিয়াছেন বলিয়া স্বপ্নে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। কারণ, মহাত্মগণের আগমন ত হয় নাই। আমার মন নিদ্রাতে গ্লানিযুক্ত ছিল, সেইজন্য এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ মায়াদিতেও যথাসম্ভব বাধ হয়। এবং জাগরণকালে দেখা যায় যে স্তম্ভাদি বস্তু, তাহা কিন্তু কোন অবস্থাতেই বাধিত হয় না।

আরও যাহা স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা স্মরণ, আর জাগরণকালে যাহা দেখা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ; আর স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের অর্থবিপ্রযোগ ও সম্প্রযোগাত্মক অর্থাৎ বিষয়ের অবিদ্যমানতা ও বিদ্যমানতারূপ যে ভেদ আছে, তাহা স্বয়ং অনুভব করা যায়। যথা—প্রিয়পুত্রকে স্মরণ করিতেছি, দেখিতে পাইতেছি না, দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। এইরূপ হইলে যিনি উভয়জ্ঞানের ভেদ স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তিনি ইহা বলিতে পারেন না যে, জাগরণকালের জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহাও জ্ঞান, যেমন স্বপ্নজ্ঞান। আর যিনি নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে নিজের অনুভবের অপলাপ করা উচিত নহে।

আরও অনুভববিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া জাগরণকালের জ্ঞান স্বাভাবিকই নিরালম্বন—ইহা বলিতে না পারিয়া তিনি স্বপ্নজ্ঞানের সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাহা বলিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, অন্যের সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাহার তাহা হইতে পারে না। কারণ, উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয় যে অগ্নি, তাহা জলের সাধর্ম্ম্যবশতঃ শীতল হইবে না। আর স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য দেখাইয়াছি।২৯

ভামতী।

বাধাবাধৌ বৈধর্ম্ম্যম্। স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ জাগ্রৎপ্রত্যয়শ্চ অবাধিতঃ। স্বয়াপি চ অবশ্যং জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য অবাধিতত্বম্ আস্থেয়ং, তেন হি স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ মিথ্যা ইতি অবগম্যতে। জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য তু বাধ্যত্বে স্বপ্নপ্রত্যয়স্য অসৌ ন বাধকো ভবেৎ। ন হি বাধ্যমেব বাধকং ভবিতুম্ অর্হতি। তথাচ ন স্বপ্নপ্রত্যয়ো মিথ্যা—ইতি সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ স্বপ্নবৎ ইতি। তস্মাৎ বাধাবাধাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যাৎ ন স্বপ্নপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেন জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য শক্যং নিরালম্বনত্বম্ অধ্যবসাতুম্। "নিদ্রাগ্লানম্" ইতি। করণদোষাভিধানম্। মিথ্যাত্বায় বৈধর্ম্ম্যান্তরম্ আহ—"অপি চ স্মৃতিরেষা" ইতি। সংস্কারমাত্রজং হি বিজ্ঞানং স্মৃতিঃ। প্রত্যুৎপন্নেন্দ্রিয়সংপ্রয়োগ-লিঙ্গ-শব্দ-সারূপ্যা-ন্যথানুপপদ্যমান-যোগ্যপ্রমাণানুৎপত্তি-লক্ষণসামগ্রীপ্রভবং তু জ্ঞানম্ উপলব্ধিঃ। তৎ ইহ নিদ্রাণস্য সামগ্র্যন্তরবিরহাৎ সংস্কারঃ পরিশিষ্যতে, তেন

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।২৯]

ভামতী।

সংস্কারজত্বাৎ স্মৃতিঃ, সাপি চ নিদ্রাদোষাৎ বিপরীতা অবর্ত্তমানমপি পিত্রাদি বর্ত্তমানতয়া ভাসয়তি। তেন স্মৃতেরেব তাবৎ উপলব্ধেঃ বিশেষঃ, তস্যাশ্চ স্মৃতেঃ বৈপরীত্যম্, ইতি অহো মহৎ অন্তরম্ ইত্যর্থঃ।

অপি চ স্বতঃপ্রামাণ্যে সিদ্ধে জাগ্রৎপ্রত্যয়ানাং যথার্থত্বম্ অনুভবসিদ্ধং ন অনুমানেন অন্যথয়িতুং শক্যম্, অনুভববিরোধেন তদনুৎপাদাৎ। অবাধিতবিষয়তাঽপি অনুমানোৎপাদ-সামগ্রী। * ন চ কারণাভাবে কার্য্যম্ উৎপত্তুম্ অর্হতি ইত্যাশয়বান্ আহ—"অপি চ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ" ইতি ।২৯

বেদান্তকল্পতরু।

স্বপ্নবৎ ইতি অয়ং দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ ইতি যোজনা। অভ্যুপেতা স্বপ্নপ্রত্যয়স্য নিরাবলম্বনত্বং জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য তৎ নিরস্যতি। বিদ্যতে এব তু তস্যাপি প্রাতীতিকম্ আলম্বনম্। এবং তাবৎ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়ঃ নিরালম্বনঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নপ্রত্যয়বৎ ইত্যনুমানস্য বাধ্যত্বেন সোপাধিকত্বম্ উক্তম্। ন চ সাধনব্যাপ্তিঃ, সতি প্রমাতরি জাগ্রৎপ্রত্যয়ে বাধবিরহস্য প্রমিতত্বেন সাধনব্যাপ্ত্যনুমানস্য অতীতকালত্বাৎ। সম্প্রতি প্রমাণাজন্যত্বেনাপি সোপাধিকত্বম্ আহ—"সংস্কারমাত্রজং হী"তি। মাত্রগ্রহণেন প্রমাণকারণেন্দ্রিয়াদিসহিতত্বং ব্যাবর্ত্ততে, ন তু ভ্রমহেতুদোষসাহিত্যম্। অতএব ভাষ্যগতঃ স্মৃতিশব্দঃ প্রমাণমিলিতসংস্কারজত্বাৎ ভ্রমেঽপি স্বপ্নজ্ঞানে ঔপচারিকঃ ব্যাখ্যাতব্যঃ। উপলব্ধিস্তু ইতি ভাষ্যগতম্ উপলব্ধিপদং ব্যাচষ্টে—"প্রত্যুৎপন্নে"তি। প্রত্যুৎপন্নেন বর্ত্তমানেন বস্তুনা ইন্দ্রিয়সংযোগেত্যর্থঃ। ষট্প্রমাণজনিতং জ্ঞানম্ উপলব্ধিঃ। এবম্ অব্যাখ্যানে স্বপ্নস্যাপি মিথ্যোপলব্ধিত্বাৎ বৈধর্ম্ম্যং ন সিধ্যেৎ ইতি। কালাতীততাং চ প্রত্যয়ত্বহেতোঃ আহ—"অপি চ স্বত" ইতি। ননু উৎসর্গতঃ প্রাপ্তমপি প্রামাণ্যম্ অনুমানাৎ অপোদ্যতাম্ অত আহ—"অনুভববিরোধেন" ইতি। অবাধিতবিষয়ত্বেন অবগতস্য অনুমানস্য প্রমাণত্বাৎ সতি প্রত্যক্ষবাধে ন প্রমাজনকত্বম্ অতো বাধকানুদয়াৎ ন প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যাপবাদঃ ইত্যর্থঃ। ন হি যো যস্য স্বতো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি সঃ অন্যসাধর্ম্ম্যাৎ তস্য সম্ভবিষ্যতি ইতি ভাষ্যম্। তত্র "ন সম্ভবতি ইতি" প্রমাণেন ন সম্ভবতি ইতি অবধারিত ইত্যর্থঃ। তেন সন্দিগ্ধস্বধর্ম্মঃ অন্যসাধর্ম্ম্যাৎ ধূমবত্ত্বাদেঃ সম্ভবিষ্যতি ইতি সূচিতম্ ।২৯

ভামতীর অনুবাদ।

এখানে বাধ ও অবাধই বৈধর্ম্ম্য। স্বপ্নজ্ঞান বাধিত এবং জাগ্রৎজ্ঞান অবাধিত। আর জাগরণকালের জ্ঞান বাধিত হয় না, ইহা তোমাকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার দ্বারাই স্বপ্নজ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া মিথ্যা, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু জাগ্রৎজ্ঞান বাধিত হইলে তাহা স্বপ্নজ্ঞানের বাধক হইবে না। কারণ, যাহা বাধিত হয়, তাহাই বাধক হইতে পারে না। আর তাহা হইলে স্বপ্নজ্ঞান মিথ্যা হইল না বলিয়া **স্বপ্নবৎ** এই দৃষ্টান্তটি সাধ্যবিকল হইবে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তে সাধ্য না থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না। অতএব বাধ ও অবাধরূপ পার্থক্য হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান-দৃষ্টান্তদ্বারা জাগরণকালের জ্ঞানকে নিরাবলম্বন বলিয়া স্থির করা উচিত নহে। **নিদ্রাগ্লান** এই গ্রন্থদ্বারা ইন্দ্রিয়দোষের কথা বলা হইল। **অপি চ স্মৃতেরেষা** এই গ্রন্থে স্বপ্নজ্ঞান যে মিথ্যা, ইঁহা দেখাইবার জন্য আর একটি পার্থক্য বলিতেছেন। কেবল সংস্কার জন্য যে বিজ্ঞান, তাহাই স্মৃতি। প্রত্যুৎপন্ন অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ, হেতু, শব্দ, সাদৃশ্য, অন্যথানুপপত্তি এবং যোগ্য-প্রমাণের অনুপলব্ধিরূপ যে সামগ্রী সেই সামগ্রী জন্য যে জ্ঞান, তাহাই উপলব্ধি। অতএব এখানে নিদ্রিত ব্যক্তির অন্যসামগ্রী না থাকায় একমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। সেইহেতু সংস্কারজন্য বলিয়া তাহা স্মৃতি, এবং তাহাও নিদ্রারূপ দোষবশতঃ বিপরীত অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া পিতা-প্রভৃতি বিদ্যমান না থাকিলেও তাহাদিগকে বিদ্যমান বলিয়া প্রকাশ করে। অতএব উপলব্ধি হইতে স্মৃতিই পৃথক্, এবং সেই স্মৃতিও আবার ভ্রম, অতএব অতিশয় পার্থক্য হইল।

আরও স্বতঃপ্রামাণ্য যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাগরণকালের জ্ঞান সকল সত্য—ইহা অনুভবসিদ্ধ; অনুমানদ্বারা তাহার অন্যথা করিতে পারা যাইবে না। কারণ, অনুভববিরোধবশতঃ সেই অনুমানের উৎপত্তিই হইবে না। যেহেতু অনুমানের বিষয়ের বাধ না হওয়াও অনুমিতির কারণ। আর সেই কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না, অর্থাৎ বাধাভাবটীও অনুমিতির একটি কারণ হয়, প্রকৃতস্থলে যথার্থত্বরূপ বাধ থাকায় মিথ্যাত্বের অনুমিতিই হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে **অপি চ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন ।২৯

---

* অনুমানোৎপাদনসামগ্রী = অনুমানোৎপাদনসামগ্রীপ্রাহ্যতয়া প্রমাণম্—এইরূপ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ। কিন্তু সংস্কৃতকলেজের পুঁথিতে ইহা নাই।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।৩০ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।

যদপ্যুক্তং বিনাপি অর্থেন জ্ঞানবৈচিত্র্যং বাসনাবৈচিত্র্যাদেব অবকল্প্যতে ইতি। তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—ন ভাবো বাসনানাম্ উপপদ্যতে ত্বৎপক্ষে অনুপলব্ধেঃ বাহ্যানাম্ অর্থানাম্। অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপা বাসনা ভবন্তি। অনুপলভ্যমানেষু তু অর্থেষু কিংনিমিত্তা বিচিত্রা বাসনা ভবেয়ুঃ। অনাদিত্বেঽপি অন্ধপরম্পরান্যায়েন অপ্রতিষ্ঠৈব অনবস্থা ব্যবহারলোপিনী স্যাৎ ন অভিপ্রায়সিদ্ধিঃ। যৌ অপি অন্বয়ব্যতিরেকৌ অর্থাপলাপিনা উপন্যস্তৌ বাসনানিমিত্তমেব ইদং জ্ঞানজাতং ন অর্থনিমিত্তমিতি, তৌ অপি এবং সতি প্রত্যুক্তৌ দ্রষ্টব্যৌ। বিনা অর্থোপলব্ধ্যা বাসনানুপপত্তেঃ।

অপিচ বিনাপি বাসনাভিঃ অর্থোপলব্ধ্যুপগমাৎ বিনা তু অর্থোপলব্ধ্যা বাসনোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ অর্থসদ্ভাবমেব অন্বয়ব্যতিরেকাবপি প্রতিষ্ঠাপয়তঃ। অপিচ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষাঃ। সংস্কারাশ্চ ন আশ্রয়ম্ অন্তরেণ অবকল্পন্তে। এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। ন চ তব বাসনাশ্রয়ঃ কশ্চিদস্তি, প্রমাণতঃ অনুপলব্ধেঃ।৩০

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**ন ভাবঃ** অর্থাৎ বাসনার সদ্ভাব নাই; **অনুপলব্ধেঃ** অর্থাৎ যেহেতু, তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি হয় না। (বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি ব্যতীত বাসনা জন্মে না)।

ভাষ্যার্থ—বিজ্ঞানবাদী আরও যে বলিয়াছেন, বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য কল্পনা করা হয়। তাহার প্রতিবাদ করা উচিত। এ বিষয়ে বলা হয় যে—বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ, তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর জ্ঞানবশতঃ প্রতিবস্তুভেদে নানাবিধ বাসনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু পদার্থসকল যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে কোন্ পদার্থসকল হইতে বিবিধ বাসনা জন্মিবে। সংসার অনাদি হইলেও অন্ধপরম্পরান্যায় অনুসারে অনবস্থাটী অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নির্ম্মূল হইয়া ব্যবহার লোপ করিয়া দিবে। অতএব তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য সিদ্ধ হইবে না। যিনি বাহ্যপদার্থ অস্বীকার করেন, তিনি, বাসনাবশতঃই এই জ্ঞানসকল উৎপন্ন হয়, পদার্থবশতঃ নহে, ইহা সিদ্ধির জন্য যে অন্বয় ও ব্যতিরেকের উল্লেখ করিয়াছেন—সেই অন্বয়ব্যতিরেকও এইরূপ হইলে (পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে) প্রত্যুক্ত অর্থাৎ নিরস্ত হইল জানিবে। কারণ, পদার্থের জ্ঞানব্যতীত বাসনা হইতে পারে না।

আরও বাসনাব্যতীতও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়—ইহা স্বীকার করায়, এবং পদার্থের জ্ঞানব্যতীত বাসনার উৎপত্তি স্বীকার না করায়, অন্বয় ও ব্যতিরেকও বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই স্থাপন করিতেছে। আরও বাসনা—এক প্রকার সংস্কার। আশ্রয় ব্যতীত সংস্কারের কল্পনা হয় না। কারণ, লোকে এইরূপ দেখা যায়। আর তোমার মতে বাসনার আশ্রয় কেহ নাই; কারণ, প্রমাণদ্বারা তাহা দেখা যায় না।৩০

ভামতী।

যথা লোকদর্শনং চ অন্বয়ব্যতিরেকৌ অনুস্রিয়মাণৌ অর্থে এব উপলব্ধেঃ ভবতঃ, ন অর্থানপেক্ষায়াং বাসনায়াম্। বাসনায়া অপি অর্থোপলব্ধ্যধীনত্বদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। অপিচ

* এ সূত্রে "ন ভাবঃ" এই প্রথমান্ত পদদ্বয় থাকায় ইহা হইতে অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। রামানুজ ও নিম্বার্কভাষ্যে ইহা হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ করা হয় নাই। মাধ্বভাষ্যে কিন্তু তাহা করা হইয়াছে। ভাস্করভাষ্যেও করা হয় নাই। কেবল শূন্যবাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে তথায় উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রদর্পণে বর্ণকান্তর দ্বারা ২৮ হইতে ৩২ সূত্রদ্বারা শূন্যবাদের নিরাকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ৩০ সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ করা হয় নাই। যাহা হউক সূত্রপ্রকৃতি বিচার করিলে তাহা যেন করাই উচিত ছিল, বোধ হয়। অবশ্য অধিকরণবিভাগ ভাষ্যকার স্বয়ং করেন নাই। টীকাকারগণই তাহা করিয়াছেন। এজন্য ভামতী অপেক্ষা প্রাচীনটীকা দেখিতে পাইলে ইহা বুঝা যাইতে পারা যাইত।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

ক্ষণিকত্বাচ্চ।৩১ *

আশ্রয়াভাবাদপি ন লৌকিকী বাসনা উপপদ্যতে। ন চ ক্ষণিকম্ আলয়বিজ্ঞানং বাসনাধারো ভবিতুম্ অর্হতি, দ্বয়োর্যুগপৎ উৎপদ্যমানয়োঃ সব্যদক্ষিণশৃঙ্গবৎ আধারাধেয়ভাবাভাবাৎ। প্রাগুৎপন্নস্য চ আধেয়োৎপাদসময়ে সতঃ ক্ষণিকত্বব্যাঘাতঃ ইত্যাশয়বান্ আহ—"অপিচ বাসনা নাম" ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্।৩০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অর্থোপলব্ধ্যভাবাৎ ন বাসনানাং ভাব ইতি অযুক্তম্, পরেষাম্ অর্থাভাবাৎ বাসনানাম্ অর্থোপলব্ধিভিঃ ব্যাপ্তেঃ অসম্মতত্বাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"যথা লোকদর্শনম্" ইতি। স্বয়াপি হি অর্থোপলব্ধেঃ স্বপ্নে বাসনাজন্যত্বং লোকসিদ্ধান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অবগন্তব্যম্। তদ্দৃষ্টান্তেন চ জাগ্রতি অনুমেয়ং, তথাচ যৌ লৌকিকৌ অন্বয়ব্যতিরেকৌ তৌ অর্থোপলব্ধেঃ কার্য্যস্য অর্থে এব কারণে সতি ভবতঃ ন অর্থানপেক্ষবাসনারূপকারণে স্বপ্নপ্রত্যয়জনকবাসনায়া অপি জাগ্রদর্থোপলব্ধ্যধীনত্বদর্শনাৎ কারণকারণত্বেন তত্রাপি অর্থোপলব্ধেঃ স্থিতত্বাৎ, অতশ্চ বাসনানাম্ অর্থোপলব্ধিভিঃ ব্যাপ্তিঃ সিদ্ধা ইত্যর্থঃ। "ন লৌকিকী বাসনা" ইতি। অন্তরেণ আশ্রয়ম্ একসন্ততিপতিতসমানাকারবিজ্ঞানস্য বাসনাত্বং হি অলৌকিকম্ ইতি ভাবঃ। বাসনা হি গুণঃ তস্য আশ্রয়ঃ সমবায়িকারণং তত্র আশ্রয়ত্বাভিমতম্ আলয়বিজ্ঞানং বাসনয়া সহ উৎপদ্যতে পূর্ব্বং বা? নাদ্য ইত্যাহ—"দ্বয়োরি"তি। নিয়তপ্রাক্‌সত্ত্বং হি কারণত্বম্ ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—"প্রাগি"তি। অসতশ্চ আধারত্বাযোগাৎ ইতি দ্রষ্টব্যম্।৩০

ভামতীর অনুবাদ।

লোকসিদ্ধ অন্বয় ও ব্যতিরেক স্বীকার করিলেও তাহা, বাহ্যপদার্থরূপ কারণ থাকিলেই স্বপ্নে তাহার কার্য্য-স্মৃতি হয় বলিয়া হইয়া থাকে, বাহ্যপদার্থ নিরপেক্ষ বাসনারূপ কারণ থাকিলে হয় না। কারণ, বাসনাও অর্থজ্ঞানবশতঃই হয়, ইহা দেখা যায়। আরও আশ্রয় না থাকায়ও লোকপ্রসিদ্ধ বাসনা হইতে পারে না। আর ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান বাসনার আধার হইতে পারে না; কারণ, একক্ষণে উৎপন্ন দুইটি বস্তু বাম ও দক্ষিণ শৃঙ্গের মত আধারাধেয় হয় না। আর যাহা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া আধেয় উৎপন্ন হইবার সময়ে বিদ্যমান থাকে, তাহার ক্ষণিকত্ব নষ্ট হয়—এই অভিপ্রায়ে **অপিচ বাসনানাম্** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।৩০

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্ষণিকত্বাচ্চ।৩১

যদপি আলয়বিজ্ঞানং নাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং তদপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ অনবস্থিতস্বরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবৎ ন বাসনানাম্ অধিকরণং ভবিতুম্ অর্হতি। ন হি কালত্রয়সম্বন্ধিনি একস্মিন্ অন্বয়িনি অসতি কূটস্থে বা সর্ব্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষবাসনাধানস্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। স্থিরস্বরূপত্বে তু আলয়বিজ্ঞানস্য সিদ্ধান্তহানিঃ।

অপিচ বিজ্ঞানবাদেঽপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমস্য সমানত্বাৎ যানি বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্বনিবন্ধনানি দূষণানি উদ্ভাবিতানি "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" ইত্যেবমাদীনি তানি ইহাপি অনুসন্ধাতব্যানি। এবম্ এতৌ দ্বৌ অপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরাকৃতৌ বাহ্যার্থবাদিপক্ষঃ বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ। শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে। ন হি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহ্নোতুম্, অপবাদাভাবে উৎসর্গসিদ্ধেঃ।৩১

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর, **ক্ষণিকত্বাৎ** অর্থাৎ ক্ষণিকত্বপ্রযুক্ত আলয়বিজ্ঞান আশ্রয় হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—আরও বাসনার আশ্রয়রূপে যে আলয়বিজ্ঞান কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও ক্ষণিক স্বীকার করায় অস্থায়ী হইয়া প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের মত বাসনাসকলের অধিকরণ হইতে পারে না। কালত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত

---

* এস্থলে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র বলিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহাই করা হইয়াছে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ক্ষণিকত্বাচ্চ ।৩১]

ভাষ্যানুবাদ।

সর্ব্বত্র অনুগত একটি বস্তু অথবা সকল বস্তুর দ্রষ্টা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার আত্মা না থাকিলে দেশকালরূপ নিমিত্তবশতঃ বাসনার আধান অর্থাৎ নিক্ষেপ এবং স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এবং তন্মূলক প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও সম্ভব হয় না। আর যদি আলয়বিজ্ঞান স্থায়ী বস্তু হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত নষ্ট হইল।

আরও বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকপদার্থের স্বীকার সমান বলিয়া বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্ববশতঃ **উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ** ইত্যাদি যে সকল দোষের কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সকল দোষ এই বিজ্ঞানবাদেও স্মরণ করিবেন। এইরূপে বাহ্যার্থবাদিপক্ষ এবং বিজ্ঞানবাদিপক্ষ এই দুইটি বৌদ্ধমতই খণ্ডন করা হইল। কিন্তু শূন্যবাদিমত সকলপ্রমাণবিরুদ্ধ। এইজন্য তাহার খণ্ডন করিতে আচার্য্য সূত্রকার যত্ন করেন নাই। কারণ, সকল প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে লোকব্যবহার, তাহার অপলাপ অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া করা যায় না; কারণ, বিশেষ না থাকিলে সামান্যের সিদ্ধি হয়।৩১

স্যাদেতৎ, যদি সাকারং বিজ্ঞানং সম্ভবতি বাহ্যশ্চ অর্থঃ স্থূলসূক্ষ্মবিকল্পেন অসম্ভবী। হন্ত এবম্ অর্থজ্ঞানে সত্ত্বেন তাবৎ বিচারং ন সহেতে। নাপি অসত্ত্বেন; অসতঃ ভাসনাযোগাৎ। ন উভয়ত্বেন বিরোধাৎ, সদসতোঃ একত্বানুপপত্তেঃ। নাপি অনুভয়ত্বেন, একনিষেধস্য ইতরবিধাননান্তরীয়কত্বাৎ। তস্মাৎ বিচারাসহত্বমেব অস্তু তত্ত্বং বস্তু নাম্। যথাহুঃ—

"ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্ বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথাযথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা" ॥ ইতি (লঙ্কাবতারঃ) *

ন ক্বচিদপি পক্ষে ব্যবতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। তদেতৎ নিরাচিকীর্ষুঃ আহ—"শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণ বিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে"। লৌকিকানি হি প্রমাণানি সদসত্ত্বগোচরাণি। তৈঃ খলু সৎ সৎ ইতি গৃহ্যমাণং যথাভূতম্ অবিপরীতং তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে। অসৎ চ অসৎ ইতি গৃহ্যমাণং যথাভূতম্ অবিপরীতং তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে। সদসতোশ্চ বিচারাসহত্বং ব্যবস্থাপয়তা -সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধং ব্যবস্থাপিতং ভবতি। তথাচ সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধাৎ নেয়ং ব্যবস্থা উপপদ্যতে।

যদি উচ্যেত তাত্ত্বিকং প্রামাণ্যং প্রমাণানাম্ অনেন বিচারেণ ব্যুদস্যতে ন সাংব্যবহারিকম্। তথাচ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ন সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ ইত্যত আহ—"ন হি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহ্নোতুম্।" প্রমাণানি হি স্বগোচরে প্রবর্ত্তমানানি তত্ত্বম্ ইদম্ ইত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। অতাত্ত্বিকত্বং তু তদ্গোচরস্য অন্যতো বাধকাৎ অবগন্তব্যম্। ন পুনঃ সাংব্যবহারিকং নঃ প্রামাণ্যং, ন তু তাত্ত্বিকম্ ইত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। বাধকং চ অতাত্ত্বিকত্বম্ এষাং তদ্গোচরবিপরীততত্ত্বোপদর্শনেন দর্শয়েৎ। যথা শুক্তিকা ইয়ং ন রজতং, মরীচয়ঃ ন তোয়ম্, একশ্চন্দ্রঃ ন চন্দ্রদ্বয়ম্ ইত্যাদি। তদ্বৎ ইহাপি সমস্তপ্রমাণগোচরবিপরীততত্ত্বান্তরব্যবস্থাপনেন অতাত্ত্বিকত্বম্ এষাং প্রমাণানাং বাধকেন দর্শনীয়ং, ন তু অব্যবস্থাপিততত্ত্বান্তরেণ প্রমাণানি শক্যানি বাধিতুম্। বিচারাসহত্বং বস্তূনাং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়ৎ বাধকম্ অতাত্ত্বিকত্বং প্রমাণানাং দর্শয়তি ইতি চেৎ, কিং পুনরিদং বিচারাসহত্বং বস্তু যৎ তত্ত্বম্ অভিমতং, কিং তদ্বস্তু পরমার্থতঃ সদাদীনাম্ অন্যতমৎ কেবলং বিচারং ন সহতে, অথ বিচারাসহত্বেন নিস্তত্ত্বমেব। তত্র পরমার্থতঃ সদাদীনাম্ অন্যতমৎ বিচারং ন সহতে ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন সহতে চেৎ ন সদাদীনাম্ অন্যতমৎ। অন্যতমৎ চেৎ কথং ন বিচারং সহতে। অথ নিস্তত্ত্বং চেৎ কথম্ অন্যতমৎ তত্ত্বম্ অব্যবস্থাপ্য শক্যমেবং বক্তুম্। ন চ নিস্তত্ত্বতা এব তত্ত্বং ভাবানাম্। তথা সতি হি তত্ত্বাভাবঃ স্যাৎ। সোঽপি ন বিচারং সহতে ইত্যুক্তং ভবদ্ভিঃ।

* ভামতীর পাঠ "বিশীর্য্যন্তে" = "বিবিচ্যন্তে"।

(বিজ্ঞানবাদিনিরাকরণম্ ।)

[ক্ষণিকত্বাচ্চ ।৩১]

ভামতী ।

অপি চ আরোপিতং নিষেধনীয়ম্ । আরোপশ্চ তত্ত্বাধিষ্ঠানো দৃষ্টঃ যথা শুক্তিকাদিষু রজতাদেঃ । ন চেৎ কিঞ্চিৎ অস্তি তত্ত্বং কস্য কস্মিন্ আরোপঃ । তস্মাৎ নিষ্প্রপঞ্চং পরমার্থসৎ ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্যপ্রপঞ্চাত্মনা আরোপ্যতে, তচ্চ তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্য অতাত্ত্বিকত্বেন সাংব্যবহারিকত্বং প্রমাণানাং বাধকেন উপপদ্যতে ইতি যুক্তম্ উৎপশ্যামঃ ।৩১

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

বর্ণকান্তরম্ অধিকরণস্য দর্শয়ন্ পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"স্যাদেতৎ" ইত্যাদিনা । বিবিচ্যন্তে ইতি এতৎ নির্ণয়াভিপ্রায়ং ন ভবতি, কিন্তু ব্যবস্থাপকাৎ বিভাগাভিপ্রায়ম্ ইত্যাহ—"ন কচিদি"তি । "নাদরঃ ক্রিয়তে" সূত্রান্তরাণি ন রচ্যন্তে । এতান্যেব আবৃত্ত্যা যোজ্যন্তে ইত্যর্থঃ । নাভাবঃ জ্ঞানার্থয়োঃ, প্রমাণৈঃ উপলব্ধেঃ ইতি সূত্রং যোজয়ন্ সিদ্ধান্তমাহ—"লৌকিকানি হি" ইতি । অতাত্ত্বিকত্বং প্রপঞ্চস্য ব্যবস্থাপয়িতুম্ অধিষ্ঠানং বস্তুভূতং বাচ্যং তস্য অভাবঃ স্বপ্নতে প্রমাণতঃ তত্ত্বাম্নুপলব্ধেঃ ইতি প্রতিপাদয়ন্ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ইতি সূত্রং যোজয়তি—"যদ্যপ্যুক্ত" ইত্যাদিনা । অতাত্ত্বিকত্বং প্রপঞ্চস্য ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণৈঃ অবগম্যতে বাধকপ্রমাণান্তরেণ বা । নাদ্য ইত্যাহ -"প্রমাণানি হি" ইতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"বাধকং চে"তি । ননু কিম্ অন্যাধিষ্ঠানতত্ত্ববোধনেন ? প্রত্যক্ষাদিপ্রমিতবস্তুগতং বিচারাসহত্বমেব বাধকপ্রমাণং গময়তু ইতি চেৎ, তত্র বক্তব্যম্—কিং বিচারাসহত্বং নাম সদসদাদিপক্ষেষু অন্যতমপক্ষনিবেশঃ বস্তুযুক্তো ধর্ম্মঃ পরং বিচারং ন সহতে ইত্যুচ্যতে, উত বিচারাসহত্বেন রূপেণ নিস্তত্ত্বং শূন্যম্ অভিমতম্ । নাদ্য ইত্যাহ—"তত্রে"তি । দ্বিতীয়েঽপি নিস্তত্ত্বং সদাদিপক্ষনিবিষ্টং ন বা । ন প্রথমঃ, সদাদিপ্রকারৈঃ তত্ত্বব্যবস্থায়াঃ স্বয়া অনিষ্টত্বাৎ ইত্যাহ—"কথম্ অন্যতমৎ" ইতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ -"নচে"তি । নিস্তত্ত্বং হি তত্ত্বরূপস্যাভাবঃ স চ অসন্ ইতি অসত্ত্বং ভাবানাং ব্যবস্থাপিতং স্যাৎ । তথাচ অসত্ত্বাব্যবস্থাপ্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ইত্যর্থঃ । পূর্ব্বম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ বাধো ন ভবতি ইত্যুক্তম্, ইদানীম্ অধিষ্ঠানাভাবাৎ আরোপাসম্ভবম্ আহ—"অপি চ" ইত্যাদিনা । স্বপক্ষে বিশেষমাহ—"তস্মাদি"তি । বৈধর্ম্ম্যসূত্রং সুযোজম্ । ক্ষণিকত্বাচ্চ ইতি সূত্রে উপদেশাৎ ইতি উপস্করণীয়ম্ । ততশ্চ ক্ষণিকপদার্থসত্ত্বোপদেশাৎ শূন্যোপদেশাচ্চ ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সুগত ইতি যোজনীয়ম্ ।৩১

ভামতীর অনুবাদ ।

আচ্ছা, যদি সাকারবিজ্ঞান সম্ভব হয় এবং স্থূল-সূক্ষ্মভেদে বাহ্যপদার্থ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিষয় ও জ্ঞান সত্তারূপে বিচারসহ হয় না, অসত্তারূপেও বিচারসহ নহে ; কারণ, অসতের জ্ঞান হইতে পারে না । সত্ত্ব অসত্ত্ব, এই উভয়রূপেও নহে ; কারণ, বিরোধবশতঃ সৎ ও অসতের একত্ব অর্থাৎ অভেদ সম্ভব নহে । উভয় ভিন্নরূপেও নহে ; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের অন্তর্গত হইয়া যায়, অর্থাৎ সতের নিষেধে অসতের আপত্তি এবং অসতের নিষেধে সতের আপত্তি হইয়া থাকে । অতএব বস্তুসকলের বিচারাসহত্বই তত্ত্ব হউক । যেমন শূন্যবাদিগণ বলেন—

"ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্ বদন্তি বিপশ্চিতঃ ।
যথা যথাঽর্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা" ॥ ইতি

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যে বলেন—ইহা বস্তুর সামর্থ্যবশতঃ হইয়া থাকে, (তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু) যেমন যেমন করিয়াই পদার্থ চিন্তা করা যায়, তেমন তেমনই বিশীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ কোন পক্ষেই পদার্থনিশ্চয় হয় না । সেই এই শূন্যবাদ খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়া **শূন্যবাদিনস্তু** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । কারণ, লৌকিক প্রমাণসকল সৎ ও অসৎ পদার্থবিষয়ক হইয়া থাকে । যেহেতু তাহাদের দ্বারা সদ্‌বস্তু "সৎ" বলিয়া জ্ঞাত হইয়া যথাভূত অর্থাৎ যাহার যাহা স্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ অবিপরীত অর্থাৎ অভ্রান্ত তত্ত্বের নিশ্চয় হয় । আর অসদ্‌বস্তু "অসৎ" বলিয়া জ্ঞাত হইয়া যথাভূত অর্থাৎ অবিপরীত তত্ত্বের নিশ্চয় হয় । আর যাহা সৎ ও অসতের বিচারাসহত্ব স্থির করিয়া দেয়, তাহাদ্বারা সকল প্রমাণের বিরুদ্ধ বস্তু স্থিরীকৃত হয় । আর তাহা হইলে সকল প্রমাণ বিরুদ্ধ হওয়ায় এই ব্যবস্থা অর্থাৎ বিচারাসহত্ব সঙ্গত হয় না ।

যদি বল, এই বিচারদ্বারা প্রমাণসকলের বাস্তবিক প্রামাণ্যই খণ্ডিত হয়, ব্যাবহারিক প্রামাণ্য খণ্ডিত হয় না । আর তাহা হইলে বিষয় ভিন্ন হওয়ায় সকল প্রমাণের সহিত বিরোধ হইল না, এইজন্য **ন খল্বয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । প্রমাণ সকল নিজের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা তত্ত্ব এই বলিয়াই প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু প্রমাণবিষয় প্রপঞ্চ, যে অতাত্ত্বিক, ইহা অন্য বাধক প্রমাণ হইতে জানিতে হইবে । পরন্তু ব্যবহারবিষয়েই আমাদের প্রামাণ্য আছে, তত্ত্ববিষয়ে প্রামাণ্য নাই, এই বলিয়া যে তাহারা প্রবৃত্ত হয়, তাহা নহে । আর বাধকপ্রমাণ সেই প্রমাণের বিষয়ের বিপরীত তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া এই সকল প্রমাণ যে অতাত্ত্বিক, ইহা দেখাইয়া দিবে । যেমন ইহা শুক্তি রজত নহে, ইহা মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ, জল নহে, চন্দ্র একটিমাত্র, দুইটি নহে ইত্যাদি । সেইরূপ এখানেও সকল প্রমাণবিষয়ের বিপরীত অন্য তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা এই সকল প্রমাণ যে তাত্ত্বিক নহে—ইহা বাধকপ্রমাণকে

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২ *

ভামতীর অনুবাদ।

দেখাইতে হইবে, কিন্তু অন্য তত্ত্ব স্থির করিয়া না দিয়া বাধকপ্রমাণ কোন প্রমাণকে বাধা দিতে পারিবে না। যদি বল, বিচারাসহত্বই বস্তুসকলের তত্ত্ব—ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রমাণসকল যে তাত্ত্বিক নহে, তাহা বাধকপ্রমাণ বুঝাইয়া দেয়? আচ্ছা, এই বিচারাসহত্ববস্তুটি কি বল ত? যাহা তোমার অভিপ্রেত তত্ত্ব, সে বস্তুটি কি পরমার্থ সৎ, অসৎ, সদসৎ ও সদসদ্‌ভিন্ন এই কয়টির মধ্যে একটি, কেবল বিচারসহ নহে? অথবা বিচারসহ নহে বলিয়া তাহা নিঃস্বরূপই? তাহার মধ্যে বাস্তবিক সৎ অসৎ প্রভৃতির মধ্যে একটি, অথচ বিচারসহ নহে—ইহা ত পরস্পরবিরুদ্ধ। যদি বিচারসহ না হয়, তাহা হইলে সৎ ইত্যাদির মধ্যে একটি হইতে পারে না। যদি তাহাদের মধ্যে একটিই হয়, তাহা হইলে বিচারসহ হয় না কেন? আর যদি বল, তাহা নিঃস্বরূপ অর্থাৎ শূন্য, তাহা হইলে কোন একটি তত্ত্ব স্থির করিয়া না দিয়া কি করিয়া এরূপ বলিতে পার? আর শূন্য হওয়াই বস্তুসকলের তত্ত্ব নহে। কারণ, তাহা হইলে তত্ত্বের অভাব হইবে। আর তাহাও বিচারসহ নহে—ইহা আপনারা বলিয়াছেন।

আরও যাহার আরোপ করা হইয়াছে, তাহারই নিষেধ করিতে হয়। আর আরোপও সত্যবস্তুতে হইয়া থাকে—দেখা যায়, যেমন শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদির। যদি কোন সত্যবস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কাহাতে কাহার আরোপ হইবে? অতএব প্রপঞ্চাতীত বাস্তবিক সত্য ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চরূপে কল্পিত হন, এবং সেই সত্যবস্তুকে বিশেষরূপে স্থাপন করিয়া, প্রমাণসকল অতাত্ত্বিক বলিয়া ব্যবহারিক, ইহা বাধকপ্রমাণ বুঝাইয়া দেয়—ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।৩১

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২

কিং বহুনা? সর্ব্বপ্রকারেণ যথাযথা অয়ং বৈনাশিকসময়ঃ উপপত্তিমত্ত্বায় পরীক্ষ্যতে, তথাতথা সিকতাকূপবৎ বিদীর্য্যতে এব। ন কাঞ্চিদপি অত্র উপপত্তিং পশ্যামঃ। অতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকতন্ত্রব্যবহারঃ, অপি চ বাহ্যার্থবিজ্ঞানশূন্যবাদত্রয়ম্ ইতরেতরবিরুদ্ধম্ উপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃতম্ আত্মনঃ অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং, প্রদ্বেষো বা প্রজাসু বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা "বিমুহ্যেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ" † ইতি। সর্ব্বথাপি অনাদরণীয়োঽয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ।৩২ ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর এই বৌদ্ধমত বিচার করিয়া দেখিলে **সর্ব্বথা** অর্থাৎ কোন প্রকারেই **অনুপপত্তেঃ** অর্থাৎ সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যার্থ—অধিক আর কি বলিব—সকল প্রকারেই যেমন যেমন এই বৌদ্ধমত যুক্তিসঙ্গত করিবার জন্য বিচার করা হয়, তেমন তেমনই বালুকা নির্ম্মিতকূপের মত বিদীর্ণ হইয়াই যায়। ইহাতে কোন যুক্তিই দেখিতে পাই না। এজন্যও বৌদ্ধমতের ব্যবহার অসঙ্গত। আরও বাহ্যাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ পরস্পরবিরুদ্ধ—এই তিনটি মত উপদেশ দিয়া বুদ্ধ নিজে যে অসঙ্গত প্রলাপ করিতেছেন, ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন, অথবা সাধারণ লোকের প্রতি বিদ্বেষই প্রকাশ করিয়াছেন যথা—নানা রকম বিরুদ্ধ বস্তু বুঝিয়া এই প্রজাসকল মুগ্ধ হউক। যাঁহারা নিজের কল্যাণকামী তাঁহারা কোনমতেই এই বৌদ্ধমতকে আদর করিবেন না। অভাবাধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।৩২

---

* এস্থলে কোন প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্র হইতেছে, বুঝিতে হইবে। রামানুজমতে এই সূত্রেই শূন্যবাদখণ্ডন, এজন্য ইহাতেই একটী অধিকরণ হইয়াছে। আর তজ্জন্য প্রথমান্তপদঘটিত অধিকরণ আরম্ভের নিয়মও লঙ্ঘিত হইয়াছে। তন্মতে "ক্ষণিকত্বাৎ চ" এই ৩১ সংখ্যক সূত্রটীও নাই। ভাস্করমতে ৩১ ও ৩২ এই দুই সূত্রেই নাই। নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভমতে এগুলি সবই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা সকলেই প্রাচীনমতে সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন—ইহাও বলিতেছেন অথচ কেহই প্রাচীনের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া সূত্রপাঠ নির্ণয় করিতেছেন না। কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে স্থলে স্থলে সূত্রপাঠ আলোচিত হইয়াছে। এজন্য মনে হয়, একমাত্র শাঙ্করভাষ্যই প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ দেখিয়া রচিত, অন্য ভাষ্যগুলি মতাবলম্বনে রচিত, প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ দেখিয়া রচিত নহে। আর যাঁহারা বলেন, নিম্বার্কভাষ্য শাঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহাদের কথাও ঠিক মনে হয় না। কারণ, "ক্ষণিকত্বাচ্চ" সূত্রটী শাঙ্কর ও নিম্বার্ক ভাষ্যে আছে, রামানুজ ভাষ্যে নাই। রামানুজস্বামী শাঙ্করমতখণ্ডনে সতত উদ্যুক্ত, নিম্বার্কভাষ্য শাঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তিনি শাঙ্কর পাঠ বর্জ্জন করিলেও স্বমতানুকূল নিম্বার্কস্বামীর পাঠ দেখিয়া তাহা করিতেন না।

† "বিমুহ্যেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ" এইটী কোন পুরাণ বচন বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার আকর এখনও সন্ধান করিতে পারা গেল না।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২]

ভামতী।

বিভজতে "কিং বহুনা" উক্তেন "যথাযথা" গ্রন্থতঃ অর্থতশ্চ "অয়ং বৈনাশিকসময়" ইতি। গ্রন্থতস্তাবৎ পশ্যনা-তিষ্ঠনা-মিদ্ধ-পোষধাদ্যসাধুপদপ্রয়োগঃ। অর্থতশ্চ—নৈরাত্ম্যম্ অভ্যুপেত্য আলয়বিজ্ঞানং সমস্তবাসনাধারম্ অভ্যুপগচ্ছন্ অক্ষরম্ আত্মানম্ অভ্যুপৈতি। এবং ক্ষণিকত্বম্ অভ্যুপেত্য "উৎপাদাৎ বা তথাগতানামনুৎপাদাৎ বা স্থিতৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা" ইতি নিত্যতাম্ উপৈতি ইত্যাদি বহু উন্নেতব্যম্ ইতি। "ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্" ।৩২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যথাযথেতি ভাষ্যস্থবীপ্সাং ব্যাচষ্টে—"গ্রন্থত" ইতি। দর্শনম্ ইতি বক্তব্যে পশ্যনা ইতি অপশব্দঃ। স্থানমিতি বক্তব্যে তিষ্ঠনা ইতি অপশব্দঃ। তিষ্ঠতে দৃশেশ্চ শিতি প্রত্যয়ে তিষ্ঠ পশ্যৌ আদেশৌ, যুচ্ প্রত্যয়ে তু ন তস্য অশিত্ত্বাৎ। মিহ সেচনে ইত্যস্য নিষ্ঠায়ামূঢ়ম্ মীঢ়ম্ ইতি সিধ্যতি। মিদ্ধমিতি তু অপশব্দঃ। পোষধশব্দ উপবাসে বৌদ্ধৈঃ প্রযুজ্যতে "স্নাতঃ শুচিবস্ত্রাভরণঃ পোষধং বিদধীত" ইতি। স চ লোকৈঃ অপ্রযুক্তত্বাৎ অপশব্দঃ ইতি প্রতিভাতি। অর্থতঃ অনুপপত্তিম্ আহ—"অর্থতশ্চ" ইতি। "অক্ষরম্" অবিনাশি। নানাঽনাদিবাসনানাম্ আশ্রয়ত্বাৎ অক্ষরত্বসিদ্ধিঃ। উৎপাদাৎ বা ইতি সূত্রে স্থিতা ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা ইতি চ কারণত্বধর্ম্মস্য কার্য্যত্ব-ধর্ম্মস্য চ স্থিরত্বস্বীকারাৎ সর্ব্বক্ষণিকত্ববিরোধঃ। ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্। ৩২

ভামতীর অনুবাদ।

কিং বহুনা এই গ্রন্থে বিভাগ করিতেছেন—অর্থাৎ বহু বাক্য বলিয়া কি হইবে? যথা যথা অর্থাৎ গ্রন্থ অনুসারে এবং অর্থ অনুসারে এই বৌদ্ধমত ইত্যাদি। গ্রন্থ অনুসারে যথা—পশ্যনা, তিষ্ঠনা, মিদ্ধ, পোষধ ইত্যাদি অশুদ্ধ পদপ্রয়োগ করা হয়। অর্থ অনুসারে যথা—নৈরাত্ম্য অর্থাৎ আত্মা নাই—ইহা স্বীকার করিয়া, আলয়বিজ্ঞান সকলবাসনার আশ্রয়—ইহা স্বীকার করিয়া অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিত আত্মা স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে ক্ষণিক স্বীকার করিয়া উৎপাদাৎ বা এই সূত্রে স্থিতা ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা এই পদদুইটি দ্বারা কারণত্ব-ধর্ম্ম ও কার্য্যত্ব-ধর্ম্মকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, ইত্যাদি অনেক দোষ হয়, চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অভাব অধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।৩২

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

চতুর্থাধিকরণে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী ক্ষণিক বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে, এইবার তদুপজীব্য ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে। ভামতী ও শাস্ত্রদর্পণের মতে এই অধিকরণের দুইটী বর্ণক স্বীকার করা হয়। প্রথম বর্ণকে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত এবং দ্বিতীয় বর্ণকে শূন্যবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে নিয়মে অধিকরণারম্ভক সূত্র রচিত হইয়া থাকে, সেই নিয়মানুসারে শেষ তিনটী সূত্রকে একটী পৃথক্ অধিকরণের সূচক বলাই সঙ্গত হয়। কারণ, প্রথমান্তপদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এস্থলে নাভাব উপলব্ধেঃ এই ২৮শ সূত্রে যেমন ৫ম অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ এই ৩৩শ সূত্রে যেমন জৈনমতখণ্ডনের জন্য ৬ষ্ঠ অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্রূপ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ এই ৩০শ সূত্রে অন্য অধিকরণ আরম্ভ হওয়াই উচিত মনে হয়। যেহেতু ইহাদের প্রথমান্তপদস্থিতিঘটিত ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এরূপে ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ সূত্রকে কোন টীকাকার পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক এই ৫ম অধিকরণের সূত্র ৫টী এবং তাহাদের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনপক্ষে আক্ষরিক অর্থ এই—

১। নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮
২। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।২৯
৩। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।৩০
৪। ক্ষণিকত্বাচ্চ।৩১
৫। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২

ইহাদের বিজ্ঞানবাদখণ্ডনপক্ষে আক্ষরিক অর্থ এই—

১। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের অভাব নাই। কারণ, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ যে ঘট পট, তাহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

২। স্বপ্নাদিপ্রত্যয়ের বাধিতবিষয়ত্ব এবং জাগ্রৎপ্রত্যয়ের অবাধিতবিষয়ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়, পরস্পর ভিন্ন হয় বলিয়া স্বপ্নাদির মত জাগ্রৎপ্রত্যয় মিথ্যা নহে।

৩। বিষয় না থাকিলেও বাসনাসমূহই আছে, তদ্বৈচিত্র্যপ্রযুক্ত জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়—ইহা বলা যায় না। কারণ, তোমার মতে বাহ্যার্থের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ বাসনার কারণ—বাহ্যপদার্থের অনুভব। সেই কারণরূপ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

বাহ্যার্থ না থাকিলে বাসনারূপ কার্য্য হইবে কিরূপে? আর সংস্কারের আশ্রয়ও তোমার মতে নাই, কিন্তু আশ্রয় না থাকিলে সংস্কার থাকিবে কোথায়? অতএব বাহ্যার্থ নাই, সকলই বিজ্ঞান—একথা অসঙ্গত।

৪। যদি বল আলয়বিজ্ঞানে বাসনা থাকিবে? কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, ক্ষণিক বলিয়া তাহাকেও সংস্কারের আশ্রয় বলা যায় না।

৫। এইরূপে এই মত সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন হয়। বৌদ্ধমতে অপশব্দের প্রয়োগ থাকায় গ্রন্থতঃ এবং নৈরাত্ম্যবাদ স্বীকার করিয়া আবার আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করায় ও নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করায় যুক্তিহীনতাপ্রযুক্ত অর্থতঃ—ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারেই ইহা অপ্রামাণিক মত।

শূন্যবাদখণ্ডনপক্ষে ইহাদের অর্থ একটু অন্যরূপ হইবে, যথা—

১। জ্ঞান ও বিষয়ের অভাব নাই অর্থাৎ তাহারা অবস্তু বা চতুষ্কোটিবর্জ্জিতরূপ শূন্য নহে, যেহেতু উপলব্ধ হয়।

২। স্বপ্নাদির মত জাগরণকালেও জ্ঞান ও অর্থ যে নাই, তাহা নহে; কারণ, স্বপ্নকালের জ্ঞান ও বিষয় বাধিত হয় এবং জাগরণকালের তাহা বাধিত হয় না বলিয়া দৃষ্টান্ত হয় না।

৩। নিরধিষ্ঠান নিষেধ হইতে পারে না বলিয়া নিষেধের অধিষ্ঠান সত্য বলিতে হইবে, কিন্তু তোমার মতে তাহা নাই। কারণ, প্রমাণদ্বারা অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না।

৪। জগৎ ক্ষণিক ও শূন্য বলায় তোমার কথায় ব্যাঘাত হয়, সুতরাং শূন্যস্বরূপতা সিদ্ধ হয় না।

৫। সর্ব্বপ্রকারেই শূন্যবাদ অনুপপন্ন অর্থাৎ জগতের সাংব্যাবহারিকত্বদ্বারা অথবা শূন্যতাদ্বারাও শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম যেমন সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ সাধক ও সাধনভিন্ন শূন্যতাও সিদ্ধ হয় না।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় ও সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি। অর্থাৎ বৌদ্ধগণের বাহ্যার্থবাদে স্বীকৃত পরমাণুহেতুক যে বাহ্যসমুদায় এবং স্কন্ধহেতুক যে আধ্যাত্মিক সমুদায়, তাহা অসম্ভব হয়—ইত্যাদি দোষ সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক বাহ্যার্থ বৌদ্ধমতে প্রদান করায়, বিজ্ঞানবাদী সেই বাহ্যার্থের অপলাপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এজন্য সেই বাহ্যার্থের অপলাপকে অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় তাহা ইহার উপজীব্য পূর্ব্বাধিকরণ হইল, এবং ইহা তাহার উপজীবক হইল। ইহা প্রসঙ্গসঙ্গতির অন্তর্গত।

(২) বিষয়—বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ নাই, এইরূপ বিজ্ঞানবাদীর সিদ্ধান্ত এস্থলে বিষয়।

(৩) সংশয়—এই বিষয়টী কি প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক—ইহাই সংশয়।

(৪) পূর্ব্বপক্ষ—বাহ্যার্থ নাই, ইহাই প্রমাণমূলক। এই বিষয়টী শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা এই—প্রথম বর্ণক বিজ্ঞানবাদ ও তাহার খণ্ডন—

স্বপ্নধীসাম্যতো বুদ্ধের্ব্যর্থস্য সহেক্ষণাৎ।

তদ্‌ভেদো নানিরূপ্যত্বাজ্ জ্ঞানাকারোঽর্থ ইষ্যতাম্॥

অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই স্বাপ্নজ্ঞানের সমান বলিয়া, এবং জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ নাই; কারণ, তাহার নিরূপণ করা যায় না, অতএব পদার্থমাত্রই জ্ঞানাকার, ইহা স্বীকার কর।

বিবাদের বিষয় জাগ্রৎ জ্ঞান ভিন্ন বস্তুবিষয়ক নহে, কারণ তাহা জ্ঞান, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান। অন্যথা জ্ঞান না হইলেও অর্থের জ্ঞান হউক। কারণ, পরস্পরভিন্ন অশ্ব ও মহিষের সহোপলম্ভনিয়ম হয় না। আরও জ্ঞান, চক্ষুর মত স্বয়ং অপ্রকাশ হইয়া বিষয়ের প্রকাশক নহে; কারণ, তাহা হইলে যাহা হইতে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারও জ্ঞাপকরূপে অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞানই অর্থের প্রকাশ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

আর জ্ঞান জ্ঞেয়াকার না হইয়া জ্ঞেয়পদার্থের ব্যবস্থা করিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে নীলজ্ঞানের দ্বারাও পীতজ্ঞান হইয়া পড়ুক। আর আকার একটিমাত্র দেখা যায়, তাহা যদি জ্ঞানেরই হয়, তাহা হইলে আর পদার্থসত্তার কোন প্রমাণ নাই। আরও বাহ্যিকপদার্থ কি পরমাণুস্বরূপ, অথবা তাহার সমষ্টি? তন্মধ্যে প্রথমটি নহে ; কারণ, পরমাণুসকল স্থূল ও নীলাকার জ্ঞানের বিষয় হয় না। যদি বল পরস্পর মিলিত হইয়া উৎপন্ন পরমাণুসকল স্থূলাদি বুদ্ধির বিষয় হয়? না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহাদের মিলিত হওয়াই সিদ্ধ হয় না। কারণ, নীলপরমাণু সকলের মধ্যে গন্ধরসাদি পরমাণুসকলও থাকে বলিয়া অব্যবধান হয় না। দ্বিতীয়পক্ষও হয় না। কারণ, পরমাণুসমষ্টি প্রত্যেক পরমাণুর সহিত অভিন্ন হইলে প্রথমকল্পে যে দোষ দেওয়া হইয়াছে তাহাই হয়। আর যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের অভেদ হইতে পারে না। সমবায়ও পূর্ব্বে খণ্ডন করা হইয়াছে। অতএব এই সকল তর্কের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত অনুমান হইতে স্থির হইল যে, পদার্থ জ্ঞানাকার। আর সিদ্ধসাধনও হইবে না ; কারণ, বৈদান্তিকগণ জ্ঞানকে বিষয়াকার বলিয়া মনে করেন না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, যথা—

(৫) সিদ্ধান্ত—

বাধেন সোপাধিকতানুমান উপায়ভাবেন সহোপলম্ভঃ।
সারূপ্যতো বুদ্ধিতদর্থভেদঃ স্থূলার্থভঙ্গো ভবতোঽপি তুল্যঃ॥

অর্থাৎ বাধবশতঃ অনুমানে উপাধি হয়। উপায়-উপেয়ভাববশতঃ জ্ঞান ও অর্থের সহোপলম্ভনিয়ম হইয়া থাকে। সারূপ্যবশতঃ বুদ্ধিও তাহার বিষয়ের ভেদ হয়। অতএব স্থূলপদার্থের অনুপপত্তি আপনার ও সৌত্রান্তিকের সমানই। আপনি যে বলিয়াছেন—জাগরণ অবস্থার জ্ঞানটী জ্ঞানব্যতীত বস্তুবিষয়ক নহে ; কারণ, তাহাও জ্ঞান, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান, সেস্থলে বাধ্যত্ব উপাধি হইল ; কারণ, আপনার মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব। আর সেই সত্ত্ব জাগ্রৎ বুদ্ধি বিষয়ের অবাধিতই থাকে, কিন্তু স্বাপ্নজ্ঞানের বিষয় অবাধিত হয় না ; কারণ, অর্থক্রিয়াতে তাহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে আর বাধ্যত্ব হেতুর অব্যাপক হইল না। আরও জাগরণকালের জ্ঞানেরও বাধ হইলে বাধিতার্থ সেই জ্ঞানদ্বারা স্বাপ্নজ্ঞানের বাধ হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার নির্বিষয়ত্ব সিদ্ধ না হইলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে। প্রমাণজন্য নহে বলিয়া তাহা উপাধিযুক্তও হইবে। কারণ, স্বাপ্নজ্ঞানের জাগরণকালের জ্ঞানের মত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বা ধূমাদি হেতুরূপ প্রমাণসকল কারণ হয় না, এবং দোষজন্য বলিয়া তাহা উপাধিযুক্ত। কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের হেতু নিদ্রারূপ দোষ মনে থাকে, অনুমানের বিষয়ও বাধিত হয়। কারণ, অর্থক্রিয়া করিতে সমর্থ জাগরণকালের বস্তুকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা দেখা যায়। আর সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের অভেদ বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে পদার্থের ব্যবহার, জ্ঞানরূপ কারণবশতঃ হয় বলিয়া সহোপলম্ভ নিয়ম হয়, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের অভেদবশতঃ নহে। যেমন লোকে নিয়মিতভাবে আলোকযুক্ত রূপবিশিষ্ট বস্তু দেখিতে পায়, তাহা বলিয়া বস্তু কখনও আলোকস্বরূপ হয় না, কিন্তু সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার বিষয়ে আলোক উপায়মাত্র হয়, ইহাও সেইরূপ। আর যে বিষয়ব্যবহারের জন্য জ্ঞান বিষয়ের তুল্যরূপ হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা বিষয় অস্বীকার করিতে পার না। বিষয় না থাকিলে বিষয়ের তুল্য হওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে না। আরও যে স্থূলপদার্থ পরমাণুস্বরূপ অথবা তাহার সমষ্টিস্বরূপ? এইরূপ বিকল্প করিয়া স্থূলতার খণ্ডন করিয়াছ, তাহা স্থূলপদার্থ জ্ঞানাকার হইলেও সেই দোষ হয়। যথা, যিনি পদার্থকে জ্ঞানাকার বলেন, তাহাকে পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কাহাকে জ্ঞানাকার বলিবে? সে ক্ষেত্রে স্থূল ও নীলাকার জ্ঞানের পরমাণুসকল আকার হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসকল সে জ্ঞানে দেখা যায় না, অতএব পরমাণুব্যতীত পরমাণুসমষ্টি অথবা পরমাণু হইতে উৎপন্ন কোন স্থূলপদার্থ তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে। আমার কিন্তু তাহা মায়াকল্পিত, তোমার কিন্তু স্থায়ী মায়াবী উৎপাদক না থাকায় হইতে পারে না। আর বাসনাদ্বারা এই বিষয় পাওয়া যায় যে তাহা নহে, কারণ অগ্রে বিষয়ের জ্ঞান হইয়া তবে বাসনা হয়, এবং বিষয়ব্যতীত বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, অতএব অবশেষে বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে। আর তোমার মতে বাসনার আশ্রয় কেহ নাই, ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান জ্ঞানের উৎপত্তিকালে ও তাহার বাসনার উৎপত্তি-কালে না থাকায় তাহাদের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব পদার্থ জ্ঞানাকার নহে, কিন্তু বাহ্যিক। আর তাহা অর্থক্রিয়াকারিস্বরূপ সত্তাযুক্ত হইলেও অদ্বৈত শ্রুতিবশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই বৌদ্ধমত অপেক্ষা বেদান্তসিদ্ধান্তের ভেদ জানিবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা।

(৪)

যে সমন্বয় সত্যব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তাহার, সকলই অসৎ ইহা সাধন করে যে অনুমান তাহার সহিত বিরোধের সন্দেহ হইলে সমুদায়ের অনুপপত্তি প্রভৃতি উপজীব্যের অভাব সিদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বের মত উপজীব্য উপজীবকরূপ সঙ্গতি জানিবে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গিয়াছে যে—

ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চানুভয়রূপকম্।
বিমতং তর্কপীড্যত্বান্ মরীচিষু যথোদকম্।

যথা—পদার্থ জ্ঞানাকার নহে, কারণ পূর্ব্বে তাহার নিরাস করা হইয়াছে, এবং জ্ঞানবহির্ভূত পদার্থও নাই; কারণ, তাহা পরমাণু ও তাহার সমষ্টিস্বরূপ কি না? এই বিকল্পকে সহ্য করে না—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর জ্ঞানও সেরূপ নহে; কারণ, নির্ব্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না। সাক্ষীও সেরূপ নহে; কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহা অনুমেয় হয়, তাহা হইলে তাহা বাহ্যিক অনুমেয় পদার্থের মত সত্য হইতে পারে না। তাহা হইলে জগৎ সত্য নহে, অসৎও নহে, কারণ দেখা যাইতেছে। সদসৎও নহে; কারণ, সত্ত্ব ও মিথ্যাত্ব একপদার্থে বিরুদ্ধ। উভয়ভিন্নও নহে; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। অতএব নিস্তত্ত্বতাই বস্তুর তত্ত্ব। এই পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে।

(৫) সিদ্ধান্ত—

বাধিতোঽপীহ বো মানৈর্ব্ব্যাবহারিকমানতা।
মানানাং তাত্ত্বিকং কিঞ্চিদ্বস্ত্বনাশ্রিত্য দুর্ব্বচা॥

অর্থাৎ তোমাদের প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইলেও প্রমাণসকলের প্রমাণ্য যে ব্যাবহারিক, কোন সত্যপদার্থকে আশ্রয় না করিয়া তাহা বলা অতিশয় দুষ্কর। প্রমাণদ্বারা যথার্থবস্তুই দেখা যায় বলিয়া বস্তু নাই যে তাহা নহে। **নাভাব উপলব্ধেঃ** এই সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে। আর যদি বল, পূর্ব্বোক্ত বিচারের দ্বারা প্রমাণসকলের বাস্তবিক প্রামাণ্য নিরাস করা হইতেছে—ব্যাবহারিক প্রামাণ্য নিরাস করা হইতেছে না। অতএব বিষয় ভিন্ন হওয়ায় বিরোধ হইল না। না—তাহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে বাধকপ্রমাণকে সকল প্রমাণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিপরীত পরমার্থ সত্যবস্তুকে দেখাইয়া দিয়া, অন্য প্রমাণের প্রমেয়সকল হইতে তত্ত্ব উচ্ছেদ করিয়া তাহাতে ব্যবহারিকত্ব স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু সেই পরমার্থ বস্তু কিছুই নাই। কারণ, প্রমাণদ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। আর যদি উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে শূন্যবাদ ত্যক্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য ইহা বলিয়াছেন যে, **নাভাব উপলব্ধেঃ**। আর যদি বল, বাধকপ্রমাণ, বিচারাসহ বলিয়া নিস্তত্ত্বতাই বস্তুর তত্ত্ব ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যে ব্যবহারিক তাহা স্থির করিয়া দেয়। তাহা হইলে এই নিস্তত্ত্বতা বস্তুটি কি? যদি বল, তত্ত্বের অভাবই নিস্তত্ত্বতা, (উত্তর) তাহাও ত বিচারাসহই, কারণ, অসৎ বস্তু যে বিচারসহ নহে, ইহা তুমিই বলিয়াছ। অন্য বস্তু হইতে পারে না; কারণ, সেরূপ কিছুই নাই। যেহেতু অন্য বস্তু ভাবস্বরূপ, তোমার মতে ভাবও বিচারসহ নহে। এইরূপে নিস্তত্ত্বতা বিচারসহ না হইলে সকল বস্তুই ত তত্ত্ব হইল। অতএব বাধকপ্রমাণ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই তত্ত্ব—ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ যে ব্যবহারিক—ইহা স্থির করিয়া দেয়, ইহাই ঠিক্। আর বৈধর্ম্ম্য সূত্রটি পূর্ব্বের মতই মরীচিজলের দৃষ্টান্তে বাধ্যত্বরূপ উপাধিপর বলিয়া যোজনা করিও। **ক্ষণিকত্বাৎ** এই সূত্রে **অভ্যুপগমাৎ** এই অংশটি যোগ দিতে হইবে। অতএব সকল বস্তুই ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করায় এবং সকল বস্তু শূন্য বলিয়া স্বীকার করায় বৌদ্ধ নিজের কথার বিরুদ্ধ কথা বলিল।

(৬) ফলভেদ—পূর্ব্ববৎ (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য।)

এই বিষয়টী শ্রীমদ্ ভারতাতীর্থের গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

বিজ্ঞানস্কন্দমাত্রত্বং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে।
যুজ্যতে স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ বুদ্ধ্যৈব ব্যবহারতঃ॥১
অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যং বাহ্যার্থস্তূপলভ্যতে।
বহির্ব্বদিতি তেঽপ্যুক্তির্নাঽতো ধীরর্থরূপভাক্॥২

অন্বয়ার্থঃ—বিজ্ঞানস্কন্দমাত্রত্বং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে? বুদ্ধ্যা এব ব্যবহারতঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ যুজ্যতে। অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যম্। বাহ্যার্থঃ তু উপলভ্যতে। তে অপি বহির্ব্বৎ ইতি উক্তিঃ, অতঃ ধীঃ ন অর্থরূপভাক্।

একস্মিন্নভাবাধিকরণং নাম

ষষ্ঠম্ অধিকরণম্।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।৩৩ *

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

অর্থ—বিশ্বের বিজ্ঞানস্কন্দমাত্রতা সঙ্গত কি অসঙ্গত? বুদ্ধির দ্বারাই ব্যবহার হয় বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তবশতঃ বিশ্বের বিজ্ঞান-স্কন্দমাত্রতাই সঙ্গত। না, বাধা নাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তটী বিষম দৃষ্টান্ত হয়। আর বাহ্যার্থ উপলব্ধই হয়। তুমিও বলিয়া থাক "বহির্ব্বৎ" ইত্যাদি। এজন্ত বুদ্ধিই অর্থরূপ নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।৩৩

নিরস্তঃ সুগতসময়ঃ। বিবসনসময় ইদানীং নিরস্যতে। সপ্ত চ এষাং পদার্থাঃ সম্মতাঃ জীবাজীবাস্রবসংবরনির্জরবন্ধমোক্ষা নাম। সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ জীবাজীবাখ্যৌ। যথাযোগং তয়োরেব ইতরান্তর্ভাবাৎ ইতি মন্যন্তে।

তয়োরিমম্ অপরং প্রপঞ্চম্ আচক্ষতে পঞ্চাস্তিকায়া নাম, জীবাস্তিকায়ঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায়শ্চ ইতি। সর্ব্বেষামপি এষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্ বহুবিধান্ স্বসময়পরিকল্পিতান্ বর্ণয়ন্তি।

সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়ম্ অবতারয়ন্তি। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ ইতি। এবমেব একত্বনিত্যত্বাদিষু অপি ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং যোজয়ন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—জৈন আচার্য্যগণ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি যে সপ্তভঙ্গীন্যায় স্বীকার করেন, তাহা **ন** অর্থাৎ সঙ্গত নহে, কারণ **একস্মিন্** অর্থাৎ একপদার্থে বিরুদ্ধধর্ম্ম **অসম্ভবাৎ** অর্থাৎ থাকিতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নিরাস করা হইল, এক্ষণে বিবসনসময় অর্থাৎ বস্ত্রহীন জৈনগণের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইতেছে। আর ইঁহাদের অভিপ্রেত পদার্থ সাতটি, যথা—(১) জীব অর্থাৎ ভোক্তা, (২) অজীব অর্থাৎ ভোগ্য জড়পদার্থ, (৩) আস্রব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়ের দিকে প্রবৃত্তি, (৪) সংবর অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া দেয় অর্থাৎ শমদমাদি, (৫) নির্জর অর্থাৎ যাহা সুখ ও দুঃখ ভোগদ্বারা পুণ্য ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়, যথা—উত্তপ্ত প্রস্তরে আরোহণ ইত্যাদি, (৬) বন্ধ অর্থাৎ চারিপ্রকার ঘাতিকর্ম্ম এবং চারিপ্রকার অঘাতি-কর্ম্ম; কারণ, ইহারা পুরুষকে সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং (৭) মোক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয় হইলে জীবের সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগমন। সংক্ষেপে পদার্থ দুইটি—জীব ও অজীব। কারণ, যথাসম্ভব এইদুইটির মধ্যেই অপরগুলির অন্তর্ভাব হয়, ইহা তাঁহারা মনে করেন।

তাঁহারা সেই দুইটির অর্থাৎ জীব ও অজীবের আর একটি বিবরণ দিয়া থাকেন—তাহা পঞ্চাস্তিকায় অর্থাৎ পাঁচটি পদার্থ, যথা—(১) জীবপদার্থ, (২) পুদ্গল অর্থাৎ শরীরপদার্থ, (৩) ধর্ম্মপদার্থ, (৪) অধর্ম্মপদার্থ এবং (৫) আকাশপদার্থ। এই সকলেরই নানাবিধ অবান্তরভেদ তাঁহারা নিজমত অনুসারে কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন।

আর সকল পদার্থেই **সপ্তভঙ্গীনয়** নামক ন্যায়ের অবতারণা করেন। যথা—কোন বস্তু আছে এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিলে (১) **স্যাদস্তি** অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে, অর্থাৎ ঘটত্বাদিরূপে আছে, এইরূপ প্রথম ভঙ্গের ব্যবহার হয়। কোন বস্তু নাই এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিলে (২) **স্যান্নাস্তি** অর্থাৎ কোন প্রকারে অর্থাৎ প্রাপ্যত্বরূপে

---

* এস্থলে "ন" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল। বিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ) মতে এই জৈনমতটীও বুদ্ধমতের ন্যায় দেবতাগণের প্রার্থনায়, খুবসম্ভব সত্যযুগেই, ভগবান্ বিষ্ণু অসুরগণ বিমোহনার্থ স্বশরীর হইতে যে মায়ামোহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। অতএব ইহাও গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদ। মায়ামোহ, বৈদিক নির্ব্বাণবাদেরই বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া জৈন ও বৌদ্ধমত প্রচার করায় ইহাদের মূল বেদ। আর তজ্জন্য ইহা বৈদিকমতে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয়, আর সেইজন্যই বেদব্যাস এই বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডনের ন্যায় ইহারও খণ্ডন করিলেন। এই খণ্ডন দেখিয়া এই গ্রন্থকে যাঁহারা গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের মত গ্রাহ্য নহে।

(জৈনমতখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভাষ্যানুবাদ।

নাই, এইরূপ দ্বিতীয় ভঙ্গ ব্যবহার হয়, এবং ক্রমশঃ উভয় বলিতে ইচ্ছা করিলে (৩) **স্যাদস্তি চ নাস্তি চ** অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে এবং কোনপ্রকারে নাই এইরূপ তৃতীয়ভঙ্গের ব্যবহার হয়, এবং একসঙ্গে উভয়ের ইচ্ছা করিলে উভয়শব্দ একসঙ্গে বলা যায় না বলিয়া (৪) **স্যাদবক্তব্য** অর্থাৎ কোন প্রকারে বক্তব্য নহে—এইরূপ চতুর্থভঙ্গ ব্যবহার হয়। প্রথমভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গের ইচ্ছা করিলে (৫) **স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ** অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে এবং বক্তব্য নহে, এইরূপ পঞ্চমভঙ্গের ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়ভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গের ইচ্ছা হইলে (৬) **স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ** অর্থাৎ কোন প্রকারে নাই এবং অবক্তব্য, এইরূপ ষষ্ঠভঙ্গের ব্যবহার হয়, তৃতীয়ভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গ ইচ্ছা করিলে (৭) **স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ** অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে ও নাই এবং অবক্তব্য এইরূপ সপ্তমভঙ্গের ব্যবহার হয়। এই প্রকারেই একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গী নিয়ম ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন প্রকারে এক, কোন প্রকারে অনেক, এবং কোন প্রকারে নিত্য, কোন প্রকারে অনিত্য ইত্যাদি বলা হয়।

ভামতী।

নিরস্তঃ মুক্তকচ্ছানাং সুগতানাং সময়ঃ। বিবসনানাং সময় ইদানীং নিরস্যতে। তৎসময়ম্ আহ—সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাম্—"সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ সম্মতা" ইতি। তত্র সংক্ষেপম্ আহ—"সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ" ইতি। বোধাত্মকো জীবঃ জড়বর্গস্তু অজীবঃ ইতি। যথাযোগং তয়োর্জীবাজীবয়োঃ ইমম্ অপরং প্রপঞ্চম্ আচক্ষতে। তম্ আহ—"পঞ্চাস্তিকায়া নামে"ত্তি। "সর্ব্বেষামপ্যেষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্" ইতি। জীবাস্তিকায়স্ত্রিধা—বদ্ধঃ মুক্তঃ নিত্যসিদ্ধশ্চ ইতি। পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ষোঢ়া—পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমং চ ইতি। ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ প্রবৃত্ত্যনুমেয়ঃ, অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ স্থিত্যনুমেয়ঃ। আকাশাস্তিকায়ঃ দ্বেধা—লোকাকাশঃ অলোকাকাশশ্চ। তত্র উপর্য্যুপরি স্থিতানাং লোকানাম্ অন্তর্বর্ত্তী লোকাকাশঃ, তেষাম্ উপরি মোক্ষস্থানম্ অলোকাকাশঃ। তত্র হি ন লোকাঃ সন্তি।

তৎ এবং জীবাজীবপদার্থৌ পঞ্চধা প্রপঞ্চিতৌ। আস্রবসংবরনির্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণাঃ প্রপঞ্চ্যন্তে। দ্বিধা প্রবৃত্তিঃ, সম্যক্ মিথ্যা চ। তত্র মিথ্যাপ্রবৃত্তিঃ আস্রবঃ। সম্যক্ প্রবৃত্তী তু সংবরনির্জরৌ। আস্রাবয়তি পুরুষং বিষয়েষু ইতি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ আস্রবঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারা হি পৌরুষং জ্যোতিঃ বিষয়ান্ স্পৃশৎ রূপাদিজ্ঞানরূপেণ পরিণমতে ইতি। অন্যে তু কর্ম্মাণি আস্রবম্ আহুঃ। তানি হি কর্ত্তারম্ অভিব্যাপ্য স্রবন্তি, কর্ত্তারম্ অনুগচ্ছন্তি ইতি আস্রবঃ। সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিঃ, অনর্থহেতুত্বাৎ। সংবরনির্জরৌ চ সম্যক্প্রবৃত্তী। তত্র শমদমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সংবরঃ। সা হি আস্রবস্রোতসঃ দ্বারং সংবৃণোতি ইতি সংবর উচ্যতে। নির্জরস্তু অনাদিকালপ্রবৃত্তিকষায়কলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রহাণহেতুঃ তপ্তশিলারোহণাদিঃ। স হি নিশেষং পুণ্যাপুণ্যং সুখদুঃখোপভোগেন জরয়তি ইতি নির্জরঃ

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একরূপব্রহ্মসমন্বয়বিরোধানেকান্তবাদভঙ্গস্য বুদ্ধিসন্নিধানলক্ষণাং সঙ্গতিম্ আহ—"নিরস্ত" ইতি। মুক্তকচ্ছেষু নিরস্তেষু মুক্তবসনা বুদ্ধিস্থা ভবন্তি ইতি। অথবা সময়মাত্রসিদ্ধপঞ্চস্কন্ধাদিপদার্থাশ্রয়ন্যায়াভাসে নিরস্তে পঞ্চাস্তিকায়াদিসাময়িকপদার্থাশ্রিতং ন্যায়াভাস-সংদৃব্ধং মতং ভবতি বুদ্ধিস্থম্। তদিদং সময়পদেন সূচিতম্। উপলব্ধেঃ অর্থসত্ত্ববৎ তদনেকান্তোঽপি উপলব্ধেরেবাস্তি ইতি অর্থসংগতি। অস্তীতি কায়ন্তে শব্দ্যন্তে ইতি অস্তিকায়াঃ। কৈ গৈ শব্দে। অর্হন্ নিত্যসিদ্ধঃ। ইতরে কেচিৎ সাধনৈঃ মুক্তাঃ। অন্যে বদ্ধাঃ। "প্রবৃত্ত্যনুমেয়" ইতি। সম্যক্ত্ব মিথ্যাত্বেন প্রবৃত্তিদ্বৈবিধ্যং বক্ষ্যতি। তত্র ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ সম্যক্প্রবৃত্ত্যনুমেয় ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়বাহ্যপ্রবৃত্ত্যা হি আন্তরঃ অপূর্ব্বাখ্যঃ ধর্ম্মঃ অনুমীয়তে ইত্যর্থঃ। "অধর্ম্মে"তি। ঊর্দ্ধ্বগমনশীলো হি জীবঃ তস্য দেহে অবস্থানেন অধর্ম্মঃ অনুমীয়তে ইত্যর্থঃ। বন্ধমোক্ষৌ ফলে। প্রবৃত্তী তু সমীচ্যসমীচ্যৌ, তয়োঃ সাধনে তে দর্শয়তি—"আস্রবে"তি। আস্রাবয়তি গময়তি।

ভামতীর অনুবাদ।

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইল। এক্ষণে বস্ত্রহীন জৈনদিগের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইতেছে। **সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সংক্ষেপে ও বিস্তারে তাহাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। তাহার মধ্যে

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভামতীর অনুবাদ।

সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ এই গ্রন্থদ্বারা সংক্ষেপে তাহাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। জীব চৈতন্যস্বরূপ এবং অচেতন সকল জীবভিন্ন। যথাসম্ভব সেই জীব ও অজীবের আর একটি বিবরণ বলা হইতেছে। **পঞ্চাস্তিকায়া নাম** এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন। **সর্ব্বেষামপ্যেষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—**জীবপদার্থ তিন প্রকার**, যথা—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। **পুদ্গলপদার্থ ছয় প্রকার**—পৃথিবী ইত্যাদি চারিটি ভূত এবং স্থাবর ও জঙ্গম। **ধর্ম্মপদার্থ টি** প্রবৃত্তিদ্বারা অনুমেয়, এবং **অধর্ম্মপদার্থ টি** শরীরে অবস্থিতিদ্বারা অনুমেয়। **আকাশপদার্থ দুই প্রকার**, যথা—লোকাকাশ এবং অলোকাকাশ। তন্মধ্যে উপরে উপরে বর্ত্তমান লোকসকলের অন্তর্গত যে আকাশ, তাহাই লোকাকাশ, এবং তাহাদের উপরে যে মোক্ষস্থান, তাহাই অলোকাকাশ; কারণ, সেখানে কোন লোক নাই। অতএব এইরূপে জীব ও অজীবপদার্থ পাঁচ-প্রকার বলা হইল। আস্রব সংবর ও নির্জ্জর এই তিনটি প্রবৃত্তিপদার্থের বিবরণ করা হইতেছে। **প্রবৃত্তি দুই প্রকার**, সত্য ও মিথ্যা। তন্মধ্যে মিথ্যাপ্রবৃত্তি—**আস্রব**। আর সত্যপ্রবৃত্তি—**সংবর ও নির্জ্জর**। মানুষকে বিষয়ের দিকে লইয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিই—আস্রব। কারণ, পুরুষের প্রকাশ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সকলে সম্বদ্ধ হইয়া রূপাদির জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় কর্ম্মকে আস্রব বলেন। কারণ, তাহারা কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া যায়, অর্থাৎ কর্ত্তার অনুসরণ করে, এইজন্য তাহারা আস্রব। ইহাই সেই মিথ্যাপ্রবৃত্তি, যেহেতু উহাই অনর্থের হেতু। সংবর এবং নির্জ্জর সত্যপ্রবৃত্তি। তন্মধ্যে শমদমাদিরূপ প্রবৃত্তি সংবর। কারণ, তাহা আস্রবস্রোতঃ অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবাহদ্বার-ইন্দ্রিয়কে সংবরণ করে অর্থাৎ অবরোধ করে, এইজন্য তাহাকে সংবর বলে। আর অনাদিকালসঞ্চিত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি জন্য কষায়রূপ কলুষ অর্থাৎ ক্রোধাদি এবং পুণ্য ও পাপের বিনাশ হেতু উত্তপ্ত শিলারোহণপ্রভৃতিকেই নির্জ্জর বলে। কারণ, তাহা সুখদুঃখ উপভোগদ্বারা পুণ্য ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া দেয়, এইজন্য তাহাকে নির্জ্জর বলা হয়।

ভামতী।

বন্ধঃ অষ্টবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতিকর্ম্ম চতুর্ব্বিধম্। তদ্ যথা—জ্ঞানাবরণীয়ং, দর্শনাবরণীয়ং, মোহনীয়ম্, অন্তরায়ম্ ইতি। তথা চত্বারি অঘাতিকর্ম্মাণি। তদ্ যথা—বেদনীয়ং, নামিকং, গোত্রিকম্, আয়ুষ্কং চ ইতি। তত্র সম্যক্ জ্ঞানং ন মোক্ষসাধনং, ন হি জ্ঞানাৎ বস্তুসিদ্ধিঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ ইতি বিপর্য্যয়ঃ জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম উচ্যতে। আর্হতদর্শনাভ্যাসাৎ ন মোক্ষ ইতি জ্ঞানং 'দর্শনাবরণীয়ং কর্ম্ম। বহুষু বিপ্রতিষিদ্ধেষু তীর্থকরৈঃ উপদর্শিতেষু মোক্ষমার্গেষু বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং কর্ম্ম। মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তানাং তদ্বিঘ্নকরং বিজ্ঞানম্ অন্তরায়ং কর্ম্ম। তানি ইমানি শ্রেয়োহন্তৃত্বাৎ ঘাতিকর্ম্মাণি উচ্যন্তে। অঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদ্ যথা—বেদনীয়ং কর্ম্ম শুক্লপুদ্গলবিপাকহেতুঃ, তদ্ধি বন্ধোঽপি ন নিঃশ্রেয়সপরিপন্থি; তত্ত্বজ্ঞানাবিঘাতকত্বাৎ। শুক্লপুদ্গলারম্ভকবেদনীয়কর্ম্মানুগুণং নামিকং কর্ম্ম। তদ্ধি শুক্লপুদ্গলস্য আদ্যাবস্থাং কলল-বুদ্বুদাদিম্ আরভতে। গোত্রিকম্ অব্যাকৃতং ততোঽপি আদ্যং শক্তিরূপেণ অবস্থিতম্। আয়ুষ্কং তু আয়ুঃ কায়তি কথয়তি উৎপাদনদ্বারা ইতি আয়ুষ্কম্। তানি এতানি শুক্ল-পুদ্গলাশ্রয়ত্বাৎ আঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদেতৎ কর্ম্মাষ্টকং পুরুষং বধ্নাতি ইতি বন্ধঃ।

বিগলিত সমস্তক্লেশতদ্বাসনস্য অনাবরণজ্ঞানস্য সুখৈকতানস্য আত্মনঃ উপরিদেশাবস্থানং মোক্ষ ইত্যেকে। অন্যে তু ঊর্দ্ধগমনশীলো হি জীবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকায়েন বদ্ধঃ তদ্বিমোক্ষাৎ যৎ ঊর্দ্ধং গচ্ছত্যেব স মোক্ষঃ ইতি। তে এতে সপ্তপদার্থাঃ জীবাদয়ঃ সহ অবান্তরপ্রভেদৈঃ উপন্যস্তাঃ।

তত্র "সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়ম্ অবতারয়ন্তি। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ" ইতি। স্যাচ্ছব্দঃ খলু অয়ং নিপাতঃ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ অনেকান্তদ্যোতী। যথাহুঃ—

"বাক্যেষ্বনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাৎ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ"॥ ইতি। (অনন্তবীর্য্যঃ)

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

যদি পুনঃ অয়ম্ অনেকান্তদ্যোতকঃ স্যাচ্ছব্দো ন ভবেৎ, স্যাদস্তি ইতি বাক্যে স্যাৎপদম্ অনর্থকং স্যাৎ, তৎ ইদম্ উক্তম্—'অর্থযোগিত্বাৎ' ইতি। অনেকান্তদ্যোতকত্বে তু স্যাদস্তি কথঞ্চিৎ অস্তি ইতি স্যাৎপদাৎ কথঞ্চিৎ অর্থঃ অস্তি ইত্যনেন অনুক্তঃ প্রতীয়তে ইতি ন আনর্থক্যম্। তথাচ—

"স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃৎ"॥ (অনন্তবীর্য্যঃ)

কিংবৃত্তে প্রত্যয়ে খলু অয়ং চিন্নিপাতবিধিনা সর্ব্বথা একান্তত্যাগাৎ সপ্তসু একান্তেষু যো ভঙ্গঃ তত্র যো নয়ঃ তদপেক্ষঃ সন্ হেয়োপাদেয়ভেদায় স্যাদ্বাদঃ কল্পতে। তথাহি—যদি বস্তু অস্ত্যেব ইতি এব একান্ততঃ, তৎ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনা অস্ত্যেব ইতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা ; প্রাপ্তাপ্রাপণীয়ত্বাৎ, হেয়হানানুপপত্তেশ্চ। অনেকান্তপক্ষে তু ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিৎ সত্ত্বে হানোপাদানে প্রেক্ষাবতাং কল্পেতে ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"বন্ধঃ অষ্টবিধমি"তি। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত আস্রবোঽপি বন্ধঃ তথাপি তদ্ধেতুত্বাৎ অয়মপি বন্ধ ইত্যর্থঃ। "অতিপ্রসঙ্গাদি"তি। আশামোদকাদিজ্ঞানেভ্যোঽপি মোদকাদিসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। "বিপাকহেতুরি"তি। শরীরাকারেণ পরিণামহেতুঃ। তচ্চ কর্ম্ম বেদনীয়ঃ শরীরদ্বারেণ তত্ত্ববেদনহেতুত্বাৎ ইতি। শুক্রশোণিতব্যতিরেকজাতং মিলিতং তদুভয়স্বরূপম্ আয়ুষ্কম্। তস্য দেহাকারপরিণামশক্তিঃ গোত্রিকম্। শক্তিমতি তস্মিন্ বীজে কললাখ্যদ্রবাত্মকাবস্থায়া বুদ্বুদাত্মতায়াশ্চ আরম্ভকঃ ক্রিয়াবিশেষঃ নামিকম্। সক্রিয়স্য বীজস্য তেজঃ-পাকবশাৎ ঈষদ্‌ঘনীভাবঃ শরীরাকারপরিণামহেতুঃ বেদনীয়ম্ ইতি বিভাগঃ। কায়তি ইতি কৈ ?গৈ শব্দে ইত্যস্য রূপম্। স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ইত্যেতৎ অবক্তব্য ইত্যস্য অধস্তাৎ সম্বন্ধনীয়ম্। সপ্ত চ একান্তস্বভঙ্গাঃ কথং কথং কদা কদা চ প্রসরন্তি ইত্যপেক্ষায়াম্ অনন্তবীর্য্যঃ প্রতিপাদয়ামাস—

"তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতি গতির্ভবেৎ। স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাৎ তন্নিষেধে বিবক্ষিতে॥
ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভৃৎ। যুগপৎ তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ॥
আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে। অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ॥
সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে"॥ ইতি

যুগপদস্তিত্বনাস্তিত্বয়োঃ বিবক্ষায়াং বাচঃ ক্রমবৃত্তিত্বাৎ উভয়ং যুগপৎ অবাচ্যম্। আদ্যঃ অস্তিত্বভঙ্গঃ অন্ত্যেন অসত্ত্বেন সহ যুগপৎ অবাচ্যঃ। অন্ত্যশ্চ আদ্যেন ভঙ্গেন সহ যুগপৎ অবাচ্যঃ। সমুচ্চিতরূপশ্চ ভঙ্গ একৈকেন সহ যুগপৎ অবাচ্য ইত্যর্থঃ। অথবা সদসদুভয়েষু একান্তে ভগ্নে অনির্বাচ্যত্বনিয়মভঙ্গঃ স্যাদবক্তব্য ইতি কৃতঃ। তেষ্বেব পক্ষেষু তত্তৎপূর্ব্বপক্ষবাদ্যুক্তানির্বাচ্যত্বনিয়মঃ স্যাদস্ত্যবক্তব্য ইত্যাদিনা ভজ্যতে।

নমু অস্তি স্যাৎ ইতি বর্ত্তমানত্ববিধিবাচিনোঃ কথম্ একার্থপর্য্যবসানম্ অত আহ—"স্যাচ্ছব্দঃ" ইতি। তিঙন্ততুল্যঃ অতো ন বিধ্যর্থতা ইত্যর্থঃ। "বাক্যেষু" ইতি। স্যাদস্তি ইত্যাদিবাক্যেষু স্যাৎ ইতি অয়ং শব্দঃ তিঙন্তসদৃশো নিপাত ইত্যন্বয়ঃ। কোঽস্যার্থ ইতি তত্রাহ—"অনেকান্তে"তি। অনেকান্তঃ কিং স্বাতন্ত্র্যেণ প্রতিপাদ্যতে ? ন ইত্যাহ—"গম্যং প্রতি" ইতি। গম্যম্ অস্তিত্বাদি। কুতঃ অস্য অনেকান্তদ্যোতিত্বম্ অত আহ—"অর্থযোগিত্বাদি"তি। এতৎ উপপাদয়তি—"যদি পুনঃ" ইতি। ব্যতিরেকম্ উক্ত্বা অন্বয়ম্ আহ—"অনেকান্তদ্যোতকত্বে তু" ইতি। স্যাৎপদেন অনেকান্তাভিধানে কিং প্রয়োজনম্ অত আহ—"তথা চে"তি। যথা স্যাচ্ছব্দস্য অনেকান্তদ্যোতকত্বং জৈনৈরুক্তং, তথা তৎপ্রয়োজনং চ উক্তম্ ইত্যর্থঃ। স্যাদ্বাদঃ হেয়োপাদেয়বিশেষকৃৎ ইত্যন্বয়ঃ। কিংশব্দাৎ "কিমশ্চ" ইতি সূত্রেণ থমুপ্রত্যয়ো ভবতি, ততঃ কথম্ ইতি রূপং লভ্যতে, তদুপরি চিৎ ইতি অয়ং নিপাতো বিধীয়তে, ততঃ কথঞ্চিৎ ইতি স্যাৎ, তস্মাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধেঃ হেতোঃ কথঞ্চিৎ অস্তি কথঞ্চিৎ নাস্তি ইত্যাদিরূপাৎ সর্ব্বথা একান্তত্যাগাৎ ভবন্তং সপ্তভঙ্গনয়ম্ অপেক্ষ্য স্যাদ্বাদো হেয়োপাদেয়বিশেষকৃৎ ইত্যর্থঃ। কিংবৃত্তে কিংশব্দাৎ উপরিবৃত্তে প্রত্যয়ে থমি, সপ্তসু একান্তেষু অস্ত্যাদি নিয়মেষু ইত্যর্থঃ। সপ্তানাম্ একান্তানাং ভঙ্গে হেতুং স্ফারং দর্শয়তি—"তথাহি" ইতি। ন প্রবর্ত্তেত ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"প্রাপ্তে"তি। সতঃ বস্তুনঃ প্রাপ্তস্য অপ্রাপণীয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ন নিবর্ত্তেত ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"হেয়ে"তি। অসত্ত্বে হি একান্তে হেয়মেব ত্যক্তমেব আহিতং সর্ব্বদা স্যাৎ তস্য চ সাধ্যং হানম্ অনুপপন্নম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

বন্ধ—আট প্রকার কর্ম্ম। তন্মধ্যে ঘাতিকর্ম্ম চারিপ্রকার। যথা—জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় এবং অন্তরায়। আর চারিটি অঘাতিকর্ম্ম, যথা—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক এবং আয়ুষ্ক। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন নহে, যেহেতু জ্ঞান হইতে বস্তুর সিদ্ধি হয় না ; কারণ, অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বিপরীতবুদ্ধিকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম বলা হয়। জৈনশাস্ত্র অভ্যাসবশতঃ মোক্ষ হয় না—এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম বলা হয়। তীর্থকর অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত বহু বিরুদ্ধ মোক্ষপথে বিশেষানবধারণের অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।৩৩]

ভামতীর অনুবাদ।

কোনটী মোক্ষমার্গ, এইরূপ নিশ্চয়াভাবের নাম **মোহনীয়** কর্ম্ম। যাঁহারা মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই পথের বিঘ্নদায়ক যে জ্ঞান তাহার নাম **অন্তরায়** কর্ম্ম। সেই এই কর্ম্ম সকল শ্রেয়ঃ নাশ করিয়া দেয় বলিয়া ইহাদিগকে **ঘাতিকর্ম্ম** বলা হয়। অঘাতি কর্ম্ম যথা—**শুক্র** পরমাণুসকলের শরীররূপে পরিণামের কারণ যে ঘন অবস্থা তাহার নাম **বেদনীয়** কর্ম্ম। কারণ, তাহা বদ্ধ হইলেও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষের বিরোধি নহে, যেহেতু তাহা তত্ত্বজ্ঞানের নাশক নহে। (অর্থাৎ শরীরদ্বারা পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া তাহাকে বেদনীয় কর্ম্ম বলে) শুক্রপুদ্গল অর্থাৎ শুক্র পরমাণু হইতে উৎপন্ন দেহের জনক বেদনীয় কর্ম্মের অনুকূল যে কর্ম্ম, অর্থাৎ শুক্রের ক্রিয়াবিশেষ, তাহা **নামিক** কর্ম্ম। কারণ, তাহা শুক্রপুদ্গলের প্রথম অবস্থা—কলল বুদ্বুদাদিকে আরম্ভ করে। তাহারও প্রথম অবস্থা যাহা শক্তিরূপে থাকে, অর্থাৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যক্ত যে অবস্থা, তাহা **গোত্রিক** কর্ম্ম। আর আয়ুকে উৎপাদনদ্বারা যাহা প্রকাশ করে, তাহা আয়ুষ্ককর্ম্ম, অর্থাৎ শুক্র ও শোণিতের মিলন অবস্থাকে আয়ুষ্ককর্ম্ম বলে। সেই এই কর্ম্মগুলি শুক্রপুদ্গলকে অবলম্বন করিয়া হয় বলিয়া তাহাদিগকে অঘাতিকর্ম্ম বলা হয়। এই সেই আটটি কর্ম্ম মানুষকে বন্ধন করে। এইজন্য ইহাদিগকে বন্ধ বলা হয়।

যাহার রাগাদি সমস্ত ক্লেশ ও তাহার বাসনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহার জ্ঞানের কোন আবরণ নাই এবং যিনি সুখৈকতান অর্থাৎ একমাত্র সুখস্বরূপ সেই আত্মার উচ্চদেশে অর্থাৎ অলোকাকাশে অবস্থিতিই মোক্ষ—ইহা কেহ কেহ বলেন। আর অপরে বলেন—ঊর্দ্ধে গমন করাই জীবের স্বভাব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মদ্বারা তিনি বদ্ধ হন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিবৃত্তিতে তিনি যে ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকেন তাহার নাম মোক্ষ। সেই এই জীবাদি সাতটি পদার্থ অবান্তর ভেদের সহিত উল্লিখিত হইল।

এ বিষয়ে তাঁহারা সকল পদার্থেই **স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি** ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীনয় নামক ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকেন। এই স্যাৎ শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ তিঙন্তপদের তুল্য, অনেকান্তের দ্যোতক, অর্থাৎ অনিয়ত অর্থের বাচক। যেমন তাঁহারা বলেন—

বাক্যেষ্বনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাৎ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ॥ ইতি

অর্থাৎ স্যাদস্তি ইত্যাদি বাক্যে স্যাৎ এই শব্দটি তিঙন্তপদের তুল্য, ইহা নিপাতনে সিদ্ধ হয়, এবং ইহা গম্য অর্থাৎ অস্তিত্বাদির বিশেষণ ও অনেকান্তের দ্যোতক; কারণ, তাহা অর্থযোগী, অর্থাৎ সার্থক—নিরর্থক নহে। যদি এই স্যাৎশব্দটি অনেকান্তের দ্যোতক না হইত, তাহা হইলে স্যাদস্তি এই বাক্যে স্যাৎ এই পদটি বৃথা হইত। সেইজন্য **অর্থযোগিত্বাৎ** এই বাক্যটি বলা হইয়াছে। আর যদি অনেকান্তের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে স্যাদস্তি অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে, এইরূপে স্যাৎ এই পদ হইতে "কোন প্রকারে" এই অর্থটি জানা যাইতেছে। এই অর্থটী অস্তি এই পদদ্বারা বলা হয় নাই। অতএব বৃথা হইল না। তাহাই বলা হইয়াছে, যথা—

"স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃৎ"॥ ইতি

অর্থাৎ **কিম্** শব্দের পর যে **থম্** প্রত্যয় হইয়াছে, তাহাতে চিৎ এই নিপাতন বিধিদ্বারা সকলপ্রকারে একান্ত অর্থাৎ নিয়ম ত্যাগ করায় সাতটি নিয়মে যে ভঙ্গ হয়, তাহাতে যে ন্যায়, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া হেয় ও উপাদেয় বিশেষ করিবার জন্য স্যাদ্বাদ কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ যদি কোন বস্তু নিয়মিতভাবে থাকেই, তাহা হইলে তাহা সকলপ্রকারে সকলসময়ে সকলস্থানে সকলরূপে থাকেই, অতএব তাহার ঈপ্সা ও জিহাসাবশতঃ অর্থাৎ লাভের ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ কোনস্থানে কোন সময়ে কোনপ্রকারে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইত না বা নিবৃত্ত হইত না; কারণ, পাওয়া বস্তু পাইতে হয় না, এবং যদি অসত্তাই ঐকান্তিক হয়, তাহা হইলে তাহা ত পরিত্যক্তই আছে, অতএব ত্যক্তবস্তুর ত্যাগ হইতে পারে না। কিন্তু অনেকান্তপক্ষে কোন স্থানে কোন সময়ে কোন বস্তু থাকিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ত্যাগ ও গ্রহণের কল্পনা যায়। অর্থাৎ অস্তিত্বই যদি বস্তুর স্বভাব হইত, তাহা হইলে সকলস্থানেই সর্ব্বদাই সকলেই যে কোন বস্তু পাইত, তাহা

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।৩৩]

ভামতীর অনুবাদ।

ত পায় না, অতএব অস্তিত্ব বস্তুর স্বভাব নহে। আর নাস্তিত্বই যদি বস্তুর স্বভাব হইত, তাহা হইলে আর কোন বস্তু ত্যাগ করিতে হইবে না ; কারণ, যে বস্তু নাই, তাহার আবার ত্যাগ হইবে কি করিয়া ? কিন্তু অনেকান্ত বস্তুর স্বভাব হইলে উভয়ই হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র আচক্ষ্মহে—নায়ম্ অভ্যুপগমঃ যুক্তঃ ইতি। কুতঃ ? "একস্মিন্ অসম্ভবাৎ"। ন হি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতি শীতোষ্ণবৎ। যে এতে সপ্ত-পদার্থা নির্দ্ধারিতা এতাবন্তঃ এবংরূপাশ্চ ইতি তে তথৈব বা স্যুঃ নৈব বা তথা স্যুঃ। ইতরথা হি তথা বা স্যুঃ অতথা বা ইতি অনির্দ্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়জ্ঞানবৎ অপ্রমাণমেব স্যাৎ। ননু অনেকাত্মকং বস্তু ইতি নির্দ্ধারিতরূপমেব জ্ঞানম্ উৎপদ্যমানং সংশয়জ্ঞানবৎ ন অপ্রমাণং ভবিতুম্ অর্হতি। ন ইতি ব্রূমঃ। নিরঙ্কুশং হি অনেকান্তত্বং সর্ব্ববস্তুষু প্রতিজানানস্য নির্দ্ধারণস্যাপি বস্তুত্বাবিশেষাৎ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি-বিকল্পোপনিপাতাৎ অনির্দ্ধারণাত্মকতা এব স্যাৎ। এবং নির্দ্ধারয়িতুঃ নির্দ্ধারণফলস্য চ স্যাৎ পক্ষে অস্তিতা, স্যাচ্চ পক্ষে নাস্তিতা ইতি। এবং সতি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ তীর্থকরঃ প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমাতৃ-প্রমিতিষু অনির্দ্ধারিতাসু উপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ ? কথং বা তদভিপ্রায়ানুসারিণঃ তদুপদিষ্টে অর্থে অনির্দ্ধারিতরূপে প্রবর্ত্তেরন্ ? ঐকান্তিকফলত্বনির্দ্ধারণে হি সতি তৎসাধনানুষ্ঠানায় সর্ব্বো লোকঃ অনাকুলঃ প্রবর্ত্ততে নান্যথা। অতশ্চ অনির্দ্ধারিতার্থং শাস্ত্রং প্রণয়ন্ মত্তোন্মত্তবৎ অনুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

তথা পঞ্চানাম্ অস্তিকায়ানাং পঞ্চত্বসংখ্যা অস্তি বা নাস্তি বা ইতি বিকল্প্যমানা স্যাৎ তাবৎ একস্মিন্ পক্ষে, পক্ষান্তরে তু ন স্যাৎ ইত্যতঃ ন্যূনসংখ্যাত্বম্ অধিকসংখ্যাত্বং বা প্রাপ্নুয়াৎ। ন চ এষাং পদার্থানাম্ অবক্তব্যত্বং সম্ভবতি। অবক্তব্যাশ্চেৎ ন উচ্যেরন্। উচ্যন্তে চ অবক্তব্যাশ্চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। উচ্যমানাশ্চ তথৈব অবধার্য্যন্তে ন অবধার্য্যন্তে ইতি চ, তথা তদবধারণফলং সম্যগ্‌দর্শনম্ অস্তি বা নাস্তি বা। এবং তদ্‌বিপরীতম্ অসম্যগ্‌-দর্শনম্ অপি অস্তি বা নাস্তি বা ইতি প্রলপন্ মত্তোন্মত্তপক্ষস্যৈব স্যাৎ, ন প্রত্যায়িতব্য-পক্ষস্য। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ পক্ষে ভাবঃ পক্ষে চ অভাবঃ, তথা পক্ষে নিত্যতা পক্ষে চ অনিত্যতা ইতি অনবধারণায়াং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ।

অনাদিসিদ্ধজীবপ্রভৃতীনাং চ স্বশাস্ত্রাবধৃতস্বভাবানাম্ অযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদার্থেষু একস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ অসম্ভবাৎ সত্ত্বে চ একস্মিন্ ধর্ম্মে অসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্য অসম্ভবাৎ অসত্ত্বে চ এবং সত্ত্বস্য অসম্ভবাৎ অসঙ্গতম্ ইদম্ আর্হতং মতম্। এতেন একানেকনিত্যানিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমা নিরাকৃতা মন্তব্যাঃ। যত্তু পুদ্‌গলসংজ্ঞকেভ্যঃ অণুভ্যঃ সংঘাতাঃ সম্ভবন্তি ইতি কল্পয়ন্তি, তৎ পূর্ব্বেণৈব অণুবাদনিরাকরণেন নিরাকৃতং ভবতি ইত্যতঃ ন পৃথক্ নিরাকরণায় প্রযত্যতে ।৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

ইহার উত্তরে আমরা বলি—এই অভ্যুপগম অর্থাৎ আর্হতগণের সম্মত অনেকান্তবাদ সঙ্গত নহে। কেন ? যেহেতু একবস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, একটী ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ সম্ভব নহে, যেমন শীত ও উষ্ণ। এই যে সাতটি পদার্থ স্থির করা হইয়াছে—ইহারা এতগুলি

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভাষ্যানুবাদ।

এবং এইরূপ, তাহারা সেইরূপই হইবে, অথবা সেইরূপ হইবে না। অন্যথা সেইরূপ হইবে অথবা সেইরূপ হইবে না—এইরূপে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সংশয়ের মত অপ্রমাণই হইবে। যদি বল বস্তুমাত্রই অনেকাত্মক, এইরূপে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, অতএব সংশয়াকার জ্ঞানের মত অপ্রমাণ হইতে পারে না। আমরা বলি—না, ইহা বলিতে পার না। যিনি সকলবস্তুতেই অবাধে অনেকান্তভাব স্বীকার করেন, তাঁহার মতে নির্ধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ও বস্তু বলিয়া স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি বিকল্পযুক্ত হওয়ায় অনিশ্চয়রূপই হইবে। এইরূপ নিশ্চয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়ফল অর্থাৎ নিশ্চয়করাই যাহার ফল সেই প্রমাণও কখনও বিদ্যমান হইবে. কখনও অবিদ্যমান হইবে। এইরূপ হইলে শাস্ত্রকার প্রমাণস্বরূপ হইয়া অনিশ্চিতস্বরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা ও প্রমিতি বিষয়ে কি করিয়া উপদেশ দিতে পারেন? এবং যাঁহারা তাঁহার মতের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই বা কি করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট অনিশ্চিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন? কারণ, কোন নিশ্চিত ফলের স্থির হইলে তাহার অনুষ্ঠানের জন্য সকল লোকে নিঃসন্দেহে প্রবৃত্ত হয়, অন্যথা নহে। অতএব অনিশ্চিতবিষয়ক শাস্ত্র রচনা করিয়া জৈনাচার্য্য পাগলের মত অনুপাদেয়বচন হইবেন। অর্থাৎ তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করিবে না।

সেইরূপ পাঁচটি পদার্থের পঞ্চত্ব সংখ্যা আছে অথবা নাই—এইরূপ বিকল্প করিলে একপক্ষে তাহা থাকিবে, কিন্তু অন্যপক্ষে থাকিবে না। অতএব তাহারা সংখ্যায় অল্প হইতে পারে অথবা অধিক হইতে পারে। আর এই সকল পদার্থের অবক্তব্যত্ব সম্ভব নহে। তাহারা যদি অবক্তব্য হইত, তাহা হইলে বলা যাইত না। বলা যাইতেছে, অথচ অবক্তব্য অর্থাৎ বলা যায় না—ইহা ত বিরুদ্ধ। আর সেই পদার্থগুলি উচ্চারিত হইয়া সেইরূপই বুঝা যাইতেছে পক্ষান্তরে সেইরূপ বুঝা যাইতেছে না (এইরূপ প্রলাপ করিয়া) সেইরূপ সত্তাদির অনেকান্তত্ব অবধারণের ফল—তত্ত্বসাক্ষাৎকার, আছে অথবা নাই, এবং তাহার বিপরীত মিথ্যাজ্ঞানও আছে অথবা নাই—এইরূপ প্রলাপ করিয়া জৈনাচার্য্য উন্মত্তপক্ষেরই অন্তর্গত হইবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষের অন্তর্গত হইবেন না। আর স্বর্গ ও মোক্ষ কোনরূপে আছে, কোনরূপে নাই—এইরূপ কোনরূপে নিত্য, কোনরূপে অনিত্য, এইরূপে নিশ্চয় না হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর তাঁহার শাস্ত্রে যাহাদের স্বরূপ স্থির করিয়া বলা হইয়াছে—সেই অনাদিসিদ্ধ জীবপ্রভৃতির স্বরূপ অর্থাৎ অর্হন্ নিত্যসিদ্ধ জীব, এবং অপরে সাধনের অনুষ্ঠান করিলে মুক্ত হন, তাহা না করিলে বদ্ধই থাকেন—ইত্যাদি যে ত্রিবিধ জীবের কথা বলা হইয়াছে—এই নিয়মও থাকিবে না। আর জীবাদি পদার্থগুলিতে একটিতে সত্তা ও অসত্তা—এই বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্ভব না হওয়ায়, এবং একটিতে সত্তারূপ ধর্ম্ম থাকিলে অসত্ত্বরূপ অন্য ধর্ম্ম থাকা সম্ভব হয় না বলিয়া, এবং এইরূপ অসত্ত্ব থাকিলে সত্ত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া এই জৈনমত অসঙ্গত। ইহা দ্বারা এক ও অনেক নিত্য ও অনিত্য এবং ভিন্ন ও অভিন্ন ইত্যাদি যে অনেকান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন করা হইল, জানিবেন। আর যে তাঁহারা কল্পনা করেন—পুদ্গল নামক অণু হইতে সংঘাত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে যে পরমাণুবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই খণ্ডিত হয়। অতএব পৃথক্ করিয়া তাহার খণ্ডনে যত্ন করা হইল না।৩৩

ভামতী।

তমেনং সপ্তভঙ্গীনয়ং দূষয়তি—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"। বিভজতে—"ন হি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি" পরমার্থসতি পরমার্থসতাং "যুগপৎ সত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং" পরস্পরপরিহারস্বরূপাণাং "সমাবেশঃ সম্ভবতি"। এতদুক্তং ভবতি—সত্যং যৎ অস্তি বস্তুতঃ তৎ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনা নির্ব্বচনীয়েন রূপেণ অস্ত্যেব, ন নাস্তি, যথা প্রত্যগাত্মা। যত্তু কচিৎ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ আত্মনা অস্তি ইত্যুচ্যতে, যথা প্রপঞ্চঃ, তৎ ব্যবহারতঃ ন তু পরমার্থতঃ, তস্য বিচারাসহত্বাৎ। ন চ প্রত্যয়মাত্রং বাস্তবত্বং ব্যবস্থাপয়তি, শুক্তিমরুমরীচিকাদিষু রজততোয়াদেরপি বাস্তবত্ব-প্রসঙ্গাৎ। লৌকিকানাম্ অবাধেন তু তদ্ব্যবস্থায়াং দেহাত্মাভিমানস্যাপি অবাধেন তাত্ত্বিকত্বে সতি লোকায়তমতাপাতেন নাস্তিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। পণ্ডিতরূপাণাং তু দেহাত্মাভিমানস্য বিচারতো বাধনং প্রপঞ্চস্যাপি অনেকান্তস্য তুল্যম্ ইতি। অপিচ সদসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বেন সমুচ্চয়াভাবে বিকল্পঃ। ন চ বস্তুনি বিকল্পঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ স্থাণুর্বা পুরুষো বা ইতি জ্ঞানবৎ সপ্তত্বপঞ্চত্বনির্দ্ধারণস্য ফলস্য, নির্দ্ধারয়িতুশ্চ প্রমাতুঃ, তৎকরণস্য প্রমাণস্য চ, তৎপ্রমেয়স্য চ

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ।৩৪ *

ভামতী।

সপ্তত্বপঞ্চত্বস্য সদসত্ত্বসংশয়ে সাধু সমর্থিতং তীর্থকরত্বম্ ঋষভেণ আত্মনঃ। নির্দ্ধারণস্য চ একান্তত্বে সর্ব্বত্র ন অনেকান্তবাদ ইত্যাহ—"য এতে সপ্তপদার্থা" ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ ।৩৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যত্তু হেয়াদিসিদ্ধিহেতুঃ স্যাদ্বাদ ইতি, তত্রাহ—"এতদুক্তমি"ত্যাদিনা। যৎ অস্তি তদস্ত্যেব ইতি নিয়মমেব মন্মহে, যস্তু কথঞ্চিৎ অস্তি প্রপঞ্চঃ স বিকল্পিতঃ তত্র চ হেয়াদিবিভাগসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। "বিচারসহত্বাদি"তি। আরম্ভণাধিকরণে হি (ব্রঃ অঃ ২ পাঃ ৩ সূঃ ১৪) সদসত্ত্বে বস্তুনো ন ধর্ম্মৌ, অসত্ত্বদশায়ামপি বস্তুনুবৃত্ত্যাপাতাৎ, ন চ স্বরূপং, সর্ব্বদা অন্বয়প্রসঙ্গাৎ ইত্যাদি হি বিচারঃ কৃতঃ, স ইহ অনুসন্ধেয়ঃ ইত্যর্থঃ। "পণ্ডিতরূপাণাম্" ইতি। প্রশংসায়াং রূপপ্রত্যয়ঃ। ঋষভেণ বলীবর্দ্দেন ।৩৩

ভামতীর অনুবাদ।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ এই সূত্রদ্বারা সেই এই সপ্তভঙ্গী ন্যায়ে দোষ দিতেছেন। সূত্রের বিবরণ করিতেছেন—বাস্তবিক সত্য একটি ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয়ে, পরস্পরবিরুদ্ধ বাস্তবিক সত্য সত্ত্বাদি ধর্ম্মের একসঙ্গে অবস্থান সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে—বাস্তবিক সত্য বলিয়া যে পদার্থ আছে, তাহা সকল প্রকারে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল রূপে নির্ব্বচন করিবার যোগ্যরূপে থাকেই, কিন্তু থাকে না যে তাহা নহে, যেমন প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। আর যাহা কোন স্থানে কোন প্রকারে কোন সময়ে কোনরূপে আছে, ইহা বলা হয়, যেমন জগৎ, তাহা ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে; কারণ, তাহা বিচারসহ হয় না। (আরম্ভণসূত্রে ভামতীর অনুবাদ দেখুন।) আর কেবল জ্ঞান সত্যের ব্যবস্থাপক হয় না। কারণ, তাহা হইলে শুক্তি-মরুমরীচিকাদিতে রৌপ্য ও জলাদিও সত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, সংসারী লোকের অবাধিত জ্ঞানের দ্বারা বাস্তবত্বের ব্যবস্থা করিলে দেহাত্মাভিমানও বাধিত হয় না বলিয়া সত্য হইলে চার্ব্বাকমত আসিয়া পড়ায় নাস্তিকতা হইয়া পড়িবে। আর যাহারা প্রশংসনীয় পণ্ডিত, তাঁহাদের বিচারদ্বারা দেহাত্মবোধের যে বাধা হয়, তাহা **অস্তি নাস্তি** এইরূপ অনেকান্ত জগতের পক্ষেও সমান। আরও সৎ ও অসৎ পরস্পরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া সমুচ্চয় না হওয়ায় বিকল্প হইবে। আর বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না, অতএব **"স্থাণু র্বা পুরুষো বা** এই জ্ঞানের মত সাত ও পাঁচের নিশ্চয়রূপ—ফল এবং নিশ্চয়কর্ত্তা—প্রমাতা, তাহার করণ—প্রমাণ এবং প্রমেয়—সপ্তসংখ্যা ও পঞ্চসংখ্যার থাকা না থাকারূপ সংশয় হইলে (বৃষভের ন্যায় নির্ব্বোধ) ঋষভাচার্য্য নিজে যে একজন শাস্ত্রকার তাহা ভাল করিয়াই দেখাইলেন বটে? আর নিশ্চয়ই যদি নিয়মিতভাবে হয়, তাহা হইলে অনেকান্তবাদ হইল না—ইহাই **যে এতে সপ্তপদার্থা** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। অবশিষ্টভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।৩৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ।৩৪

যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ, এবম্ আত্মনোঽপি জীবস্য অকার্ৎস্ন্যম্ অপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। কথম্? শরীরপরিমাণো হি জীবঃ ইতি আর্হতা মন্যন্তে। শরীরপরিমাণতায়াং চ সত্যাম্ অকৃৎস্নঃ অসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্নঃ আত্মা ইত্যতঃ ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রসজ্যেত। শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ মনুষ্যশরীরজীবঃ মনুষ্যপরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম প্রাপ্নুবৎ ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ। পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবৎ ন কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরীরে সংমীয়েত। সমান এব একস্মিন্ অপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ।

স্যাদেতৎ—অনন্তাবয়বো জীবঃ তস্য তে এব অবয়বা অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুঃ মহতি চ বিকসেয়ুঃ ইতি। তেষাং পুনঃ অনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিহন্যতে বা ন বা ইতি বক্তব্যম্। প্রতিঘাতে তাবৎ ন অনন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সংমীয়েরন্। অপ্রতিঘাতেঽপি একাবয়বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষাম্ অবয়বানাং প্রথিমানুপপত্তেঃ জীবস্য

---

* এখানে প্রথমান্তপদ থাকিলেও "এবং চ" পদদ্বারায় সূত্র আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই হইল।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্।৩৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অপি চ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যং ন উৎপ্রেক্ষিতুম্ অপি শক্যম্।৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যেমন একটি বস্তুতে বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্ভব হয় না, **এবং চ** অর্থাৎ এইরূপ **আত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্** অর্থাৎ জীবেরও পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ হয়; কারণ, এমতে জীবকে দেহ পরিমাণ স্বীকার হয়। আর তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া পড়ে।

ভাষ্যার্থ—যেমন একটি আশ্রয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্ভব না হওয়া একটি দোষ, সেইরূপ আত্মারও অকার্ৎস্ন্য অর্থাৎ অপূর্ণতারূপ আর একটি দোষ হইবে। কেন? কারণ, জীব শরীরপরিমিত ইহা জৈনাচার্য্যগণ মানিয়া থাকেন। আর শরীর পরিমাণ হইলে আত্মা অকৃৎস্ন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন; এই হেতু আত্মা ঘটপ্রভৃতির মত অনিত্য হইয়া পড়িবে। আর শরীরের পরিমাণের স্থিরতা না থাকায় মানুষের আত্মা মানুষপরিমাণ হইয়া কোন কর্ম্মফলবশতঃ হস্তিজন্ম লাভ করিয়া সমস্ত হস্তীশরীরে ব্যাপ্ত না হউক, এবং পুত্তিকা অর্থাৎ পতঙ্গজন্মলাভ করিয়া সমস্ত পুত্তিকাদেহে সম্মিত না হউক অর্থাৎ পুত্তিকার ক্ষুদ্রদেহে সেই আত্মার স্থানসঙ্কুলান না হউক—দেহের বাহিরেও আত্মা থাকুক। এক জন্মেও বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাতে এই দোষ সমান।

যদি বল জীবের অবয়ব সকল অনন্ত তাহার সেই সকল অবয়বই ক্ষুদ্রদেহে সঙ্কুচিত হইবে এবং বৃহৎ দেহে বিস্তৃত হইবে। (উত্তর) সেই অনন্ত জীবাবয়ব সকলের একস্থানে থাকার ব্যাঘাত হয় কিনা তোমাকে বলিতে হইবে। যদি ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে অনন্ত অবয়বসকল পরিমিত স্থানে স্থান পাইত না। আর যদি ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে এক অবয়বের স্থানেই অন্য অবয়বগুলির থাকা সম্ভব হয় বলিয়া সকল অবয়বের বৃদ্ধি হইতে না পারায় জীব অণুপরিমিত হইয়া পড়িবে। আরও শরীর পরিমিত জীবাবয়ব সকল অনন্ত ইহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না।৩৪

ভামতী।

এবং চ ইতি চেন সমুচ্চয়ং দ্যোতয়তি। শরীরপরিমাণত্বে হি আত্মনঃ অকৃৎস্নত্বং পরিচ্ছিন্নত্বম্। তথাচ অনিত্যত্বম্। যে হি পরিচ্ছিন্নাঃ তে সর্ব্বে অনিত্যা যথা ঘটাদয়ঃ তথাচ আত্মা ইতি। তদেতৎ আহ—"যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি" ইতি। ইদং চ অপরম্ অকৃৎস্নত্বেন সূচিতম্ * ইত্যাহ—"শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ" ইতি। মনুষ্যকায়পরিমাণো হি জীবঃ ন হস্তিকায়ং কৃৎস্নং ব্যাপ্তুম্ অর্হতি অল্পত্বাৎ ইতি আত্মনঃ কৃৎস্নশরীরাব্যাপিত্বাৎ অকার্ৎস্ন্যম্, তথাচ ন শরীরপরিমাণত্বম্ ইতি। তথা হস্তিশরীরং পরিত্যজ্য যদা পুত্তিকাশরীরো ভবতি, তদা ন তত্র কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরীরে সংমীয়েত ইতি অকার্ৎস্ন্যম্ আত্মনঃ। সুগমম্ অন্যৎ। চোদয়তি—

"স্যাদেতৎ—অনন্তাবয়বঃ" ইতি। যথাহি প্রদীপো ঘটমহাহর্ম্ম্যোদরবর্ত্তী সংকোচ-বিকাসবান্ এবং জীবোঽপি পুত্তিকাহস্তিদেহয়োঃ ইত্যর্থঃ। তদেতৎ বিকল্প্য দূষয়তি—"তেষাং পুনঃ অনন্তানাম্" ইতি। ন তাবৎ প্রদীপোঽত্র নিদর্শনং ভবিতুম্ অর্হতি অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। বিশরারবো হি প্রদীপাবয়বাঃ, প্রদীপশ্চ অবয়বী প্রতিক্ষণম্ উৎপত্তিনিরোধধর্ম্মা, তস্মাৎ অনিত্যত্বাৎ তস্য ন অস্থিরো জীবঃ তদবয়বাশ্চ অভ্যুপেতব্যাঃ, তথাচ বিকল্পদ্বয়োক্তং দূষণমিতি। যচ্চ জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যম্ উদিতং তৎ অনুপপন্নতরম্ ইত্যাহ—"অপিচ শরীরমাত্রে"তি।৩৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বিশরারবঃ বিশরণশীলা নশ্বরাঃ। "অনিত্যত্বাৎ তস্য" ইতি। নিদর্শনস্য ইত্যর্থঃ। দার্ষ্টান্তিকে তু ন অনিত্যত্বম্ ইত্যাহ—"ন অস্থির" ইতি।৩৪

---

* সূচিতম্—"সূত্রিতম্" পাঠান্তর।

(জৈনমতখণ্ডনম্।)

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।৩৫ *

ভামতীর অনুবাদ।

এবং চ এই পদটির চকার দ্বারা সমুচ্চয় সূচনা করিতেছে। আত্মা শরীর পরিমিত হইলে অকৃৎস্ন অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হয়। আর তাহা হইলে অনিত্য হয়। কারণ, যাহারা পরিমিত তাহারা অনিত্য, যেমন ঘট ইত্যাদি, আত্মাও সেইরূপ। সেই কথাই **যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি** এই গ্রন্থে বলিতেছেন। অকৃৎস্ন পদদ্বারা আর একটী দোষেরও সূত্রকার সূচনা করিয়াছেন—ইহা **শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ** এই গ্রন্থে বলিতেছেন। মানুষদেহপরিমিত জীব, সমস্ত হস্তিশরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, তাহা ক্ষুদ্র, অতএব আত্মা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত না হওয়ায় অকৃৎস্ন অর্থাৎ দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং তাহা হইলে তাহা শরীরপরিমিত হইল না। আর হস্তিশরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন পতঙ্গশরীর হয়, তখন সেই পুত্তিকাশরীরে সম্পূর্ণ জীব স্থান পাইবে না। অতএব জীব অকৃৎস্ন হইল অর্থাৎ দেহপরিমিত হইল না। অন্য ভাষ্য সরল।

স্যাদেতৎ—অনন্তাবয়ব এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ যেমন প্রদীপ ঘট এবং প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে থাকিয়া সংকুচিত ও বিস্তৃত হয়, এইরূপ জীবও পতঙ্গ এবং হস্তীর শরীরে হইবে। এই সেইটিকে বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন, যথা—**তেষাং পুনঃ অনন্তানাম্** ইত্যাদি। এখানে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে (জীব) অনিত্য হইয়া পড়িবে। প্রদীপের অবয়বসকল বিশরারু অর্থাৎ বিনাশশীল, এবং অবয়বী প্রদীপও নিরন্তর উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অতএব তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-প্রদীপ অনিত্য বলিয়া জীব ও তাহার অবয়ব সকল অস্থির অর্থাৎ সংকোচ ও বিকাসশীল ইহা স্বীকার করা উচিত নহে। আর তাহা হইলে দুইটি বিকল্পে যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই হইল। আর যে জীবের অবয়বসকলকে অপরিমিত বলা হইয়াছে, তাহা অতিশয় অসঙ্গত, **অপিচ শরীরমাত্র** এই গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।৩৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।৩৫

অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ কেচিৎ জীবাবয়বা উপগচ্ছন্তি তনুশরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিৎ অপগচ্ছন্তি ইতি উচ্যেত, তত্রাপি উচ্যতে—'ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।' ন চ পর্য্যায়েণাপি অবয়বোপগমাপগমাভ্যাম্ এতদ্দেহপরিমাণত্বং জীবস্য অবিরোধেন উপপাদয়িতুং শক্যতে। কুতঃ? বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাং হি অনিশম্ আপূর্য্যমাণস্য অপক্ষীয়মাণস্য চ জীবস্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবৎ অপরিহার্য্যম্। বিক্রিয়াবত্ত্বে চ চর্ম্মাদিবৎ অনিত্যত্বং প্রসজ্যেত। ততশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমঃ বাধ্যেত কর্ম্মাষ্টক-পরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসারসাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ ঊর্দ্ধগামিত্বং ভবতি ইতি। কিঞ্চ অন্যৎ। আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ আগমাপায়ধর্ম্মবত্ত্বাদেব অনাত্মত্বং শরীরাদিবৎ। ততশ্চ অবস্থিতঃ কশ্চিৎ অবয়বঃ আত্মা ইতি স্যাৎ। ন চ স নিরূপয়িতুং শক্যতে অয়ম্ অসৌ ইতি। কিঞ্চ অন্যৎ। আগচ্ছন্তশ্চ এতে জীবাবয়বাঃ কুতঃ প্রাদুর্ভবন্তি, অপগচ্ছন্তশ্চ ক বা লীয়ন্তে ইতি বক্তব্যম্। ন হি ভূতেভ্যঃ প্রাদুর্ভবেয়ুঃ ভূতেষু চ নিলীয়েরন্ অভৌতিকত্বাৎ জীবস্য। নাপি কশ্চিৎ অন্যঃ সাধারণঃ অসাধারণো বা জীবানাম্ অবয়বাধারো নিরূপ্যতে, প্রমাণাভাবাৎ। কিঞ্চ অন্যৎ। অনবধৃতস্বরূপশ্চ এবং সতি আত্মা স্যাৎ, আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ অনিয়তপরিমাণত্বাৎ। অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ন পর্য্যায়েণাপি অবয়বোপগমাপগমৌ আত্মনঃ আশ্রয়িতুং শক্যেতে।

* এখানে "অবিরোধঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও "ন চ" পদদ্বারা সূত্র আরব্ধ হওয়ায় ইহাও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল

(জৈনমতখণ্ডনম্।)

[ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।৩৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথবা পূর্ব্বেণ সূত্রেণ শরীরপরিমাণস্য আত্মনঃ উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রতিপত্তৌ অকাৎর্স্ন্যপ্রসঞ্জনদ্বারেণ অনিত্যতায়াং চোদিতায়াং পুনঃ পর্য্যায়েণ পরিমাণানবস্থানেঽপি স্রোতঃসন্তাননিত্যতান্যায়েন আত্মনঃ নিত্যতা স্যাৎ। যথা রক্তপটানাং বিজ্ঞানানবস্থানেঽপি তৎসন্তাননিত্যতা, তদ্বৎ বিসিচামপি, ইত্যাশঙ্ক্য অনেন সূত্রেণ উত্তরম্ উচ্যতে। সন্তানস্য তাবৎ অবস্তুত্বে নৈরাত্ম্যবাদপ্রসঙ্গঃ। বস্তুত্বেঽপি আত্মনঃ বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ অস্য পক্ষস্য অনুপপত্তিঃ ইতি।৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর যদি বল, **পর্য্যায়াদ্** অর্থাৎ পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ ক্রমশঃ অর্থাৎ বৃহৎ দেহ লাভে কতিপয় জীবাবয়ব উৎপন্ন হয়, আর ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্তিতে কতিপয় জীবাবয়ব নষ্ট হয়, তাহা হইলেও বলা হইতেছে যে, ক্রমশঃ বৃহদ্দেহ ও ক্ষুদ্রদেহ প্রাপ্তিতে অবয়বের উৎপত্তি এবং বিনাশবশতঃও ন **অবিরোধঃ** অর্থাৎ অবিরোধ হয় না; কারণ, তাহা হইলে **বিকারাদিভ্যঃ** অর্থাৎ বিকারাদি দোষ হয়।

ভাষ্যার্থ—ক্রমশঃ অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দেহপ্রাপ্তিতে অবয়বের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলেও অবিরোধে জীবের এই দেহপরিমিতত্বের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ কি? যেহেতু বিকারাদি দোষের প্রসক্তি হয়। অবয়বের বিনাশ ও উৎপত্তিদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্য্যমাণ ও হ্রাসমাণ জীবের বিকারিত্ব কোনমতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না, এবং বিকৃত হইলেই চর্ম্মাদির মত অনিত্যত্ব হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে জ্ঞানাবরণীয়াদি আটটি কর্ম্মদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অলাবুর মত সংসারসাগরে নিমগ্ন জীব বন্ধন নষ্ট হওয়ায় ঊর্দ্ধে গমন করে ইত্যাদিরূপ বন্ধ ও মোক্ষের স্বীকার বাধিত হইবে। আরও উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল অবয়বসকল উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম্মবশতঃই শরীরাদির মত আত্মা হইবে না। আর তাহা হইলে অবস্থিত অর্থাৎ যে অবয়বের উৎপত্তি বিনাশ হয় না—এইরূপ কোন অবয়বই আত্মা হইবে। আর তাহা স্থির করিতে পারা যায় না যে ইহাই তাহা। আরও উৎপত্তিশীল এই সকল জীবাবয়ব কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, এবং বিনষ্ট হইয়াই বা কোথায় লয় হয়—ইহা বলিতে হইবে। কারণ, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে আবির্ভূত হইতে পারে না, এবং ভূতে লয় হইতেও পারে না; কারণ, জীব ভূত হইতে উৎপন্ন নহে, এবং সাধারণ বা অসাধারণ অন্য কেহ জীবগণের অবয়বের আধার বলিয়া স্থির করা হয় না; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আরও এরূপ হইলে জীবের স্বরূপ অনবধৃত অর্থাৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। কারণ, উৎপন্ন ও বিনষ্ট অবয়বসকলের পরিমাণের কোন নিয়ম নাই। অতএব এইরূপ অন্যান্য দোষের সম্ভাবনা হওয়ায় ক্রমশঃ জীবাবয়বের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতে পারা যায় না।

অথবা পূর্ব্বসূত্রে দেহপরিমিত আত্মার বৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে পরিচ্ছন্নত্বের আপত্তি দ্বারা অনিত্যতার আশঙ্কা হইলে পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ দেহভেদে পরিমাণের নাশ হইলেও স্রোতঃসন্তাননিত্যতা ন্যায়ে অর্থাৎ প্রবাহরূপে আত্মপরিমাণের যে সন্তান অর্থাৎ সমূহ, তাহার নিত্যতারূপ যুক্তি অনুসারে আত্মা নিত্য হইবে। যেমন রক্তবস্ত্র (বৌদ্ধগণের মতে) ক্ষণিকবিজ্ঞানের নাশ হইলেও তাহার সন্তানকে নিত্য বলা হয়, সেইরূপ বিসিচ অর্থাৎ দিগম্বর জৈনগণেরও হইবে—ইহা আশঙ্কা করিয়া এই সূত্রদ্বারা উত্তর বলা হইতেছে। সন্তান যদি তুচ্ছ হয়, তাহা হইলে নৈরাত্ম্যবাদ অর্থাৎ নাস্তিক মত হইয়া পড়িল। আর যদি বস্তু হয়, তাহা হইলে আত্মার বিকারাদি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া এই মত অসঙ্গত।৩৫

ভামতী।

শঙ্কাপূর্ব্বং সূত্রান্তরম্ অবতারয়তি—অথ "পর্য্যায়েণে"তি। তত্রাপি উচ্যতে "ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ"। "কর্ম্মাষ্টকম্" উক্তং জ্ঞানাবরণীয়াদি। কিঞ্চ অস্তু আত্মনো নিত্যত্বাভ্যুপগমে আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ ইয়ত্তাঽনিরূপণেন চ আত্মজ্ঞানাভাবাৎ ন অপবর্গঃ ইতি ভাবঃ। "অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাদি"তি। আদিগ্রহণসূচিতং দোষং ক্রমঃ। কিঞ্চ এতে জীবাবয়বাঃ প্রত্যেকং বা চেতয়েরন্ সমূহো বা। তেষাং প্রত্যেকং

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।৩৬

।।

চৈতন্যে বহূনাং চেতনানাম্ একাভিপ্রায়ত্বনিয়মাভাবাৎ কদাচিৎ বিরুদ্ধদিক্ক্রিয়ত্বেন শরীরম্ উন্মথ্যেত। সমূহচৈতন্যে তু হস্তিশরীরস্য পুত্তিকাশরীরত্বে দ্বিত্রাবয়বশেষো জীবো ন চেতয়েৎ। বিগলিতবহুসমূহিতয়া সমূহস্য অভাবাৎ পুত্তিকাশরীরে ইতি।

"অথবা" ইতি। পূর্ব্বসূত্রপ্রসঞ্জিতায়াং জীবানিত্যতায়াং বৌদ্ধবৎসন্তাননিত্যতাম্ আশঙ্ক্য ইদং সূত্রং "ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ"। ন চ পর্য্যায়াৎ পরিমাণানবস্থানেঽপি সন্তানাভ্যুপগমেন আত্মনঃ নিত্যত্বাৎ অবিরোধঃ বন্ধমোক্ষয়োঃ। কুতঃ? পরিমাণাদিভ্যো দোষেভ্যঃ। সন্তানস্য বস্তুত্বে পরিণামঃ, ততঃ চর্ম্মবৎ অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অবস্তুত্বে চ আদিগ্রহণসূচিতো নৈরাত্ম্যাপত্তিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি। বিসিচঃ বিবসনাঃ।৩৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আগমাপায্যবয়বানাম্ অনাত্মত্বং ভাষ্যোক্তং তদা যুজ্যতে যদি নিত্য আত্মা ইতি পরাভ্যুপগমঃ, ইতরথা ইষ্টপ্রসঙ্গাৎ আরব্ধাবয়বিন এব আত্মত্বেন অবয়বানাম্ অনাত্মত্বাৎ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—"আত্মনঃ" ইতি। আত্মানিরূপণমপি ভাষ্যে প্রসজ্যমানম্ ইষ্টম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"অনিরূপণেন" ইতি। সিক্ বস্ত্রং বিগতং যেভ্যঃ তে বিসিচঃ।৩৫

ভামতীর অনুবাদ।

অথ পর্য্যায়েণ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কাপূর্ব্বক অন্য সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। তাহা হইলেও ইহার উত্তরে **ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ** এই সূত্র বলিতেছেন। আটটি কর্ম্মের বিবরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাহা জ্ঞানাবরণীয়াদি। আরও আত্মা নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল অবয়বসকলের পরিমাণ স্থির করিয়া না বলায় আত্মজ্ঞান না হওয়ায় অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ হইবে না, ইহাই অভিপ্রায়। **অতএবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ** ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলা হইতেছে—আদিপদদ্বারা যে দোষের সূচনা হইতেছে, তাহা বলিতেছি—আরও এই জীবাবয়বসকল প্রত্যেকেই চৈতন্য উৎপাদন করে অথবা তাহাদের সমষ্টিই? তাহাদের প্রত্যেকে চেতন হইলে বহু চেতনের যে একই অভিপ্রায় হইবে এরূপ নিয়ম না থাকায়, কখনও জীবাবয়বসকল পরস্পর বিরুদ্ধদিক্ ও বিরুদ্ধক্রিয় হইলে শরীরকে উন্মথিত করিয়া ফেলিবে। আর সমূহের চৈতন্য হইলে হস্তিশরীর জীবের যদি পতঙ্গশরীর হয়, তাহা হইলে দুইটি বা তিনটি অবশিষ্ট অবয়বযুক্ত জীব চৈতন্য উৎপাদন করিবে না। কারণ, সমূহের ঘটক প্রত্যেকগুলি বহু পরিমাণে নষ্ট হওয়ায় পতঙ্গশরীরে সমূহ থাকে না।

অথবা ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্বসূত্রে জীব অনিত্য—ইহা আপত্তি করিলে বৌদ্ধগণের মত সন্তান অর্থাৎ সমূহ নিত্য হইতে পারে, ইহা আশঙ্কা করিয়া **ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ** এই সূত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা বলিতে পার না যে, পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশের ক্রমবশতঃ পরিমাণের কোন স্থিরতা না থাকিলেও সন্তান স্বীকার করায় আত্মা নিত্য হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির কোন বিরোধ হয় না। কেন? যেহেতু পরিণামাদি দোষের প্রসক্তি হয়। সন্তান যদি বস্তু হয়, তাহা হইলে পরিণাম হইবে, এবং তাহা হইলে চর্ম্মের মত অনিত্যতাদি দোষের আপত্তি হইবে। আর যদি অবস্তু অর্থাৎ তুচ্ছ হয়, তাহা হইলে ভাষ্যোক্ত আদিশব্দদ্বারা সূচিত নৈরাত্ম্য আপত্তিরূপ অর্থাৎ আত্মাভাবরূপ দোষের আপত্তি হয়। **বিসিচ্** অর্থাৎ বস্ত্রহীন।৩৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।৩৬

অপিচ অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাভাবিনঃ জীবপরিমাণস্য নিত্যত্বম্ ইষ্যতে জৈনৈঃ। তদ্বৎ পূর্ব্বয়োরপি আদ্যমধ্যময়োঃ জীবপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। এক-শরীরপরিমাণতা এব স্যাৎ ন উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ।

---

* এস্থলে "অবিশেষঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এস্থলে অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চকার থাকায় ও পরে "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রের নকারের অনুবৃত্তি করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করায় ইহার দ্বারা আর অধিকরণ আরম্ভ করা হইল না।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।৩৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথবা অন্ত্যস্য জীবপরিমাণস্য অবস্থিতত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপি অবস্থয়োঃ অবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্যাৎ, ততশ্চ অবিশেষেণ সর্ব্বদৈব অণুঃ মহান্ বা জীবঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ ন শরীর-পরিমাণঃ। অতশ্চ সৌগতবৎ আর্হতমপি মতম্ অসঙ্গতম্ ইতি উপেক্ষিতব্যম্। ৬ ইতি ।৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ অর্থাৎ আর অন্তিমপরিমাণ নিত্য হওয়ায় **উভয়নিত্যত্বাৎ** অর্থাৎ আদ্য ও মধ্যম পরিমাণও নিত্য বলিয়া অনুমান হওয়ায় কোন বিশেষ হইবে না। অর্থাৎ জীবশরীরের পরিমাণ একরূপ হইবে—হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না।

অথবা অন্ত্যপরিমাণ শরীরব্যতীতই অবস্থিত হওয়ায় তাহা যেমন অণু বা মহৎ পরিমাণ হইবে, সেইরূপ আদ্য ও মধ্যম পরিমাণও দেহের অপেক্ষা না করিয়াই অণু বা মহৎ পরিমাণ সম্ভব হওয়ায় দেহ পরিমাণ হইবে না, অতএব পরিমাণসকলের কোন বিশেষ থাকিল না।

ভাষ্যার্থ—আরও জৈন আচার্য্যগণ অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ অবস্থায় জীবের যে পরিমাণ হয়, তাহা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী আদ্য ও মধ্যম জীবপরিমাণও (অনুমানদ্বারা) নিত্য হইয়া পড়ায় অবিশেষ হইয়া পড়িবে। অতএব জীব একশরীরপরিমিতই হইবে—স্থূল বা সূক্ষ্ম অন্যদেহের প্রাপ্তি হইবে না।

অথবা অন্তিম জীবপরিমাণ অবস্থিত অর্থাৎ স্থির-অণু বা মহৎ পরিমাণ হওয়ায় পূর্ব্ব অবস্থাদ্বয়েও জীব অবস্থিত পরিমাণ অর্থাৎ অণু বা মহৎ পরিমাণই হইবে। আর তাহা হইলে সমানভাবে সর্ব্বদাই জীবকে অণু বা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—শরীরপরিমিত নহে। এজন্যও বৌদ্ধের মত জৈনমত অসঙ্গত, অতএব তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত।৩৬

ভামতী।

এবং হি মোক্ষাবস্থাভাবি জীবপরিমাণং নিত্যং ভবেৎ। যদি অভূত্বা ন ভবেৎ। অভূত্বা ভাবিনাম্ অনিত্যত্বাৎ ঘটাদীনাম্। কথং চ অভূত্বা ন ভবেৎ যদি প্রাগপি আসীৎ। ন চ পরিমাণান্তরাবরোধে অপূর্ব্বং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ অন্ত্যমেব পরিমাণং পূর্ব্বমপি আসীৎ ইতি অভেদঃ। তথাচ একশরীরপরিমাণতা এব স্যাৎ ন উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ শরীর-পরিমাণত্বাভ্যুপগমব্যাঘাতাৎ ইতি। অত্র চ উভয়োঃ পরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ইতি যোজনা। একশরীরপরিমাণতা এব ইতি চ দীপ্যম্। দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে উভয়োঃ অবস্থয়োরিতি যোজনা। একশরীরপরিমাণতা ন দীপ্যা, কিন্তু একপরিমাণতামাত্রম্ অণুঃ মহান্ বা ইতি বিবেকঃ।৩৬ ইতি ষষ্ঠম্ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দেহান্তরাপ্রবেশাৎ মোক্ষাবস্থং পরিমাণম্ অন্ত্যং, তস্য নিত্যত্বাৎ আদ্যমধ্যময়োর্নিত্যত্বানুমানে পরিমাণত্রয়প্রসঙ্গাৎ কথম্ একরূপ-পরিমাণাত্মকাবিশেষাপাদনম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"এবং হি" ইতি। ন আদ্যমধ্যমপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বম্ আপাদ্যতে, কিন্তু আদ্যমধ্যময়োঃ কালয়োঃ অন্ত্যপরিমাণস্য অনুবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ।• যদি প্রাগপি আসীৎ তর্হি এব অভূত্বা ন ভবতি ইত্যর্থঃ। নন্বন্ত্যপরিমাণস্য কালত্রয়ে অনুবৃত্তাবপি দেহভেদপ্রাপ্তিকালেষু আত্মনঃ পরিমাণান্তরাণি কিং ন স্যুঃ অত আহ—"ন চে"তি। পরিমাণভেদে দ্রব্যভেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যকারেণ আত্মগতাদ্যমধ্যমপরিমাণে নিত্যে আত্মপরিমাণত্বাৎ অন্ত্যপরিমাণবৎ ততশ্চ একপরিমাণতা ইতি একং ব্যাখ্যানং কৃতম্। অপরং চ মোক্ষকালগতাত্মপরিমাণস্য অবস্থিতত্বাৎ নিয়তত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপি আদ্যমধ্যমকালয়োঃ অবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্যাৎ ইতি। তত্র দ্বিতীয়ব্যাখ্যা যেন বিশদিতা। আদ্যব্যাখ্যায়াম্ উভয়পরিমাণনিত্যত্বস্য অন্ত্যপরিমাণদৃষ্টান্তেন আপাদ্যত্বাৎ উভয়নিত্যত্বাদিতি সিদ্ধবৎ সূত্রে হেতুনির্দ্দেশাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—"অত্র চ উভয়োরি"তি। "অত্র চ" ইতি। সূত্রে ইত্যর্থঃ। নন্বাদিমধ্যমান্তিম-পরিমাণানাং নিত্যত্বে আপাদিতে পরিমাণত্রয়বত্ত্বম্ আত্মনঃ স্যাৎ, কুতঃ একপরিমাণতা আপাদ্যতে? অত আহ—"একশরীরে"তি। ত্রয়াণাং পরিমাণানাং সর্ব্বশরীরেষু সমত্বাৎ সর্ব্বশরীরেষু একরূপপরিমাণতা আত্মনঃ স্যাৎ ইতি। "দীপ্যং" ব্যাখ্যেয়ম্ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াং সর্ব্বদা পরিমাণৈক্যস্যৈব আপাদ্যত্বাৎ সূত্রগতোভয়শব্দেন ন পরিমাণদ্বয়ম্ অভিধীয়তে কিন্তু আদ্যমধ্যমকালৌ, ততশ্চ আদ্যমধ্যমকালয়োঃ উভয়োঃ পরিমাণনিত্যত্বাৎ ইত্যেবংরূপেণ হেতুং যোজয়তি ভাষ্যকার ইত্যাহ—"দ্বিতীয়ে তু" ইতি। অস্যাং ব্যাখ্যায়াম্ অবিশেষশব্দেন ন পরিমাণত্রয়স্য সর্ব্বশরীরেষু তুল্যত্বম্ আপাদ্যতে, কিন্তু যৎ একশরীরপরিমাণতামাত্রং সর্ব্বশরীরেষু আপাদ্যতে তৎ অণুঃ মহান্ বা আত্মা সর্ব্বদেহেষু স্যাৎ ইত্যেবংরূপম্ ইত্যাহ—"একশরীরে"তি।৩৬ ইতি ষষ্ঠম্ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।৩৬]

ভামতীর অনুবাদ।

এইরূপ হইলে মোক্ষ অবস্থায় জীবের পরিমাণ নিত্য হয়, যদি পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন না হইত; কারণ, পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া পরে উৎপন্ন ঘট ইত্যাদি অনিত্য হয়। আর কি করিয়া পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া পরে উৎপন্ন না হয়? যদি পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে। অন্য পরিমাণযুক্ত হইলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না—ইহা হইতে পারে না। অতএব অন্তিমপরিমাণই পূর্ব্বেও ছিল, অতএব অভেদ হইল। আর তাহা হইলে একশরীরপরিমিতই হইবে, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র শরীরলাভ হইবে না। কারণ, শরীরপরিমাণ স্বীকার ব্যাহত হইয়া পড়ে। আর এখানে অর্থাৎ সূত্রে উভয়পরিমাণের নিত্যত্বের আপত্তি হয়—ইহা যোগ করিতে হইবে। আর সকলশরীরেই আত্মা একশরীরপরিমিতই হইবে, এইরূপ দীপ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "উভয় অবস্থাতে" এইরূপ যোগ করিতে হইবে। একশরীরপরিমিত হইবে—এরূপ ব্যাখ্যা করা হইবে না, কিন্তু অণু অথবা মহান্ যাহাই হউক, কেবল একরকম পরিমাণ হইবে, ইহাই উভয় ব্যাখ্যার ভেদ।৩৬ ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠাধিকরণের তাৎপর্য্য।

পঞ্চমাধিকরণে বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে। এইবার অনেকান্তবাদী জৈনমত খণ্ডন করা হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ) মতে বৌদ্ধের যেরূপে উৎপত্তি, জৈনেরও তদ্রূপ উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অসুরগণ বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া প্রভূত বলশালী হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ হইলে দেবগণের আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে যে মায়ামোহ উৎপাদন করিলেন, তিনিই বেদার্থ বিকৃতি করিয়া আর্হত ও বৌদ্ধমত প্রচার করেন। এইরূপে বৌদ্ধমতের সহিত জৈনমতের বেশ একটা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ বুঝা যায়। উভয়েই অলৌকিক বিষয়ে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। বৌদ্ধমতে যেমন বলা হয়, গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে ২২জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, জৈনমতেও তদ্রূপ বলা হয়, মহাবীর জিনদেবের পূর্ব্বে ২৩জন জিন জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বাক্যই প্রমাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত শূন্য-স্বরূপ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, জৈনমতেও তদ্রূপ অনেকান্ত বা অনির্ব্বচনীয়ই প্রকারান্তরে বলা হয়। এজন্য বৌদ্ধ মতের পরই জৈনমতের খণ্ডন আবশ্যক।

এই ষষ্ঠাধিকরণে সর্ব্বশুদ্ধ ৪টী সূত্র আছে, যথা—

১। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩
২। এবং চাত্মাকাৎর্স্ন্যম্।৩৪
৩। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ।৩৫
৪। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।৩৬

ইহাদের সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—

১। জৈন আচার্য্যগণ যে স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীন্যায় স্বীকার করেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, একপদার্থে বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

২। যেমন বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্মের একত্র অবস্থান দোষ, তদ্রূপ জীবের অকাৎর্স্ন্য অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নস্বরূপ অপর দোষও হয়।

৩। আর পর্য্যায়ক্রমে বৃহৎ শরীর প্রাপ্তি কালে অবয়বের উপচয়, এবং ক্ষুদ্রশরীর প্রাপ্তিকালে অবয়বের অপচয় হয়, সুতরাং বিরোধ হয় না বলিলেও জীব দেহপরিমিত সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহাতে আত্মা সাবয়ব হওয়ায় বিকারী হইয়া পড়েন।

৪। অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষকালে জীব পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদ্য ও মধ্যকালে ও জীব পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। অতএব বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতও অপ্রমাণিক।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বিষয় ও সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ তাহা এই—

(১) **সঙ্গতি—**

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ
দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ
তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ
চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পত্যধিকরণং নাম

সপ্তমম্ অধিকরণম্।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্)

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ।৩৭

ষষ্ঠাধিকরণের তাৎপর্য্য।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—এস্থলে প্রসঙ্গসঙ্গতি। বৌদ্ধমতের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকায় বৌদ্ধমত খণ্ডনের পরই ইহার খণ্ডন সহজেই মনে উদয় হয়।

(২) **বিষয়**—জৈনমত।

(৩) **সংশয়**—স্যাদস্তি প্রভৃতি সপ্তভঙ্গীরূপ ন্যায়দ্বারা সপ্তপদার্থের সিদ্ধি হয় কি হয় না?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী ন্যায়টী অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সকল পদার্থেই যোজনা করা যায় বলিয়া পদার্থমাত্রই অনেকরূপ হইয়া থাকে—এইমতটী প্রামাণিক। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্পণে যে সংগ্রহ শ্লোকটী আছে, তাহা এই—

বিমতং বস্ত্বনেকান্তং বস্তুত্বাচ্চিত্ররূপবৎ।

একান্তসত্ত্বেঽসত্ত্বে চ ন প্রবৃত্তি র্ন চেতরা॥

অর্থাৎ বিচার্য্যবিষয়—জাগতিকবস্তু অনেকান্ত, যেহেতু তাহা বস্তু, যেমন চিত্ররূপ। যদি বস্তু একান্তই সৎ হইত, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র থাকায় তাহার জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। আর যদি একান্তই অসৎ হইত তাহা হইলে তাহা হইতে কাহারও নিবৃত্ত হইত না।

(৫) **সিদ্ধান্ত**—না, ওকথা অসঙ্গত; কারণ, এক পরমার্থ বস্তুতে বিরুদ্ধধর্ম্ম থাকা অসম্ভব। অতএব বস্তুর অনেকরূপত্ব অসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্পণে সংগ্রহ শ্লোকটী এই—

যৎ সত্যং তৎ সদেবাস্তি ন কথঞ্চিন্মৃষা ভবেৎ।

বস্ত্বনেকান্ততাবাদস্তস্মাদ্ ব্যাঘাতদণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকে, কোন রকমেই মিথ্যা হয় না। অতএব যাঁহারা বস্তুমাত্রকে অনেকান্ত বলেন, তাঁহাদের মত ব্যাঘাতদোষে দুষ্ট।

(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়। (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য)

এই বিষয়টী শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

সিদ্ধিঃ সপ্তপদার্থানাং সপ্তভঙ্গীনয়ান্নবা।
সাধকন্যায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ কিমদ্ভুতম্॥১
একস্মিন্ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ।
অপন্যায়ঃ সপ্তভঙ্গী ন চ জীবস্য সাংশতা॥২

অন্বয়ঃ—সপ্তভঙ্গীনয়াৎ সপ্তপদার্থানাং সিদ্ধিঃ ন বা? সাধকন্যায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ অদ্ভুতং কিম্। ১। একস্মিন্ সদসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ প্রতিপাদনাৎ সপ্তভঙ্গী অপন্যায়ঃ, ন চ জীবস্য সাংশতা।

অর্থ—সপ্তভঙ্গী ন্যায় দ্বারা সপ্তপদার্থের সিদ্ধি হয় কি হয় না? সাধক ন্যায়ের সদ্ভাববশতঃ তাহাদের সিদ্ধিতে আশ্চর্য্য কি? ১ একবস্তুতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই বিরুদ্ধধর্ম্মের প্রতিপাদন করা হয় বলিয়া সপ্তভঙ্গীন্যায়টী দুষ্ট ন্যায়, এবং তদ্দ্বারা জীবের সাংশতাও সিদ্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ।৩৭

ইদানীং কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরকারণবাদঃ প্রতিষিধ্যতে। তৎ কথম্ অবগম্যতে। 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩) "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" (১।৪।২৪) ইত্যত্র প্রকৃতিভাবেন অধিষ্ঠাতৃভাবেন চ উভয়স্বভাবস্য ঈশ্বরস্য স্বয়মেব আচার্য্যেণ প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।

* এখানে "ন পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" এইরূপ প্রথমান্তপদ "ন"কার উহ্য থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভকসূত্র বলা হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু এস্থলে এই প্রথমসূত্রের "নানুমানম্" উহ্য করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে পরবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশ খণ্ডন অধিকরণের ন্যায় ইহা একদেশী শৈবমতখণ্ডনপর করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্ ।৭)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ।৩৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি পুনঃ অবিশেষেণ ঈশ্বরকারণবাদমাত্রম্ ইহ প্রতিষিধ্যেত, পূর্ব্বোত্তরবিরোধাৎ ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সূত্রকারঃ ইত্যেতৎ আপদ্যেত। তস্মাৎ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইত্যেষ পক্ষঃ বেদান্তবিহিতব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেন অত্র প্রতিষিধ্যতে। সা চ ইয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনা অনেকপ্রকারা। কেচিৎ তাবৎ সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়াঃ কল্পয়ন্তি—প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইতরেতরবিলক্ষণাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরা ইতি।

মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে—কার্য্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পশুপতিনা ঈশ্বরে পশুপাশবিমোক্ষণায় উপদিষ্টাঃ, পশুপতিঃ ঈশ্বরঃ নিমিত্তকারণম্ ইতি বর্ণয়ন্তি। তথা বৈশেষিকাদয়োঽপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বর ইতি বর্ণয়ন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—(ন) পত্যুঃ অর্থাৎ ঈশ্বরের জগদুপাদান প্রধানাদির প্রেরকরূপে জগতের কেবল নিমিত্তকারণত্ব উপপন্ন হয় না। কারণ, **অসামঞ্জস্যাৎ** অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলে উচ্চ নীচ নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি করায় রাগদ্বেষাদির সম্ভাবনা হওয়ায় অসামঞ্জস্য হয়।

ভাষ্যার্থ—ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, এই মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে। কি করিয়া তাহা বুঝা যায়? কারণ, **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ,** (১।৪।২৪) এবং **অভিধ্যোপদেশাচ্চ** (১।৪।২৪ এই দুইটি সূত্রে উপাদানরূপে ও অধিষ্ঠাতৃভাবে অর্থাৎ নিয়ামকরূপে ঈশ্বর উভয়রূপই হয়েন—ইহা আচার্য্য সূত্রকার স্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন। যদি সাধারণভাবে ঈশ্বরকারণবাদই এখানে নিষেধ করা হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বাপরবিরোধ হওয়ায় সূত্রকার ব্যাহতাভিব্যাহার অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধবাদী, এইরূপ আপত্তি হইত। অতএব ঈশ্বর অপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, কেবল অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ—এই মত বেদান্তসম্মত ব্রহ্মৈকত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া যত্নপূর্ব্বক এখানে নিষেধ করা হইতেছে। আর এই সেই অবৈদিক ঈশ্বরকল্পনা অনেক প্রকার আছে। কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা করেন যে, প্রকৃতি ও জীবের নিয়ামক ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর পরস্পর বিলক্ষণ

আর শৈবগণ মনে করেন—(১) কার্য্য অর্থাৎ মহৎ ও অহঙ্কার ইত্যাদি, (২) কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি ও ঈশ্বর, (৩) যোগ অর্থাৎ সমাধি, (৪) বিধি অর্থাৎ ত্রিকালস্নানাদি এবং (৫) দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ—এই পাঁচটি পদার্থ পশুপতি ঈশ্বর পশুপাশবিমোক্ষের জন্য অর্থাৎ জীবগণের সংসারবন্ধনমোচনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পশুপতিই ঈশ্বর ও জগতের নিমিত্তকারণ—ইহা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সেইরূপ বৈশেষিকাদি কোন কোন পণ্ডিতগণও কোন প্রকারে নিজ নিজ যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ—ইহা বলিয়া থাকেন।

ভামতী।

অবিশেষেণ ঈশ্বরকারণবাদঃ অনেন নিষিধ্যতে ইতি ভ্রমনিবৃত্ত্যর্থম্ আহ—"কেবলে"তি। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়া হিরণ্যগর্ভপতঞ্জলিপ্রভৃতয়ঃ। প্রধানম্ উক্তম্। দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। স চ নানা। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ প্রধানপুরুষাভ্যাম্ অন্যঃ। মাহেশ্বরাঃ চত্বারঃ—শৈবাঃ, পাশুপতাঃ, কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ, কাপালিকাশ্চ ইতি। চত্বারোঽপি অমী মহেশ্বরপ্রণীতসিদ্ধান্তানুযায়িতয়া মাহেশ্বরাঃ। কারণম্ ঈশ্বরঃ। কার্য্যং প্রাধানিকং মহদাদি। যোগোঽপি ওঙ্কারাদিধ্যানধারণাদিঃ। বিধিঃ ত্রিসবনস্নানাদিঃ গূঢ়চর্য্যাবসানঃ। দুঃখান্তো মোক্ষঃ। পশবঃ আত্মানঃ, তেষাং পাশঃ বন্ধনং, তদ্বিমোক্ষো দুঃখান্তঃ। এষ তেষাম্ অভিসন্ধিঃ—চেতনস্য খলু অধিষ্ঠাতুঃ কুম্ভকারাদেঃ কুম্ভাদিকার্য্যে

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

ভামতী।

নিমিত্তকারণত্বমাত্রং ন তু উপাদানত্বমপি। তস্মাৎ ইহাপি ঈশ্বরঃ অধিষ্ঠাতা জগৎকারণানাং নিমিত্তমেব, ন তু উপাদানমপি, একস্য অধিষ্ঠাতৃত্বাধিষ্ঠেয়ত্ববিরোধাৎ ইতি প্রাপ্তম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সত্ত্বাসত্ত্বাদেরেকত্র অসম্ভববৎ অধিষ্ঠাতৃত্বোপাদানত্বয়োরপি একত্র অসম্ভব ইতি প্রত্যবস্থানাৎ সঙ্গতিঃ। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়া ইত্যাদি ভাষ্যং ব্যাচষ্টে—"হিরণ্যগর্ভে"ত্যাদিনা। ভাষ্যগতপুরুষপদব্যাখ্যানং—"দৃক্‌শক্তিরি"তি। শক্তিগ্রহণং তু সমর্থাপি সর্ব্বং জ্ঞাতুং জৈবী দৃক্ ন জানাতি আবৃতত্বাৎ ইত্যর্থম্। কথং তর্হি জীবস্য জ্ঞাতৃত্বং? তত্রাহ—"প্রত্যয়ে"তি। প্রত্যয়ম্ অন্তঃকরণপরিণামম্ অনুপশ্যতি ইতি তথোক্তঃ। ভাষ্যে প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা ইতি দ্বিবচনপ্রয়োগাৎ একো জীব ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ তং ব্যুদস্যতি—"স চে"তি। সমাসান্তর্বর্ত্তি একবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। "ক্লেশে"তি সূত্রম্ ঈক্ষত্যধিকরণে (ব্রঃ অঃ ১ পাঃ ১ সূঃ ৫) ব্যাখ্যাতম্। পুরুষত্বাৎ প্রধানাৎ অন্যঃ ক্লেশাদ্যপরামৃষ্টত্বাৎ পুরুষাৎ অন্যঃ জীবাৎ অন্যঃ ইত্যর্থঃ। গূঢ়চর্য্যা স্বগুণাপ্রখ্যাপনেন দেশেষু বাসঃ। ঈশ্বরো, ন দ্রব্যং প্রতি উপাদানং চেতনত্বাৎ কুলালবৎ ইত্যাহ—"চেতনস্যে"তি। কুলালস্যাপি সুখাদ্যুপাদানত্বাৎ সাধ্যবৈকল্যং তদ্‌বারণায় দ্রব্যম্ ইতি অধ্যাহৃতম্। জগৎকারণানাং প্রধানস্য পরমাণূনাং চ ইত্যর্থঃ। নিমিত্তম্ ইত্যস্য বিবরণম্ অধিষ্ঠাতেতি।

ভামতীর অনুবাদ।

এই অধিকরণে ঈশ্বরকারণবাদ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হইতেছে, এই ভ্রম নিবারণ করিবার জন্য **কেবল** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ। প্রধানের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুরুষ দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, তিনি প্রত্যয় অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণামকে দর্শন করিয়া থাকেন। আর সেই জীব বহু। ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যাদি, কর্ম্ম—পাপ ও পুণ্য, বিপাক—কর্ম্মফল, আশয়—তদনুযায়ী বাসনা, এই সকল দ্বারা যিনি সম্পর্কিত নহেন, সেই অসাধারণ পুরুষই ঈশ্বর। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। মাহেশ্বর সম্প্রদায় চারি প্রকার—**শৈব, পাশুপত, কারুণিক সিদ্ধান্তবাদী** ও **কাপালিক**। * এই চারি সম্প্রদায়ই মহেশ্বরপ্রণীত সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মাহেশ্বর বলে। ঈশ্বর—কারণ। প্রাধানিক অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি—কার্য্য, এবং ওঁকারাদির ধ্যান ও ধারণাদি—যোগ। ত্রিকালস্নানাদি ও গূঢ়চর্য্যাবসান অর্থাৎ নিজের গুণ প্রকাশ না করিয়া কোন স্থানে বাস করা। দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ। পশু অর্থাৎ জীব সকল তাহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহা হইতে মুক্তিই দুঃখান্ত। এস্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে—চেতন অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি ঘট প্রভৃতি কার্য্যে কেবল নিমিত্তকারণই হয়, উপাদানকারণ নহে। অতএব এখানেও অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর জগৎকারণসকলের নিমিত্তকারণই হন, কিন্তু নিমিত্ত ও উপাদান উভয় নহেন। কারণ, একই ব্যক্তির কর্ত্তা হওয়া ও তাহাকর্ত্তৃক চালিত হওয়া বিরুদ্ধ—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি। পত্যুঃ ঈশ্বরস্য প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? অসামঞ্জস্যাৎ। কিং পুনঃ অসামঞ্জস্যম্? হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদিদোষ-

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বরদর্শন বলিতে নকুলীশ পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বরদর্শনের নাম করা হইয়াছে। রামানুজভাষ্যে কিন্তু কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈবমতের নাম আছে। ভাস্করভাষ্যে পাশুপত, শৈব, কাপালিক ও কাঠকসিদ্ধান্ত—এই চারিটী নাম আছে। রাজানুজভাষ্যে শৈবাগম হইতে এই চারি সম্প্রদায়ের আচারগত বৈলক্ষণ্যমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, ইহাদের মতের দার্শনিক অংশ কিছুই কথিত হয় নাই। ইহাদের দার্শনিকমত জানিতে হইলে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থই সুলভ। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের নাম ভামতীকার করেন নাই ; কারণ, ইহা অভিনবগুপ্তের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভিনবগুপ্তের সময় প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দ। বাচস্পতি মিশ্রের সময় ৮০১—৮৮১ খৃষ্টাব্দ। নকুলীশপাশুপতের অপর নাম লকুলীশ ও কালামুখ। অভিনবগুপ্তের মূলপুরুষ বসুগুপ্ত, ইনি শৈবদর্শনেরও আচার্য্য বলা হয়। ইহার সময় ৮ম শতাব্দী। কারুণিকসিদ্ধান্ত বা কাঠকসিদ্ধান্তের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বদর্শনের চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের নাম সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের পরিশিষ্ট সূচীমধ্যে আছে। বসুগুপ্তের পূর্ব্বপুরুষ অত্রিগুপ্ত। ইনি প্রয়াগ হইতে কাশ্মীরে গমন করিয়া শৈবমত প্রচার করেন। অত্রিগুপ্তের সময় বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সময়। শিবসূত্রনামক একখানি ব্রহ্মসূত্রস্থানীয় গ্রন্থ হইতে এই মতের প্রচার। এই শিবসূত্র কাশ্মীরে পূর্ব্বে কোন এক সময় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে শিবের কৃপায় উৎখাদিত হয়। অত্রিগুপ্ত স্বপ্ন পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। এই প্রস্তর এখনও আছে। কাশ্মীর শৈবমতের ইহাই মূল। কিন্তু দক্ষিণের শৈব অন্যরূপ। ইহা কতকটা বিশিষ্টাদ্বৈতের অনুরূপ, তথাপি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। কাশ্মীর শৈব অনেকটা অদ্বৈতমতই বলা যায়। রসেশ্বরদর্শনের একজন আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ। ইঁহার দার্শনিকমতটী অদ্বৈতবাদই।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রসক্তেঃ অস্মদাদিবৎ অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষিতত্বাৎ অদোষঃ ইতি চেৎ? ন, কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ? ন, বর্ত্তমানকালবৎ অতীতেষু অপি কালেষু ইতরেতরাশ্রয়দোষাবিশেষাৎ অন্ধপরম্পরা-ন্যায়াপত্তেঃ। অপিচ "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (ন্যায়সূত্র ১।১।১৮) ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ। ন হি কশ্চিৎ অদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ সর্ব্বো জনঃ পরার্থেঽপি প্রবর্ত্ততে ইতি এবমপি অসামঞ্জস্যম্। স্বার্থবত্বাৎ ঈশ্বরস্য অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। পুরুষবিশেষত্বাভ্যুপগমাচ্চ ঈশ্বরস্য পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাভ্যুপগমাৎ অসামঞ্জস্যম্।৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

এইজন্য **পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ** এই সূত্রে উত্তর দিতেছেন। **পত্যুঃ** অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামকরূপে জগতের নিমিত্তকারণ হওয়া সঙ্গত নহে। কেন? যেহেতু সামঞ্জস্য হয় না। কি অসামঞ্জস্য হয়? যিনি উত্তম, মধ্যম ও অধম করিয়া নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি করেন, সেই ঈশ্বরের রাগদ্বেষাদির আপত্তি হয় বলিয়া আমাদের মত তাঁহার অনীশ্বরত্বই হইয়া পড়ে। যদি বল, তিনি প্রাণীদিগের কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন বলিয়া কোন দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্ম্ম ও ঈশ্বর যদি প্রবর্ত্ত্য ও প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, সংসার অনাদি হওয়ায় দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, বর্ত্তমানকালের মত অতীতকালেও অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া অন্ধপরম্পরা ন্যায় আসিয়া পড়ে।* আরও দোষ হয়—প্রবর্ত্তনালক্ষণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি দেখিয়া রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষের অনুমান হয়। ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। কারণ, কোন দোষপ্রেরিত না হইয়া নিজের জন্য বা পরের জন্য (কাহাকেও) প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। সকল লোকই স্বার্থযুক্ত হইয়াই পরের জন্য প্রবৃত্ত হয়, অতএব সামঞ্জস্য হইল না। কারণ, ঈশ্বর স্বার্থবান্ হওয়ায় অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন। আর ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়া স্বীকার করায় এবং পুরুষকে উদাসীন বলিয়া স্বীকার করায় অসামঞ্জস্য হইল।৩৭

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি। ইদম্ অত্র আকূতম্—ঈশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্বমাত্রম্ আগমাৎ বা উচ্যতে প্রমাণান্তরাৎ বা? প্রমাণান্তরম্ অপি অনুমানম্ অর্থাপত্তির্বা। ন তাবৎ আগমাৎ, তস্য নিমিত্তোপাদানকারণত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ ইতি অসকৃৎ আবেদিতম্। তস্মাৎ অনেন অস্মিন্ অর্থে প্রমাণান্তরম্ আস্থেয়ম্। তত্র অনুমানং তাবৎ ন সম্ভবতি। তদ্ধি দৃষ্টানুসারেণ প্রবর্ত্ততে, তদনুসারেণ চ অসামঞ্জস্যম্। তদাহ—"হীন-মধ্যমে"তি। এতৎ উক্তং ভবতি—আগমাৎ ঈশ্বরসিদ্ধৌ ন দৃষ্টম্ অনুসর্ত্তব্যম্। ন হি স্বর্গা-পূর্ব্বদেবতাদিষু আগমাৎ অবগম্যমানেষু কিঞ্চিৎ অস্তি দৃষ্টম্। ন হি আগমো দৃষ্টসাধর্ম্ম্যাৎ প্রবর্ত্ততে। তেন শ্রুতসিদ্ধ্যর্থম্ অদৃষ্টানি দৃষ্টবিপরীতস্বভাবানি সুবহূন্যপি কল্প্যমানানি† ন লোহ-গন্ধিতাম্ আবহন্তি, প্রমাণবত্বাৎ। যস্তু তত্র কথঞ্চিৎ দৃষ্টানুসারঃ ক্রিয়তে স সুহৃদ্ভাবমাত্রেণ। আগমানপেক্ষম্ অনুমানং তু দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ প্রবর্ত্তমানং দৃষ্টবিপর্য্যয়ত্রুষাদপি বিভেতিতরাম্ ইতি। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ? ন, কুতঃ? কর্ম্মেশ্বরয়োঃ মিথঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ।

---

* সংসার অনাদি হইলে প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকভাবে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না—এই জাতীয় যুক্তি অন্যত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ খণ্ডনার্থ কিন্তু স্বীকার করা হইয়াছে, যথা ২।১।৩৪ সূত্রে কিন্তু এস্থলে তদবলম্বনেই এই মত খণ্ডন করা হইল। বস্তুতঃ এজন্য স্বমতে দোষ হয় না। কারণ, এই দোষবশতঃ অনির্ব্বচনীয় বলাই স্বমতের অভিসন্ধি। যাঁহারা জগৎকে সত্য বলেন, তাঁহাদের মতে ইহা দোষ। ন্যায় পাশুপতমতে জগৎ সত্য বলাই হয়। এজন্য এই দোষ দ্বারা তন্মতখণ্ডন করা হইল। জীবজগৎ ঈশ্বরের সত্যতাবাদীদিগের জন্য সংসার অনাদি বলিয়া তাঁহাদের মতের উপপত্তি করা হয়। তাহা সিদ্ধান্তসম্মত নহে। যেহেতু স্বমতে জীবজগৎ ঈশ্বর সবই মিথ্যা।

† কল্পয়িতব্যানি পাঠান্তর।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

ভামতী।

অয়ম্ অর্থঃ—যদি ঈশ্বরঃ করুণাপরাধীনো বীতরাগঃ ততঃ প্রাণিনঃ কপূয়ে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়েৎ, তচ্চ উৎপন্নম্ অপি ন অধিতিষ্ঠেৎ, তাবন্মাত্রেণ প্রাণিনাং দুঃখানুৎপাদাৎ। ন হি ঈশ্বরাধীনাঃ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কপূয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হন্তি। তদনধিষ্ঠিতং বা কপূয়ং কর্ম্ম স্বফলং প্রসোতুম্ ন উৎসহতে। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽপি ঈশ্বরঃ কর্ম্মভিঃ প্রবর্ত্ত্যতে ইতি দৃষ্টবিপরীতং কল্পনীয়ম্। তথাচ অয়ম্ অপরো গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটঃ ইতরেতরাশ্রয়াহ্বয়ঃ প্রসজ্যেত, কর্ম্মণা ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃঈ শ্বরেণ চ কর্ম্ম ইতি।

শঙ্কতে—"ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ" পূর্ব্বকর্ম্মণা ঈশ্বরঃ সম্প্রতিতনে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে, তেন ঈশ্বরেণ সম্প্রতিতনং কর্ম্ম স্বকার্য্যে প্রবর্ত্ত্যতে ইতি। নিরাকরোতি "ন। বর্ত্তমানকালবৎ" ইতি। অথ পূর্ব্বং. কর্ম্ম কথম্ ঈশ্বরাপ্রবর্ত্তিতম্ ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনলক্ষণং কার্য্যং করোতি? তত্রাপি প্রবর্ত্তিতম্ ঈশ্বরেণ পূর্ব্বতনকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতেন ইত্যেবম্ অন্ধপরম্পরাদোষঃ। চক্ষুষ্মতা হি অন্ধঃ নীয়তে, ন অন্ধান্তরেণ। তথা ইহাপি দ্বৌ অপি প্রবর্ত্ত্যৌ ইতি কঃ কং প্রবর্ত্তয়েৎ ইত্যর্থঃ। অপি চ নৈয়ায়িকানাম্ ঈশ্বরস্য নির্দ্দোষত্বং স্বসময়বিরুদ্ধম্ ইত্যাহ—"অপি চে"তি। অস্মাকং তু নায়ং সময়ঃ ইতি ভাবঃ।

নমু কারুণ্যাদপি প্রবর্ত্তমানো জনো দৃশ্যতে। ন চ কারুণ্যং দোষঃ ইত্যত আহ—"স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ" ইতি। কারুণ্যে হি সতি অস্য দুঃখং ভবতি তেন তৎপ্রহাণায় প্রবর্ত্ততে ইতি কারুণিকাঃ অপি স্বার্থপ্রযুক্তা এব প্রবর্ত্তন্তে ইতি। নমু স্বার্থপ্রযুক্ত এব প্রবর্ত্ততাম্ এবমপি কো দোষঃ ইত্যত আহ—"স্বার্থবত্ত্বাৎ ঈশ্বরস্য" ইতি। অর্থিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাভ্যুপগমাৎ ন বাস্তবী প্রবৃত্তিঃ ইতি।৩৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সিদ্ধান্তস্তু—

"অধিগম্য শ্রুতেরীশমনুপাদানতা যদি। অনুমীয়েত বাধঃ স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরন্যথা"।

কিম্ অপ্রমিতে ঈশ্বরে অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, উত প্রমিতে? নাদ্যঃ, আশ্রয়াসিদ্ধ্যাপাতাৎ। দ্বিতীয়েঽপি তৎপ্রমিতিঃ শ্রুতেঃ অনুমানাৎ বা পৌরুষেয়াগমাৎ বা। প্রথমে কিম্ ঈক্ষণপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিপাদকশ্রুত্যা এব অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, তৎপূর্ব্বকানুমানাৎ বা। ন অগ্রিমঃ, তস্যাঃ শ্রুতেঃ নিমিত্তত্বমাত্রপরত্বং ন তু উপাদানত্বনিষেধপরত্বম্ ইতি "প্রকৃতিশ্চ" (ব্রঃ অঃ ১ পাঃ ৪ সূঃ ২৩) ইত্যধিকরণে সুসাধিতত্বাৎ ইত্যাহ—"ন তাবৎ" ইতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"তস্মাদি"তি। আস্থীয়মানম্ অপি ন সম্ভবতি "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি শ্রুত্যৈব বাধাৎ ইত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি অনুমিতে ঈশ্বরে অনুপাদানত্বানুমানম্ অত আহ—"তত্রে"তি। ঈশ্বরে ইত্যর্থঃ। পৌরুষেয়াগমং চ নিষেৎস্যাম ইতি তাবচ্ছন্দঃ। তথাহি—ন তাবৎ আদ্যং কার্য্যং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ কুম্ভবৎ ইতি মানম্, জীবাদৃষ্টজত্বসিদ্ধেঃ, অব্যবহিত-প্রাক্কালবর্ত্তিপ্রযত্নজত্বসাধনে চ আদ্যকার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্কালীনপ্রযত্নজত্বস্য কুম্ভে অভাবেন সাধ্যবৈকল্যাৎ, কুম্ভাব্যবহিতপ্রযত্নজত্বস্য চ আদ্যে কার্য্যে বাধাৎ, কিঞ্চিদব্যবহিতপ্রযত্নজত্বস্য চ সিদ্ধসাধনাৎ অদৃষ্টাব্যবহিতপ্রাক্কালপ্রযত্নজন্যত্বাৎ আদ্যকার্য্যস্য। অথ দ্ব্যণুকং, দ্ব্যণুকোপাদানসাক্ষাৎকারবজ্জন্যং কার্য্যত্বাৎ ইতি। তচ্চ ন, অপ্রসিদ্ধবিশেষণবিশেষ্যত্বাভ্যাং দ্ব্যণুকস্য তদুপাদানসাক্ষাৎকারস্য চ অসিদ্ধেঃ। দৃষ্টান্তে চ সন্দিগ্ধসাধ্যত্বম্, ঘটস্য দ্ব্যণুকোপাদানসাক্ষাৎকারবদীশ্বরপ্রযত্নজন্যত্বস্য অসংপ্রতিপত্তেঃ। অদৃষ্টং কস্যচিৎ প্রত্যক্ষং মেয়ত্বাৎ ইত্যত্র চ যোগিভিঃ অর্থান্তরতা, কার্য্যং সর্ব্বজ্ঞকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ইত্যত্র চ।

স্যাদেতৎ, ধর্ম্মঃ ক্রমসমানাধিকরণধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ মেয়ত্বাৎ ঘটবৎ। সাক্ষাৎকারগোচর ইত্যুক্তে যোগিভিঃ অর্থান্তরতা ইতি ক্রমসমানাধিকরণধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতগ্রহণম্, যোগিসাক্ষাৎকারস্য কালভেদেন ক্রমসমানাশ্রয়ত্বাৎ। ক্রমসমানাধিকরণত্ব-রহিতসাক্ষাৎকারগোচর ইত্যুক্তে চ অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বমিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মবিষয়ত্বগ্রহণম্। অস্মাদাদীনাং ঘটাদিবিষয়সাক্ষাৎকারস্য ক্রম-সমানাশ্রয়ত্বেঽপি ধর্ম্মবিষয়ত্বাভাবেন ক্রমসমানাধিকরণত্বে সতি ধর্ম্মবিষয়ত্বরূপবিশিষ্টধর্ম্মরহিতত্বাৎ তত্র সাধ্যসিদ্ধেঃ। সাক্ষাৎকারস্য চ ক্রমসমানাধিকরণত্বে সতি ধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতত্বং ধর্ম্মবিষয়ত্বরাহিত্যাৎ বা ক্রমসমানাধিকরণত্বরাহিত্যাৎ বা ভবতি। আদ্যে তস্য ধর্ম্মবিষয়ত্ব-ব্যাঘাত ইতি দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ। তথাচ তাদৃশসাক্ষাৎকারবদীশ্বরসিদ্ধিঃ ইতি। তন্ন, কিমিদং ধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতত্বম্? ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গা-ভাববত্ত্বম্ ইতি চেৎ? কিং ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গান্যোন্যাভাববত্ত্বম্ উত তৎসংসর্গাভাববত্ত্বম্। নাদ্যঃ, তথা সতি অস্য বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যাৎ সাক্ষাৎকারপদেনৈব তদবাচ্যার্থস্য ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গান্যোন্যাভাববত্ত্বসিদ্ধেঃ। ন হি ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গাত্মকঃ কশ্চিৎ সাক্ষাৎকারঃ অস্তি, যদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমিদং বিশেষণম্। ন দ্বিতীয়ঃ, ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গসংসর্গান্যোন্যাভাবমাদায় বিশেষণবৈয়র্থ্যতাদবস্থ্যাৎ, তত্রাপি সংসর্গান্তরং প্রতি ধাবনে চ তত্তদন্যোন্যাভাবম্ আদায় বৈয়র্থ্যাধাবনাৎ। অথ মতং ন সংসর্গস্য সংসর্গান্তরম্ অস্তি, কিন্তু স্বয়মেব স্বস্য সংসর্গ ইতি ক

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্ ।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ।৩৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অনবস্থা ইতি। নৈতৎ, তথা সতি তাদৃশসংসর্গাক্তোন্যাভাবম্ আদায় বিশেষণবৈয়র্থ্যাস্ত বজ্রলেপমাৎ। এতৎখণ্ডনভয়েন যদি বিষেযণম্ উজ্ঝসি তর্হি গ্রস্তোঽসি যোগিভিঃ অর্থান্তরতয়া। এবং সর্ব্বা মহাবিদ্যাঃ তচ্ছায়া বা অন্তে প্রয়োগাঃ খণ্ডনীয়া ইতি।

তৎস্থাদ্বৈতবোধাত্মস্বভাবহরয়ে নমঃ। বেদান্তৈকপ্রমাণায় কুতর্কাণামভূময়ে॥

তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তম্—"তত্র ঈশ্বরে অনুমানং তাবৎ ন সম্ভবতি" ইতি।

অথবা পূর্ব্বগ্রন্থেন অস্মিন্নর্থে ঈশ্বরস্য নিমিত্তমাত্রত্বে প্রমাণান্তরম্ আস্থেয়ম্ ইতি সামান্যতঃ শ্রুতিব্যতিরিক্তপ্রমাণাপেক্ষাম্ উক্ত্বা কিং তৎ অনুমানং পৌরুষেয়াগমো বা ইতি বিকল্প্য আদ্যং প্রতি আহ—"তত্র অনুমানম্" ইতি। যথৈব চেতনস্য নিমিত্তত্বমাত্রম্ অনুমীয়েত, তথা রাগাদিকম্ অপি অনুমেয়ং ব্যাপ্তেঃ অবিশেষাৎ তথাচ বাদ্যভিমতনিরবদ্যত্ববিশেষবিরুদ্ধঃ অয়ং হেতুঃ ইত্যাহ—"তদ্ধি দৃষ্টানুসারেণ" ইতি। নমু সিদ্ধান্তে শ্রুতিগম্যেশ্বরস্যাপি পুরুষত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বানুমানং দুর্ব্বারম্ অত আহ—"এতদুক্তম্" ইতি। ব্যাপ্ত্যপেক্ষং হি অনুমানং ব্যাপ্ত্যুপনীতং সর্ব্বম্ অনুমন্যতে। আগমস্তু স্বতন্ত্রঃ তত্র যৎ তদ্বিরুদ্ধম্ অনুমানং তৎ কালাতীতং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। "লোহগন্ধিতা" কলঙ্কগন্ধিতা। কথং তর্হি মানান্তরানুসারেণ অপূর্ব্বাদিকল্পনা? তত্রাহ—"যস্তু ইতি। তত্রাপি আগমপ্রামাণ্যাৎ কালান্তরকৃতযাগাৎ স্বর্গোঽস্তু কা ক্ষতিঃ। অনন্তরপূর্ব্বপক্ষবর্ত্তিনঃ কারণত্বম্ ইতি লোকানুভবম্ অনুরুধ্য অপূর্ব্বকল্পনা ইত্যর্থঃ। ইদানীং চেৎ কর্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকত্বং প্রতীয়েত, তত এতদ্‌বলাৎ বীজাঙ্কুরবৎ পরম্পরা অবলম্বিষ্যতে, তত্র কুতঃ ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ কুতস্তরাম্ অন্ধপরম্পরা ইত্যাশঙ্ক্য আদৌ তাবৎ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকভাবানুপপত্তিং কর্ম্মেশ্বরয়োঃ দর্শয়তি—"যদীশ্বর" ইতি। অথবা—করুণয়ৈব ঈশ্বরঃ প্রেরিতঃ কর্ম্ম কারয়তি, তৎ কুত ইতরেতরাশ্রয়ত্বং ভাষ্যে উচ্যতে? তত্রাহ—"যদি ঈশ্বর" ইতি। কপূয়ং কুৎসিতম্। উত্তরস্মিন্ ব্যাখ্যানে কর্ম্মভিঃ প্রয়োজনৈঃ করুণয়া হেতুনা প্রবর্ত্ততে ইতি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। দৃশ্যমানকার্য্যস্য করুণাহেতুকত্ববিরুদ্ধদুঃখাত্মকত্বাৎ ইতি যোজনা। ঈশ্বরেণ পূর্ব্বং কর্ম্ম তাবৎ প্রবর্ত্তয়িতুং ন শক্যতে কুৎসিতফলানুদয়প্রসঙ্গাৎ, এবং পূর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরাপ্রবর্ত্তিতং কথম্ ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনলক্ষণং কার্য্যং করোতি? এবং সতি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তিম্ অনুক্ত্বা কেবলং ততঃ পূর্ব্বকর্ম্ম এব অবলম্ব্যতে তত্রাহ—"তত্রাপী"তি। তত্রাপি ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনে স্বকার্য্যে পূর্ব্বং কর্ম্ম ততঃ পূর্ব্বভাবিকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতেন ঈশ্বরেণ প্রবর্ত্তিতম্ ইতি বক্তব্যং, তথাচ সর্ব্বত্র অনুপপত্তিসাম্যাৎ অন্ধপরম্পরা ইত্যর্থঃ। "দ্বাবপি" কর্ম্মেশ্বরৌ। "অস্মাকং তু" ইতি। মায়াময্যাং প্রবৃত্তৌ অচোদ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ ।৩৭

ভামতীর অনুবাদ।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে **পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ** এই সূত্রে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। এখানে ইহাই অভিপ্রায়—ঈশ্বর যে কেবল নিমিত্তকারণ—ইহা শ্রুতিপ্রমাণ হইতে বলা হয়? অথবা অন্য প্রমাণ হইতে বলা হয়? অন্যপ্রমাণও কি অনুমান অথবা অর্থাপত্তি? (তন্মধ্যে) শ্রুতিপ্রমাণ হইতে বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতি ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয় বলিয়াছেন—ইহা বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছি। অতএব পাশুপত আচার্য্যকে এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ অবলম্বন করিতে হইবে। তন্মধ্যে অনুমানের সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাহা দৃষ্টানুসারে অর্থাৎ দৃষ্টান্তানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই অনুসারে বিবেচনা করিলে সামঞ্জস্য হয় না—**হীনমধ্যম** ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্র হইতে ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে হইলে দৃষ্টবস্তুর অনুসরণ করিতে হইবে না। যেহেতু শ্রুতিগম্য—স্বর্গ অপূর্ব্ব ও দেবতাদি বিষয়ে কিছুই দৃষ্ট বস্তু নাই। কারণ, আগম দৃষ্টবস্তুর সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাম্যবশতঃ প্রবৃত্ত হয় না। সেইজন্য শ্রুতিসিদ্ধ বস্তুর সিদ্ধির জন্য দৃষ্টবস্তুর বিরুদ্ধ স্বভাব অত্যধিক অদৃষ্ট কল্পনা করিলেও তাহারা লোহগন্ধিতা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ নিন্দার ভাজন হয় না। কারণ, তাহার (মূল) প্রমাণ আছে। আর যে সেখানে অতি অল্প দৃষ্টানুসরণ করা হয়, তাহা কেবল বন্ধুত্ববশতঃ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারেই করা হয়, কোন বাধ্যতাবশতঃ নহে। আর যে অনুমান শাস্ত্রের অপেক্ষা করে না, তাহা দৃষ্টবস্তুর সাম্য অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া কণামাত্র দৃষ্টবিপরীত হইলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। যদি বল, ঈশ্বর প্রাণীগণের কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন বলিয়া কোন দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্ম্ম ও ঈশ্বর পরস্পর পরস্পরের প্রেরিত ও প্রেরক হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষের সম্ভাবনা হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যদি বীতরাগ অর্থাৎ নিষ্কাম ঈশ্বর করুণার অধীন হইতেন, তাহা হইলে প্রাণিগণকে কপূয় অর্থাৎ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেন না। আর কুৎসিত কর্ম্ম উৎপন্ন হইলেও তাহার নিয়ামক হইতেন না; কারণ, কেবল কুৎসিত কর্ম্মদ্বারাই প্রাণিগণের দুঃখ জন্মে না। যেহেতু ঈশ্বরের অধীন লোকসকল স্বাধীনভাবে কুৎসিত কর্ম্ম করিতে পারে না। আর ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া কুৎসিত কর্ম্ম ফল উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হন, এইরূপ দৃষ্টবিপরীত কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ইহা আর একটি গণ্ডের উপর ফোড়ার মত অন্যোন্যাশ্রয় নামক দোষ হইয়া পড়িল। যথা কর্ম্ম ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত করিবে এবং ঈশ্বর কর্ম্মকে প্রবৃত্ত করিবেন। **ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তৃক ঈশ্বর ঐহিক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন, এবং সেই

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮ *

ভামতীর অনুবাদ।

ঈশ্বরকর্ত্তৃক ঐহিক কর্ম্ম নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। **ন বর্ত্তমানকালবৎ** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। আচ্ছা, পূর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরপ্রেরিত না হইয়া কি করিয়া ঈশ্বরপ্রেরণারূপ কার্য্য করে? সেখানেও তাহার পূর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত ঈশ্বরকর্ত্তৃক কর্ম্ম প্রেরিত হয়, এইরূপ কল্পনা করিলে অন্ধপরম্পরা দোষ হইল। কারণ, যাহার চক্ষুঃ আছে, সেই ব্যক্তিই অন্ধকে লইয়া যায়, অন্য অন্ধ তাহাকে লইয়া যায় না, সেইরূপ এখানেও দুইজনই প্রেরিত হইতেছে, কে কাহাকে প্রবৃত্ত করিবে।

আরও নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরের নির্দ্দোষতা তাঁহাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—**অপি চ** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আমাদের কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত নহে। যদি বল, করুণাবশতও লোক প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়। আর করুণা ত দোষ নহে, এইজন্য **স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যেহেতু করুণা হইলে ইহার দুঃখ জন্মে, সেই হেতু দুঃখনিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হয়, এইজন্য দয়ালুগণও স্বার্থ প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করেন। যদি বল স্বার্থপ্রেরিত হইয়াই প্রবৃত্ত হউন না, তাহা হইলেই বা দোষ কি? এইজন্য **স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্য** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ যেহেতু তিনি অর্থী অর্থাৎ তাঁহার প্রয়োজন আছে, অতএব তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। আর পুরুষকে উদাসীন বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহার প্রবৃত্তি সত্য হইতে পারে না।৩৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮

পুনরপি অসামঞ্জস্যমেব। ন হি প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ অন্তরেণ সম্বন্ধং প্রধানপুরুষয়োঃ ঈশিতা। ন তাবৎ সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং সর্ব্বগতত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ আশ্রয়াশ্রয়িভাবানিরূপণাৎ। নাপি অন্যঃ কশ্চিৎ কার্য্যগম্যঃ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুম্, কার্য্যকারণভাবস্যৈব অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ।

ব্রহ্মবাদিনঃ কথম্ ইতি চেৎ? ন, তস্য তাদাত্ম্যলক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। অপি চ আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি ইতি ন অবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি, পরস্য তু দৃষ্টান্তবলেন কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তঃ যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি অয়ম্ অস্তি অতিশয়ঃ।

পরস্যাপি সর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাগমসদ্ভাবাৎ সমানম্ আগমবলম্ ইতি চেৎ? ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ আগমপ্রত্যয়াৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ সর্ব্বজ্ঞপ্রত্যয়াচ্চ আগমসিদ্ধিঃ ইতি। তস্মাৎ অনুপপন্না সাংখ্যযোগবাদিনাম্ ঈশ্বরকল্পনা। এবম্ অন্যাসু অপি বেদবাহ্যাসু ঈশ্বরকল্পনাসু যথাসম্ভবম্ অসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্।৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**চ** আর ঈশ্বর যে প্রকৃতি ও পুরুষের প্রবর্ত্তক হইবেন, তাহা **সম্বন্ধানুপপত্তেঃ** অর্থাৎ সম্বন্ধব্যতীত হইতে পারেন না। আর নিরবয়বব প্রধানাদির সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না অথবা যুতসিদ্ধ বলিয়া সমবায়ও হইতে পারে না। এইজন্যও অসামঞ্জস্য হয়, বেদান্তমতে কিন্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে।

ভাষ্যার্থ—আরও অসামঞ্জস্য হয়। যথা—প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর কোন সম্বন্ধব্যতীত সেই প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেরণকর্ত্তা হইতে পারেন না। আর ইহাদের সংযোগরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং নিরবয়ব। আর সমবায়সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, আধারাধেয়ভাবের নিরূপণ করা যায় না। আর কার্য্য দেখিয়া অন্য কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, এখনও কার্য্যকারণভাবই সিদ্ধ হয় নাই।

* এ সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল। এই সূত্রটী ভাস্কর, রামানুজ ও শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যে নাই কিন্তু নিম্বার্ক মাধ্ব বিজ্ঞানভিক্ষু বল্লভ ও বলদেব ভাষ্যে আছে, দেখা যায়।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮]

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল বেদান্তীর কি করিয়া হয় ? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, তাহার তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। আরও বেদান্তী শ্রুতি বলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন, এইজন্য অবশ্যই দৃষ্টপদার্থ অনুসারেই তাহাকে সমস্ত পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু অন্যের পক্ষে অর্থাৎ যিনি দৃষ্টান্তবলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন, তাঁহার দৃষ্টবস্তু অনুসারেই সকলপদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই বিশেষ।

যদি বল, অন্যের পক্ষেও সর্ব্বজ্ঞরচিত শাস্ত্র থাকায় শাস্ত্রবল উভয়েরই সমান ? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে, যথা—শাস্ত্রপ্রমাণবশতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি হইবে এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ এই জ্ঞান হইলে তবে তাহার রচিত গ্রন্থ শাস্ত্র হইবে। অতএব সাংখ্য ও যোগিগণের ঈশ্বরকল্পনা অসঙ্গত। এইরূপ অবৈদিক অন্যান্য ঈশ্বর কল্পনাতেও যথাযোগ্য অসামঞ্জস্য যোজনা করিতে হইবে।৩৮

ভামতী।

অপরম্ অপি দৃষ্টানুসারেণ দূষণম্ আহ—"সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ"। দৃষ্টৌ হি সাবয়বানাম্ অসর্ব্বগতানাং চ সংযোগঃ। অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা হি প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ ন সর্ব্বগতানাং সম্ভবতি অপ্রাপ্তেঃ অভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। অব্যাপ্যবৃত্তিতা হি সংযোগস্য স্বভাবঃ। ন চ নিরবয়বেষু অব্যাপ্যবৃত্তিতা সংযোগস্য সম্ভবতি ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিতায়াঃ সংযোগস্য ব্যাপিকায়াঃ নিবৃত্তেঃ তদ্ব্যাপ্যস্য সংযোগস্য বিনিবৃত্তিঃ ইতি ভাবঃ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। স হি অযুতসিদ্ধানাম্ আধারাধেয়ভূতানাম্ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ সম্বন্ধ ইতি অভ্যুপেয়তে। ন চ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং মিথঃ অস্তি আধারাধেয়ভাবঃ ইত্যর্থঃ। নাপি যোগ্যতালক্ষণঃ কার্য্যগম্য-সম্বন্ধ ইত্যাহ—"নাপি অন্য" ইতি। ন হি প্রধানস্য মহদহঙ্কারাদিকারণত্বম্ অদ্যাপি সিদ্ধমিতি। শঙ্কতে—"ব্রহ্মবাদিনঃ" ইতি। নিরাকরোতি—"ন", কুতঃ ? তস্য মতে অনির্ব্বচনীয়তাদাত্ম্য-লক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। "অপি চে"তি। আগমো হি প্রবৃত্তিং প্রতি ন দৃষ্টান্তম্ অপেক্ষতে ইতি অদৃষ্টপূর্ব্বে তদ্বিরুদ্ধে চ প্রবর্ত্তিতুং সমর্থঃ। অনুমানং তু দৃষ্টানুসারি ন এবম্বিধে প্রবর্ত্তিতুম্ অর্হতি ইতি। শঙ্কতে—"পরস্যাপি" ইতি। পরিহরতি—"ন" ইতি। অস্মাকং তু ঈশ্বরাগমযোঃ অনাদিত্বাৎ ঈশ্বরযোনিত্বেঽপি আগমস্য ন বিরোধঃ * ইতি ভাবঃ।৩৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং শ্রুতেঃ অনুমানাচ্চ ঈশ্বরসিদ্ধিং নিরস্য পৌরুষেয়াগমাৎ তৎসিদ্ধিঃ নিরস্যতে ইত্যাহ—"পরস্যাপী"তি। "অস্মাকং তু" ইতি। শাস্ত্রযোনিত্বেঽপি ঈশ্বরস্য অনাদিসিদ্ধনিয়তক্রমাপেক্ষণাৎ ন ঈশ্বরাধীনং বেদস্য প্রামাণ্যং কিন্তু স্বতঃ, যথা দেবদত্তকৃতত্বেঽপি দীপস্য প্রকাশনশক্তিমত এব কৃতত্বাৎ ন দেবদত্তাপেক্ষং তস্য প্রকাশকত্বং তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।৩৮

ভামতীর অনুবাদ।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ এই গ্রন্থে দৃষ্ট অনুসারে অন্য একটি দোষও বলিতেছেন। যাহারা সাবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহাদেরই সংযোগ দেখা যায়, যেহেতু অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তির নাম সংযোগ, তাহা সর্ব্বব্যাপীর সম্ভব নহে; কারণ, তাহাদের অপ্রাপ্তি নাই এবং তাহারা নিরবয়ব। সংযোগের স্বভাবই অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়া। আর নিরবয়বসকলের সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব, সংযোগের ব্যাপক অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার ব্যাপ্য সংযোগেরও নিবৃত্তি হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। আর সমবায়রূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, তাহা আধারাধেয়স্বরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থসকলের ইহপ্রত্যয়ের হেতু—সম্বন্ধ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। আর প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বরের পরস্পর আধারাধেয়ভাব নাই। আর কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা অনুমান করিয়া যোগ্যতারূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না, **নাপি অন্য** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। যেহেতু প্রধান যে মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদির কারণ, তাহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই। **ব্রহ্মবাদিনঃ** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ন** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। কেন ? যেহেতু তাঁহার মতে অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। আগম প্রবৃত্ত হইতে হইলে দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে না, এইজন্য যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই তাহাতে, এবং দৃষ্টবিরুদ্ধ বস্তুতেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু অনুমান দৃষ্ট অনুসারেই হইয়া থাকে, অতএব ঐরূপ স্থলে অর্থাৎ দৃষ্টবিরুদ্ধস্থলে

* দোষঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।৩৯ *

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।৪০ †

ভামতীর অনুবাদ।

প্রবৃত্ত হইতে পারে না। **পরস্যাপি** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। ন এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর ও বেদ অনাদি বলিয়া বেদ ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইলেও কোন বিরোধ নাই—ইহাই অভিপ্রায়।৩৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।৩৯

ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য **ঈশ্বরস্য**। স হি পরিকল্প্যমানঃ কুম্ভকার **ইব মৃদাদীনি প্রধানাদীনি** অধিষ্ঠায় **প্রবর্ত্তয়েৎ**। ন চ এবম্ উপপদ্যতে। ন হি অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ প্রধানম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সম্ভবতি, মৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ।৩৯

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর প্রধান রূপাদিবিহীন হওয়ায় তাহার প্রতি ঈশ্বরের **অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ** অর্থাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণা হইতে পারে না।

অথবা **অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ** অর্থাৎ সশরীর ব্যক্তিকেই প্রেরণা করিতে দেখা যায় বলিয়া ঈশ্বরের শরীর না থাকায় প্রেরণা করা সম্ভব নহে।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরের অনুপপত্তি হয়। ঈশ্বরের কল্পনা করিলে সেই ঈশ্বর কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদি প্রেরণা করে, সেইরূপ প্রধানাদি প্রেরণা করিয়া প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষের অগোচর রূপাদিরহিত প্রধান ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় অর্থাৎ প্রেরণ করিবার যোগ্য হইতে পারে না; কারণ, মৃদাদি হইতে তাহা পৃথক্।৩৯

ভামতী।

যথাদর্শনম্ অনুমানং প্রবর্ত্ততে ন অলৌকিকার্থবিষয়ম্ ইতি ইহাপি ন প্রস্মর্ত্তব্যম্। সুগমম্ অন্যৎ।৩৯

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নমু রূপাদিহীনস্য অধিষ্ঠেয়ত্বানুপপত্তিঃ মায়ায়াম্ অপি তুল্যা তত্রাহ—যথাদর্শনম্ ইতি।৩৯

ভামতীর অনুবাদ।

দৃষ্ট অনুসারে অনুমানের প্রবৃত্তি হয়, (অতএব) অলৌকিক পদার্থে অনুমানের প্রবৃত্তি হয় না। একথা এখানেও ভুলিবেন না। অবশিষ্ট ভাষ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে।৩৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।৪০

স্যাদেতৎ—যথা করণগ্রামং চক্ষুরাদিকম্ অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ **পুরুষঃ** অধিতিষ্ঠতি এবং **প্রধানম্** অপি **ঈশ্বরঃ** অধিষ্ঠাস্যতি ইতি। তথাপি ন উপপদ্যতে। **ভোগাদিদর্শনাৎ** হি **করণগ্রামস্য অধিষ্ঠিতত্বং** গম্যতে। ন চাত্র **ভোগাদয়ঃ** দৃশ্যন্তে। **করণগ্রামসাম্যে** বা **অভ্যুপগম্যমানে** সংসারিণাম্ ইব **ঈশ্বরস্যাপি ভোগাদয়ঃ** প্রসজ্যেরন্।

অন্যথা বা **সূত্রদ্বয়ং** ব্যাখ্যায়তে—"**অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ**"। **ইতশ্চ** অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য **ঈশ্বরস্য**। সাধিষ্ঠানো হি লোকে সশরীরো রাজা রাষ্ট্রস্য **ঈশ্বরো** দৃশ্যতে ন নিরধিষ্ঠানঃ। **অতশ্চ** তদ্দৃষ্টান্তবশেন অদৃষ্টম্ ঈশ্বরং কল্পয়িতুম্ ইচ্ছতঃ ঈশ্বরস্যাপি

---

* এ সূত্রেও প্রথমান্তপদ না থাকায়, ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্র হইল।

† ইহাতে "চেৎ ন" এই পদদ্বয় থাকায় ইহা আরব্ধ সূত্রের অঙ্গসূত্র হইল।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।৪০]

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চিৎ শরীরং করণায়তনং বর্ণয়িতব্যং স্যাৎ। ন চ তৎ বর্ণয়িতুং শক্যতে, সৃষ্ট্যুত্তরকালভাবিত্বাৎ শরীরস্য প্রাক্‌সৃষ্টেঃ তদনুপপত্তেঃ। নিরধিষ্ঠানত্বে চ ঈশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ।

"করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ"। অথ লোকদর্শনানুসারেণ ঈশ্বরস্যাপি কিঞ্চিৎ করণানাম্ আয়তনং শরীরং কামেন কল্প্যেত। এবমপি নোপপদ্যতে। সশরীরত্বে হি সতি সংসারিবৎ ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ ঈশ্বরস্যাপি অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত।৪০

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—করণবৎ চেৎ অর্থাৎ যদি বল, জীব যেমন রূপাদিবিহীন ইন্দ্রিয় সকলকে প্রেরণা করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও প্রধানাদিকে প্রেরণা করেন। ন অর্থাৎ না, তাহা বলিতে পার না; ভোগাদিভ্যঃ অর্থাৎ কারণ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয়।

অথবা **করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ** অর্থাৎ যদি বল, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর ঈশ্বরের আছে? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ভোগাদি সম্ভাবনা হওয়ায় ঈশ্বরত্বই হয় না।

ভাষ্যার্থ—এরূপ ত হইতে পারে—যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর ও রূপাদিরহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে জীব প্রেরণা করে—এইরূপ ঈশ্বরও প্রধানকে প্রেরণা করিবে। তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। জীবের ভোগাদি দেখা যায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলের প্রেরিত হওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বরে ভোগাদি দেখা যায় না। আর প্রধানকে ইন্দ্রিয়সকলের সমান বলিয়া যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে সংসারি জীবগণের মত ঈশ্বরেরও ভোগাদি সম্ভব হইয়া পড়ে।

অথবা অন্য প্রকারে এই দুইটি সূত্র ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। **অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ** ইহার অর্থ—এজন্যও তার্কিকদিগের কল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি হয় না। **লোকে সাধিষ্ঠান** অর্থাৎ প্রেরণাযুক্ত দেহবিশিষ্ট রাজা রাজ্যের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু হন, ইহা দেখা যায়—নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণাবিহীন ব্যক্তি নহে। অতএব সেই দৃষ্টান্তবশতঃ দৃষ্টির অগোচর ঈশ্বরকে যিনি কল্পনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার মতে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় কোন শরীর আছে—ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারেন না; কারণ, সৃষ্টির পরে শরীর উৎপন্ন হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা হইতে পারে না। আর যদি ঈশ্বর নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ শরীরশূন্য হন, তাহা হইলে তিনি প্রধানের প্রেরক হইতে পারেন না; কারণ, এইরূপই লোকে দেখা যায়।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ। আর যদি লোকদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় কোন শরীর ইচ্ছামত কল্পনা করেন, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ, ঈশ্বর যদি দেহযুক্ত হন, তাহা হইলে সংসারী জীবের মত ভোগাদির সম্ভব হয় বলিয়া ঈশ্বরও অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন।৪০

ভামতী।

"রূপাদিহীনমি"তি। অনুদ্‌ভূতরূপাদি ইত্যর্থঃ। রূপাদিহীনকরণাধিষ্ঠানং হি পুরুষস্য স্বভোগাদাবেব দৃষ্টং নান্যত্র। ন হি বাহ্যং কুঠারাদি অপরিদৃষ্টং ব্যাপারয়ন্ কশ্চিৎ উপলভ্যতে। তস্মাৎ রূপাদিহীনং করণং ব্যাপারয়ত ঈশ্বরস্য ভোগাদিপ্রসক্তিঃ। তথাচ অনীশ্বরত্বম্ ইতি ভাবঃ। কল্পান্তরম্ আহ—"অন্যথে"তি। পূর্ব্বম্ অধিষ্ঠিতিঃ অধিষ্ঠানম্, ইদানীং তু অধিষ্ঠানং ভোগায়তনং শরীরম্ উক্তম্। তথা ভোগাদিপ্রসঙ্গেন অনীশ্বরত্বং পূর্ব্বম্ আপাদিতম্। সম্প্রতি তু শরীরিত্বেন ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ অনীশ্বরত্বম্ উক্তম্ ইতি বিশেষঃ।৪০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অধিষ্ঠানেতি (২।২।৩৯) সূত্রগতব্যাখ্যানয়োঃ ভেদমাহ—"পূর্ব্বমি"তি। "করণবচ্চেদি"তি (২।২।৪০) সূত্রস্থব্যাখ্যানয়োঃ বিশেষমাহ—"তথে"তি।৪০

ভামতীর অনুবাদ।

রূপাদিহীন অর্থাৎ যাহার উদ্‌ভূত রূপাদি নাই। রূপাদিহীন ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করা কেবল পুরুষের নিজের ভোগাদিতেই দেখা যায়, অন্য বিষয়ে দেখা যায় না। কারণ, দৃষ্টির অগোচর বাহ্যিক কুঠারাদি প্রেরণা

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা।৪১ *

ভামতীর অনুবাদ।

করিতে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না। অতএব যিনি রূপাদিরহিত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন, সেই ঈশ্বরের ভোগাদির আপত্তি হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না—ইহাই অভিপ্রায়। অন্যথা এই গ্রন্থদ্বারা অন্য প্রকার ব্যাখ্যা বলিতেছেন। পূর্ব্ব ব্যাখ্যায় অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ—অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ প্রেরণা করা, এক্ষণে কিন্তু অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ—ভোগায়তন শরীর বলা হইয়াছে। আর ভোগাদির আপত্তি হয় বলিয়া ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব হয়—ইহা পূর্ব্বে আপত্তি করা হইয়াছে। এখন কিন্তু শরীরযুক্ত হওয়ায় ভোগাদির আপত্তি হওয়ায় অনীশ্বরত্ব বলা হইয়াছে—ইহাই বিশেষ।৪০

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা।৪১

ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য। স হি সর্ব্বজ্ঞঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যতে অনন্তশ্চ। অনন্তং চ প্রধানম্ অনন্তাশ্চ পুরুষাঃ মিথো ভিন্না অভ্যুপগম্যন্তে। তত্র সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ প্রধানস্য পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ত্তা পরিচ্ছিদ্যেত বা ন বা পরিচ্ছিদ্যেত? উভয়থাপি দোষঃ অনুষক্ত এব। কথম্? পূর্ব্বস্মিন্ তাবৎ বিকল্পে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাম্ অন্তবত্ত্বম্ অবশ্যম্ভাবি, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নং বস্তু পটাদি তদন্তবৎ দৃষ্টং, প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়ম্ অপি ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ অন্তবৎ স্যাৎ। সংখ্যাপরিমাণং তাবৎ প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়রূপেণ পরিচ্ছিন্নম্। স্বরূপপরি-মাণম্ অপি তদ্গতম্ ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যেত ইতি। পুরুষগতা চ মহাসংখ্যা। ততশ্চ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নানাং মধ্যে যে সংসারিণঃ সংসারাৎ মুচ্যন্তে তেষাং সংসারঃ অন্তবান্, সংসারিত্বং চ তেষাম্ অন্তবৎ। এবম্ ইতরেষু অপি ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্য সংসারিণাং চ অন্তবত্ত্বং স্যাৎ। প্রধানং চ সবিকারং পুরুষার্থম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সংসারিত্বেন অভিমতং তচ্ছূন্যতায়াম্ ঈশ্বরঃ কিম্ অধিতিষ্ঠেৎ? কিংবিষয়ে বা সর্ব্বজ্ঞতে-শ্বরতে স্যাতাম্? প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং চ এবম্ অন্তবত্ত্বে সতি আদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। আদ্যন্তবত্ত্বে চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ। অথ মাভূৎ এষ দোষঃ ইতি উত্তরো বিকল্পঃ অভ্যুপগম্যেত, ন প্রধানস্য পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ত্তা ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যতে ইতি, তত ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ অপি অসঙ্গতঃ তার্কিকপরি-গৃহীতঃ ঈশ্বরকারণবাদঃ।৪১ ইতি সপ্তমং পত্যধিকরণম্।৪১

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ঈশ্বর যদি প্রধান জীব এবং নিজের পরিমাণ এবং সংখ্যার সীমা করিতে পারেন, তাহা হইলে **অন্ত-বত্ত্বম্** অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ হইবে, **অসর্ব্বজ্ঞতা বা** আর যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন না।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি হয় না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অনন্ত—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। প্রধান অনন্ত, পুরুষও অনন্ত এবং পরস্পর ভিন্ন—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, প্রধান পুরুষ ও নিজের সীমা জানিতে পারেন কি না? দুই প্রকারেই দোষ হইয়াই থাকে। কেন? পূর্ব্বকল্পে সীমাযুক্ত হওয়ায় প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বরের ধ্বংস হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে; কারণ, লোকে এইরূপই দেখা যায়। সীমাযুক্ত যে পটাদি বস্তু, তাহার ধ্বংস হয়, ইহা লোকে দেখা যায়। সেইরূপ প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—এই তিনটিই সীমাযুক্ত

* এস্থলে "অন্তবত্ত্বম্" এবং "অসর্ব্বজ্ঞতা" পদ প্রথমান্ত হওয়ায় অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু "বা" পদটী থাকায় তাহা পূর্ব্বসূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য অধিকরণ আরম্ভকও হইল না। পরে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে "নৈকাস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রের নকার অনুবৃত্ত হওয়ায় প্রথমান্তপদ লাভ হয়, আর তজ্জন্য তাহা অধিকরণ আরম্ভক হওয়ায় এই সূত্রটী আরব্ধ অধিকরণের শেষসূত্রই হইল। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার স্বতন্ত্র অধিকরণ হইবার পক্ষে বাধা কি তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ।৪১]

ভাষ্যানুবাদ।

বলিয়া ধ্বংসশীল হইবে। প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—এই তিনরূপে সংখ্যার পরিমাণ সীমাযুক্ত। আর তাহাদের স্বরূপের পরিমাণও ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন করুন, আর জীবগণের মহাসংখ্যাও ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন করুন। আর তাহা হইলে সীমাযুক্ত জীবগণের মধ্যে যে সংসারিগণ সংসার হইতে মুক্ত হন্, তাহাদের সংসার অন্তবান্ অর্থাৎ বিনাশশীল, এবং তাহাদের সংসারী হওয়াও বিনাশশীল। আর অন্য জীবগণও ক্রমে মুক্ত হইলে সংসার ও সংসারীর বিনাশ হইবে। আর মহদাদি বিকারের সহিত প্রধান, পুরুষের ভোগের জন্য ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারী হন্—ইহা তাঁহাদের মত; তাহা না থাকিলে ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণা করিবেন? কাহাকে লইয়াই বা তিনি সর্ব্বজ্ঞ বা ঈশ্বর হইবেন। আর প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের এইরূপে বিনাশ হইলে তাঁহারা আদিমান্ হইয়া পড়িবে। আর আদি ও অন্তযুক্ত হইলে শূন্যবাদ হইয়া পড়িল। আর এই দোষ যাহাতে না হয়, সেজন্য যদি দ্বিতীয়কল্প স্বীকার করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতিপুরুষ ও নিজের সীমা জানিতে পারেন না—বলেন? তাহা হইলে তাঁহার যে সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ভঙ্গরূপ অন্যদোষ হইয়া পড়িবে। এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরকারণবাদ অসঙ্গত। পত্যধিকরণনামক সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।৪১

ভামতী।

অপি চ সর্ব্বত্র অনুমানং প্রমাণয়তঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাম্ অপি সংখ্যাভেদবত্ত্বম্ অন্তবত্ত্বং চ দ্রব্যত্বাৎ সংখ্যান্যত্বে সতি প্রমেয়ত্বাৎ বা অনুমাতব্যং, ততশ্চ অন্তবত্ত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা বা। অস্মাকং তু আগমগম্যে অর্থে তদ্‌বাধিতবিষয়তয়া ন অনুমানং প্রভবতি ইতি ভাবঃ। স্বরূপ-পরিমাণম্ অপি যস্য যাদৃশম্—অণু মহৎ পরমমহৎ দীর্ঘং হ্রস্বং চ ইতি। অথ মাভূৎ এষ দোষঃ ইতি উত্তরো বিকল্পঃ। যস্য অন্তঃ অস্তি তস্য অন্তবত্ত্বাগ্রহণম্ অসর্ব্বজ্ঞতাম্ আপাদয়েৎ। যস্য তু অন্ত এব নাস্তি তস্য তদ্‌গ্রহণং ন অসর্ব্বজ্ঞাতম্ আবহতি। ন হি শশবিষাণাদ্যজ্ঞানাৎ অজ্ঞো ভবতি ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—"তত" ইতি। আগমানপেক্ষস্য অনুমানম্ এষাম্ অন্তবত্ত্বম্ অবগময়তি ইত্যুক্তম্।৪১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"প্রধানপুরুষেশ্বরাণামি"তি। এষাং পুরুষান্ জাত্যা একীকৃত্য ত্রিত্বং তাবৎ সিদ্ধং, পুরুষাণাং তু পরার্দ্ধাদিসংখ্যাসু মধ্যে অন্যতম-সংখ্যয়া ইয়ত্ত এব ইতি সংখ্যাভেদবত্ত্বং দ্রব্যত্বাৎ কুশূলমিতধান্যবৎ ইতি অনুমায় সর্ব্বেষাং প্রধানাদীনাং সংখ্যাবত্ত্বাৎ অন্তবত্ত্বং বিনাশিত্বম্ অনুমাতব্যম্। যদ্যপি দ্রব্যত্বাদেব অন্তবত্ত্বং সর্ব্বেষাম্ অনুমাতুং শক্যম্, তথাপি প্রবাহনিত্যত্বাৎ অনিত্যানাম্ অপি স্রোতোরূপেণ সংসার-বাহকত্বশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়িতুং সংখ্যাভেদবত্ত্বম্ অনুমিতম্। এবং তাবৎ দ্রব্যাশ্রিতা এব সংখ্যা ইতি যেষাম্ আগ্রহঃ তন্মতে সংখ্যাভেদবত্ত্বে দ্রব্যত্বং হেতুকৃতম্। অথ সংখ্যাং বিহায় সর্ব্বত্র সংখ্যা অস্তি ইতি মতং তন্মতে অনুমানং—"সংখ্যান্যত্বে সতি" ইতি। সংখ্যান্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সপ্তমী চ নিমিত্তার্থা। অথ সংখ্যায়াম্ অপি সংখ্যা অস্তি ইতি মতম্, তত্র অনুমানম্ আহ—"প্রমেয়ত্বাদি"তি। সামান্যতো-দৃষ্টানুমানোপন্যাসস্তু ঈদৃশেনাপি দুষ্টত্বাৎ আভাসতয়ঃ পরপক্ষ ইতি দ্যোতনায়। ব্যাখ্যাতে অর্থে সূত্রম্ অবতারয়তি—"ততশ্চে"তি। ননু ব্রহ্মাপি অন্তবৎ, একত্বাৎ, একঘটবৎ—ইতি কিং ন স্যাৎ অত আহ—"অস্মাকং তু" ইতি। ভাষ্যস্থস্বরূপপরিমাণপদং ব্যাচষ্টে—"স্বরূপে"তি। পরিহরতি—তত ঈশ্বরস্য ইত্যাদিভাষ্যেণ ইতি শেষঃ। অসতি হি অন্তে তদপরিচ্ছেদঃ ন দোষায় অস্তি চ স ইত্যাহ—"আগমে"তি। আগমানপেক্ষঃ বাদী তস্য ইতি। ইতি সপ্তমঃ পত্যধিকরণম্।৪১

ভামতীর অনুবাদ।

আরও সকলস্থানেই যিনি অনুমানকে প্রমাণ করেন সেই তার্কিক, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সংখ্যাবিশেষবিশিষ্ট এবং অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশশীল, যেহেতু তাহারা দ্রব্য অথবা সংখ্যাভিন্ন হইয়া প্রমেয়—এইরূপ অনুমান করিবেন, এবং তাহা হইলে ঈশ্বর বিনাশী অথবা অসর্ব্বজ্ঞ হইবেন। কিন্তু আমাদের মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত বস্তুতে শ্রুতিদ্বারা অনুমানের বিষয় বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অনুমান প্রভুত্ব করিতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। স্বরূপের পরিমাণও যাহার যেরূপ, যথা—অণু মহৎ পরমমহৎ দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব ইত্যাদি। আর যাহাতে এই দোষ না হয়, এইজন্য শেষকল্প বলা হইয়াছে। যাহার শেষ আছে, তাহার শেষের জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরের অসর্ব্বজ্ঞতার আপত্তি হইবে, কিন্তু যাহার শেষই নাই তাহার শেষের জ্ঞান না হইলে অসর্ব্বজ্ঞতা হয় না। কারণ, শশশৃঙ্গের জ্ঞান না হওয়ায় কেহ অজ্ঞ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। তত এই গ্রন্থে এই আপত্তির পরিহার করিতেছেন। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান, প্রধানাদির বিনাশ আছে—ইহা বুঝাইয়া দিতেছে, ইহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে।৪১ পত্যধিকরণ সমাপ্ত হইল।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা।৪১]

সপ্তমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠাধিকরণে অনৈকান্তবাদী জৈনগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বরনিমিত্তকারণবাদী মাহেশ্বর মতের খণ্ডন করা হইতেছে। এই মাহেশ্বর মতের অন্তর্গত চারিটী মতবাদ আছে, যথা—শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্ত এবং কাপালিক। রামানুজভাষ্যে কারুণিকসিদ্ধান্তের স্থলে কালামুখ নাম আছে। ভাস্করভাষ্যে কাঠকসিদ্ধান্তী নাম আছে। ইহারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতাপক্ষে সকলেই একমত। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিষয়ে সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় ও বৈশেষিক মতেরও ঐক্য থাকায় সেই মতগুলিও এই প্রসঙ্গে খণ্ডিত হইতেছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেও চারিপ্রকার মাহেশ্বর মতের উল্লেখ আছে, যথা—নকুলীশপাশুপত, শৈব, রসেশ্বরদর্শন ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন। কিন্তু এই চারি-সম্প্রদায় মাহেশ্বর মতের সহিত উপরি উক্ত চারিটী মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ে ঐক্য নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে জৈনমত খণ্ডনকালে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া একত্র থাকিতে পারে না, বলা হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্রূপ উপাদানও কর্তৃত্ব এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মও একত্র থাকিতে পারে না—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণে পাশুমত উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

এই অধিকরণে পাঁচটী সূত্র আছে, যথা—

১। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭
২। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ।৩৮
৩। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।৩৯
৪। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।৪০
৫। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা।৪১

ইহাদের আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—

১। ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা হইয়া জগতের নিমিত্তকারণ হন—ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ, ইহাতে অসামঞ্জস্য হয়। এস্থলে পূর্ব্ব অধিকরণের প্রথম সূত্রের "ন"কারের অনুবৃত্তি করিতে হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

২। ঈশ্বরের সহিত প্রের্য্য প্রধানাদির সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে না। আর সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। কারণ, নিরবয়বত্ব ও যুতসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সংযোগসমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় না।

৩। কুম্ভকারের মৃত্তিকার প্রেরকত্বের ন্যায় ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রকৃতিকে প্রেরণ করেন, এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, সেখানেও অসামঞ্জস্য হয়।

৪। পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যেমন অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রেরক হন, সেইরূপ ঈশ্বরও অপ্রত্যক্ষ প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের ভেদ আছে, অর্থাৎ জীবের ভোগার্থই ইন্দ্রিয়গণ প্রেরিত হয়, ঈশ্বরে সেই ভোগ সম্ভবপর নহে।

৫। তার্কিকেরা যে ভাবে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করেন, সেভাবে ঈশ্বরের বিনাশিত্ব অথবা অসর্ব্বজ্ঞতা আসিয়া পড়ে, পরন্তু তাহা অসঙ্গত। অর্থাৎ প্রধান জীব ও ঈশ্বরের যত সংখ্যা এবং পরিমাণ আছে তাহারা উভয়ই ঈশ্বরকর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হয় কি না এই সন্দেহে পরিচ্ছিন্ন হয় স্বীকার করিলে সেই প্রধান জীব ও ঈশ্বর ঘটবৎ বিনাশী হন, আর অপরিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে ঈশ্বর অসর্ব্বজ্ঞ হন। এজন্য মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত অপ্রমাণ।

যাহা হউক, পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়াদি অবয়বগুলি যেরূপ তাহা এই—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ,
দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ
তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ
চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ
পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—দৃষ্টান্তসঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে যেমন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একত্র থাকিতে পারে না, তদ্রূপ উপাদানত্ব ও কর্তৃত্ব একত্র থাকিতে পারে না—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহার সহিত পূর্ব্বাধি-করণের দৃষ্টান্তসঙ্গতি বলা হয়।

(২) **বিষয়**—ঈশ্বরের জগৎকার্য্যের প্রতি কেবল নিমিত্তকারণতারূপ মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত।

(৩) **সংশয়**—উক্ত মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক কি না?

উৎপত্ত্যধিকরণং নাম

অষ্টমম্ অধিকরণম্।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্)

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২ *

সপ্তমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—মাহেশ্বরসিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক, অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বর কেবলই নিমিত্তকারণ। যেমন কুম্ভকার উপাদানকারণ না হইয়া দণ্ডচক্রাদিকে প্রযুক্ত করে বলিয়া কেবল নিমিত্তকারণ হয়। এস্থলেও তদ্রূপ। এ বিষয়ে শাস্ত্রদর্পণে বলা হইয়াছে—

"ন দ্রব্যং প্রত্যুপাদানমীশ্বরশ্চেতনত্বতঃ।
কুলালবন্নিয়ন্তুর্হি নিয়ম্যত্বং বিরুধ্যতে॥

অর্থাৎ ঈশ্বর চেতন বলিয়া দ্রব্যের প্রতি তিনি উপাদানকারণ নহেন। কুম্ভকার নিয়ন্তা বলিয়া যেমন নিয়ম্য হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ নিয়ন্তা ঈশ্বরের নিয়ম্যত্ব বিরুদ্ধ হয়।

(৫) **সিদ্ধান্ত**—জগতের সৃষ্টিতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষ অপরিহার্য্য হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রদর্পণে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা এই—

"অধিগম্য শ্রুতেরীশমনুপাদানতা যদি।
অনুমীয়েত বাধঃ স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরন্যথা॥

অর্থাৎ শ্রুতি হইতে ঈশ্বরের বিষয় অবগত হইয়া যদি তাহার অনুপাদানতা অনুমান করা হয়, তবে বাধ হইবে, অন্যথা আশ্রয়সিদ্ধি হইবে।

(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য)।

এই বিষয়টী শ্রীমদ্‌ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

তটস্থেশ্বরবাদো যঃ স যুক্তোঽথ ন যুজ্যতে।
যুক্তঃ কুলালদৃষ্টান্তান্নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ ॥১
ন যুক্তো বিষমত্বাদিদোষাদ্ বৈদিক ঈশ্বরে।
অভ্যুপেতে তটস্থত্বং ত্যাজ্যং শ্রুতিবিরোধতঃ ॥২

অন্বয়ঃ—যঃ তটস্থেশ্বরবাদঃ সঃ যুক্তঃ অথ ন যুজ্যতে? কুলালদৃষ্টান্তাৎ নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ যুক্তঃ।১ বিষমত্বাদিদোষাৎ বৈদিকে ঈশ্বরে অভ্যুপেতে ন যুক্তঃ, শ্রুতিবিরোধতঃ তটস্থত্বং ত্যাজ্যম্।২

অর্থ—যাহা তটস্থ ঈশ্বরবাদ তাহা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত? কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত থাকায় নিয়ন্তৃত্বের সম্ভাবনা হয় বলিয়া তাহা সঙ্গত।১ বিষমত্বাদি দোষ হয় বলিয়া বৈদিক ঈশ্বরে তাহার স্বীকার সঙ্গত হয় না। শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ঈশ্বরের তটস্থত্ব পরিত্যাজ্যই হয়।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২

যেষাম্ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ উভয়াত্মকং কারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে।

ননু শ্রুতিসমাশ্রয়ণেনাপি এবংরূপ এব ঈশ্বরঃ প্রাক্ নির্দ্ধারিতঃ "প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ" (১।৪।২৩) ইতি। শ্রুত্যনুসারিণী চ স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ইতি স্থিতিঃ। তৎ কস্য হেতোঃ

* ইহার পূর্ব্বে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্র হইতে নকার অনুবৃত্তি করিয়া পূর্ব্বাধিকরণ আরম্ভক "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে আনিয়া তদ্দ্বারা যেমন একটী পৃথক্ অধিকরণ করা হইয়াছে, এস্থলে তদ্রূপ সেই নকারের অনুবৃত্তি হওয়ায় প্রথমস্থ পদ "ন"কার থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল। মধ্ব, নিম্বার্ক ও বলদেব ভাষ্যে এতদ্দ্বারা শাক্তমতখণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে, অন্য সকল ভাষ্যে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামানুজভাষ্যে ইহাতে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমত স্থাপন করা হইয়াছে। আর তজ্জন্য এই সূত্রটী তন্মতে পূর্ব্বপক্ষসূত্র করা হইয়াছে। অন্য সকল মতেই ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

এষ পক্ষঃ প্রত্যাচিখ্যাসিতঃ ইতি? উচ্যতে যদ্যপি এবংজাতীয়কঃ অংশঃ সমানত্বাৎ ন বিসংবাদগোচরো ভবতি, অস্তি তু অংশান্তরং বিসংবাদস্থানম্ ইত্যতঃ তৎপ্রত্যাখ্যানায় আরম্ভঃ।

তত্র ভাগবতা মন্যন্তে—"ভগবান্ এব একো বাসুদেবঃ নিরঞ্জনজ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং, স চতুর্ধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতঃ—বাসুদেবব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণ অনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ। বাসুদেবো নাম পরমাত্মা উচ্যতে। সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ। প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ। অনিরুদ্ধো নাম অহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তম্ ইত্থম্ভূতং পরমেশ্বরং ভগবন্তম্ অভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়-যোগৈঃ বর্ষশতম্ ইষ্ট্বা ক্ষীণক্লেশঃ ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যতে" ইতি।

তত্র যৎ তাবৎ উচ্যতে যোঽসৌ নারায়ণঃ পরঃ অব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনা আত্মানম্ অনেকধা ব্যূহ্য অবস্থিতঃ ইতি, তৎ ন নিরাক্রিয়তে, "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনঃ অনেকধাভাবস্য অধিগতত্বাৎ। যদপি তস্য ভগবতঃ অভিগমনাদিলক্ষণম্ আরাধনম্ অজস্রম্ অনন্যচিত্ততয়া অভিপ্রেয়তে, তদপি ন প্রতিষিধ্যতে, শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ঈশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণঃ উৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নাচ্চ অনিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ—ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকস্য জীবস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্য অনিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। ততশ্চ নৈব অস্য ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতি চ আচার্য্যঃ জীবস্য উৎপত্তিম্—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭) ইতি। তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ।৪২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতগণ বলেন—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হয়,—কিন্তু (**ন**) **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ** অর্থাৎ সেই উৎপত্তি সম্ভব নহে; কারণ, জীবের উৎপত্তি হইলে বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হয়, এবং জীব স্বকারণ বাসুদেবে লীন হইলে তাহার মোক্ষলাভ হইতে পারে না। অতএব পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমত অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—ঈশ্বর অপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবল নিমিত্তকারণ—ইহা যাহাদের অভিপ্রেত, সেই নৈয়ায়িক ও পাশুপতাদির মত খণ্ডন করা হইল। আর ঈশ্বর উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ, এই উভয় কারণই—ইহা যাঁহাদের মত, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা হইতেছে।

যদি বল, শ্রুতির আশ্রয় লইয়াও পূর্ব্বে এইরূপই ঈশ্বর স্থির করা হইয়াছে যে, তিনি উপাদানকারণও বটেন এবং নিমিত্তকারণও বটেন। (১।৪।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য) আর শ্রুতির অনুগত স্মৃতিই প্রমাণ হয়—ইহাই ব্যবস্থা। (ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি স্মৃতিই) তাহা হইলে কিজন্য এই মত খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? বলিতেছি—যদিও এই অংশ শ্রুতি ও স্মৃতির সমান বলিয়া বিবাদের বিষয় নহে বটে; কিন্তু অপর অংশ বিবাদের বিষয় আছে, সেই অংশের খণ্ডনের জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে।

এ বিষয়ে ভাগবতগণ মনে করেন—"বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরমার্থ তত্ত্ব। তিনি নিজেকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া বাসুদেবব্যূহরূপে, সঙ্কর্ষণব্যূহরূপে, প্রদ্যুম্নব্যূহরূপে এবং অনিরুদ্ধব্যূহরূপে অবস্থিত। বাসুদেব নামে পরমাত্মাকে বলা হয়, সঙ্কর্ষণ নামে জীবকে বলা হয়, প্রদ্যুম্ন নামে মনকে বলা হয়, এবং অনিরুদ্ধ নামে অহঙ্কারকে বলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ,

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ।৪৩ *

ভাষ্যানুবাদ।

সঙ্কর্ষণাদি অপরে তাঁহার কার্য্য। এই প্রকার পরমেশ্বর সেই ভগবান্‌কে **অভিগমন** অর্থাৎ কায়-মনঃ-বাক্যের সাবধানতাপূর্ব্বক দেবতার গৃহে গমন, **উপাদান** অর্থাৎ পূজার উপকরণের আয়োজন, **ইজ্যা** অর্থাৎ পূজা, **স্বাধ্যায়** অর্থাৎ স্তোত্র মন্ত্র লীলাদির পাঠ, এবং **যোগ** অর্থাৎ ধ্যান ইত্যাদিদ্বারা শত বৎসর ধরিয়া উপাসনা করিয়া ক্ষীণক্লেশ অর্থাৎ রাগদ্বেষমোহাদি হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কেই পাওয়া যায়।"

সেখানে যে বলা হয়—সেই যে নারায়ণ তিনি প্রকৃতির অতীত, প্রসিদ্ধ পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মা তিনি স্বয়ং নিজেকে নানা প্রকারে ব্যূহ করিয়া বিভাগ করিয়া আছেন, তাহা খণ্ডন করা হইতেছে না। কারণ,

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি (ছাঃ ৭।২৬।২)

অর্থাৎ তিনি একাকী থাকেন, তিনপ্রকারে বিভক্ত হন্ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা অনেক ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আরও যে সেই ভগবানের অভিগমনাদিরূপ নানাবিধ আরাধনা তাহা নিরন্তর একাগ্রচিত্ত হইবার জন্য স্বীকার করা হয়—তাহাও নিষেধ করা হইতেছে না; কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ প্রসিদ্ধই আছে। কিন্তু তাঁহারা যে বলেন—বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন, এ বিষয়ে আমরা বলি—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষের আপত্তি হয়। জীব যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ সকল হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্য, কারণকে প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনাশ হইয়া যাইবে। **নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ** এই (২।৩।১৭) সূত্রে আচার্য্য জীবের উৎপত্তির নিষেধ করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত ।৪২

ভামতী।

অন্যত্র বেদাবিসংবাদাৎ যত্র অংশে বিসংবাদঃ স নিরস্যতে, তম্ অংশম্ আহ—"**যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো**" জীব ইতি। জীবস্য কারণবত্ত্বে সতি অনিত্যত্বম্ অনিত্যত্বে পরলোকিনঃ অভাবাৎ পরলোকাভাবঃ, ততশ্চ স্বর্গনরকাপবর্গাভাবাপত্তেঃ নাস্তিক্যম্ ইত্যর্থঃ। অনুপপন্না চ জীবস্য উৎপত্তিঃ ইত্যাহ—"**প্রতিষেধিষ্যতি চ**" ইতি ।৪২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অধিষ্ঠাতা এব ঈশ্বরঃ ইতি মতে নিরস্তে প্রকৃতিরপি স ইতি মতস্য বেদসঙ্গতার্থত্বাৎ জীবোৎপত্তৌ অপি প্রমাণত্বম্ অতো জীবস্বরূপতয়া বোধ্যমানাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবতঃ সমন্বয়স্য তেন বাধ ইতি শঙ্কানিরাসাৎ সঙ্গতিম্ অভিপ্রেত্য আহ -"অন্যত্রে"তি। পঞ্চরাত্রকর্ত্তুঃ বাসুদেবস্য বেদাদেব সর্ব্বজ্ঞত্বাবগমাৎ কপিলপতঞ্জল্যাদীনাং চ জীবত্বাৎ পঞ্চরাত্রস্য চ পুরাণেষু বুদ্ধাদিদেশনাবৎ ব্যামোহার্থম্ ঈশ্বরপ্রণীতত্বশ্রবণাৎ ন যোগাদ্যধিকরণগতার্থতা। অবান্তরসঙ্গতিবশাৎ ইহপাদে অস্য লেখঃ ।৪২

ভামতীর অনুবাদ।

পঞ্চরাত্রের অন্য অংশে বেদের সহিত বিরোধ না থাকায় যে অংশে বিরোধ আছে, সেই অংশের নিরাস করিতেছেন। **যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা সেই অংশ বলিতেছেন। অর্থাৎ জীবের যদি কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইবে, এবং অনিত্য হইলে পরলোকী অর্থাৎ যাহার পরলোক হইবে সে ব্যক্তি না থাকায় পরলোকের অভাব হইবে। আর তাহা হইলে স্বর্গ নরক ও মোক্ষের অভাব হইয়া যাওয়ায় নাস্তিকতা হইয়া পড়িবে। জীবের উৎপত্তি হওয়া অসঙ্গত, **প্রতিষেধিষ্যতি** এই গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন ।৪২

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ।৪৩

ইতশ্চ অসঙ্গতা এষা কল্পনা। যস্মাৎ ন হি লোকে কর্ত্তুঃ দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদি উৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ—কর্ত্তুঃ জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেও "ন চ" দিয়া সূত্রারম্ভ হওয়ায় ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই হইল। রামানুজভাষ্যমতে ইহাও পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলা হয়। অন্য সব মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। ব্যাখ্যাভেদ পূর্ব্বসূত্রের ন্যায়।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।৪৪ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকম্ উৎপদ্যতে। কর্তৃজাচ্চ তস্মাৎ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ অহঙ্কারঃ উৎপদ্যতে ইতি। ন চ এতদ্দৃষ্টান্তম্ অন্তরেণ অধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। ন চ এবম্ভূতাং শ্রুতিম্ উপলভামহে।৪৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর কর্ত্তুঃ অর্থাৎ কর্ত্তা হইতে করণং ন অর্থাৎ করণের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—এ জন্যও এই কল্পনা অসঙ্গত। যেহেতু জগতে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে কুঠারাদি করণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু ভাগবতগণ বলেন—কর্ত্তা অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে করণ অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন নামক মন উৎপন্ন হয়, এবং কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন মন হইতে অনিরুদ্ধ নাম অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। ইহা কিন্তু দৃষ্টান্তব্যতীত স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর এরূপ শ্রুতিও দেখিতে পাইলাম না।৪৩

ভামতী।

যদ্যপি অনেকশিল্পপর্য্যবদাতঃ পরশুং কৃত্বা তেন পলাশং ছিনত্তি। যদ্যপি চ প্রযত্নেন ইন্দ্রিয়ার্থাত্মমনঃসন্নিকর্ষলক্ষণং জ্ঞানকরণম্ উপাদায় আত্মা অর্থং জানাতি। তথাপি সঙ্কর্ষণঃ অকরণঃ কথং প্রদ্যুম্নাখ্যং মনঃ করণং কুর্য্যাৎ। অকরণস্য বা করণনির্ম্মাণসামর্থ্যে কৃতং করণ-নির্ম্মাণেন। অকরণাদেব নিখিলকার্য্যসিদ্ধেঃ, ইতি ভাবঃ।৪৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ভবতু ক্রিয়াকরণম্ উৎপাদ্যং ন তু জ্ঞানকরণম্ ইতি আশঙ্ক্যাহ—"প্রযত্নে"তি। প্রযত্নাদীনাং করণত্বং বিবক্ষাতঃ। সিদ্ধান্তস্তু—
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতিঃ পঞ্চরাত্রঃ নিঃশ্বসিতং শ্রুতিঃ। তেন জীবজনিস্তত্র সিদ্ধা গৌণী নিয়মাতে॥
যাবৎ হি একদেশে বেদাবিরোধাৎ ঈশ্বরবুদ্ধেঃ বেদমূলত্বং বেদাৎ বা সর্ব্ববিষয়ত্বং প্রমীয়তে, তাবদেব স্বতঃপ্রমাণবেদাৎ জীবানুৎপত্তি-প্রমিতৌ তাদৃগ্বুদ্ধিপূর্ব্বকেশ্বরবচনাৎ ন জীবোৎপত্তিঃ অবগন্তুং শক্যতে। অতঃ প্রমাণাপহৃতবিষয়ে গৌণং তদ্বচনং ন তু ভ্রান্তং পূর্ব্বপক্ষযুক্তেঃ ইতি। সঙ্কর্ষণসংজ্ঞো জীবঃ প্রদ্যুম্নং জনয়িতুং করণান্তরবান্ ন বা। আদ্যে তদেব সর্ব্বত্র করণং স্যাৎ ইতি ন প্রদ্যুম্নঃ করণং ভবেৎ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—"সঙ্কর্ষণঃ অকরণঃ" ইতি। "করণনির্ম্মাণসামর্থ্যে" ইতি। ইহ করণং কৃতিঃ।৪৩

ভামতীর অনুবাদ।

যদিও বিবিধ শিল্পকর্ম্মে দক্ষ সূত্রধর কুঠার প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা পলাশ বৃক্ষ ছেদন করে। আর যদিও প্রযত্নদ্বারা ইন্দ্রিয় বিষয় ও আত্মমনঃসংযোগরূপ জ্ঞানের করণকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মা বস্তুকে জানিতে পারে. তাহা হইলেও সঙ্কর্ষণ করণবিহীন হইয়া কি করিয়া প্রদ্যুম্ন নামক করণকে উৎপাদন করিবে। আর যাহার করণ নাই, তাহার করণ নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য থাকিলে করণনির্ম্মাণের প্রয়োজন কি? যেহেতু করণরহিত কর্ত্তা হইতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে—ইহাই অভিপ্রায়।৪৩

শাঙ্করভাষ্যম।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।৪৪

অথাপি স্যাৎ ন চ এতে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ জীবাদিভাবেন অভিপ্রেয়ন্তে, কিং তর্হি? ঈশ্বরা এব এতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ ঐশ্বরৈঃ ধর্ম্মৈঃ অন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে বাসুদেবা এব এতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চ ইতি, তস্মাৎ নায়ং যথাবর্ণিতঃ উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতি ইতি।

অত্র উচ্যতে—এবম্ অপি তদপ্রতিষেধঃ উৎপত্ত্যসম্ভবস্য অপ্রতিষেধঃ, প্রাপ্নোত্যেব অয়ম্ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ দোষঃ প্রকারান্তরেণ ইতি অভিপ্রায়ঃ। কথম্? যদি তাবৎ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ পরস্পরভিন্না এব এতে বাসুদেবাদয়ঃ চত্বারঃ ঈশ্বরাঃ তুল্যধর্ম্মাণঃ ন এষাম্

---

* এস্থলে "বা"শব্দ থাকায় "অপ্রতিষেধঃ" এই প্রথমান্ত পদ সত্ত্বেও ইহার দ্বারা অধিকরণ আরব্ধ হইল না। অবশ্য এতাদৃশ "বা"শব্দ থাকাতেও অধিকরণ আরম্ভ অন্যত্র হইয়াছে, দেখা যায়। তাহার কারণ অনুসন্ধেয়। রামানুজমতে ইহা হইতে এই অধিকরণে সিদ্ধান্ত আরম্ভ।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ।৪৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

একাত্মকত্বম্ অস্তি ইতি, ততঃ অনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যম্, একেনৈব ঈশ্বরেণ ঈশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ, ভগবান্ এব একো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বম্ ইতি অভ্যুপগমাৎ।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ একস্যৈব ভগবতঃ এতে চত্বারঃ ব্যূহাঃ তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এব উৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি। সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নাচ্চ অনিরুদ্ধস্য অতিশয়াভাবাৎ। ভবতিব্যং হি কার্য্যকারণয়োঃ অতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হি অসতি অতিশয়ে কার্য্যং কারণম্ ইতি অবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভিঃ বাসুদেবাদিষু একস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিৎ ভেদঃ অভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চ এতে ভগবদ্-ব্যূহাঃ চতুঃসংখ্যায়াম্ এব অবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতঃ ভগবদ্-ব্যূহত্বাবগমাৎ ।৪৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বা অর্থাৎ অথবা যদি বল **বিজ্ঞানাদিভাবে** অর্থাৎ বাসুদেবাদি ব্যূহ চতুষ্টয় সকলেই জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বলবীর্য্যাদিযুক্ত ঈশ্বর অতএব তাঁহারা নির্দ্দোষ। তাহা হইলেও **তদপ্রতিষেধঃ** অর্থাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ দোষের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্যার্থ—আর যদি এরূপ অভিপ্রায় হয় যে—এই সঙ্কর্ষণপ্রভৃতিকে জীবাদিরূপে আমরা মনে করি না। তবে কি? ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজ এই সকল ঈশ্বরের গুণে ভূষিত, ইহাই আমরা স্বীকার করি, ইঁহারা সকলেই বাসুদেব, অতএব নির্দ্দোষ অর্থাৎ অবিদ্যাদি দোষরহিত, নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ ইঁহাদের কোন উপাদান নাই, অতএব নিরবদ্য অর্থাৎ অনিত্যত্বাদি কোন দোষ নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত উৎপত্ত্যসম্ভবাদি কোন দোষই হয় না।

এ বিষয়ে আমরা বলি—এইরূপ বলিলেও তদপ্রতিষেধ অর্থাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ দোষের কোন প্রতিকারই হয় না, অর্থাৎ অন্যপ্রকারে উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ হয়ই। যদি বল—কি করিয়া? যদি তোমার এই অভিপ্রায় হয় যে—বাসুদেবাদি এই চারিজন পরস্পর ভিন্ন ঈশ্বর এবং সমান গুণবান্ তাঁহারা এক নহেন। তাহা হইলে অনেক ঈশ্বর কল্পনা করা বৃথা হয়; কারণ, এক ঈশ্বরের দ্বারাই ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও নষ্ট হয়; কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে—একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরম সত্য।

আর যদি এই অভিপ্রায় হয় যে—এক ভগবানেরই চারিজন সমানগুণযুক্ত ব্যূহ, তাহা হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ সেই দোষই থাকিয়া গেল; কারণ, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, এবং সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের ইত্যাদি; কারণ, কোন অতিশয় অর্থাৎ বিশেষ নাই। যেহেতু, কার্য্য ও কারণের অতিশয় হওয়া উচিত, যেমন মৃত্তিকা ও ঘটের। কারণ, অতিশয় না থাকিলে ইহা কার্য্য, ইহা কারণ—এরূপ কল্পনা করা যায় না। আর যাঁহারা পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তবাদী তাঁহারা বাসুদেবাদির মধ্যে একে অথবা সকলে জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি তারতম্যবশতঃ কোন ভেদ স্বীকার করেন না; কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে সকল ব্যূহই বাসুদেব—কোন তারতম্য নাই। আর এই ভগবদ্ব্যূহসকল কেবল চারিটি সংখ্যাতেই অবস্থান করিতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগতই ভগবানের ব্যূহ বলিয়া জানা যায় ।৪৪

ভামতী।

বাসুদেবা এব এতে সঙ্কর্ষণাদয়ো নির্দ্দোষাঃ অবিদ্যাদিদোষরহিতাঃ। নিরধিষ্ঠানা নিরুপাদানাঃ অতএব নিরবদ্যাঃ অনিত্যত্বাদিদোষরহিতাঃ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ অনুগুণত্বাৎ ন দোষঃ ইত্যর্থঃ। অত্রোচ্যতে—"এবমপি" ইতি। মা ভূৎ অভ্যুপগমেন দোষঃ, প্রকারান্তরেণ তু অয়মেব দোষঃ। প্রশ্নপূর্ব্বং প্রকারান্তরম্ আহ—"কথং? যদি তাবৎ" ইতি। ন তাবৎ এতে পরস্পরং ভিন্না ঈশ্বরাঃ পরস্পরব্যাহতেচ্ছা ভবিতুম্ অর্হন্তি, ব্যাহতকামত্বে চ কার্য্যানুৎপাদাৎ।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

বিপ্রতিষেধাচ্চ।৪৫ †

ভামতী।

অব্যাহতকামত্বে বা প্রত্যেকম্ ঈশ্বরত্বে একেনৈব ঈশনায়াঃ কৃতত্বাৎ আনর্থক্যম্ ইতরেষাম্। সম্ভূয় চ ঈশনায়াং পরিশুদ্ধো ন কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ স্যাৎ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ "ভগবানেব একো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বম্ ইত্যভ্যুপগমাৎ"। তস্মাৎ কল্পান্তরম্ আস্থেয়ম্। তত্র চ উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ ইত্যাশয়বান্ কল্পান্তরম্ উপন্যস্য উৎপত্ত্যসম্ভবেন অপাকরোতি—"অথায়ম্ অভিপ্রায়:" ইতি। সুগমম্ অন্যৎ।৪৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"পরস্পরব্যাহতেচ্ছা" ইতি। ব্যাহতেচ্ছত্বে ঈশ্বরত্বব্যাঘাতাৎ ইত্যর্থঃ।. উৎপন্নে হি কার্য্যে তৎ প্রতি ঈশ্বরত্বম্ উৎপত্তিরেব ন স্যাৎ, ইত্যাহ—"ব্যাহতকামত্বে বা" ইতি। পরিশুদ্ধং নিশ্চিতম্। অনেকেশ্বরত্বে অপসিদ্ধান্তম্ আহ · ভগবানেব" ইতি।৪৪

ভামতীর অনুবাদ।

সঙ্কর্ষণাদি ইঁহারা সকলে বাসুদেবই, নির্দ্দোষ অর্থাৎ ইঁহাদের অবিদ্যাদি দোষ নাই। নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ ইঁহাদের কোন উপাদানকারণ নাই। অতএব নিরবদ্য অর্থাৎ ইঁহাদের অনিত্যতা প্রভৃতি কোন দোষ নাই। অতএব উৎপত্তির অসম্ভাবনা অনুকূল হওয়ায় দোষ নহে। **অত্রোচ্যতে এবমপি** ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—অভ্যুপগম অর্থাৎ যাহা স্বীকার করিলেন, তদনুসারে কোন দোষ না হউক, কিন্তু অন্য প্রকারে ইহাই দোষ হয়। প্রশ্ন করিয়া প্রকারান্তর বলিতেছেন—**কথং যদি তাবৎ।** পরস্পর ভিন্ন এই ঈশ্বর সকল পরস্পর ব্যাহতেচ্ছ হইতে পারেন না, অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের ইচ্ছা নষ্ট করিতে পারেন না। কারণ, যদি তাঁহারা ব্যাহতেচ্ছ হন, তাহা হইলে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। আর তাঁহারা যদি ব্যাহতেচ্ছ না হন, তাহা হইলে প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইলে এক ব্যক্তিই শাসন করিতে পারেন বলিয়া অপরের কোন প্রয়োজন হইবে না। আর যদি সকলে মিলিত হইয়া শাসন করেন, তাহা হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ খাটী ঈশ্বর কেহই হইতে পারেন না, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও নষ্ট হয়। কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, একমাত্র বাসুদেবই পরমসত্য। অতএব অন্যপক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে। আর সেই পক্ষে উৎপত্ত্য-সম্ভব-দোষ হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্যপক্ষ উল্লেখ করিয়া উৎপত্ত্যসম্ভব দোষের দ্বারা **অথায়ম্ অভিপ্রায়** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। অবশিষ্ট ভাষ্য সহজে বুঝা যাইবে।৪৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিপ্রতিষেধাচ্চ।৪৫

বিপ্রতিষেধশ্চ অস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্বকল্পনাদিলক্ষণঃ, জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণঃ, আত্মান এব এতে ভগবন্তঃ বাসুদেবাঃ ইত্যাদিদর্শনাৎ। বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধম্।৪৫

ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বিপ্রতিষেধঃ অর্থাৎ এই ভাগবতশাস্ত্রে গুণগুণী কল্পনা প্রভৃতি নানাবিধ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, **চ** অর্থাৎ এবং বেদবিরোধও আছে।

ভাষ্যার্থ—এই ভাগবতশাস্ত্রে গুণ ও গুণীর কল্পনাপ্রভৃতি নানাবিধ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বল বীর্য্য ও তেজ—গুণ, বাসুদেব প্রভৃতি এই ভগবান্ সকল আত্মা ভিন্ন নহেন ইত্যাদি দেখা যায়। বেদবিরোধও আছে; কারণ, চারিবেদে পরম কল্যাণকর কিছু না পাইয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্রলাভ

† এস্থলে প্রথমাস্ত পদ না থাকায় এতদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হইল না। রামানুজমতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫]

ভাষ্যানুবাদ।

করিয়াছেন, ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।৪৫ উৎপত্ত্যসম্ভব নামক অষ্টম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ-তর্কস্মৃতি-বেদান্ততর্কতীর্থকৃত-শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে-দ্বিতীয়াধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

ভামতী।

গুণিভ্যঃ খলু আত্মভ্যঃ জ্ঞানাদীন্ গুণান্ ভেদেন উক্ত্বা পুনঃ অভেদং ব্রূতে—"আত্মান এব এতে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ" ইতি। আদিগ্রহণেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ মনোহঙ্কারলক্ষণতয়া আত্মনো ভেদম্ অভিধায় আত্মান এব এতে ইতি তদ্বিরুদ্ধাভেদাভিধানম্ অপরং সংগৃহীতম্। বেদবিপ্রতিষেধঃ ব্যাখ্যাতঃ।৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্যাখ্যাতো ভাষ্যে ইতি শেষঃ।৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানুভবানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদমলানন্দ-বিরচিতে বেদান্তকল্পতরৌ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

গুণবান্ আত্মাসকল হইতে জ্ঞানাদি গুণসকলকে পৃথক্ করিয়া বলিয়া আবার **আত্মান এব এতে** ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাদের অভেদ বলিতেছেন। আদি শব্দদ্বারা প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মন ও অহঙ্কার স্বরূপ বলিয়া আত্মা হইতে ভেদ বলিয়া **আত্মান এব এতে** এই গ্রন্থে তাহার বিরুদ্ধ অন্য একটি অভেদ কথনের সংগ্রহ করা হইয়াছে। বেদবিরোধ ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৪৫ উৎপত্ত্যধিকরণ নামক অষ্টম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ-তর্কস্মৃতি-বেদান্ততীর্থকৃত-শারীরক-ভাষ্যে-দ্বিতীয়াধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের ভামতীর ভাষাব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

অষ্টমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

সপ্তম অধিকরণে ঈশ্বরের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণতাবাদী যে সব মত অর্থাৎ একদেশী মাহেশ্বর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মত এবং ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে এই পাদের এই শেষ বা অষ্টম অধিকরণে যে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতে জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা হয়, সেই ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতের সেই অংশের খণ্ডন করা হইতেছে। ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতে বলা হয়—একই ভগবান্ বাসুদেব নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ এবং পরমার্থতত্ত্ব। তিনি চারি প্রকারে অবস্থিত। যথা—বাসুদেবব্যূহ, সংকর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ এবং অনিরুদ্ধব্যূহ। বাসুদেবই পরমাত্মা সংকর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন, এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। এই ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে—বাসুদেব হইতে সংকর্ষণের সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের যে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহাই একশ্রেণীর ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রের মত। এই মতটী অসঙ্গত। কারণ, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় না। ইঁহাই এই অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এজন্য এই অধিকরণে চারিটী সূত্র আছে। যথা—

১। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।৪২
২। ন চ কর্ত্তুঃ করণম্।৪৩
৩। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।৪৪
৪। বিপ্রতিষেধাচ্চ।৪৫

ইহাদের আক্ষরিক অর্থ এই—

১। এস্থলে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্র হইতে নকারের অনুবৃত্তি করিয়া "ন উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রটী পাঠ করা হয়। ইহার অর্থ—না, বাসুদেব হইতে জীবোৎপত্তি সম্ভব নহে।

২। আর কর্ত্তা হইতে যে করণের উৎপত্তি তাহাও সম্ভব হয় না। যেমন কর্ত্তা দেবদত্ত হইতে কুঠাররূপ করণের উৎপত্তি দেখা যায় না। অতএব এক কর্ত্তা বাসুদেব হইতে জীবোৎপত্তি সম্ভব হয় না।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ।৪৫]

অষ্টমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

৩। আর সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা বাসুদেবের ন্যায় বিজ্ঞানাদি স্বরূপ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বলযুক্ত এবং নির্দ্দোষ হইলেও তাহাদের উৎপত্তিরূপ দোষের বারণ হয় না। কারণ, বাসুদেবাদি চারিজনই যদি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর বলা হয়, তবে এক বাসুদেব ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আর তিনজন উৎপন্ন হইলেও চারিজনই এক বাসুদেব ঈশ্বরের তুল্যধর্ম্মা যদি বলা হয়, তাহা হইলে উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যে কিঞ্চিৎ অতিশয় থাকেই।

৪। এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজকে কোথাও বাসুদেবের গুণ, কোথাও বা উক্ত গুণগুলিই ভগবান্ বাসুদেবে, ইহা বলা হয় বলিয়া, এবং কোথাও বা বেদের নিন্দা থাকায়, এই মতবাদটী প্রামাণিক নহে।

এক্ষণে এই অধিকরণের সঙ্গতি সংশয় বিষয় প্রভৃতি অবয়ব পাঁচটী এই—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—(পূর্ব্ববৎ)

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—ইহা এস্থলে প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ,—এইরূপ বেদবিরুদ্ধমত নিরাস করা হইয়াছে ; এক্ষণে ঈশ্বর নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ এই বেদসম্মত মতে যে জীবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া এই অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বাধিকরণের সহিত প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি বলা হয়।

(২) **বিষয়**—পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবোৎপত্তি, সেই সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক মনের উৎপত্তি, এবং সেই প্রদ্যুম্ননামক মন হইতে অনিরুদ্ধনামক অহংকারের উৎপত্তি।

(৩) **সংশয়**—উক্ত ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক কি প্রমাণমূলক নহে ?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—উহা প্রমাণমূলক। কারণ, শ্রুতিতে আছে, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মু ২।১।৩) "স একধাভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি এবং পরমসংহিতায় আছে—"পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাৎ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণানাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনঃ জায়তে, তস্মাৎ অনিরুদ্ধ-সংজ্ঞোঽহংকারো জায়তে" ইত্যাদি।

(৫) **সিদ্ধান্ত**—উহা প্রমাণমূলক নহে। কারণ, জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" ইত্যাদি। তাহার পর যুক্তি এই যে, যাহার উৎপত্তি হয় তাহা অনিত্যই হয়, আর তাহা হইলে জীবের মোক্ষ অসম্ভব হয়। অতএব জীবোৎপত্তিপ্রভৃতি বিষয়ে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত প্রমাণমূলক নহে।

(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ (প্রথমাধিকরণবৎ) অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে পাঞ্চরাত্র-আগমবিরোধবশতঃ জীবাভিন্ন ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র এই বিষয়ে প্রমাণ নহে বলিয়া বিরোধ থাকিতে পারে না, অতএব সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

এস্থলে শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

ঈশোক্তং ন পুরাণেষু ব্যামোহার্থমিতীরিতম্।
পঞ্চরাত্রমতো জীবো বিকার ইতি মীয়তে॥১

অর্থাৎ ঈশ্বরোক্ত পাঞ্চরাত্রমত বুদ্ধাদির ন্যায় জীববুদ্ধিবিমোহনার্থ এ কথা পুরাণমধ্যে কথিত হয় নাই। অতএব পাঞ্চরাত্রমতে যে জীবকে বিকার বলা হয়, তাহা সঙ্গত।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ।৪৫]

অষ্টমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

এস্থলে শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে সিদ্ধান্তরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতিস্তন্ত্রং ব্রহ্মনিঃশ্বসিতং শ্রুতিঃ।
তেন জীবজনিস্তন্ত্রে সিদ্ধা গৌণী নিয়ম্যতে॥২

অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র তন্ত্র নারায়ণ কর্ত্তৃক বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত, কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মনিঃশ্বসিত। এজন্য তাহা প্রবল প্রমাণ। আর এজন্য পাঞ্চরাত্রমতে যে জীবোৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা গৌণার্থক বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

জীবোৎপত্ত্যাদিকং পাঞ্চরাত্রোক্তং যুজ্যতে ন বা।
যুক্তং নারায়ণব্যূহতৎসমারাধনাদিবৎ॥১
যুজ্যতামবিরুদ্ধোংশো জীবোৎপত্তি র্ন যুজ্যতে।
উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ॥২

অন্বয়:—পাঞ্চরাত্রোক্তং জীবোৎপত্ত্যাদিকং যুজ্যতে ন বা? নারায়ণব্যূহ-তৎ-সমারাধনাদিবৎ যুক্তম্।১ অবিরুদ্ধাংশো যুজ্যতাম্; উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ জীবোৎপত্তিঃ ন যুজ্যতে।২

অর্থ—পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে উক্ত যে জীবোৎপত্ত্যাদি তাহা যুক্ত কি অযুক্ত? নারায়ণের ব্যূহ এবং তাঁহার আরাধনাদি যেমন যুক্ত, তদ্রূপ জীবোৎপত্ত্যাদিও যুক্তই।১। অবিরুদ্ধাংশ যুক্ত হয় হউক (তাহাতে আপত্তি নাই), কিন্তু উৎপন্ন বস্তুর বিনাশিত্বপ্রযুক্ত কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম দোষ হয় বলিয়া জীবের উৎপত্তি সঙ্গত হয় না।২

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্ক-বেদান্ততীর্থকৃত-শ্রীমচ্ছারীরিক ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের অধিকরণ-তাৎপর্য্যনির্ণয় সমাপ্ত হইল।

এই অধিকরণের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের মধ্যে অত্যধিক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্করের সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ভাস্করভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যের অনুরূপ হইলেও ইহাতে উক্ত চারিটী সূত্রের মধ্যে শেষ "বিপ্রতিষেধাচ্চ" সূত্রটীই নাই। উহা "শ্রুতিবিপ্রতিষেধাচ্চ" এই আকারে ভাষ্যের অঙ্গীভূতরূপে দৃষ্ট হয়। রামানুজভাষ্যে উক্ত চারিটী সূত্র থাকিলেও প্রথম দুইটী সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্র করিয়া শেষ দুইটীকে সিদ্ধান্তসূত্র করিয়া পাঞ্চরাত্রমতের স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে কিন্তু দুইটী বাধা আছে। প্রথম এই পাদে একটী সূত্রও পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত হয় নাই এবং দ্বিতীয়—এই পাদে পরপক্ষখণ্ডন করা হইয়াছে, স্বপক্ষস্থাপনকার্য্য প্রথমপাদে হইয়া গিয়াছে। অতএব রামানুজভাষ্যে পাদসঙ্গতিরও হানি ঘটিয়াছে। শ্রীকণ্ঠ শৈবভাষ্যে ইহাতে পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশ খণ্ডন করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে। মধ্ব নিম্বার্ক এবং বলদেব ভাষ্যে ইহাতে শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে, বলা হইয়াছে। বল্লভভাষ্যে পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশের খণ্ডন করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণই করা হয় নাই। ইহাতে কর্ত্তা ব্রহ্মের কারণসমূহের উৎপত্তি অসম্ভব—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পত্যধিকরণেও পাশুপত-মতের খণ্ডনও বলা হয় নাই। তথায় ঈশ্বরে অনুমান হয় না—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ রামাৎ সম্প্রদায়ের আনন্দভাষ্যে প্রথম দুইটী সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ করা হয় নাই এবং পাঞ্চরাত্রমত স্থাপনপররূপেও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ফলতঃ রামানুজীয় ব্যাখ্যায় যে পাদসঙ্গতির অপলাপ হয়, তাহা করিতে এক রামানুজভাষ্য ব্যতীত কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। শাঙ্করভাষ্যেও পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের দুষ্টাংশেরই খণ্ডন আছে। অতএব এস্থলে শাঙ্করব্যাখ্যাই বহুজনসম্মত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উপলভ্যভাষ্যের মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এস্থলে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, যে সব বৈষ্ণবাচার্য্য পাঞ্চরাত্রমতরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা পাঞ্চরাত্র একদেশীর মতখণ্ডন বলিয়া পাঞ্চরাত্রমতের নির্দ্দোষতা রক্ষা করিয়াছেন। তদ্রূপ শ্রীকণ্ঠভাষ্যে পাশুপতমতখণ্ডনের জন্য দোষবারণের জন্য একদেশী পাশুমতের খণ্ডন বলিয়া পাশুপতমতের নির্দ্দোষতা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভাস্কর একদেশী পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডনের কথা বলেন নাই। এমন কি রামানুজাচার্য্যও সে পথ গ্রহণ না করিয়া অখণ্ড পাঞ্চরাত্রমতের স্থাপনেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ানুগত ব্যাখ্যা নহে। এস্থলে ব্যাসাভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাটী শঙ্কর ও ভাস্করেই প্রকাশিত হইয়াছে, মনে হয়। (সম্পাদক)

অধিকরণানুযায়ী সূত্রবিভাগ।

১। **রচনানুপপত্ত্যধিকরণ** (সাংখ্যমতখণ্ডন)

১। রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ২।২।১ (সিদ্ধান্তসূত্র)
২। প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২ "
৩। পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ২।২।৩ "
৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪ "
৫। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২।২।৫ "
৬। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ২।২।৬ "
৭। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ২।২।৭ "
৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ২।২।৮ "
৯। অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ২।২।৯ "
১০। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ২।২।১০ "

২। **মহদ্দীর্ঘাধিকরণ** (সাংখ্যের আক্ষেপখণ্ডন)

১। মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১১ "

৩। **পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ** (বৈশেষিকমতখণ্ডন)

১। উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ২।২।১২ "
২। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ২।২।১৩ "
৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪ "
৪। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫ "
৫। উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।১৬ "
৬। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ২।২।১৭ "

৪। **সমুদায়াধিকরণ** (সর্ব্বাস্তিত্ববৌদ্ধবাদখণ্ডন)

১। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ নিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৮ "
২। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৯ "
৩। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ২।২।২০ "
৪। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ২।২।২১ "
৫। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ২।২।২২ "
৬। উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।২৩ "
৭। আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪ "
৮। অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।২৫ "
৯। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬ "
১০। উদাসীনানামপি চৈবংসিদ্ধিঃ ২।২।২৭ "

৫। **অভাবাধিকরণ** (বিজ্ঞান ও শূন্যবাদখণ্ডন)

১। নাভাব উপলব্ধেঃ ২।২।২৮ "
২। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯ "
৩। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ২।২।৩০ "
৪। ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১ "
৫। সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ২।২।৩২ "

(অধিকরণসূত্রবিভাগ।)

৬। **একস্মিন্নভাবাধিকরণ** (জৈনমতখণ্ডন)

১। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ২।২।৩৩ „
২। এবং চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ২।২।৩৪ „
৩। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ২।২।৩৫ „
৪। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ২।২।৩৬ „

৭। **পত্যধিকরণ** (পাশুপত ও নৈয়ায়িকমতখণ্ডন)

১। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ২।২।৩৭ „
২। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮ „
৩। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৯ „
৪। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ২।২।৪০ „
৫। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১ „

৮। **উৎপত্ত্যধিকরণ** (ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডন)

১। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ২।২।৪২ „
২। ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ২।২।৪৩ „
৩। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ২।২।৪৪ „
৪। বিপ্রতিষেধাচ্চ ২।২।৪৫ „